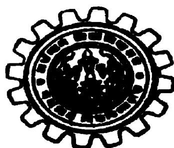
নরহরি চক্রবর্তী ঃ জীবনী ও রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ জীবনী ও রচনা-সংগ্রহ

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা
অধ্যাপক, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Narahari Chakrabarty : Jibani O Rachanabali
(Life & Works of Narahari Chakrabarty,
a Baishnaba Poet of eighteenth century)
by Mihir Choudhury Kamilya, M. A. Ph. D.

প্রথম প্রকাশঃ বুদ্ধপূর্ণিমা ১৯৬০

প্রচ্ছদঃ খালেদ চৌধুরী

প্রকাশকঃ রথীন্দ্রকুমার পালিত
পাব্লিকেশন্‌স্‌ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক ঃ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস
১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজিতকুমার দত্ত
ডক্টর শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রতিহার

প্রায় সব দীর্ঘ-অনুশীলিত ও পুষ্ট সাহিত্যে দেখা যায় যে এক এক সময়ে এমন এক একজন লেখক জন্মান যাঁর অনেক বিষয়ে অধিকার এবং যিনি অনেক বিষয়ে কলম চালিয়ে গেছেন। এমনি একজন লেখক দেখা দিয়েছিলেন বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রায় আড়াই শ বছর আগে। সে ব্যক্তির দুটি নাম ছিল নরহরি ও ঘনশ্যাম। এই দুটি নামই তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করতেন। তা করে ভালোই করেছিলেন। নতুবা তাঁর অনেক পদ আমরা অন্য কবির রচনা বলে ধরে নিতুম। নরহরি ছিলেন ব্রাহ্মণ।

নরহরির পরিচয় যৎসামান্য জানা ছিল। তাঁর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী, এবং তাঁর পিতার গুরু ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ ব্রজবাসী হয়েছিলেন। নরহরিও ব্রজবাসী ছিলেন। এই স্বল্প জ্ঞানের সঙ্গে যোগ করেছেন অনেক নতুন কথা নরহরির ও বিশ্বনাথের সম্বন্ধে এই প্রস্তুত গবেষণা গ্রন্থের লেখক ডক্টর মিহির চৌধুরী কামিল্যা। বরানগর পাঠবাড়ীতে রক্ষিত দুটি পুঁথি থেকে ইনি এই নতুন তথ্য পেয়েছেন ও তা আমাদের জ্ঞাপন করেছেন। ফলে গ্রন্থটি সার্থক গবেষণা-ফল-সংভৃত হয়েছে। বাংলাবিদ্যায় গবেষণার নাম করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে খাড়া-বড়ি-থোড় ও থোড়-বড়ি-খাড়ার ধুলোট পর্ব চলেছে তার মধ্যে এমন একটি বই হাতে এলে বড়ো ভালো লাগে।

ডক্টর চৌধুরী নরহরির অনেক নতুন রচনার যোগান ও সন্ধান দিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি নরহরির গীতচন্দ্রোদয় ধরে পদাবলী কাহিনী ও রসের বিশ্লেষণ করে গেছেন। এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না, কেন না আমার মতো পাঠকের কাছে এর প্রয়োজন নেই, আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের। স্বীকার করি ওঁদের দিকে দৃষ্টি রাখাও দরকার, কেননা ওঁরাই তো এ গ্রন্থের প্রধান খদ্দের।

ডক্টর চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর সুষ্ঠু গবেষণা কর্মের জন্যে। এই উপলক্ষে তাঁর হয়ে আমার পরম শ্রদ্ধা জানাই গোলোকগত মহাপুরুষ হরিদাস দাস মহাশয়কে। তিনিই গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি অনেক নরহরি প্রণীত গ্রন্থ প্রকাশ করে দিয়ে ডক্টর মিহির চৌধুরী কামিল্যার পথ বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

বৈষ্ণবশাস্ত্র যেমন গভীর, তেমনি বিশাল। রাঢ়বঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বংশের আমি দীন সন্তান। আমার ঊর্ধ্বতর অষ্টমপুরুষ প্রেমদাস ও চতুর্থপুরুষ ভরতদাস বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এবং ষষ্ঠপুরুষ কীর্তনীয়া কৃষ্ণকিংকর অম্বিকানগর রাজসভায় 'কোকিলকণ্ঠ' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে কিংবা পিতৃ-পিতামহের বাহিত ধারায় ও পরিবেশপ্রভাবে বাল্যাবধি আমার মনে বৈষ্ণবপ্রীতি ক্রমশঃ অংকুরিত হয়েছে। আমি আমার পল্লী কুটীরে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধীত হতে শুনেছি, মহাজনপদাবলী সংকীর্তিত হতে শুনেছি। কিন্তু বিদ্যালয়-জীবনে কোনো বৈষ্ণব রচনাংশ পাঠের সুযোগ পাই নি। মহাবিদ্যালয়-জীবনে আমার হৃদয়ে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হলো। সেই অভীপ্সা পূর্ণায়ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এ বিষয়ে অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও অনন্ত কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসে। একসময় বৈষ্ণব-বিদ্যাচর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করি। যার ফলশ্রুতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তীর জীবনী ও রচনাবলী নিয়ে গবেষণার প্রয়াস। আমার সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, মমতা ও বিশ্বাস নিয়ে, সব রকম যত্ন ও পরিশ্রমে সেই গবেষণা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমি আমার বিচারবুদ্ধিকে সর্বদা অতন্দ্র রেখেছি।

আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিদ্যার রীডার ডঃ শ্রীবিজিতকুমার দত্ত মহাশয়ের অধীনে আমি এই গবেষণা করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করি। সাহিত্য বিশ্লেষণ ও পদ বিচারে তাঁর বহু প্রসারিত ও অন্তর্ভেদী সূক্ষ্মধর্মিতার আলোকেই আমার সমস্ত প্রচেষ্টা উদ্দীপিত। সময়ে অসময়ে পথে ঘাটে যখন যেভাবে যে বিষয়ে আমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছি, তিনি পরম স্নেহে আমাকে তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে সাহায্য দান করে অনুগৃহীত করেছেন। তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি, থেকেছি। তিনি এবং তাঁর পত্নী আমার সব উপদ্রব সহ্য করে আমাকে সন্তানের মমতা ও আদরে সমৃদ্ধ করেছেন। আজ আমার এই আচার্যদেব ডঃ দত্ত মহাশয় ও তদীয় সহধর্মিণী ডঃ শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত মহাশয়াকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তাঁদেরই শ্রীচরণে উৎসর্গ করে আমি কৃতকৃতার্থ।

এই গবেষণা কর্মের জন্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'রিসার্চ ফেলো' হিসেবে বৃত্তি প্রদান করেছিলেন। তারপর পি-এইচ ডি লাভের একমাসের মধ্যেই এই বিশালকায় গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। এ শুধু ছাত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শনই নয়, এর মধ্য দিয়ে বাংলার উপেক্ষিত বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চাকেই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বতোভাবে সম্মানিত করলেন। এজন্যে কর্তৃপক্ষকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এ বিষয়ে পূজনীয় উপাচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মমতায় আমি অভিভূত। গাইডহীন অবস্থায় আমার অশান্তি দূরীকরণে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনে ও বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশে তাঁর অনুকূল্য আমার চিরস্মরণীয়

সামগ্রী। তাঁর শ্রীচরণে আজ আমার সর্ভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। সাশ্রুনেত্রে স্মরণ করি তৎকালীন রেজিস্ট্রার প্রয়াত আর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, গ্রন্থপ্রকাশে যাঁর অনুক্ষণ সোৎকণ্ঠ আগ্রহ আমাকেই বিস্ময়াবিষ্ট করেছে।

আমার এই থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন আমার আচার্য্য ডঃ দত্ত মহোদয় ব্যতীত অপর দুই প্রথিতযশা আচার্য্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ডি লিট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়। এঁদের ভূয়সী প্রশংসা ও উচ্ছ্বসিত অভিমতে ১১. ১. ১৯৭৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'ডক্টর অব্ ফিলোজফি' উপাধিতে সংবর্ধিত করেন। গ্রন্থপ্রকাশে আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রশংসাপত্র আমার গবেষণাকে গৌরবের স্বর্ণাসন দান করেছে।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, সারস্বত সাধনার প্রবাদপুরুষ পিতামহ আচার্য্য ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় আমাকে গবেষণাবিষয়ে সর্বদা উপদেশ নির্দেশ দিয়ে, দুরূহ তথ্যের সমাধান করে, নিজস্ব পুঁথিপত্র ব্যবহার করতে দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। বইটির প্রকাশ নিয়ে তাঁরও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা নেই। বোধিদ্রুম কল্প সেই অসাধারণ পণ্ডিত তাঁর সহস্র কর্মব্যস্ততার মাঝেও এই গ্রন্থের 'প্রাতিহার' লিখে দিয়ে শুধু আমার গ্রন্থেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নি, আমাকেও অপরিসীম স্নেহে সমৃদ্ধ করেছেন।

'পদাবলী সাহিত্যের ভগীরথ' ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজ আর ইহলোকে নেই। গ্রন্থটি মুদ্রিত অবস্থায় পেতে তাঁর বড় সাধ ছিল। তাঁর জীবিতকালে গ্রন্থের মুদ্রণকার্য বেশী এগোয় নি। আজ তাঁর অতলান্তিক স্নেহের কথা বার বার মনে পড়ছে। দিনের পর দিন, তাঁর বাড়ীতে রেখে, গবেষণার বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে, পুঁথির পাঠ উদ্ধার করে, ত্রিপুরা থেকে লিখে আনা 'গীতচন্দ্রোদয়' পুঁথির পদ-সূচীটি তিনি দান করে এযুগেও আমার তপোবনে গুরুগৃহে বাস করতে সৌভাগ্য দান করেছেন। সাশ্রুনেত্রে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আমার সাক্ষাৎ গুরু ডঃ শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় প্রথমাবধি আমাকে অফুরন্ত অনুপ্রেরণায় ও অনন্য উৎসাহে সঞ্জীবিত করেছেন, গ্রন্থ প্রকাশ দেরী হচ্ছে বলে বার বার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। থিসিসের রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত তাঁর নানা সাহায্য আমাকে আশান্বিত করেছে।

আগরতলার অধ্যাপক শ্রীরণেন্দ্রনাথ দেব ত্রিপুরাস্থ নানাস্থানের পুঁথির অনু-সন্ধান দিয়ে আমার শ্রম লাঘব করেছেন। অধ্যাপক ডঃ শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত আমাকে তাঁর দুটি পুঁথি ও নানা পুস্তক ব্যবহার করতে দিয়েছেন। অধ্যাপক ডঃ শ্রীশুকদেব সিংহ ঘনশ্যাম কবিরাজের পদসম্বলিত 'রসবিলাসবল্লী'র সন্ধান দিয়েছেন। ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ শ্রীমনোরঞ্জন জানা, অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্য এবং আমার বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও আমার বিদ্যালাভের প্রথম গাইড শ্রীশক্তিপদ কর্মকার প্রমুখ আমার

সাক্ষাৎ গুরুবৃন্দের আশীর্বাদ ও প্রেরণায় আমার গবেষণা পুষ্ট হয়েছে। পুঁথির পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস, শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী, শ্রীমাণিকলাল সিংহ ও আমার পিতৃব্য সতীশচন্দ্র কামিল্যা।

আনুড়ের শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতপাঠের বঙ্গানুবাদ করে দেন। আসানশোলের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রকেশোরী রায় পিতৃস্নেহে আমাকে সর্বশ্রেণীর সাহায্য করেছেন এবং সমাজশ্রীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর সমস্ত আদরে আমাকে পরিবর্ধিত করে গবেষণা সার্থক করে তুলেছেন। এঁদের প্রণাম জানাই। অধ্যাপক বন্ধু আবদুস সামাদ ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এবং অভিন্নহৃদয় শ্রীজগদীশ-চন্দ্র মণ্ডলের (নগরকোনা) আন্তরিকতা আমার গর্বের বস্তু। 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত করেছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী ও তাঁর ভাই তরুণ শিল্পী শ্রীমান্ সুব্রতচন্দ্র।

অবশেষে বই ছাপার প্রসঙ্গ। ছাপা শুরু হয় কলকাতার 'টাইপোগ্রাফার্স অব ইণ্ডিয়া' প্রেসে। কিন্তু প্রেসের দীর্ঘসূত্রতা ও নানা দুর্বলতায় সুদীর্ঘ কালক্ষয়ে মাত্র ৭ ফর্মা (১-১১২ পৃষ্ঠা) ছাপা হয়, এই রকম একটা অস্বস্তির পরে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ বহু কষ্টে সেই অচলায়তন থেকে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অংশ উদ্ধার করেন। কিন্তু ততদিনে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের আর কিছুই হাতে নেই। তাই অগত্যা বইটিকে দুটি খণ্ডে ভেঙে দিতে হলো—প্রথমখণ্ডে রইল 'জীবনী ও রচনা সংগ্রহ' অংশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রাখা হলো 'আলোচনা ও পরিশিষ্ট' অংশ।

প্রথমখণ্ড ছাপলেন হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, খুবই সীমিত সময়ে, যথেষ্ট ব্যস্ততা ও দ্রুততার সঙ্গে। এবং এজন্যে প্রেসকর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাতেই হবে। অপরখণ্ড ছাপা হচ্ছে জ্ঞানোদয় প্রেসে, তেমনি দ্রুতগতিতে।

একটি খণ্ডে সমগ্র গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হলেই পাঠকসমাজ নিশ্চিন্ত হয়ে একটি পূর্ণায়ত চিন্তা ও পরিপূর্ণ আস্বাদ লাভ করেন। কিন্তু তা হলো না, এজন্যে আমরা বড় দুঃখিত। তার উপর অতি দ্রুত ছাপবার জন্যে অনেক সময় ভালো করে প্রুফ দেখতে পারি নি। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও কিছু রয়ে গেল। এই সব ত্রুটি কোনো সহৃদয় পাঠক আমাকে পত্রযোগে বা অন্য কোনোভাবে জানালে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

বইটি প্রকাশের জন্যে প্রকাশন আধিকারিক শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত মহোদয়ের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রথম প্রেসের বাধা ও পরবর্তীকালে ছাপার বিভিন্ন জটিলতা তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে দূর করেছেন। এই বিভাগের শ্রীবিশ্বনাথ গুহ, শ্রীঅরুণ মজুমদার, শ্রীরামসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য প্রমুখের অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। এঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রুফ আদানপ্রদানে দিনের পর দিন সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বাতী চট্টোপাধ্যায়। তিনি নানা শ্রম স্বীকার করে গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত হতে সাহায্য করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ ও আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

প্রুফ দেখতে সাহায্য করেছে আমার অগণিত ছাত্রছাত্রী। তাদের কল্যাণ কামনা করি। সর্বোপরি এই গবেষণাকর্মের জন্য জানা অজানা পরিচিত অপরিচিত কত গ্রন্থকার ও গ্রন্থের যে সাহায্য নিয়েছি, পাঠবাড়ী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি কত গ্রন্থাগারের যে বই ব্যবহার করেছি, কবির জন্মভূমি সহ কতস্থানে যে গিয়েছি, কত মানুষের স্নেহ ও আশীর্বাদ যে লাভ করেছি তা লিখে শেষ করা যায় না।

পরিশেষে বলতে হয় আমার মায়ের কথা, যিনি আমার সমস্ত প্রেরণার আশ্রয় ও আধার। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাকে গবেষণা করতেই উৎসাহিত করেছিলেন। আজ সেই গবেষণার যথার্থ ফলশ্রুতিতে তাঁর শ্রীচরণে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই ॥

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

সংকেত

ক. বি. = কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গী. চ. (পূ.) = গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ অংশ)
গী. চ. (ম.) = গীতচন্দ্রোদয় (মঙ্গলাচরণ পুঁথি)
গো. র. ম. = গোবিন্দরতিমঞ্জরী
গৌ. চ. চি = গৌরচরিত্রচিন্তামণি
গৌ. প. ত. = গৌরপদতরঙ্গিণী
গৌ. পা. সূ. = গৌরপারিকরগণের সূচক
তরু./প. ক. ত. = পদকল্পতরু
তু. = তুলনীয়
দ্রঃ = দ্রষ্টব্য
ন. বি. = নরোত্তমবিলাস
পৃঃ = পৃষ্ঠা
বঃ সাঃ পঃ = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বা-সা-ই (পূ) (অপ) = বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) (অপরার্ধ)
ভ. র. = ভক্তিরত্নাকর
মিশন = গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা
শাঃ = শারদীয়া
স. = সম্পাদক
সং = সংস্করণ

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

বর্তমান গবেষণার বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী, (নামান্তর ঘনশ্যাম) তাঁর জীবনী ও রচনাবলী।

নরহরি বিশিষ্ট ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব বিদ্যাচর্চার সর্বাধিক আগ্রহ বোধ করেছিলেন। এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব সমাজে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা হয়তো ভাটা পড়ে নি। বৈষ্ণবদের বিশুদ্ধ ভক্তি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। বিভিন্ন বৈষ্ণব মহান্তদের বৈষ্ণব তত্ত্ব ও অলংকার সম্বন্ধেও নানা সূক্ষ্ম মতাদর্শ দেখা দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশুদ্ধ ভক্তির গাঢ়তা কিঞ্চিৎ ফিকে হয়ে এসেছিল। নরহরি বৈষ্ণব সাধনার ও বিদ্যার বিশুদ্ধ রূপটিকে অম্লান রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে, তিনি বৈষ্ণববিদ্যার সরণি অবলম্বন করে সকল দিক আলোচনায় বৈষ্ণবীয় জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। বৈষ্ণব-জগতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারও নরহরি তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এক দিক দিয়ে নরহরি সেকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তিনি একাধারে বৈষ্ণব-পদকার, জীবনীকার, -ঐতিহাসিক, -ভৌগোলিক, -পদসংগ্রাহক, -আলংকারিক, -ছান্দসিক, সুনিপুণ বাদক ও সুগায়ক। বৈষ্ণব বিদ্যার এমন কোনো দিক নেই, যা তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তিনি যে ভাবে বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, সেকালের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। বৈষ্ণব জগতে নরহরির এই বিশিষ্ট অবদান অনুধাবনের জন্যে বক্ষ্যমাণ আলোচনাকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে

১। **জীবন প্রসঙ্গ:** নরহরি ও তাঁর পিতৃগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জীবনী।

২। **গ্রন্থপরিচিতি:** এযাবৎ মুদ্রিত ৮টি গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা।

৩। **নবাবিষ্কৃত পুথি:** নরহরির ৩টি অজ্ঞাত পুথির বিস্তারিত পরিচয়। পুথি তিনটি এযাবৎ প্রকাশিত কোনো বৈষ্ণব ইতিহাস বা আলোচনাগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি।

৪। **পদাবলী সংগ্রহ:** (ক) নরহরির স্বরচিত গ্রন্থে প্রাপ্ত তাঁর উভয় ভণিতার পদ গণনা; (খ) এযাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থ, (গ) পুথির পাতড়া, এবং (ঘ) একালের পদসংকলন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আলোচনাগ্রন্থে সংকলিত নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার পদ সংগ্রহ এবং সেগুলির ভণিতা বিচার।

৫। **পদাবলীর সাহিত্যমূল্য:** নরহরির পদাবলীকে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে ভাব-বস্তু, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি আলোচনা।

৬। **(পদাবলী ব্যতীত) গ্রন্থাবলীর সাহিত্যমূল্য:** নরহরির নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ-গুলি থেকে (ক) লোকজীবন বা সমাজচিত্র, (খ) ইতিহাসের তথ্য, (গ) ভূগোলের তথ্য, (ঘ) সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা।

৭। **পরিশিষ্ট:** নরহরির নবাবিষ্কৃত পদাবলী ও নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ, কবির আত্ম-বিবরণী বা আত্ম-জীবনী এবং অন্যের লেখা কবিজীবনী ইত্যাদি সংযোজন।

নরহরি চক্রবর্তীর নাম-কাল-পরিচয় আজ অতীত ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত। অথচ তাঁর সমান সাহিত্যসেবক অতি অল্পই আছেন। তাই তাঁর একটি সম্পূর্ণ জীবন-চরিত রচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্তরায়ও কম নয়। তাঁর জীবনী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদান নিতান্তই অল্প। এতকাল পর্যন্ত

একমাত্র নরহরির পিতৃনামটিই আমাদের জানা ছিল। 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম'—কবির এই যুগ্ম নাম ভিন্ন তাঁর সম্পর্কে অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যও সংগৃহীত হয় নি।

আমরা নরহরির স্বরচিত 'আত্মবিবরণী' বা 'আত্মজীবনী' (পাঠবাড়ী পুথি ২০০৬। ২১) এবং তাঁর পুথির অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ রচিত 'কবি-জীবনী' (পাঠবাড়ী পুথি ২০৪১। ২৪) সংগ্রহ করেছি। এই দুই রচনা থেকে নরহরির পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, বিশেষ করে তাঁর পিতার গুরুভক্তি, সন্তানলাভ, তীর্থ পর্যটন এবং কবির বাসস্থান, গুরুপরম্পরা, ব্রজবাস ও সাধনার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। নরহরির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় গ্রহণের জন্যে এই বিষয়গুলির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায় জীবন-প্রসঙ্গে এই দিকগুলিই আলোচিত হয়েছে।

নরহরির জন্মস্থান ও গুরু সম্পর্কে বহুদিন ধরে পণ্ডিত মহলে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। কাটোয়া, নবদ্বীপ বা নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোনো স্থান এবং রেঞাপুর,—এই গ্রামগুলিকে অবলম্বন করে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি গ্রাম সম্পর্কেও বাদী বা প্রতিবাদীরা কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি। বর্তমান আলোচনায় এই সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান দেওয়া হয়েছে। গ্রামটির অবস্থান সম্পর্কেও যে নিখুঁত পরিচয় মিলেছে, বর্তমান নিবন্ধে তাও আলোচিত হয়েছে।

কবির গুরু সম্পর্কে জট পাকিয়েছিল আরো বেশি। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীনিবাসাচার্যকেই নরহরির গুরু বলে বারংবার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় নানা যুক্তিবলে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বসু মহাশয় তার জবাব দিয়েছিলেন একটি গ্রন্থের এক দীর্ঘায়িত ভূমিকায়। আর একদল পণ্ডিত স্পষ্টভাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকেই কবির গুরু রূপে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই কোনো রকম প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একেবারে নীরব। এই ব্যাসকূট সমাধানের প্রয়োজন ছিল। জট থেকে যথার্থ তথ্যটি বর্তমান গবেষণায় উদ্ধার করা হয়েছে। এবং প্রমাণ করা হয়েছে, শ্রীনিবাস বা বিশ্বনাথ কেউই কবির গুরু হতে পারেন না, কবির গুরু বিশ্বনাথের দাদার নাতি নৃসিংহ চক্রবর্তী।

এতদিন নরহরির জীবনী ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে যে-কিঞ্চিৎ তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল, তা ছিল অনুমাননির্ভর। তা ছাড়া তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রানুশীলন, পরিভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণের অপেক্ষায় ছিল। জীবৎকাল সম্পর্কেও একটা যুক্তিযুক্ত আলোচনার দরকার ছিল। বিশেষ করে কবির দৈনন্দিন সাধন ভজনের মতো কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যগুলি জানবার কোনো পথই ছিল না। নরহরির 'নরোত্তমবিলাসে'র যে নবাবিষ্কৃত পুথিটি মিলেছে, এবং যে সব তথ্য এতদিন অজ্ঞাত ছিল, বা যেসব লোককাহিনী এতদিন মুখে মুখে ফিরছিল, তাছাড়া যে সমস্ত উপাদান এযাবৎ অধিকতর বিশ্লেষণের অপেক্ষায় ছিল,—এই সবগুলি থেকে এই সাধক, পণ্ডিত, বৈষ্ণব-সংগঠকের একটি যুক্তিসংগত, তথ্যনির্ভর, পরিপূর্ণাঙ্গ জীবনী বর্তমান গবেষণা নিবন্ধেই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আরও একটি তথ্য স্মরণ করা হয়েছে। নরহরিকে সব দিক দিয়ে জানবার জন্যেই তাঁর পিতৃগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নরহরি বলেছেন—"বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥" কবির এই উক্তিটির একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, যে প্রেরণায় কবি আত্মপরিচয় লিখতে বসে নিজের কথাকে সংক্ষেপিত করে বিশ্বনাথের জীবন-কথাকেই বিস্তারিত করে লিখেছেন, বর্তমান নিবন্ধে সেই

দিকটিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 'নরোত্তমবিলাসে'র শেষে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে তাঁর নিজের পরিচয় অপেক্ষা বিশ্বনাথের পরিচয়ই বেশি আছে। গ্রন্থকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই এই বিবরণটি প্রদান করেছেন। সর্বসাধারণ্যে বিশ্বনাথ-জীবনী প্রচারার্থেই নয়, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতঃই এই রচনায় তিনি পিতার পক্ষ থেকে গুরুকৃত্য করেছেন। আপন রচনায় নরহরি এ-তথ্য নিবেদন করতেই উদগ্রীব হয়েছেন যে, বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর পিতার কতো গভীর সম্পর্ক ছিল। বস্তুতঃ তাঁর জীবনসাধনা ও সাহিত্যরচনায় বিশ্বনাথের গ্রন্থের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল যথেষ্ঠ। নরহরি স্বয়ং স্বীকার করেছেন, বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র অনুসরণেই তিনি 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলনে ব্রতী হন। বিশ্বনাথই প্রথম তাঁর 'ক্ষণদা'য় প্রতিটি অধ্যায়ে গৌরগীতির সঙ্গে নিত্যানন্দগীতি চালু করতে চেষ্টা করেন। নরহরিও এই পথ গ্রহণ করেন এবং এই সঙ্গে তিনি অদ্বৈতগীতিও যুক্ত করে দেন। বিশ্বনাথের 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে' শ্রীরাধাকৃষ্ণের এবং 'শ্রীমন্ মহাপ্রভোরষ্টকালীয় স্মরণমঙ্গল স্তোত্রমে' শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় নিত্য-লীলার বর্ণনা আছে। নরহরিও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে প্রসঙ্গক্রমে এই দুই লীলা সংযোজন করেছেন। বিশ্বনাথের 'ব্রজরীতিচিন্তামণি'তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীগুলির পরিচয় আছে। নরহরিও 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সব দিক বিচারে এই উপমা দেওয়া চলে যে, নরহরির জীবন সাধনা যেন বিশ্বনাথের একলব্য পৌত্র-শিষ্যের গুরুদক্ষিণা।

শিষ্যপুত্র-রচিত বিশ্বনাথ-জীবনীকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত, অজ্ঞাত ও অ-বিশ্লেষিত তথ্যের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বনাথ সেকালে কী ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করে সাধনার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। এবং সেই সূত্রানুসারেই তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত রচনা করা হয়েছে।

বিশ্বনাথ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র "পূর্ব বিভাগ" সংকলন করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা, দেহত্যাগের জন্যে তিনি পশ্চিম বিভাগ সংকলন করতে পারেন নি। সম্প্রতি মনোহর দাস সংকলিত হিন্দী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র পশ্চিম বিভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এটির সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে, যাতে গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

নরহরি রচিত মোট ১১টি গ্রন্থ মিলেছে। তন্মধ্যে ৮টি পুথি মুদ্রিত[১] হয়েছিল—'নরোত্তমবিলাস' (১৮১৫ খৃীঃ), 'ভক্তিরত্নাকর' (১৮৮৮ খৃীঃ), 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' (১৯৪৭ খৃীঃ), 'গীতচন্দ্রোদয়' (পূর্বরাগ অংশ-বিশেষ, ১৯৪৮), 'সংগীতসারসংগ্রহ' (১৯৫৬), 'ছন্দঃসমুদ্র' (খণ্ডিত, ১৯৫৭), 'পদ্ধতিপ্রদীপ' (খণ্ডিত ; ১৯৫৭) এবং 'নামামৃতসমুদ্র' (মুদ্রণকাল নেই)।

বাকি ৩টি পুথি অদ্যাপি অমুদ্রিত। 'গৌরপরিকরগণের সূচক', 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ অংশ), 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'—এগুলির নাম পর্যন্ত পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি।

মুদ্রিত ৮টি গ্রন্থকে নিয়ে 'গ্রন্থ পরিচিতি' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় অবতারিত এবং নবাবিষ্কৃত পুথিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে এগুলিকে নিয়ে পৃথকভাবে তৃতীয় অধ্যায় রচিত।

মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সাহিত্যের ঐতিহাসিক বা বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচকগণ

১. বন্ধনীস্থ সাল = গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণকাল।

অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। যথাস্থানে তাঁদের আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কবির প্রতিটি গ্রন্থ পুংখানুপুংখ ভাবে পরীক্ষা করে সেগুলি সম্পর্কে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ইতিপূর্বে কারো আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রন্থের প্রাচীন পুথি ও মুদ্রিত বিভিন্ন সংস্করণের সংবাদ, এক পুথির সঙ্গে অন্য পুথির বা পুথির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধার, গ্রন্থের বিষয়বস্তু, গঠনশৈলী— ইত্যাদি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রতিটি গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচিতিতে এই সমস্ত দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে নরহরি তাঁর পূর্ববর্তী বহু কবির পদ বা পদাংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থে কোন্ কবির কতগুলি পদ আছে, সেগুলি সেকালের আর-কোনো পদসংকলক সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা, কিংবা এই সব পদসংকলনে কবির কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে কিনা, কিম্বা নরহরির গৃহীত পাঠের সঙ্গে অন্যান্য সংকলকের ধৃত পাঠের কোনো পার্থক্য আছে কিনা প্রসঙ্গ-ক্রমে তাও নির্ণয় করা হয়েছে। এ থেকে নরহরির প্রিয় কবিদের ও তাঁর ভালো-লাগা পদাবলীর সন্ধান মিলেছে। 'গ্রন্থপরিচিতি' অধ্যায়ে প্রতিটি গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য নির্ণীত হয় নি। কারণ, নরহরি একই বিষয় বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। যেমন—সংগীততত্ত্ব আছে তিনটি গ্রন্থে—'সংগীতসারসংগ্রহ', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়'-মঙ্গলাচরণ অংশে। একটি বিশেষ সময়ের বৈষ্ণব ইতিহাস আছে তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে'র মধ্যে। ছন্দ-বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে 'ছন্দঃসমুদ্র' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে'র 'ছন্দপ্রকরণম্' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সুতরাং তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ করে সাহিত্য বিচারের এক একটি দিক পৃথক একটি অধ্যায়ে (ষষ্ঠ) আলোচিত হয়েছে।

নরহরির পুথি খুব সুলভ নয়। নানা অনুসন্ধান করে আমরা 'নরোত্তমবিলাসে'র ৪টি, 'নামামৃতসমুদ্রে'র ৩টি, 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১টি, 'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ' অংশের একটি বিশেষ অধ্যায়ের ('দ্বিতীয় বিশেষ প্রকারে দ্বিতীয় অধ্যায়') ১টি, 'সংগীতসারসংগ্রহে'র ১টি (খণ্ডিত), 'ছন্দঃসমুদ্রে'র ১টি (খণ্ডিত) পুথি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে 'নরোত্তমবিলাসে'র পুথিই সর্বাধিক। এবং এ গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের সংখ্যাও কম নয়। এর জনপ্রিয়তার অন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে, ১৮১৫ খৃীষ্টাব্দেই এটি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

প্রাপ্ত পুথিগুলির সবগুলিই ভালো নয়। লিপিকর প্রমাদও যত্রতত্র। মুদ্রিত গ্রন্থ-গুলিও কখনো কখনো যদ্দৃষ্টং তৎ লিখিতং। আবার কোনো কোনো গ্রন্থ-সম্পাদক পুথি ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ করার কথাও উল্লেখ করে গেছেন। এর ফলেও ভুল ভ্রান্তি কম ঘটে নি। সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থগুলির উপর সর্বদা নির্ভর করা সমীচীন মনে করি নি। পুথি-গুলিতে নানা প্রমাদসত্ত্বেও সেগুলিই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। যতদূর বুঝি, এইটিই সত্যসন্ধানের অভ্রান্ত পথ। আমরা পুথির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠভেদ বা অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধার করেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ পুথি অপেক্ষা সহজলভ্য; তাই পুথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে অনেক সময়ই মুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করেছি।

নরহরির প্রথম রচনা হিসেবে 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র নাম করা হয়। এর কোনো পুথি মেলে নি। 'ভক্তিরত্নাকর' ব্যতীত অন্যত্র এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কোনো গ্রন্থেই কবি সমাপ্তিকাল উল্লেখ করেন নি। সেজন্যে কোনোটিরই রচনাকাল বলবার উপায় নেই। 'ভক্তিরত্নাকরে' 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র এবং 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে 'ছন্দঃসমুদ্রে'র উল্লেখ আছে এবং 'নরোত্তমবিলাস' রচনার প্রতিশ্রুতি আছে। এ থেকে মনে হয়েছে যে, প্রথমে 'ছন্দঃসমুদ্র', তারপর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', তারপর 'ভক্তিরত্নাকর' ও শেষে 'নরোত্তমবিলাস' রচিত। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরিকল্পনা ও প্রাপ্ত অংশ দুটির পদসংগ্রহ লক্ষ্য করে মনে হয়েছে,

কবি এটির সংকলনকার্য সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। 'সংগীতসারসংগ্রহে'র অধিকাংশ বিষয়ই কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিস্তারিত ভাবে 'ভক্তিরত্নাকরে' গৃহীত হয়েছে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' গীতবিষয়ক ও 'ছন্দঃসমুদ্রে' ছন্দ-বিষয়ক আলোচনা 'সংগীতসারসংগ্রহে'র অনুরূপ। এজন্যে গ্রন্থটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্ববর্তী রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 'নামামৃত-সমুদ্র' ও 'পদ্ধতিপ্রদীপে'র রচনাকাল সম্পর্কে এমন অনুমানেরও সুযোগ নেই।

'ছন্দঃসমুদ্র' ছন্দশাস্ত্রের আলোচনা গ্রন্থ। নরহরির পূর্ববর্তী ছন্দশাস্ত্রগুলি সবই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। নরহরিই প্রথম তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় এই ছন্দশাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এর একটিমাত্র খণ্ডিত পুথি পাঠবাড়ীতে আছে। প্রাপ্ত অংশটি হরিদাস দাস মহাশয় তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' মুদ্রিত করেছেন। প্রথম তরঙ্গ সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয় তরঙ্গের কিছু অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছে। পিঙ্গল, বাণীভূষণ, বৃত্তমহোদধি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে ষড়ঙ্গের নাম, ছন্দের বিভাগ ও ব্যাকরণ প্রথম তরঙ্গের বিষয়। খণ্ডিত দ্বিতীয় তরঙ্গে ৬৫ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের উদাহরণযোগে পরিচয় মিলেছে।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি অভিনব গ্রন্থ। কবির স্বরচিত গৌরলীলা-বিষয়ক পদের অপূর্ব সংকলন। বর্তমানে এর পুথি মেলে নি। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সংগৃহীত এর ১ম-১১শ কিরণ, বৃন্দাবনের গুরুচরণ দাস মহাশয় রক্ষিত ১ম-১৩শ কিরণ এবং ১ম-১৭শ কিরণ বিশিষ্ট ত্রিপুরা রাজমালার পুথি অবলম্বনে হরিদাস দাস মহাশয় এটি মুদ্রিত করেছেন। "গুরু, বৈষ্ণবকবি ও মহান্ত বন্দনার পর শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার শয়নবিলাস, শয্যাত্যাগ, ভক্তসমাবেশ, তাঁর প্রতি বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বাৎসল্য-বতীদের স্নেহ প্রকাশ, তাঁকে অবলম্বন করে নবদ্বীপনাগরীদের চরিত্র, স্বপ্নদর্শন ও মনোরথ, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও নদীয়ানাগরীদের দর্শনে দেবরমণীদের কৌতুক ও প্রেমকলহ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দেবতা-গন্ধর্ব-কিন্নর-'গন্ধর্বিনী-কিন্নরিণী' নাগ ও নাগপত্নীদের মনোভাব"—এ গ্রন্থের ১৬শ কিরণ পর্যন্ত আলোচিত। খণ্ডিত ১৭শ কিরণে গঙ্গা যমুনার কথোপকথনে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলাবিলাসের পরিচয় আছে। গ্রন্থটিতে প্রতিটি পদের ছন্দ (মোট ৭০টি) ও রাগরাগিণী (মোট ৩৫টি) বলা হয়েছে। গৌরপদ সংকলনের এই আদিতম গ্রন্থেই প্রথম ভাষায় রচিত গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় নিত্য-লীলার প্রকাশ দেখা যায়।

'ভক্তিরত্নাকর' বৈষ্ণবজীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ। এর একটিমাত্র পুথি পাঠবাড়ীতে আছে। বহরমপুর থেকে দুটি এবং গৌড়ীয় মিশন থেকে এর দুটি করে সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর ৫ম ও ১২শ তরঙ্গ যথাক্রমে 'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থানুবাদ ব্যতীত গ্রন্থটি ১৫টি তরঙ্গে বিভক্ত। ৮২টি প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগে, ৩২৪টি পদাবলী সংযোজনে, ১২২০টি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশে এবং ২৩ হাজারেরও অধিক ভাষায় রচিত চরণ বিশিষ্ট এই গ্রন্থ প্রাচীন মহাকাব্যের মতো বৃহদায়তন। প্রধানতঃ শ্রীনিবাসাচার্যের এবং গৌণতঃ নরোত্তম শ্যামানন্দ রামচন্দ্র কবিরাজের জীবন-কথা এতে বর্ণিত। প্রসঙ্গতঃ সমগ্র ১৬শ-১৭শ শতকের গৌড় বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজ, বৈষ্ণব-মহোৎসব, ভক্ত ও মহান্তজীবনী প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় এতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে কবির স্বরচিত পদ ২৪৬, অন্যান্য কবিদের পদ ৭৮।

'নরোত্তমবিলাস'ও বৈষ্ণব-জীবনী এবং ইতিহাসগ্রন্থ। এর ৪টি পুথি ও ৭টি মুদ্রিত সংস্করণ মিলেছে। প্রধানতঃ নরোত্তমঠাকুরের সমগ্র জীবনী ১ম-১২শ বিলাসে লিপিবদ্ধ। পাঠবাড়ীর পুথিটিতে অতিরিক্ত ৪৭০ চরণ পাঠ আছে। এই অংশে নরহরি

তাঁর পিতৃগুরু বিশ্বনাথের জীবনী, প্রসঙ্গতঃ আপনার গুরুপরম্পরা ও পিতামাতার পরিচয় প্রদান করেছেন। 'নরোত্তমবিলাসে'র এই পুথির শেষে এবং 'ভক্তিরত্নাকর' পুথিটির শেষে দুটিরই অনুলেখক অ.নন্দনারায়ণ মৈত্র নরহরির জীবন কথা পয়ারবন্ধ করেছেন। কবির জীবনী রচনায় এর মূল্য অসামান্য। পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ এটি সংকলিত হয়েছে। আমরা এটিকে 'কবি-জীবনী' নামে আখ্যাত করেছি। ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টির বিচারে 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' একে অপরের পরিপূরক।

'গীতচন্দ্রোদয়' পদসংকলন গ্রন্থ। এতদিন পর্যন্ত এটিকে রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্রে'র পূর্ববর্তী রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, এটি 'পদামৃতসমুদ্রে'র অনেক পরের সংকলন। নরহরির কোনো পদ 'পদামৃত-সমুদ্রে' নেই, অথচ 'পদামৃতসমুদ্রে'র দুটি পদ 'গীতচন্দ্রোদয়ে' আছে। এই গ্রন্থের মাত্র একটি আস্বাদের খণ্ডিত পুথি পাঠবাড়ীতে আছে। হরিদাস দাস মহাশয় যে পুথি থেকে এটি মুদ্রিত করেছিলেন তার কোনো সংবাদ নেই। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরা রাজমালা গ্রন্থাগারে এর একটি অনুলিপি দেখেছিলেন (তা থেকে তিনি একটি পদসূচীও তৈরী করে আনেন), অধুনা সেটিও পাওয়া যায় না। হরিদাস দাস মহাশয়ের 'গীতচন্দ্রোদয়' "পূর্বরাগে" ১১৬৯টি পদ আছে। আর ৭টি অংশে ভণিতা থাকলেও সেগুলি ভূমিকা বা উপসংহারের মতো, কবির গ্রন্থ রচনা সম্পর্কান্বিত বক্তব্য, পদ নয়। উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণে মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগল্ভাদি ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত। এ গ্রন্থে নরহরির উভয় ভণিতার পদ ৮১৯ ; অন্যান্য ৩৯ জন কবির পদ ৩২৭, ভণিতাহীন পদ ২৩।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'গীতচন্দ্রোদয়ের' '৮ম পরিচ্ছেদ' নাম দিয়ে একটি বিশেষ অংশ তাঁর 'রাগ ও রূপে' (উত্তরভাগ) প্রকাশ করেছেন। কিন্তু '৮ম পরিচ্ছেদ' শব্দটির অর্থ বোঝা যায় না। মূল 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র '৮ম বিভাগে'র নাম 'প্রার্থনামৃত'। সম্পাদক পুথির সংবাদ দেন নি। এই প্রকাশনায় তালার্ণব অংশটিও আছে। এই গ্রন্থে পদসংখ্যা নরহরির ১৮, অন্যান্য ৩ জন কবির ৩, ১টি পদে ভণিতা নেই। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র মঙ্গলাচরণ অংশে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের '৮ম পরিচ্ছেদ' পাওয়া গেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

'সংগীতসারসংগ্রহ' সংস্কৃতে রচিত সংগীতবিজ্ঞান। এর দুটি পুথি অবলম্বনে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। একটি পুথি খণ্ডিত, বরাহনগর পাঠবাড়ীর, 'নাট্যশাস্ত্র' নাম। অন্যটি যাজিগ্রামের, বর্তমানে এটির সংবাদ মেলে নি। পাঠবাড়ীতে আমরা এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি খণ্ডিত পুথি পেয়েছি। নং ৪৫০। ৮, ৮টি পত্র (২৩-২৪, ২৭-৩২)। মোট ৬টি প্রকরণে গীত, বাদ্য, নৃত্য-নাট্য, আঙ্গিকাভিনয়, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে বিচিত্র আলোচনা। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগীতের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব নরহরির।

নরহরির দৃষ্টি যে সর্বদিকে ছিল, বৈষ্ণববন্দনা জাতীয় 'নামামৃতসমুদ্র' তার প্রমাণ। এর ৩টি পুথি আছে। হরিদাস দাস মহাশয় পুথি মুদ্রিতও করেছেন। পুথিতে ৩৬০ জন বৈষ্ণবের স্মরণ ও বন্দনা আছে। তন্মধ্যে ২২ জন ব্যক্তির উল্লেখ অন্য কোনো বৈষ্ণবগ্রন্থে নেই। বর্তমান নিবন্ধে এঁদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, ও নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' প্রদত্ত এঁদের বিবরণী আলোচিত হয়েছে।

'পদ্ধতিপ্রদীপে'র সামান্য অংশমাত্র হরিদাস দাস মহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত। কিন্তু এটির কোনো অনুলিপি মেলে নি। নরহরির রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যে এটির স্থানও উপেক্ষার নয়।

"নবাবিষ্কৃত পুঁথি" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে নরহরির অধুনাপ্রাপ্ত নিম্নোক্ত ৩টি পুঁথির আলোচনা আছেঃ 'গৌরপরিকরগণের সূচক', 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ) ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'। আশ্চর্যের বিষয়, এই তিনটি পুঁথি অন্য কারো নজরে আসে নি। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি সুধীবর্গের নিকট উপস্থাপিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পুঁথিগুলি যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা, গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ পরিচয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

'গৌরপরিকরগণের সূচক' পুঁথিটি পাঠবাড়ীর। খণ্ডিত বলে পুঁথিতে শিরোনাম ছিল না। পাঠবাড়ীর কর্তৃপক্ষ এই নাম দিয়েছেন। এতে নরহরি ভণিতার ১৬টি ছোট বড় পদ আছে (দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)। শচীদেবী, জগন্নাথ মিশ্র, বিশ্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত (দুটি পদে), গৌরীদাস, কাশীশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, বক্রেশ্বর, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও মকরধ্বজ গোপালগুরুর স্মরণযোগ্য জীবন-কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত। সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট এগুলির মূল্য অপরিসীম। এগুলিতে বহু অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ) পুঁথিটি খণ্ডিত। এটিও পাঠবাড়ীর। আভ্যন্তরীণ বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটিই নরহরি পরিকল্পিত গীতচন্দ্রোদয়ের আরম্ভাংশ। কবির গ্রন্থ পরিকল্পনা বা তার ৮টি বিভাগ ও প্রতি বিভাগের উপবিভাগগুলির নাম একমাত্র এই পুঁথিতেই মিলেছে। বহুদিন পর্যন্ত এই অনন্যসাধারণ পরিকল্পনাটি অজ্ঞাত ছিল। এই পুঁথিতে মোট পদ ২৫০। তন্মধ্যে নরহরির উভয় ভণিতার ১৭৭, অন্যান্য কবির ৬৬ এবং ভণিতাহীন ৭। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের প্রকাশিত পদগুলি এই পুঁথির ৫৮-৭২ সংখ্যক। কবির স্বরচিত পদগুলির মধ্যে ৩১টি পদ তাঁর অন্য গ্রন্থেও আছে। ইতিপূর্বে কোথাও মুদ্রিত হয় নি, এমন অজ্ঞাত পদ আছে ১২৮টি (দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)। তাছাড়া এতে কবি, কাব্য ও সহৃদয় সামাজিক সম্পর্কে নরহরির নিজস্ব বক্তব্যও আছে। নরহরির পাঠকের কাছে তার মূল্যও কম নয়।

'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুঁথিটির ৩টি অনুলিপি মিলেছে। তিনটিরই আদর্শ পুঁথি ছিল একটি। অনুলিপিগুলিতে কোনো পাঠান্তর বা অতিরিক্ত পাঠ নেই। নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণে এটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কবির 'ভক্তিরত্নাকর' ১২শ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দেখা যাচ্ছে বর্তমান পুঁথিতে সেই বর্ণনাই সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে বা পরিক্রমার সাহায্যকারী গ্রন্থ হিসেবেই এটি পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'ই একমাত্র পথনির্দেশিকা গ্রন্থ হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্য দাবী করতে পারে (দ্রঃ পরিশিষ্ট-গ)।

চতুর্থ অধ্যায় পদাবলীসংগ্রহ। পূর্বাচার্যদের কেউ কেউ নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী সম্পর্কে উৎসুক হলেও, তাঁর পদাবলী সংগ্রহের একটি সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা করেন নি। বর্তমান অধ্যায়ে সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে।

নরহরির পদসংগ্রহের উৎস ৪টি। (ক) তাঁর স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর', 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি', 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরপরিকরগণের সূচকে' সংকলিত তাঁর উভয় ভণিতার পদগুলি গ্রহণ করা, (খ) প্রাচীনকালের পদসংকলন, (গ) প্রাচীন পুঁথির পাতড়া, (ঘ) এ-কালের বিভিন্ন পদসংকলন, আলোচনা গ্রন্থে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর কোনো পদ সংগৃহীত হয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধান করা। স্বরচিত গ্রন্থ থেকে তাঁর পদগুলি বেছে নিতে তেমন কিছু বেগ পেতে হয় নি। কেবল দেখতে হয়েছে, এই পদ-

গুলি অন্যত্র অন্য কোনো ভণিতায় উদ্ধৃত হয়েছে কি না। উল্লেখ্য যে, তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পূর্বরাগ)-সংকলিত ঘনশ্যাম ভণিতার এমন ৬টি পদ আছে, যেগুলি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তেও পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে পদগুলি কার রচনা, যুক্তি ও তথ্যযোগে তা বিচার করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য পদগুলি কবিরাজের।

কিন্তু অন্যত্র প্রাপ্ত পদগুলির ভণিতা বিচার সহজসাধ্য নয়। নরহরি চক্রবর্তীর পদে 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তাঁর জন্মের বহু পূর্বেই শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর 'নরহরি' ভণিতায় এবং তাঁর অল্প পূর্ববর্তী গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় পদ রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়াও, নরহরি চক্রবর্তীর কিছু কিছু বাংলা ও ব্রজবুলি পদের রচনারীতি ও ভাববস্তু যথাক্রমে নরহরি সরকার ও ঘনশ্যাম কবিরাজের পদের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং এঁদের পদের সঙ্গে চক্রবর্তীর পদ মিশে যেতে পারে। তাছাড়া শ্রীনিবাসাচার্যের সমসাময়িক জয়গোপালের এক শিষ্য ঘনশ্যাম (কৃষ্ণকিংকর নামান্তর) 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। অপর একজন যাত্রাপালার লেখক ঘনশ্যাম দাসও বর্তমান ছিলেন। দান ও নৌকাখণ্ড বিষয়ক তাঁর অনেকগুলি বাংলা পদ আছে। সুতরাং এঁদের পদের সঙ্গে নরহরি ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদও মিশে যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' আবিষ্কৃত না হলে, গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্বোক্ত ৬টি পদ ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা হতো।

সেজন্যে পদাবলী সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা সর্বাগ্রে এই তিন কবির রচনারীতির বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নিরূপণ করেছি। এ ব্যাপারে পূর্বাচার্যদের প্রদত্ত তথ্য প্রভূত সাহায্য করেছে। নরহরি সরকারের স্বকৃত কোনো পদসংকলন নেই। তাঁর নামে সর্বজন স্বীকৃত পদগুলি থেকে তাঁর পদের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে। 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' ও 'রসবিলাস-বল্লী' থেকে ঘনশ্যামদাস কবিরাজের এবং 'ভক্তিরত্নাকরা'দি গ্রন্থ থেকে নরহরি-ঘনশ্যামের রচনারীতির সন্ধান পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে চক্রবর্তীর কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে কি না তাও দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের পদের বিষয়বস্তু ও রসবস্তু, আকার ও আঙ্গিক (ভাষা) ছন্দ অলংকার নির্মিতি) এবং সেই সঙ্গে তিন জনের কালগত তারতম্য ও সাধনা প্রভৃতি দিকগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র নরহরি ভণিতায় ১২০টি পদ এবং চক্রবর্তী ও কবিরাজের গ্রন্থ ব্যতীত ঘনশ্যাম ভণিতার ১৬০টি পদ পাওয়া গেছে। অন্য প্রমাণ না পাওয়ায়, কেবলমাত্র রচনারীতির দিক দিয়ে এগুলির ভণিতা বিচার করা হয়েছে। এজন্যে আমরা নিম্নোক্ত ক্রমপর্যায় গ্রহণ করেছি

নরহরি চক্রবর্তীর পদ	নরহরি চক্রবর্তীর পদ হতে পারে	নরহরি চক্রবর্তীর পদ হতে পারে, নাও হতে পারে	নরহরি সরকার বা ঘনশ্যাম কবিরাজের পদ—তবে চক্রবর্তীর হওয়া অসম্ভব নয়	নরহরি চক্রবর্তীর পদ হতেই পারে না
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১০০ শতাংশ	৭৫ শতাংশ	৫০ শতাংশ	২৫ শতাংশ	০ শতাংশ

এইভাবে ভণিতা বিচার করে নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার পদগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করা দরকার ছিল।

নরহরির স্বরচিত গ্রন্থ থেকে মোট ১৬৩৭টি পদ পাওয়া গেছে। ভক্তিরত্নাকরে ২৪৬, গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে ৩৭৯, গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ)-এ ৮১৯ এবং নব.বিষ্কৃত গৌর-পরিকরগণের সূচক পুঁথিতে ১৬, ও গীতচন্দ্রোদয় (মঙ্গলাচরণ) পুঁথিতে ১৭৭। তন্মধ্যে কবির একাধিক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বা একই গ্রন্থে একাধিকবার ধৃত হয়েছে এমন পদের সংখ্যা ৫৪ + ২ = ৫৬টি। এগুলি বাদ দিলে তাঁর অকৃত্রিম পদের যথার্থ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৮১। অন্যত্র মিলেছে ১৭টি,—কীর্তনানন্দে ২, পদকল্পতরুতে—৭, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ১, পদমেরুতে ৪, বিভিন্ন পুঁথির পাতড়া থেকে—৩। এছাড়া একালের সংকলন থেকে পাই ২৭টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে বেশি পদ (১৬২৫টি) রচনা করেছিলেন ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী। এজন্যে তিনি সর্বাধিক পদাবলী রচনার গৌরব দাবী করতে পারেন।

প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ সম্পর্কেও নানা বাধা। কিছু সংকলন গ্রন্থ মুদ্রিত, কিছু অমুদ্রিত। সংকলন পুঁথিগুলিও দুষ্প্রাপ্য। মুদ্রিত সংকলনগুলিরও সেই অবস্থা। আধুনিক কালে বহু পদসংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-শ্রীশচন্দ্রের 'পদরত্নাবলী' (১২৯২) থেকে সাম্প্রতিক সংকলন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণবপদাবলী' (১৩৬৯) পর্যন্ত আমরা উল্লেখযোগ্য ২০টি গ্রন্থের নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার প্রায় ছ শতাধিক পদ গ্রহণ করে সেগুলির ভণিতা বিচার করেছি। বৈশিষ্ট্যবর্জিত বা পূর্বমুদ্রিত পদ সম্বলিত ক্ষুদ্রকায় সংকলনগুলি স্বাভাবিকভাবে নিবন্ধে উল্লিখিত হয় নি। প্রতিটি গ্রন্থের প্রকাশকাল থাকায় এগুলিকে আমরা কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নিয়েছি। এক গ্রন্থের সংগৃহীত পদ পরবর্তী গ্রন্থে উদ্ধৃত হলে, শেষোক্ত গ্রন্থের আলোচনায় পদটির প্রথম চরণ বা সংখ্যা মাত্র উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে দু-তিনটি প্রাচীন পত্রিকা ও দুটি সমালোচনাগ্রন্থে উদ্ধৃত পদও গৃহীত হয়েছে। এই ভাবে অনুসন্ধান করে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে ৪৪টি পদ পাওয়া গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এযাবৎ প্রাপ্ত প্রতিটি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আলোচনা গ্রন্থে মুদ্রিত এই দুই ভণিতার ছ শতাধিক পদের প্রতিটির ভণিতা যুক্তি-তথ্যযোগে বিচার করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি। প্রসঙ্গতঃ, এই দুই ভণিতার সহজসাধন ঘটিত বা প্রহেলিকাত্মক পদগুলিও আলোচিত হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধেই সর্বপ্রথম এতগুলি পদ একত্রিত করে সেগুলির ভণিতা বিচার করা হয়েছে। বাংলা বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে এই রকম আলোচনার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে পদাবলীর সাহিত্যমূল্য নির্ণীত। নরহরির কবিত্ব ও ছন্দ সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা[২] হলেও এ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র পদাবলীকে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয় নি। আমরা তাঁর পদাবলীর সামগ্রিক সাহিত্যবিচার করবার চেষ্টা করেছি। তাঁর পদাবলীকে বিষয়ানুসারে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) বন্দনা পদ—গুরু, মহাজন, মহান্ত বন্দনা ও সূচকপদ, (খ) গৌর ও গৌরপরিকর বিষয়ক পদ, (গ) গৌরনাগরী পদ, (ঘ) রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ। পদাবলী আলোচনায়

২. নরহরির ছন্দ সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ডঃ বাসন্তী চৌধুরী (বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য, ১৯৬৮) এবং ডঃ আনন্দমোহন বসু (বাংলা পদাবলীর ছন্দ, ১৯৬৮)।

দেখা যাচ্ছে, নরহরি কেবল ইতিহাস বা জীবনী, সংগীত ও সাহিত্যতত্ত্বকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নি, বিভিন্ন বিষয়ে এবং একই বিষয়ের উপর বিচিত্র ভাব অবলম্বনে পদ-রচনায় উৎসাহী ছিলেন। এই নিবন্ধে পদাবলীর বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী, কবিত্ব নির্ণয় ছাড়াও ছন্দ অলংকার আলোচিত হয়েছে। স্বীকৃত বাক্য বলে মনে হয়েছে, এমন কিছু পদাংশ প্রবাদ প্রবচন নামে সংকলিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরহরির পদাবলী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর সাহিত্যমূল্য নির্ণীত। বাংলার বৈষ্ণব সাধনার বিভিন্ন প্রস্থান নরহরির রচনায় গৃহীত। বাংলা ভাষার উপর অসাধারণ দখল না থাকলে এতগুলি বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। স্বচ্ছন্দে বলতে পারি নরহরি বাংলা ভাষাকে এই বিচিত্র বিষয় বহনক্ষম করে তুলেছিলেন। আমরা তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করেছি—(ক) লোকজীবন বা সমাজচিন্তা, (খ) ভূ-পরিক্রমা বা গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত ভূগোলের তথ্য, (গ) সংগীত বিষয়ক ব্যাকরণ রচনা এবং (ঘ) ঐতিহাসিকতা বা প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য।[৩]

মধ্যযুগের সমাজ জীবনের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। নরহরির সমগ্র রচনাবলী থেকে এ বিষয়ে পাওয়া গেছে—সেকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, কাব্যানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চা, স্ত্রী-আচার, বেশভূষা, গৃহস্থালী, খাদ্যদ্রব্য, ধর্ম ও পূজাচার, কুসংস্কার, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা ইত্যাদির পরিচয়। তাছাড়া জানা গেছে, সেকালের মানুষের প্রিয় ফুল ও ফলের নাম, তাদের গৃহপালিত পশুর নাম, উপদ্রবকারী কীটপতঙ্গের নাম। সর্বোপরি মানুষের আচার ও আচরণ, বিচার ও সমাজ, বসন ও ভূষণ, গলাগলি ও গালাগালি, প্রবাদ ও সুবাদ—সব কিছুই নরহরির রচনাতে প্রত্যক্ষ করি।

নরহরির পর্যটন ছিল অনেক। তিনি সমস্ত বৈষ্ণবতীর্থ, বিশেষ কৃষ্ণ ও গৌর-লীলাপ্লুত স্থানগুলি বারংবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই পরিভ্রমণের সূত্র ধরেই তাঁর কাব্যে অনেক ভৌগোলিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। নরহরির গ্রন্থ থেকে আমরা তাঁর বর্ণিত স্থানগুলির অবস্থান, বিলোপ, উপকথা, প্রকৃতি চিত্র উদ্ধার করেছি। এই সঙ্গে সেগুলির বর্তমান অস্তিত্ব আছে কি না, তারও সন্ধান করেছি।[৪]

নরহরি সংগীতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। গীত, নৃত্য, বাদ্য, আঙ্গিকাভিনয়, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা বর্তমান সংগীত বিজ্ঞানীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নরহরি প্রধানতঃ শ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবনী রচনা করেছেন। শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, বীরচন্দ্র, জাহ্নবা, এবং শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতের জীবনকথাও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

৩. শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরীর গ্রন্থে এই সব বিষয়ের মধ্যে ভূগোল, ইতিহাস ও সংগীতের আলোচনা আছে। আমরা নরহরির প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রকাশ করবার জন্যে এই সব বিষয়ে আরো বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি। অবশ্য বাসন্তী-দেবী নরহরির 'ব্রজপরিক্রমা' ও ঐতিহাসিক তথ্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। সংগত কারণেই আমাদের আলোচনায় এই অংশ দুটি সংক্ষিপ্ত।

৪. মহাপ্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। সকল নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের কাছে তাঁর এই ইতিহাসনিষ্ঠা সমাদর পেয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তী সেই পথেরই পথিক।

তাছাড়া ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল বৈষ্ণব মহান্ত ও ভক্তদের জীবনী সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল কম ছিল না।[৬]

'পরিশিষ্ট' অংশও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সজ্জিত— (ক) নরহরি-ঘনশ্যামের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত ১৪১টি পদ। এগুলি এতদিন অজ্ঞাত ছিল। (খ) কবির গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র প্রাপ্ত 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' ভণিতার নতুন আরো ১৯টি পদ। এগুলিও কারো জানা ছিল না। এছাড়া এই দুই ভণিতায় আমরা আরো বহু পদ পেয়েছি। সেগুলি কোনো কেনো দুষ্প্রাপ্য বা একেবারে অ-প্রাপ্য পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন গ্রন্থে একবার মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্থানাভাবে সেগুলি দেওয়া গেল না। ভবিষ্যতে সেগুলি পৃথক এক গ্রন্থে প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। (গ) 'নরোত্তমবিলাসে'র নবাবিষ্কৃত পুথিতে প্রাপ্ত কবির স্বরচিত 'আত্মবিবরণী' বা 'আত্মজীবনী'। বর্তমান গবেষণার এটি একটি শ্রেষ্ঠ সংযোজনা। (ঘ) 'নরহরি' ভণিতাযুক্ত 'অদ্বৈতবিলাস' পুথির প্রাসঙ্গিক আলোচনা। এর একটি মাত্র পুথি (পরিষৎ ২৬৫) পণ্ডিতেরা পেয়েছিলেন। আমরা অপর একটি পুথি (পরিষৎ ২৮৮৬) পেয়েছি। নতুন পুথিতে ৩৫১ চরণের পাঠ বেশী আছে। আমরা যুক্তি ও প্রমাণযোগে দেখিয়েছি যে, পুথিটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতেই পারে না। তবু 'নরহরি' ভণিতা থাকায়, এটির উল্লেখ না করলে গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকতো। এজন্যে প্রাসঙ্গিকভাবে 'অদ্বৈতবিলাসে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। (ঙ) নরহরির পুথির অনুলেখক 'দীনানন্দ' (আনন্দনারায়ণ মৈত্র) রচিত, নতুন প্রাপ্ত 'নরহরি-জীবনী' 'কবি-জীবনী' নামে গৃহীত হলো। এ থেকে কবির জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। এটিও গ্রন্থের একটি সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। (চ) কবির বিভিন্ন পুথির ৪টি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র। এগুলি গ্রন্থের অলংকার মাত্র নয়, অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ।

এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক-কবি ঘনশ্যাম-নরহরি দাসের জীবনী ও রচনাবলীর একটি যুক্তিসংগত, তথ্যসমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রস্তুত হয়েছে।

বইটির রচনারীতিকৌশল 'উপক্রমণিকা'য় ব্যাখ্যা করা হল। প্রকাশের সুবিধার্থে বাধ্য হয়েই বইটি দুটি খণ্ডে বেরুচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিপাদ্য প্রথমখণ্ডে যুক্ত করে না দিলে বইটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারত, এই মনে করে পূর্ণ বিবরণীটি প্রথম খণ্ডেই রাখলাম॥

---

৬. এই জীবনীগুলি আলোচনা করেছেন ডঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাহাতি মহাশয়, তাঁর 'চৈতন্যপরিকর' (১৯৬২) নামক গবেষণা গ্রন্থে।

চিত্রসূচী

প্রতিলিপি ১

১. 'নরোত্তমবিলাস' (পাটবাড়ী ২৩৩৬ ২১) পুঁথির ৩২ক পত্র। কবির গুরুপরম্পরা আছে।

প্রথম অধ্যায়

জীবন-প্রসঙ্গ ঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তী বলেন

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥[১]

নরহরির পিতা জগন্নাথ। জগন্নাথের গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ বাঙালী মনীষার একটি স্মারক চরিত্র। পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, কবিত্ব ও রসজ্ঞতায় বৈষ্ণব জগতে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। বিশুদ্ধ যতি-জীবন যাপনে ও রাগমার্গের শ্রেষ্ঠ উপাসক রূপে তিনি সমকালে আদর্শরূপে পূজিত

বিশ্বস্যনাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্তিতত্ত্বাৎ চক্রবর্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥[২]

বিশ্বনাথের জীবৎকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের মতে ১৬২৬-১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে[৩] এবং মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের মতে ১৬৪৬-১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে[৪] বিশ্বনাথ জীবিত ছিলেন। মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়ের অনুমান, বিশ্বনাথের জন্ম ১৫৫৫-৬০ শকাব্দে এবং মৃত্যু ১৬২৫-৩০ শকাব্দে[৫]

নিখিলনাথ রায় ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের মতে, বিশ্বনাথ 'সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে' জন্মগ্রহণ করেন[৬]। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের ধারণা, ১৫৮৬ শকাব্দে (বা ১৬৬৪ খ্রীঃ) বিশ্বনাথের জন্মলাভ হয়[৭]। কিন্তু এই সব অনুমানের সমর্থক প্রমাণ নেই।

(১) ভক্তিরত্নাকর—গ্রন্থানুবাদ (পাঠবাড়ী পুঁথি ২৩৪১-২৪) পত্র ১৫৪ ক।
(২) বিশ্বনাথ শিষ্য কৃষ্ণদাস রচিত ও বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৩৭০।
(৩) চৈতন্যোত্তরযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব (১৩৭৯) পৃঃ ৯৮-এ উদ্ধৃত।
(৪) বৈষ্ণব দিগদর্শনী (১৩২২) পৃঃ ১২০, ১২৩।
(৫) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (ভক্তিপ্রভা, ১৩৩৫) নিবেদন—।০
(৬) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) পৃঃ ৩০৮।
(৭) গৌরপদতরঙ্গিনী (১ম সং, ১৩১০) পৃঃ ১৮৩।

বিশ্বনাথের 'সারার্থদর্শিনী'র রচনা শেষ হয় ১৬২৬ শকাব্দ বা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে। বিশ্বনাথ স্বয়ং গ্রন্থটির উপসংহারে এ তথ্য জানিয়ে গেছেন। সুতরাং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের অনতিকাল পরে তাঁর দেহত্যাগ হয়[৮]।

বিশ্বনাথের জন্ম দেবগ্রামে[৯]। অনেকের ধারণা যে, গ্রামটি নদীয়া জেলার কাশীগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল[১০]। কেউ বা এটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বলে মনে করেন[১১]। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

কোনো প্রাচীন পুথিতে বিশ্বনাথের মাতার নাম নেই। পাঠবাড়ীর 'নরোত্তমবিলাস' পুথিটি থেকে জানা যায়, এঁর পিতার নাম ছিল রামনারায়ণ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও মধ্যম রঘুনাথ। বহুগুণান্বিত রামভদ্র সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি গোপীকান্তের শিষ্য। গোপীকান্ত শ্রীনিবাস শাখাভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্যের পুত্র। মধ্যম রঘুনাথও পরম পণ্ডিত ছিলেন[১২]। এঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ভট্টনারায়ণ বংশজ[১৩]।

বিশ্বনাথের জন্মক্ষণ নিয়ে 'নরোত্তমবিলাস' পুথিতে একটি ঘটনা বলা

(৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫) পৃঃ ৩৯৩।

(৯) নরোত্তমবিলাস পুথি—পাঠবাড়ী ২৩৩৬ (২১), ৩১ খ পত্র।

(১০) জগদ্বন্ধু ভদ্র—গৌরপদতরঙ্গিণী (১ম সং) ভূমিকা পৃঃ ১৮০।
মুরারীলাল অধিকারী—বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী (১৩২২) পৃঃ ১২০।
শশিভূষণ বিদ্যালংকার—জীবনীকোষ (৫ম খণ্ড) পৃঃ ১৭৭৩।
'নদীয়া : স্বাধীনতা রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ' (কৃষ্ণনগর ১৯৭৩, ২৬ জানুয়ারী) পৃঃ ২৫।

(১১) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—'পদকর্তা হরিবল্লভ' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১) পৃঃ ২৭৬।
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীকৃষ্ণদাসগীতাচিন্তামণি (১৩৬১) পৃঃ ২৫।

(১২) নরোত্তমবিলাস (পাঠবাড়ী ২৩৩৬।২১) পত্র ৩১ খ।

(১৩) 'বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ' : ভারতবর্ষ (১৩৫১, আষাঢ়) ননীগোপাল গোস্বামী।

নরহরি চক্রবর্তী

হয়েছে। বিশ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর দেহকে ঘিরে এক অত্যাশ্চর্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রকাশিত হয়। সেই জ্যোতিঃ সমস্ত সূতিকাগার আলোকিত করে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়[১৪]। এমন ঘটনা পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা বলেই মনে হয়। বিশ্বনাথের প্রতিভা ও সাধনা লক্ষ্য করে তাঁর বিমুগ্ধ ভক্তেরা এ ঘটনা সৃষ্টি করতে পারেন। পুঁথিতে আরো একটি ঘটনা আছে। একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবগ্রামে আসেন। তাঁকে দেখে গ্রামস্থ পণ্ডিতেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিশোর বিশ্বনাথ দিগ্বিজয়ীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন[১৫]।

দেবগ্রামে বাল্যশিক্ষা শেষ করে বিশ্বনাথ সৈদাবাদে গমন করেন। কেউ কেউ বলেন, সৈদাবাদে তিনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট শিক্ষালাভ করেন[১৬] কেউ মনে করেন, গঙ্গানারায়ণের পালিতপুত্র কৃষ্ণচরণের নিকট তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়[১৭]। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ মেলে নি।

বিশ্বনাথের দীক্ষাগুরুর নাম রাধারমণ। শ্রীরাম তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম। 'সারার্থদর্শিনী'র [১৮] একটি শ্লোকে এবং 'স্তবামৃতলহরী'র [১৯] দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে কবি স্বয়ং তাঁর গুরু পরম্পরা উল্লেখ করেছেন। নরহরিও 'নরোত্তমবিলাসে' বিশ্বনাথের গুরুপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন[২০]।

(১৪) 'নরোত্তমবিলাস' পুঁথি (পাঠবাড়ী ২৩৩৬।২১) পত্র ৩১ খ।

(১৫) ঐ পত্র ৩১ খ।

(১৬) প্রেমবিলাস—সম্পাদক যশোদানন্দন তালুকদার—প্রেমবিলাস (১৩২০) পৃঃ ২০৬-৭।

(১৭) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১) 'পদকর্তা হরিবল্লভ' প্রবন্ধ। পৃঃ ২৭৬।

(১৮) 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-গঙ্গা-চরণান্ নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীলনরোত্তমনাথঃ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি ॥'—সারার্থদর্শিনী

(১৯) স্তবামৃতলহরী (বৃন্দাবন ৪২২ গৌরাব্দ):
২য় অধ্যায়—শ্রীগুরুচরণস্মরণাষ্টকম্ (৯টি শ্লোকে রাধারমণবন্দনা)।
৩য় " শ্রীপরমগুরু প্রভুবরাষ্টকম্ (৯টি শ্লোকে কৃষ্ণচরণবন্দনা)।
৪র্থ " শ্রীপরাৎপর শ্রীগঙ্গানারায়ণাষ্টকম্ (গঙ্গানারায়ণবন্দনা)।
৫ম " নরোত্তম বন্দনা।
৬ষ্ঠ " লোকনাথ বন্দনা। ৭মে শ্রীচৈতন্য বন্দনা।

(২০) নরোত্তমবিলাস পুঁথি (পাঠ ২৩৩৬।২১) পত্র ৩১ খ।

এ পুঁথি থেকে জানা যায়—

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
|
লোকনাথ (প্রিয়পার্ষদ)
|
নরোত্তম (শিষ্য)
|
গঙ্গানারায়ণ (শিষ্য)
|
কৃষ্ণচরণ (শিষ্য)
|
রাধারমণ (বা শ্রীরাম) (পুত্র ও শিষ্য)
|
বিশ্বনাথ (শিষ্য)

বিশ্বনাথের গুরু রাধারমণ, পরমগুরু কৃষ্ণচরণ, এঁরা নরোত্তম-শাখাভুক্ত।

বাল্যকাল থেকেই বিশ্বনাথ 'উদাসীন' ছিলেন। পিতার আজ্ঞায় রামভদ্র কম বয়সেই তাঁর বিবাহ দেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠে তাঁর মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। অধ্যয়ন শেষে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তাঁর কৃষ্ণপ্রেম প্রবল হয়। এক সময় সংসার ত্যাগ ক'রে নিষ্কিঞ্চণ বৈরাগী বেশে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। নানা তীর্থ দর্শন করে অবশেষে তিনি রাধাকুণ্ডতীরে মুকুন্দদাসের (কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিষ্য) আশ্রয় লাভ করেন। সেখানের ভক্তেরা এই তরুণ বৈরাগীকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। অগত্যা বিশ্বনাথ দেশে ফেরেন[২১]।

সম্ভবতঃ এই সময়ই তিনি পাতডাঙগায় আসেন। এখানেই তাঁর ইষ্ট-সিদ্ধি ঘটে। তিনি শ্রীগোপালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন[২২]। গুরুর নির্দেশে এখান থেকে তিনি একটি রাত্রির জন্য স্বগৃহে এসে স্ত্রীকে দর্শন দেন। কিন্তু সে রাত্রিতে পত্নী স্বামীর মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কিছু শুনতে পান নি। বৈষ্ণব কবি এই মিলনদৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন

বিকার রহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।
যৈছে তাঁর স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতি॥
গুরু আজ্ঞা পত্নীসহ করিতে শয়ন।
শুতিয়া করিলা সুখে শ্রীনাম কীর্তন॥

---

(২১) নরোত্তমবিলাস পুঁথি (পাঠ, ২৩৩৬।২১) পত্র ৩১ খ-৩২ ক।
(২২) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—'পদকর্তা হরিবল্লভ' (শাঃ আনন্দবাজার ১৩৬৯, পৃঃ ২৭৬)।

সবার বিস্ময় শুনি ঐছে রাত্রিবাস।
শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস ॥২৩

পরের প্রভাতেই বিশ্বনাথ গৃহত্যাগ করে গুরুর আশ্রয়ে আসেন। গুরুর নির্দেশে ভাগবত নকল করেন ২৪।

বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে বিশ্বনাথ বসবাস করতেন। এ সময় তাঁর সাধন-ভজন সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন

প্রভুর কীর্তনে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
বর্ণিলেন গীত সে দিবস মনোহর॥
কে কহিতে পারে তাঁর সাধন প্রক্রিয়া।
যে দেখে বারেক সে জুড়ায় নেত্র হিয়া ॥
শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীবিগ্রহ মনোহর।
তাঁর পরিচর্যাতে আনন্দ নিরন্তর ॥ ২৫

বৃন্দাবনে এসে বিশ্বনাথ লক্ষ্য করলেন, ষড়গোস্বামীর তিরোধানের পর শ্রীধামের শ্রীও বিনষ্ট হয়েছে। যবনের অত্যাচারে বহু মঠ-মন্দির ধ্বংস হয়েছে। পুজারীরা নিজ নিজ বিগ্রহ নিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন। বহু বিগ্রহ পুজো পান না। ভক্তেরা সন্ত্রস্ত। শাস্ত্রালোচনায় মানুষের মন নেই ২৬। বৃন্দাবনে আগমনের পর বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর পাণ্ডিত্য, ভক্তিময়তা, মনোবল ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হন। এঁদের সাহায্যে তিনি বৃন্দাবনের শ্রী ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন।

এক। বিশ্বনাথ স্বয়ং শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; গোবর্ধন শিলা সেবার ভার নেন। পুজারী আনিয়ে বিগ্রহগুলির সেবাপুজার ব্যবস্থা করেন।

দুই। তাঁর চেষ্টায় কোঙালের শ্রীবর্ধন২৭ এবং আরো নানা স্থানে কিছু কিছু নতুন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়।

(২৩) নরোত্তমবিলাস পুথি (পাঠবাড়ী ২৩৩৬।২১ নং) পত্র ৩২ ক।
(২৪) এ নিয়ে পুথিটিতে একটি ঘটনা আছেঃ বিশ্বনাথ এক স্থানে বসে ভাগবত নকল করছিলেন। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র. কিন্তু বিশ্বনাথের স্থান "সূর্যতাপে ছায়া হয় অকস্মাৎ"। তার চেয়েও বিস্ময়কর সংবাদ. একসময় দারুণ বৃষ্টি এলো। অথচ ভাগবত-নকলকারী 'বিশ্বনাথ অঙ্গে বারিবিন্দু না স্পর্শয়'। অনুমান, এ সব ঘটনা পরবর্তীকালের সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তারও নিদর্শন। (পুথি ৩২ক-৩২খ)।
(২৫) নরোত্তমবিলাস পুথি (পাঠবাড়ী)—পত্র ৩২ ক।
(২৬) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (মাধুর্যকাদম্বিনী—ভূমিকা : পৃঃ ৪)।
(২৭) বিশ্বকোষ (১৯শ খণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৪২।

তিন। গোস্বামী গ্রন্থগুলি সাধারণের পক্ষে দুরূহ ছিল। অধিকাংশ স্থানেই সেগুলির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছিল না। বিশ্বনাথ সেগুলির সরল টীকাভাষ্য এবং বিশিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থের সারসংকলন বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। ফলে সর্বশ্রেণীর ভক্তের রসাস্বাদ সম্ভব হয়ও ভক্তিধর্মের বাধা দূর হয়। তিনি বৈষ্ণবদের নিত্য আস্বাদ্য ও সাধন ভজনের একান্ত দিগ্দর্শনী গ্রন্থগুলির ব্যাপক প্রচারের এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন।

চার। বৈষ্ণবদের কীর্তনের উপযোগী বিশিষ্ট পদাবলী সংগ্রহ করে তিনি জনগণকে ভগবৎমুখী করতে প্রয়াসী হন।

বিশ্বনাথ রাগমার্গের[২৮] মধুর ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রচারক ছিলেন। সাধনার দিক থেকে রঘুনাথদাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তম ঠাকুরের পরেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। তাঁর বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবনাদর্শ পরবর্তী সকল ভক্তকে প্রলুব্ধ করেছিল।

বিশ্বনাথ ছিলেন চরম পরকীয়াবাদী। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই তিনি শ্রীরাধা ও গোপীযূথকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত 'অষ্টকালীয় নিত্য-লীলায়'[২৯] তিনি গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন। স্মরণ মনন ও নাম সংকীর্তন ছাড়াও তিনি ব্রজবাসিগণের অনুগত হয়ে অষ্ট প্রহর শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় মগ্ন থাকতেন। নিজ জীবনে অনুভূত বলেই অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সুস্পষ্ট প্রণালী, রাগানুগা সাধনার অপূর্ব বিশ্লেষণ, রাধাকৃষ্ণলীলার বিশদ বর্ণনা, সখী-মঞ্জরী বা কিংকরীগণের সাধনার পরিচয়, ভজনের গূঢ় তাৎপর্য ও ভজনপদ্ধতির মধুর ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থাদিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

'মন্ত্রার্থদীপিকা'য় কবির স্বলিখিত একটি ঘটনা থেকে তাঁর সাধনার পরিচয় মেলে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণ-উপাসনা মন্ত্র 'কামবীজ

(২৮) 'ব্রজের নির্মলরাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম'॥
চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪)।
ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩।

(২৯) "নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বাহ্ণো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্ট কালাঃ প্রকীর্তিতা"॥
—পদাবলীপরিচয় (২য় সং, পৃঃ ৮৬-৮৭)—সাহিত্যরত্ন।
কবিকর্ণপূরের 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী' ও কৃষ্ণদাসের 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে' এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কাব্যমালার ৩০ বর্ণসংখ্যা ২৪½ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন কৃষ্ণদাস ২৪½ লিখেছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বিশ্বনাথ অন্নজল ত্যাগ করে রাধাকুণ্ড-তীরে সাধনায় মগ্ন হন। মধ্যরাত্রিতে শ্রীরাধিকার স্বপ্নাদেশ হয়। এর উত্তর 'বর্ণাগমভাস্বৎ' গ্রন্থে আছে বলে শ্রীমতী অন্তর্হিত হন। গ্রন্থটি পাঠ করে বিশ্বনাথের সংশয় দূর হয়। মন্ত্রাক্ষর গোচরের জন্যে এমন জীবন মরণ সাধনাই তাঁর ধর্মসাধনার চূড়ান্ত প্রকাশ।

বিশ্বনাথের জীবনে আরেকটি শ্রেষ্ঠ কর্ম, জয়পুর গলতা বৈষ্ণবসভায় প্রিয় পার্ষদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সাহায্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও মতাদর্শের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাদান [৩১] ॥

পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও রসজ্ঞতা

সৈদাবাদে রীতিমতো টোল খুলে তরুণ বিশ্বনাথ অধ্যাপনায় ব্রতী হন। ছাত্রদের সহজ শিক্ষার্থে তিনি কবিকর্ণপূরের 'অলংকার কৌস্তুভের 'সুবোধিনী' নামে একটি সরল টীকা রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম সাহিত্য-কীর্তি রূপে উল্লিখিত।

বৃন্দাবনে এসে বিশ্বনাথ মুকুন্দদাসের আশ্রয় লাভ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য এই মুকুন্দদাসও কবি ছিলেন। নানা কারণে তাঁর কিছু গ্রন্থ তখনো সমাপ্ত হয় নি। বিশ্বনাথের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাব লক্ষ্য করে মুকুন্দদাস তাঁকে সেই সব গ্রন্থ সমাপ্ত করতে নির্দেশ দেন। 'নরোত্তমবিলাস' পুঁথিতে আছে

বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ॥

কিন্তু গ্রন্থকার এই সব রচনার নামোল্লেখ করেন নি [৩২]।

---

(৩০) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য। ৩১শ পরিচ্ছেদ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ পৃঃ ৩৯২।

(৩১) এই সভার সময় ১৬৪০ শকাব্দ (=১৭১৮ খ্রীঃ) দ্র. শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা (৪র্থ সং), পৃঃ ৩৯৬।
(বলদেব-সিদ্ধান্তরত্ন ঃ স. গোপীনাথ কবিরাজ। ভূমিকাতে সালটি লেখা আছে)।

(৩২) পাঠবাড়ী পুঁথি (২০০৬।২১) পত্র ৩২ক

বৃন্দাবনে বিশ্বনাথের সাহিত্য প্রতিভা শতধারায় বিকশিত হয়। তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প নয়। বৈচিত্র্যও প্রশংসনীয়। তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে প্রধানতঃ চারটি পর্যায়ভুক্ত করা চলে

(ক) টীকা গ্রন্থ ... ... (সংখ্যা) ১৩টি
(খ) সার সংকলন গ্রন্থ ৩টি
(গ) মৌলিক গ্রন্থ ১৫টি
(ঘ) পদাবলী সংকলন গ্রন্থ ১টি

(ক) টীকা গ্রন্থ :

বৈষ্ণবদের নিত্যআস্বাদ্য ও ধর্মপথ-নির্দেশক গ্রন্থসমূহ অধিকাংশই দুরূহ দার্শনিকতাপূর্ণ এবং সংস্কৃতভাষায় রচিত। ফলে সেগুলির রসাস্বাদ বা যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হওয়া কঠিন ছিল। সেই অসুবিধা দূর করতে বিশ্বনাথ অনেকগুলি গ্রন্থের সহজ সংস্কৃতে টীকাভাষ্য রচনা করেন। তাঁর টীকা গ্রন্থের নাম

(১) সারার্থদর্শিনী (১৭০৪ খৃীঃ)—'শ্রীমদ্ভাগবতে'র টীকা।
(২) সারার্থবর্ষিনী—'গীতা'র টীকা।
(৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকা—প্রথম সংস্কৃতে বাংলা গ্রন্থের টীকা।
(৪) ব্রহ্মসংহিতার টীকা।
(৫) আনন্দচন্দ্রিকা—শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকা।
(৬) ভক্তিসারপ্রদর্শনী—শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র টীকা।
(৭) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ—শ্রীনরোত্তমের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র সংস্কৃত টীকা।
(৮) সুখবর্তিনী—কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'র টীকা।
(৯) মহতী—শ্রীরূপের 'দানকেলিকৌমুদী'র টীকা।
(১০) ভক্তহর্ষিনী—'গোপালতাপনী'র টীকা।
(১১) হংসদূত টীকা—শ্রীরূপের খণ্ডকাব্য 'হংসদূতে'র টীকা।
(১২) শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবের টীকা এবং
(১৩) ললিতমাধবের টীকা।

কারো কারো মতে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের টীকা দুটি বিশ্বনাথের রচনা নয়। এঁদের মতে এ দুটির রচয়িতা যথাক্রমে বিশ্বনাথ-শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্বভৌম এবং শ্রীজীব-শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাস [৩২ক]।

(৩২ক) হরিদাস দাস (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—পৃঃ ১৭৫১-৫২, ১৭৪৫)।

নরহরি চক্রবর্তী

(খ) সার সংকলন গ্রন্থ :

ভক্তকবি বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভজনসহায়ক নিত্যপাঠ্য এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যেগুলি দুরূহ দার্শনিকতাপূর্ণই নয়, বিচিত্র প্রসঙ্গেও ভারাক্রান্ত। সাধারণ ভক্তেরা যাতে সেগুলির একান্ত প্রয়োজনীয় অংশটুকু সহজেই গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্যে তিনি কয়েকটি প্রধান গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেন। এরকম গ্রন্থ তিনটি—তিনটিই শ্রীরূপগোস্বামীর মূল রচনার লঘুসংস্করণ—

(১) কিরণ অর্থাৎ উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ (উজ্জ্বলনীলমণির)

(২) বিন্দু অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর)

(৩) কণা অর্থাৎ ভাগবতামৃতকণা (লঘুভাগবতামৃতের)।

(গ) মৌলিক রচনা :

বিশ্বনাথের চিন্তার মৌলিকতা ও ব্যাপ্তি ছিল। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি যেমন সহজে প্রকাশ করতে পারতেন, তেমনি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার অভিনবত্বও তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতো।

তাঁর মৌলিক রচনার বেশির ভাগই সাধন ভজন সংক্রান্ত। যেমন—

(১) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (১৬৭৯ খ্রীঃ)—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনা।

(২) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—রাগানুগাভক্তি ও সাধনপ্রণালীর পরিচায়িকা ও নির্দেশিকা।

(৩) মাধুর্য্যকাদম্বিনী—শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য্যের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিকা।

(৪) ঐশ্বর্য কাদম্বিনী—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিষয়ক তত্ত্বনিষ্ঠ বিবৃতি।

(৫) চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত গোপনমিলন-লীলাবিচিত্রা।

(৬) গোপীপ্রেমামৃত—স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ব সমন্বিত গোপীপ্রেম প্রকাশিকা।

(৭) মন্ত্রার্থদীপিকা—কামবীজ ও কামগায়ত্রী মন্ত্রব্যাখ্যা।

(৮) ব্রজরীতিচিন্তামণি—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্থলীর পরিচায়িকা।

(৯) প্রেমসম্পুট—(১৬৮৪ খৃঃ) শ্রীরাধার মাধুর্য্য বর্ণনা।

(১০) সংকল্পকল্পদ্রুম—শ্রীরাধার নিকট সেবাবৃত্তি প্রার্থনা।

(১০) নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী (১৬৭৮ খৃঃ)—শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জকেলি বর্ণনা।

(১২) স্বরতকথামৃত (১৬৭৮ খৃঃ)—নিকুঞ্জ নিশীথে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসোদ্গার বর্ণনা।

বিশ্বনাথের আর কতকগুলি রচনা স্তব বা বন্দনাত্মক। এগুলি থেকে তাঁর গুরুজন, উপাস্যদেবতা, পীঠস্থান বা শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে। এ জাতীয় গ্রন্থ ৩টি—

(১) শ্রীমন্ মহাপ্রভোরষ্টকালীয় স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্—
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণিকা উপাসনা গ্রন্থ।

(২) শ্রীগৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা [৩৩]—
গৌরপরিকরবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়াত্মক গ্রন্থ।

(৩) স্তবামৃতলহরী—একটি শ্রেষ্ঠ স্তবমালা। সর্বমোট আঠাশটি স্তব আছে। সাধারণভাবে গুরুবন্দনা, কবির নিজগুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যদের স্তব; প্রসিদ্ধবিগ্রহ গোপালদেব, মদনগোপাল, গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, গোকুলানন্দ ও ভগবানকৃষ্ণের স্তুতি; রাধা ও বৃন্দা দেবীর বন্দনা; বৃন্দাবন, নান্দীশ্বর ও কৃষ্ণকুণ্ড প্রভৃতি লীলা-স্থলীর প্রশস্তি এ গ্রন্থে দেখা যায় ॥

(ঘ) পদাবলী সংকলন :

১। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (সংক্ষেপে 'ক্ষণদা' বা 'গীতচিন্তামণি') [৩৪] প্রতিরাত্রে রাগানুগামাগীয় ভক্তগণ যাতে উপাস্যদেবতার নামগুণাদি কীর্তন বা শ্রবণ করতে পারেন, সে দিকে দৃষ্টি রেখে ভক্তকবি বিশ্বনাথ ভজনোপযোগী রসপর্যায়ানুসারে বিভিন্ন মহাজনকবির পদ বেছে নিয়ে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'

(৩৩) গৌরপরিকর-নিয়ে বিশ্বনাথের অনুরূপ একটি পুঁথি বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে আছে। নাম :—"গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা" (২৩০। বি ১৭)।

(৩৪) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—পুঁথি :—পাঠবাড়ী নং—২৬১৫ (২৪ গ), ২৬১৩ (২৪ ক)। প্রাচীনতম প্রকাশ (১২৮২ বঙ্গাব্দ) (১৮৭৫ খৃঃ)-বা-সা-ই, ১ম অপু,) পৃঃ ৩৯৩।
২য় প্রকাশ (১৩১৫) : বৃন্দাবন কেশীঘাট (কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী)।
৩য় প্রকাশ (?) : নিতাইপদ দাস।
৪র্থ প্রকাশ (১৩৩২) : নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ৬৬, মানিকতলা স্ট্রীট; কলিকাতা।
৫ম প্রকাশ (১৩৬৯) : ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। জেনারেল লাইব্রেরী।

নামে একটি পদসংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। যদিও শ্রীখণ্ডের রামগোপালদাসের "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী"তে (১৬৪০ খ্রীঃ) এবং তাঁর পরে পীতাম্বরদাসের "রসমঞ্জরী"তে কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিষ্য মুকুন্দদাসের "সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে" কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ সংযোজিত হয়েছিল, কিন্তু পদাবলী সংকলনের জন্যেই সংকলন গ্রন্থ বিশ্বনাথই প্রথম প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণদাই "প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী চয়নিকা" [৩৫]। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুমান, গ্রন্থটি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই সংকলিত হয়েছিল [৩৬]। এ গ্রন্থে বিশ্বনাথ তাঁর স্বরচিত পদগুলিতে 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ' ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

ক্ষণদার পূর্ববিভাগ মাত্র পাওয়া গিয়েছে। অনুমিত হয়েছে যে, পশ্চিম-বিভাগ সংকলনের পূর্বেই বিশ্বনাথের দেহান্তর ঘটে [৩৭]।

সম্প্রতি মনোহরদাস সংকলিত ক্ষণদার পশ্চিমবিভাগ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে [৩৮]। পুঁথিটিতে ১ম-১৭শ ক্ষণদা পর্যন্ত আছে। বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর সেবাইৎ অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর নিকট এটি পাওয়া যায়। হরিদাস দাস মহাশয় জানিয়েছেন, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থালয়েও অনুরূপ একটি পুঁথি আছে [৩৯]। অধ্যাপক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় মনে করেন—

"বিশ্বনাথ বাঙালীদের জন্য পদসংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে পূর্ব-বিভাগ নাম দিয়াছিলেন, আর তাঁহার সমসাময়িক অনুরাগবল্লীর লেখক মনোহরদাস পশ্চিমাদের জন্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া উহা পশ্চিমবিভাগ নামে অভিহিত হইয়াছিল"

হরিদাসস্বামী প্রমুখ কবির পদের সঙ্গে মনোহরদাসেরও ২১টি পদ আছে। মনোহরের বহুপদ গৌরচন্দ্র সম্পর্কিত। সংকলনটি হিন্দী পদের। মোট ৪৪ জন কবির ২২০টি পদ।

পশ্চিমবিভাগে বিশ্বনাথের (যিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতায় পদ লিখেছেন) মোট ৬টি হিন্দী পদ আছে ঃ "হরিবল্লভ" ভণিতায় ২টি পদ—

(৩৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং) পৃঃ ১০২।
(৩৬) ঐ—পৃঃ ৩৯০।
(৩৭) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (১ম সং) পৃঃ ১৩৬।
(৩৮) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—(মনোহরদাস)—কুসুমসরোবর, পোঃ রাধাকুণ্ড, (১৯৬১) মথুরা, প্রকাশক ঃ রাধাকৃষ্ণদাস।
(৩৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১৪৮৪।
(৪০) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯) পৃঃ ২৪৪।

(১) আজ দেখো বৃন্দাবন কে ভূপ (পৃঃ ৪৯—নবমীশুক্লা ক্ষণদা)
(২) বিহরত মংজুল যমুনাতীরে (পৃঃ ৩—প্রথম ক্ষণদা)।

এবং "বল্লভ" ভণিতায় ৪টি পদ—

(১) আকুল ভঙ্গী সুনি পিয় কি পীর (পৃঃ ১৫—সপ্তমীকৃষ্ণা ক্ষণদা)
(২) আজ বন ক্রীড়ত মদনগোপাল (পৃঃ ৩৮—চতুর্থী শুক্লা ক্ষণদা)
(৩) চল সখি বহুরি গোপাল মিলাবো (পৃঃ ৩৫—তৃতীয়া শুক্লা ক্ষণদা)
(৪) দেখ সখি রাধা অভিসার (পৃঃ ৩৫—তৃতীয়া শুক্লা ক্ষণদা)।

বিশ্বনাথের ক্ষণদার পূর্ববিভাগে মোট ৩০টি ক্ষণদা বা পালা। এক চান্দ্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ হতে অমাবস্যা এবং শুক্লা প্রতিপদ হতে পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা) পর্যন্ত ৩০টি রাত্রির জন্যে এক একটি ছোট বড়ো পালা এতে সজ্জিত। সবচেয়ে ছোট পালায় ৮টি এবং সর্ববৃহৎ পালায় ১৬টি পদ আছে। মোট ৪৮ জন খ্যাত অখ্যাত পদকর্তার ভণিতাযুক্ত সর্বমোট ৩০৮টি পদ পূর্ব-বিভাগে দেখা যায় [৪১]।

তন্মধ্যে সংকলয়িতার পদ ৫৩টি (হরিবল্লভ ভণিতায় ৪০টি ও বল্লভ ভণিতায় ১৩টি)। কেউ কেউ বলেছেন, 'হরিবল্লভ' বিশ্বনাথের গুরুর নামান্তর। কেউ বা 'হরিবল্লভ' নামটি বিশ্বনাথেরই সন্ন্যাসজীবনের নাম মনে করেছেন। কিন্তু এই উভয় অনুমানের পক্ষে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বিশ্বনাথের স্তবামৃতলহরী গ্রন্থের "গীতাবলী" অংশে ১১টি সংস্কৃত পদের ২টিতে হরিবল্লভ এবং ৪টিতে বল্লভ ভণিতা লক্ষ্য করা যায়। "মন্ত্রার্থদীপিকায়" শ্রীরাধা স্বপ্নে বিশ্বনাথকে 'হরিবল্লভ' বলে সম্বোধন করেছেন। এবং শিষ্যপুত্র নরহরি স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ "শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরি-বল্লভ"।

এক একটি ক্ষণদা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ এক এক রাত্রিতে আসরে গাইবার জন্যে নির্দিষ্ট। প্রথমে গৌর বন্দনা, তারপর নিত্যানন্দ বন্দনা দিয়ে আরম্ভ, সম্ভোগ বা মিলনের পদ দিয়ে সমাপ্তি। মাঝে অভিসার বা আক্ষেপানুরাগ

(৪১) মূল পুথিতে ৩১৫টি পদ আছে। কিন্তু নিম্নোক্ত ৭টি পদ দুবার করে লেখা হয়েছে—(ভজনের বা কীর্তনের সুবিধার্থে) ঃ
(১) ৭।৭=২৬।১০; (২) ৯।৯=২০।৬; (৩) ১১।৬= ২৩।৬; (৪) ১১।১০=২৬।৯; (৫) ১২।১=২৩।১; (৬) ১২।২=২৩।২; এবং (৭) ১৬।৪=১৭।৪
সুতরাং ঐ ৭টিকে একবার করে ধরাই উচিত। সেজন্যে আমরা বর্তমান ক্ষণদার পদসংখ্যা ৩১৫ স্থলে ৩০৮টি ধরেছি। এবং হরিবল্লভ-বল্লভ, বিশ্বনাথেরই দুই ভণিতা, তাই কবির সংখ্যা ৪৯ না ধরে ৪৮ ধরেছি।

ও রাসের পদ। সব পদই মধুর রসাশ্রিত। সখ্য বাৎসল্যাদি এমন কি খণ্ডিতা বা মাথুরের কোনো পদ নেই।

ব্রজরসলোভী মঞ্জরীভাব-সাধকদের জন্যে গ্রন্থটি সংকলিত। কিছু কিছু পদে সখীদের স্বভাব ও আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও চাতুর্য্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পদে শ্রীরাধার বাম্যভাব এবং বিপরীত রতির বর্ণনা আছে।

বিশ্বনাথ ভাবুক কবি হলেও বিদগ্ধ পণ্ডিত। সাদামাঠা স্বরে তিনি কবিতা লিখতে পছন্দ করেন না। সংস্কৃত বচন, অলংকার ঋদ্ধ ভাষা, শব্দ ঝংকার ও ছন্দতরঙ্গ যেমন তাঁর পদে সহজলভ্য, তেমনি ভাবের মাধুর্য্য ও রসের চমৎকারিত্বে তাঁর অনেক পদ মনোহর। ব্রজবুলি, হিন্দী এবং সংস্কৃত—তিন ভাষাতেই তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তিন ভাষার মোট পদ ৭০টি। তন্মধ্যে সংস্কৃত পদগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট[৪২]।

মনে হয় বিশ্বনাথের পদাবলী সমকালে খুব বেশী আদৃত হয় নি। পরবর্তী পদচয়নিকাগুলিতে সেজন্যে তাঁর পদ তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর প্রায় সমকালীন রাধামোহন ঠাকুরের 'পাদামৃতসমুদ্রে' তাঁর পদ না থাকারই কথা। কারণ রাধামোহন বাংলাদেশে বসে পদসংকলন করেছিলেন, আর বিশ্বনাথ ছিলেন বৃন্দাবনে। কিন্তু তাঁর বহুপরবর্তী দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃতে'ও তাঁর কোনো পদ নেই। নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পূর্বরাগ) ১১৬৯টি পদের মধ্যে মাত্র ৫টি, গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ১১১৯টির মধ্যে মাত্র ১টি, বৈষ্ণবদাসের' 'পদকল্পতরু'র ৩১০১টির মধ্যে মাত্র ৩টি বিশ্বনাথের পদ কলিত হয়েছে।

কবিত্ব বিচারে বিশ্বনাথের দাবী প্রথম শ্রেণীর নয়। কিন্তু সমালোচকবৃন্দ তাঁর অধিকাংশ পদের প্রশংসা করেছেন[৪৩]। ক্ষণদার প্রথম পদ (গৌরচন্দ্র বন্দনা)-টি উদ্ধৃত হলো

---

(৪২) "একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবিকর্ণপুরের ন্যায় তিনিও (বিশ্বনাথ-হরিবল্লভ) ভাষাপদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের গণনায় কবিকর্ণপুর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে হরিবল্লভের স্থান অনেক নীচে"। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ২৩১)—সতীশচন্দ্র রায়।

(৪৩) জগদ্বন্ধু ভদ্র—গৌরপদতরঙ্গিনী
ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—'পদকর্তা হরিবল্লভ'
(শা-আ.বা.প. ১৩৬৯)।
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯) ভূমিকা।

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি ঃ সুধাজিনি মধুরিম ঃ নয়ন-চষক ভরি লেহ ॥
শ্যামর বরণ ঃ মধুর রস ঔষধি ঃ পূরেব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত ঃ যুবতি উমতায়ল ঃ সো সৌরভ পরবাহ ॥
যো রস বরজ ঃ গোরী কুচমণ্ডল ঃ মণ্ডন বর করি রাখি।
তে ভেল গৌর ঃ গৌড় অব আওল ঃ প্রকট প্রেমসুর শাখী ॥
সকল ভুবন সুখ ঃ কীর্তন সম্পদ ঃ মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন ঃ কোন কলিকল্মষ ঃ যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি ॥ ৪৪

বৈষ্ণব পদসংকলনের ভগীরথ কবি বিশ্বনাথ। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে পরবর্তী কালে অনেকগুলি পদসংকলন প্রস্তুত হয়। নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ে ক্ষণদার অনুসরণ স্বীকৃত হয়েছে।

আপন রচনায় বিশ্বনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি যে রসজ্ঞতা, বিচার নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণ পারিপাট্যের পরিচয় দিয়েছেন, আজও তার অম্লান মাধুর্য্য ভাবুক, রসিক ও পণ্ডিত সমাজের আস্বাদ্য হয়ে আছে ৪৫।

পূর্বাচার্যদের গ্রন্থোক্ত মতাদর্শ ও রসবিচারের নিরিখে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনাকে অগ্রগতি দান করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর অধিকাংশ জটিল গ্রন্থকে তিনি সহজ ভাষায় কখনো টীকা ভাষ্য লিখে, কখনো লঘু সংস্করণ প্রণয়ন করে ভক্ত মণ্ডলীকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে শ্রীরূপের সার্বিক মননচিন্তার পরিচয় পেয়ে ভক্তেরা তাঁকে "শ্রীরূপের দ্বিতীয় স্বরূপ" বা "শ্রীরূপের অবতার" রূপে অভিনন্দিত করেছেন। "মাধুর্য্যকাদম্বিনী"র বাংলা পদ্যানুবাদক কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থটির উপসংহারে বলেছেন

মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থ জগৎ কৈল ধন্য।
চক্রবর্তী মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
কেহ বলেন চক্রবর্তী রূপের অবতার।
কঠিন সে তত্ত্বসকল করিতে প্রচার ॥

বৈষ্ণব সমাজে বিশ্বনাথের আসন কত উঁচু পর্যায়ে ছিল একটি প্রবাদ থেকে তা অনুমান করা যায়—

কিরণ-বিন্দু-কণা
এই তিনে বৈষ্ণবগণা ॥

---

(৪৪) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯)—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত পৃঃ ৫০।

(৪৫) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (১ম সং) পৃঃ ১০৪।

(কিরণ—উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ। বিন্দু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দু। কণা—লঘুভাগবতামৃতকণা।)

বিশ্বনাথ নিজে ভক্ত ও সাধক। অন্যকে তিনি সেই ভক্তিসাধনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ভাবুক, দার্শনিক, পণ্ডিত সর্বোপরি ভক্ত এবং আচার্য্য হিসেবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার এক উজ্জ্বল স্মারক চরিত্র।

নরহরি-ঘনশ্যাম বলেন

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শিষ্য কৈল যত।
সকলেই হইলেন মহা ভাগবত॥ [৪৬]

আচার্য্য বিশ্বনাথের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কৃষ্ণদাস, [৪৭] কানুদাস, নন্দকিশোর, [৪৮] নরহরির পিতা জগন্নাথ ছাড়া আর কারো পরিচয় জানা যায় নি। কেউ কেউ কৃষ্ণদেব সার্বভৌমকেও তাঁর শিষ্য বলে মনে করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ (রাধাদামোদরের শিষ্য) তাঁকে গুরুর মতো সম্মান করতেন॥

জীবন-প্রসঙ্গ : নরহরি চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তীর ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য তেমন কিছু পাওয়া যায় না। প্রকৃত বৈষ্ণবের মতোই তিনি আত্মপরিচয় দানের অভিমানটিও সযত্নে পরিহার করেছেন। তাঁর সম্পর্কে পরবর্তীকালের কোনো পুথিতে কোনো পরিচয় লিখিত হয় নি। কেবলমাত্র 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র অন্যতম অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ মহাশয় মূল গ্রন্থের সঙ্গে কবির

(৪৬) নরোত্তমবিলাস পুথি—(পাঠবাড়ী নং ২৩৩৬।৩১ পত্র ৩৩ খ।

(৪৭) কৃষ্ণদাস গুরুবিশ্বনাথের 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী', 'চমৎকারচন্দ্রিকা,' 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'কিরণ', 'বিন্দু', 'কণা'; 'গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল'; প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'র উপসংহারে বলেছেন:

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গুরু তাঁহার চরণ ধ্যানে।
ষষ্ঠ অমৃতবৃষ্টি তাঁর ভাষা দীনকৃষ্ণদাস ভণে॥

(৪৮) নন্দকিশোর (সংসারাশ্রমের নাম পরমানন্দ) 'বৃন্দাবনলীলামৃত' ও 'রসকলিকা' রচনা করেন। রসকলিকায় তাঁর দুটি পদ আছে। 'রসকলিকা' (হরিদাস দাস সং ৪৬৪, গৌরাব্দ) পৃঃ ৮২; পৃঃ ১৫৪।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ৪৯। কবির স্বরচিত গ্রন্থ থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পরিচয়াত্মক অংশ আছে। কয়েকটি প্রবাদ প্রবচনও তাঁর সম্পর্কে শোনা যায়। বলা বাহুল্য এইগুলিই তাঁর জীবনী রচনার একমাত্র উপাদান।

স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকরে'র 'গ্রন্থানুবাদ' প্রসঙ্গে কবির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় আছে

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন ॥ ৫০

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র একটি পদে কবি বলেছেন

নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমৎ গৌড়দেশ সুরসরিত তটে
বিনিবাস বিপ্রকুলজাত সুজনক জগন্নাথ প্রিয় বৈষ্ণবদত্ত নাম-
যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পূর্ণ-কপটকুট ছুট ন কদা।
অরু কি কহব কুট হৃদয় কাষ্ঠ সম হিংসা-ক্লিষ্ট পুষ্ট মতি সৌষ্ঠব
অগুণ সুষ্ঠ পষ্ট পটু ধৃষ্ট অপরাধনিষ্ঠ
পাপিষ্ঠ নষ্ট শঠ সুষ্ঠু প্রকৃষ্ট-
ভ্রষ্ট চেষ্টাতিলঘিষ্ট নিকৃষ্ট হৃষ্ট রিপুষষ্ট রসাধিক
শিষ্ট-কষ্টপ্রদ নিষ্ঠুর দুষ্ট সুবিষয়াবিষ্ট সদা ॥ ৫১

'গীতচন্দ্রোদয়' পুথির একটি পদে আছেঃ

দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ। ৫২

এই তথ্যটি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র একটি পদেও লক্ষ্য করা যায়।

'নরোত্তমবিলাস' পাঠবাড়ী পুথিতে ১২শ বিলাসের পরে ৪৭০ চরণের একটি অংশ আছে (৩১খ-৩৩খ পত্র) (দ্রঃ পরিশিষ্ট গ)। এই অংশে পিতৃগুরু

---

(৪৯) 'ভক্তিরত্নাকর'—(পাঠবাড়ী পুথি ২৩৪১।২৪) এবং 'নরোত্তমবিলাস' (পাঠবাড়ী পুথি ২৩৩৬।২১)-এ মূল রচনার শেষে, প্রথম পুথির ১৫৪ক-১৫৬ক পত্র, দ্বিতীয় পুথির ৩৩খ-৩৫খ পত্র।

(৫০) ভক্তিরত্নাকর—(গৌড়ীয় মিশন ২য় সং ১৯৬০) পৃঃ ৬৪৯-৬৫০।

(৫১) গৌরচরিত্রচিন্তামণি—(হরিদাস দাস সং ৪৬১ গৌরাব্দ) পৃঃ ১৭, পদ ৩৮।

(৫২) গীতচন্দ্রোদয়—পাঠবাড়ী পুথি (২৫৩৪।৩) পত্র ৮খ, পদ ৫১।

বিশ্বনাথের পরিচয় দান প্রসঙ্গে নরহরি তাঁর পিতা জগন্নাথের পুত্রলাভ, দীক্ষা গ্রহণ ও ভক্তিভাব এবং নিজের গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন।

এছাড়া 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রতিটি তরঙ্গের শেষ দু-চরণে আছে

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

এবং অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের রচনা (পরিশিষ্ট 'ঘ') থেকে নরহরির জন্মস্থান, ব্রজবাস, বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজে তাঁর স্থান, রন্ধন পরিপাটি, শ্রীগোবিন্দ সেবা, বিনয়প্রবণতা ও কবির কিছু কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে নরহরি ঘনশ্যামের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা যায়

(ক) পিতৃপরিচয় (খ) জন্মস্থান (গ) যুগ্মনাম (ঘ) গুরুপরম্পরা (ঙ) ব্রজাশ্রয় গ্রহণ এবং এই প্রসঙ্গে আর কিছু বিষয়ের আলোচনা দরকার—(চ) কবির কৌলিক উপাধি 'চক্রবর্তী' ছিল কি না, (ছ) বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রানুশীলন (জ) পরিভ্রমণ (ঝ) জীবৎকাল ॥

(ক) পিতৃ-পরিচয়

নরহরির পিতা জগন্নাথ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুমান, 'হয়তো ইঁহারা বিশ্বনাথের সম্পর্কিত ছিলেন'[৫৩]। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বনাথকে "জগন্নাথের পিতৃবংশ" বলে উল্লেখ করেছেন[৫৪]। মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদের নিকটবর্তী গঙ্গার পূর্বতীরস্থ রেঞাপুরে এঁদের বসবাস ছিল[৫৫]।

নরহরি বলেন

বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বৃন্দাবনে।
সদা ভক্তিরসে মগ্ন লৈয়া শিষ্যগণে ॥
… … …
বৃন্দাবন হৈতে যবে গৌড়দেশে আইলা।
সেই কালে বিপ্র জগন্নাথে শিষ্য কৈলা ॥[৫৬]

(৫৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ ২য় সং, পৃঃ ৩৯০)।
(৫৪) ব্রজ পরিক্রমা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং) পৃঃ ভূমিকা-৪ ।।/০
(৫৫) এ বিষয়ে 'জন্মস্থান' অংশ-এ বিস্তৃত আলোচনা আছে।
(৫৬) নরোত্তমবিলাস, পাঠবাড়ী পুঁথি (পত্র ৩৩ খ)।

পুঁথিটিতে আছে, বিশ্বনাথ তরুণ বয়সে একবার বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে এসেছিলেন। তখনো পর্যন্ত কেউ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। জগন্নাথ সেই তরুণ বিশ্বনাথের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। সে সময় জগন্নাথের বয়সও অল্প ছিল।

যাই হোক, সেকালে বিশ্বনাথের শিষ্যত্ব লাভ বহু গৌরবের বিষয় ছিল। নরহরি বলেছেন .

জগন্নাথ বিপ্রের আনন্দ অতিশয়।
পাইয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয় ॥

সুতরাং জগন্নাথের শিষ্যত্ব লাভের সময় বিশ্বনাথ যে তরুণ ছিলেন না, বৈষ্ণব সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তা অনুমান করা চলে।

কম বয়সেই জগন্নাথের বিবাহ হয়। তাঁর পত্নীরও কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। এই পতিব্রতা রমণীর 'স্বামীর চরণে বিনা না জানয়ে আর'। কিন্তু জগন্নাথ বিবাহের অল্পকাল পরেই তীর্থ পর্যটনে বের হন। নানা তীর্থ পরিক্রমা শেষে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন সংসারে তাঁর আকর্ষণ কমে গেছে।

নিরন্তর প্রভু পাদপদ্ম আরাধয় ।
না ভায় সংসার সদা উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥

জগন্নাথের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করে বিচক্ষণ লক্ষ্মণদাস তাঁকে 'সন্তানবর প্রদান' করে গৃহবাসের আজ্ঞা দিলেন। লক্ষ্মণদাস সেকালের উল্লেখযোগ্য ভক্ত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ বংশজ গোপীজনবল্লভের মধ্যম পুত্র রামলক্ষ্মণের শিষ্য। তাঁর 'আজ্ঞামতে' জগন্নাথ কিছুদিন গৃহে ছিলেন। হঠাৎ গুরুসন্দর্শনের কথা চিন্তা করে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। সাক্ষাৎকারের পর গুরুই তাঁকে গৃহে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। জগন্নাথ গৃহে ফিরলেন, কিন্তু তাঁর সতত উদাসী সংসারবিবিক্ত মন সর্বদা গৃহের বাইরে আশ্রয় খুঁজতো। পুনরায় এক সময় জগন্নাথ বৃন্দাবনে গমন করলেন এবং 'ভক্তিরসে মত্ত ব্রজে ভ্রমণ করিলা'।

এই সময় বিশ্বনাথের দেহান্তর ঘটে। শিষ্য জগন্নাথের তখনকার মানসিক অবস্থাটি কবি সুচারু রূপে অংকন করেছেন

ইষ্ট অদর্শনে অতি ব্যাকুল হইয়া।
গোঙাইলা কথোদিন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

এ থেকে বিপ্র জগন্নাথের উদাসী বৈরাগী চিত্তবৃত্তি, গুরুচরণে অচলা ভক্তি এবং ধর্মপ্রবণ তীর্থাভিলাষী মনের সন্ধান পাওয়া যায়। নরহরি এমন পুণ্যবান

পিতার সন্তান বলে গৌরব বোধ করেছেন। এবং একালের অনুলেখক বলেছেন

বিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ।
ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত[৫৭]॥

(খ) জন্মস্থান ('পূর্ববাস'-স্থান)

নরহরি বলেন যে, তাঁর গৃহাশ্রমজীবনে 'গৌড়দেশে' 'গঙ্গাতীরে' বসবাস ছিল। কিন্তু কোথাও তিনি তাঁর প্রিয় গ্রামটির নাম উল্লেখ করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর পিতৃবংশ বহু পরিচিত ('জানে সর্বজনে') সুতরাং তাঁদের গ্রামের নামটি উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আধুনিক কালে কবির সেই বাসভূমি বা জন্মভূমিব নাম ও অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মনে করেছিলেন, নরহরির উল্লিখিত 'গঙ্গাতীর' 'পূর্ববাস' ছিল কাটোয়ার নিকটে[৫৮]। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র একটি পদে আছে—'নরহরি ভণ অনুপম নদীয়াপুর মাঝে'। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় এই সূত্র গ্রহণ করে জানিয়েছিলেন, 'কবির জন্ম নবদ্বীপে না হইলেও ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন'[৫৯]।

এই আলোচনায় দীর্ঘ দশ বছর পরে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখলেন—

"নরহরি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ পানিশালা—নশীপুর গ্রামের নিকট রেঁয়াপুরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন"[৬০]।

কিন্তু তিনি এই তথ্যের সমর্থক কোনো প্রমাণ দেন নি।

পরবছর জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জানালেন,

"ইনি (=নরহরি) গৌড়দেশে সুরনদী (গঙ্গা) তটে নদীয়াপুর মাঝে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট ছিল। সম্ভবতঃ ইঁহার বংশীয় লোক অদ্যাপি তদ্‌গ্রামে বাস করিতেছেন। সুতরাং ঘনশ্যামের জন্ম 'নদীয়াপুরমাঝে' কেমন করিয়া হয়, তাহা আমরা

---

(৫৭) 'ভক্তিরত্নাকরান্তেগ্রন্থকারলেশসূচক' ১৫৪ খ পত্র (পাঠ ভক্তিরত্নাকর পুথি)।

(৫৮) সাহিত্য (১২৯৯ মাঘ) 'ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধে লেখক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় উল্লিখিত।

(৫৯) উক্ত প্রবন্ধ; পৃঃ ৩৫২।

(৬০) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায়, পৃঃ ৬২৮।

বুঝিতে পারিতেছি না। হয়তো এই নদীয়া নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান, অথবা ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া কাটোয়ায় যাইয়া বাস করেন। আবার যখন নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঘনশ্যামের পিতা বিপ্র জগন্নাথ মুর্শিদাবাদ জিলার জঙ্গিপুরের সান্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোনো অনুমানই ঠিক হইতে পারে না"। ৬১

অর্থাৎ জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, শিশিরকুমার, ক্ষীরোদচন্দ্র ও নিখিলনাথ—এই তিন জনের অভিমতের কোনোটিকেই যেমন গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি এ বিষয়ে নিজেও কোনো আলোকপাত করেন নি।

পদকল্পতরুর সম্পাদক এ সম্পর্কে নীরব। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন

" ই'হাদের (= নরহরি-জগন্নাথ) বাসস্থান ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে, সৈয়দাবাদের নিকটে"৬২ ।

অমূল্যধন ভট্ট, মুরারীলাল অধিকারী, শশিভূষণ বিদ্যালংকার, হরিদাস দাস এবং বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক ও আলোচকবৃন্দ মুর্শিদাবাদের রেঞাপুর-গ্রামকে নরহরির জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেছেন ৬৩।

গঙ্গাতীরস্থ গয়েশপুর বাসী আনন্দনারায়ণ মৈত্র তাঁর অনুলিপিতে 'পানিশালা পাশে এই রেঙাপুর গ্রাম'কে নরহরির পূর্ববাসস্থান বলে নির্দেশ করেছেন ৬৪ । বর্তমানে রেঙাপুর "নরহরির শ্রীপাট" রূপে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হয়েছে। এর অপর নাম রেঙাগ্রাম; গঙ্গাতীরেই অবস্থিত; মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত; জঙ্গীপুর শহরের দক্ষিণে, পানিশালা ও নশীপুরের মাঝখানে অবস্থিত॥

(গ) যুগ্মনাম :

নরহরি বলেছেন : 'মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি'। কিন্তু এই দুটি নাম গ্রহণের কোনো কারণ কবি উল্লেখ করেন নি।

রচনার মধ্যে কবি এই দুই নামেরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নরহরি

---

(৬১) গৌরপদতরঙ্গিণী ১ম সং (১৩১০) পৃঃ ৭৭, (ভূমিকা)।
(৬২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম অপরার্ধ, ২য় সং) পৃঃ ৩৯০।
(৬৩) অমূল্যধন ভট্ট—বৈষ্ণবচরিত অভিধান (১৩৩১) পৃঃ ১৪৮।
মুরারিলাল—বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী (১৩০২) পৃঃ ১২৩।
শশিভূষণ—জীবনীকোষ (৩য়) (১৩৪৫) পৃঃ ৪৯৮।
(৬৪) ভক্তিরত্নাকর পুথি ১৫৪ খ পত্র। (গ্রন্থকারলেশসূচকের ৬৩-৬৪ সং চরণ)।

ভণিতা আছে—'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র প্রতিটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি শ্লোকে, 'গৌরপরিকরগণের সূচক' পুঁথির প্রতিটি পদে, 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুঁথিতে, 'গীতচন্দ্রোদয়ের' (পূর্বরাগ) আরম্ভে ও সমাপ্তে, 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ) পুঁথির প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তি অংশে। ঘনশ্যাম নাম আছে 'সংগীতসারসংগ্রহে' ও 'পদ্ধতিপ্রদীপে'। তাঁর ১৫৮১টি অকৃত্রিম পদ আছে. তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশে 'নরহরি' ও এক-চতুর্থাংশে 'ঘনশ্যাম' ভণিতা দেখা যায়। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, কবির এই দুটি নামই সবিশেষ প্রচলিত ছিল বা কবি স্বয়ং প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তবে নরহরি নামটিই তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল।

অনুলেখক মৈত্র মহাশয় কবির যুগ্মনামের কোনো কারণ খুঁজে পান নি। সাম্প্রতিককালে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন "ইহার প্রচলিত নাম ঘনশ্যাম এবং গুরুদত্ত নাম নরহরি"৬৫। অপরপক্ষে 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রবীণ সম্পাদক নবীনকৃষ্ণদাস পরবিদ্যালংকার মহাশয় লেখেন "ইনি বিবিক্তবেশ গ্রহণ করিয়া 'শ্রীঘনশ্যামদাস' নামে পরিচিত হন" ৬৬। কিন্তু অনুমানের সমর্থক কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য তাঁরা জানান নি। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবির পদাবলীতে নাম ব্যবহারের ছন্দতত্ত্ববিষয়ক কারণ দেখিয়েছেন, কিন্তু এই নাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেন নি।

সেকালে নাম গ্রহণের প্রধানতঃ দুটি রীতি ছিল—(ক) জন্মকোষ্ঠীর রাশিলগ্নানুসারে গণৎকার নবজাতকের একটি নাম লিখে রাখতেন, পরে নামকরণের দিনে জাতকের নতুন নাম দেওয়া হতো। (খ) দীক্ষার সময়ও রাশি নাম পাল্টে নতুন নাম দেওয়া হতো। সন্ন্যাস-গ্রহণ করলে নাম পরিবর্তন করা হতো। এবং সেক্ষেত্রে শেষের নামটিই জাতক প্রকাশ ও প্রচার করতে চেষ্টা করতেন।

এই সূত্রানুসারে কবির প্রথম জীবনের (সংসারাশ্রমের) নাম 'ঘনশ্যাম' থাকাই স্বাভাবিক। সন্ন্যাসগ্রহণ কালে 'নরহরি' নামটি পেয়েছিলেন বলে সেটিই তিনি প্রচার করতে চেষ্টা করেন। তবে প্রথম জীবনের ঘনশ্যাম নামের মোহ কবি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাই কোনো কোনো রচনায় তাঁর সে নামটির স্বাক্ষর আছে। আবার পরিণত বয়সে কবি লক্ষ্য করেন যে ইতিপূর্বে তাঁর দুই নামেরই দুজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবি (একজন চৈতন্যপার্ষদ নরহরি সরকার. অন্যজন গোবিন্দ কবিরাজ পৌত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ) প্রসিদ্ধ

(৬৫) সাহিত্য (১২৯৯), মাঘ—'ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৮৩।
(৬৬) ভক্তিরত্নাকর (১ম সং, গৌড়ীয় মিশন) 'প্রথম উপোদ্ঘাত'।

অর্জন করেছেন, তখন আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থেই তিনি মাঝে মাঝে যুগ্ম-নাম তুলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায় যে, বিশ্বনাথ শিষ্যপুত্রের সম্পর্কে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন : "দেখিও জগন্নাথের তনয়॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সেবি ঘনশ্যাম। পুরাইবে মোর মনে আছে যাহা কাম"। আবার মৈত্র মহাশয় বয়স্ক কবিকে 'নরহরি' সম্বোধন করে তাঁর জীবনকথা লিখেছেন। এ থেকেও মনে হয় 'ঘনশ্যাম' নামটিই কবির সংসারাশ্রমের নাম॥

(ঘ) গুরুপরম্পরা :

নরহরি ঘনশ্যামের প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির কোনো প্রাচীনতর অনুলিপিতে তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা গুরুর নাম নেই। সেজন্যে বহুদিন পর্যন্ত কবির দীক্ষাগুরুর নাম পরিচয়াদি নিয়ে পণ্ডিত-মহলে তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

সচরাচর দেখা যায় যে, বৈষ্ণব কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থের শেষে বা প্রতি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি শ্লোকে আপন গুরু বা আচার্যের নাম উল্লেখ করে থাকেন। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস' 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে এই তথ্যটি লক্ষ্য করা যায়।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রতিটি তরঙ্গের সমাপ্তি শ্লোকে আছে

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

এই উক্তিটি থেকে স্বাভাবিকভাবে শ্রীনিবাসাচার্যকে কবির গুরু বলে মনে হবে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ কারণে শ্রীনিবাসকে কবির গুরু বলে অভিমত দেন।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এই অভিমতের সরব প্রতিবাদ করে লিখেন

> "ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে। কিন্তু গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বন্দনা যখন ঘনশ্যাম করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের পরবর্তী সুতরাং শ্রীনিবাসেরও পরবর্তী লোক"[৬৭]।

এই আলোচনার দু বছর পরে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নরহরির 'ব্রজপরিক্রমা' (=ভক্তিরত্নাকরের ৫ম তরঙ্গ) সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি

---

(৬৭) গৌরপদতরঙ্গিনী (১ম সং ১৩১০) পৃঃ ৭৭।

পুনরায় আপনার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হন। তাঁর সেই সুদীর্ঘ আলোচনার কিয়দংশ উধৃত হলো—

"কিসে নরহরি বহু পরবর্তী, ভদ্র মহাশয় তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই। আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও নরহরিকে প্রায় একই সময়ের লোক বলিয়া মনে করি।

...ভক্তিরত্নাকর পাঠে বেশ বোঝা যায় যে, রাজার (=বীর হাম্বীর) উপর অনুগ্রহ বিতরণের পর শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজকে....অনন্তর কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজকেও শিষ্য করেন।

অবশ্য এ সময় নরহরির জন্ম হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এ সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও একজন নবীন যুবক। নরহরির পিতা জগন্নাথ পিতৃবংশ বলিয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, তাহা অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।...যখন শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বয়সে ব্রজ হইতে গৌড়দেশে পদার্পণ করিয়া পরে শিষ্যগণ লইয়া বোরাকুলি গ্রামে মহোৎসব করিতে আসেন, সেই সময়েই নবীন যুবক নরহরি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। তৎপূর্বে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কিছু অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই দীক্ষাগ্রহণে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না: ঘোর বিষয়াসক্ত নরহরি সম্ভবতঃ বোরাকুলি গ্রামের মহোৎসবে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্যের অলৌকিক প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং গৃহাশ্রম হইতে উদাসীন হন। উদাসীন হইবার পর তিনি শ্রীনিবাসকেই প্রধান গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। একারণ—বৈরাগ্যাবস্থায় যখন তিনি ভক্তিরত্নাকরের প্রারম্ভে গুরুবন্দনা রচনা করেন, এ সময় তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামগন্ধ না করিয়া শ্রীনিবাসাচার্যের নামই পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন" ৬৮ ।

কিন্তু বসু মহাশয়ের এই অভিমত পরবর্তীকালে আদৌ গৃহীত হয় নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনিই 'ব্রজপরিক্রমা' (১৩১২) সম্পাদনার পূর্বে 'বিশ্বকোষ' সংকলনকালে এর 'নবম ভাগে' (১৩০৫) লিখেছিলেন—

"নরহরি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন"৬৯ ।

অথচ 'ব্রজপরিক্রমা'র ভূমিকায় কেন যে তিনি যেনতেনপ্রকারেণ নরহরিকে শ্রীনিবাস-শিষ্য প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা বলা কঠিন। বলাবাহুল্য যে, উল্লিখিত যুক্তিগুলি প্রমাণনির্ভর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

যাই হোক, শ্রীনিবাসাচার্য নরহরি ঘনশ্যামের গুরু হতে পারেন কিনা

(৬৮) ব্রজপরিক্রমা (১ম সং ১৩১২) ভূমিকা—'কবিরপরিচয়, পৃঃ ৪।৶-৪।।৶.।

(৬৯) বিশ্বকোষ (৯ম ভাগ) (১৩০৫) পৃঃ ৫৮৮।

দেখা যেতে পারে। ঐতিহাসিকদের মতে শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫১৭-১৮ খ্রীঃ [৭০] এবং নরহরির পিতৃগুরু বিশ্বনাথ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের অনতিকাল পরে দেহত্যাগ করেন [৭১]। নরহরি বিশ্বনাথকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন, নরোত্তমবিলাস পুঁথিতে এ কথা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু কোথাও বলেন নি যে, তিনি তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করেছেন। বিশ্বনাথ তাঁর পিতৃগুরু, সেকালের শ্রেষ্ঠ ও বিরলশ্রেণীর আচার্য, তাঁকে দর্শন করলে নরহরি সে কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। বিশ্বনাথের দেহান্তর কালে তিনি নিতান্ত শিশু এবং তাঁকে দর্শন করতে না পারায় তিনি বারংবার আক্ষেপ করেছেন [৭২]। নরহরির গ্রন্থের অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের একটি উক্তি লক্ষণীয়। তিনি জানিয়েছেন যে, নরহরি বৃন্দাবনে পৌঁছিলে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা

সবে কহে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যেঁহ।
কৃপাকরি মো সভারে কহিলেন তেঁহ ॥
সেকালে তোমার অতি বাল্যাবস্থা হয়।
কহিল দেখিও জগন্নাথের তনয় ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সেবি ঘনশ্যাম।
পুরাইবে মোর মনে আছে যাহা কাম ॥ ইত্যাদি [৭৩]

মৈত্র মহাশয় নিশ্চয়ই জনশ্রুতি অনুসারে বা সংবাদ সংগ্রহ করে এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। সুতরাং বিশ্বনাথের দেহান্তরকালে নরহরি নিতান্ত নাবালক ছিলেন। এবং কখনোই তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নি।

উপরের আলোচনা থেকে পাই শ্রীনিবাসের জন্ম থেকে বিশ্বনাথের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ১৮৬-১৮৭ বছরের ব্যবধান। এবং শ্রীনিবাস জন্মের ১৮৬-৭ বছর পরে নরহরি শিশু মাত্র। সুতরাং শ্রীনিবাসের কাছে নরহরির দীক্ষিত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিবাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের জন্মকাল ১৬৯৭ খ্রীঃ [৭৪]। অর্থাৎ শ্রীনিবাস জন্মের প্রায় ১৮০ বছর পরে রাধামোহনের জন্ম। সেই রাধামোহনের 'পদামৃতসমুদ্রে' নরহরির কোনো পদ নেই। অথচ

(৭০) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' (১৯৬১) পৃঃ ৪০০।

(৭১) ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম অপরার্ধ—২য় সং), পৃঃ ৩৯৩।

(৭২) নরোত্তমবিলাস—পাঠবাড়ী পুঁথি—পত্র ৩৩ খ।

(৭৩) শ্রীভক্তিরত্নাকরান্তেগ্রন্থকারলেশসূচক—পাঠবাড়ী পুঁথি ২৩৪১।২৪: পত্র ১৫৪ক।

(৭৪) হরিদাস দাস—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১ম সং) পৃঃ ১৩৩৫।

নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়ে' রাধামোহনের দুটি পদ আছে [৭৫]। এ থেকে অনুমিত হয় যে, রাধামোহনের গ্রন্থসংকলন কালে নরহরি কবি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি, বা তিনি নিতান্ত কম বয়স্ক ছিলেন।

সুতরাং কোনো দিক দিয়েই নরহরি শ্রীনিবাস-শিষ্য হতে পারেন না॥

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে নরহরির গুরু বলে উল্লেখ করেছেন [৭৫ক]। এবং পরবর্তীকালে তাঁর অভিমত অমূল্যধন ভট্ট, মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি, হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বিদ্যালংকার প্রমুখ বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচকবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই অভিমতের সমর্থনেও কোনো প্রমাণ ছিল না।

উপরের অলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশ্বনাথের দেহত্যাগকালে নরহরি নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন নি। সুতরাং বিশ্বনাথ নরহরির গুরু হতেই পারেন না॥

সতীশচন্দ্র রায়, ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীসুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এ বিষয়ে কোনো মতামত দেন নি। পণ্ডিত হরিদাস দাস ও বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয় নরহরির গুরুর নাম বলেছেন নৃসিংহ চক্রবর্তী [৭৫খ]। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদত্ত হয় নি।

আমরা বরাহনগর পাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে ১২৬৪ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত 'নরোত্তমবিলাসে'র যে অনুলিপি পেয়েছি (নং ২০৩৬।২১), তাতে ১২শ বিলাস সমাপ্তির পর 'ভক্তিরত্নাকরে'র 'গ্রন্থানুবাদ' অংশের মতো ৪৭০ চরণের একটি বিশেষ অংশ আছে (দ্রঃ পরিশিষ্ট 'গ')।

এই অংশে কবি পিতৃগুরু বিশ্বনাথের বিস্তৃত পরিচয়দানকালে আপনার গুরু পরম্পরারও উল্লেখ করেছেন। পুঁথিটিতে পাই

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তিন সহোদর।
রামভদ্র জ্যেষ্ঠ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুন্দর ॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয় শ্রীগোপাল ভট্ট নাম।
প্রভু প্রেমময় মূর্তি আনন্দের ধাম ॥
শ্রীভট্টের প্রিয় শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য।
সর্বত্র বিদিত যার অলৌকিক কার্য ॥

---

(৭৫) 'আজু হাম কি পেখলু'—হরিদাস দাস সং গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ, পৃঃ ৪৩ (পদ ৯)। 'কানড় কুসুম হেরি'—পাঠবাড়ী পুঁথি ২০৩০। ১৪, গীতচন্দ্রোদয়-সংকীর্তনরসবর্ধন, পত্র ১১ খ (পদ ২৬)।

(৭৫ক) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সং, পৃঃ ৩৭২।

(৭৫খ) দ্রঃ যথাক্রমে গৌ.বৈ. অভিধান পৃঃ ১২২৫; ভারতকোষ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৪।

আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।
যাঁর গুণ গায় সুখে বৈষ্ণব সমাজ ॥
... ...
শ্রীকবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য।
যেঁহ রামকৃষ্ণ আচার্যের জ্যেষ্ঠ আর্য ॥
শ্রীহরিরামের পুত্র শ্রীল গোপীকান্ত।
পিতার সেবক যেঁহ পরম সুশান্ত ॥
শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য রামভদ্র হন।
রামভদ্র সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥
শ্রীগোপীকান্তের পৌত্র শ্রীল মনোহর।
শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য সর্বাংশে সুন্দর॥
শ্রীরামভদ্রের পুত্র শ্রীল রামনিধি। (পত্র ৩১ খ)
শ্রীমনোহরের শিষ্য গুণের অবধি॥
শ্রীমনোহরের পুত্র শ্রীনন্দকুমার ।
হইল পিতার শিষ্য অতি শুদ্ধাচার॥
শ্রীরামনিধির পুত্র শ্রীনৃসিংহ নাম ।
নন্দকুমারের শিষ্য চেষ্টা অনুপাম॥
মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তী ।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্তি॥

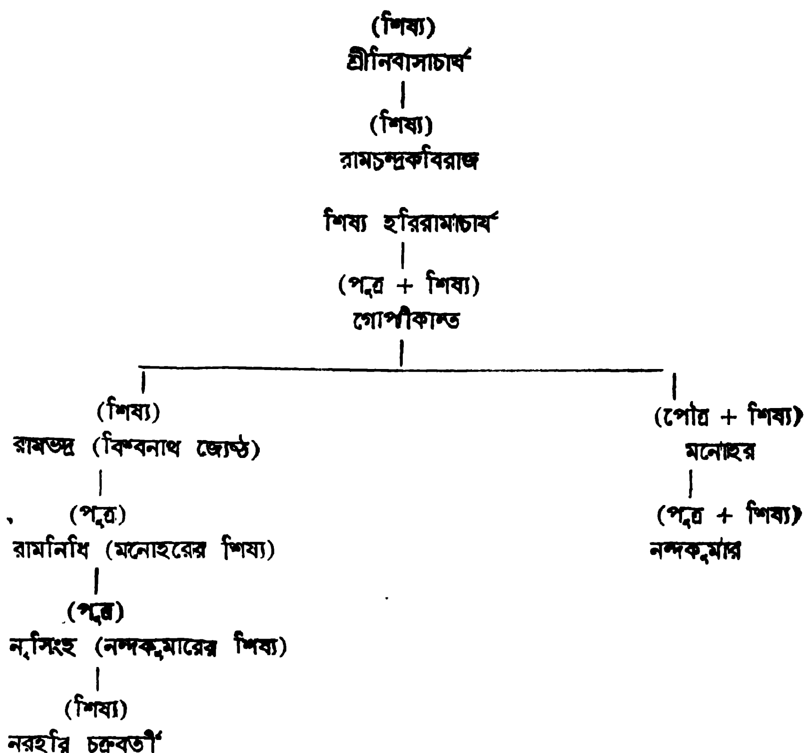
(পুথির পাতা—৩২ ক)।

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গোপালভট্ট। গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য। শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য। হরিরামাচার্যের পুত্র ও শিষ্য গোপীকান্ত। গোপীকান্তের দুই শিষ্য—একজন, বিশ্বনাথ-জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, অন্যজন তাঁর আপন পৌত্র মনোহর। রামভদ্রের পুত্র রামনিধি, তিনি মনোহরের শিষ্য। রামনিধির পুত্র (=রামভদ্রের নাতি এবং বিশ্বনাথের নাতিস্থানীয়) নৃসিংহ চক্রবর্তী, তিনি নন্দকুমার (=শ্রীনিবাসের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ বা অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের মতো)-এর শিষ্য।

সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর নিজের কথায় তাঁর গুরুর নাম নৃসিংহ চক্রবর্তী এবং পরমগুরুর নাম নন্দকুমার।

এ থেকে নরহরির গুরুপরম্পরা দাঁড়ায়—

শ্রীচৈতন্যদেব
|
(পার্ষদ)
গোপাল ভট্ট
|



নরহরি এই একবার ছাড়া আর কোথাও গুরুর নামোল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে গভীরতর কোনো কারণ থাকতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে লোকনাথ গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট উভয়েই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নিজ নিজ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। বৈষ্ণবীয় দীনতাই তার একমাত্র কারণ[৭৬]। আচার্যশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ-বংশীয় নৃসিংহ চক্রবর্তীও বৈষ্ণবীয়দীনতা বশতঃ হয়তো শিষ্য-কবিকে নিজপ্রসঙ্গ বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবমতে গুরু ও বৈষ্ণব সমান সম্মানীয়। নৃসিংহ তাই শিষ্যকে 'গুরু' স্থলে 'বৈষ্ণব' শব্দ ব্যবহার করতে আদেশ দিতে পারেন। নরহরি তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেই 'বৈষ্ণবাজ্ঞায়' রচিত বলে উল্লেখ করেছেন।

নরহরি-গুরু নৃসিংহ চক্রবর্তীর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পদকল্পতরুতে 'দেব নৃসিংহ' ভণিতায় যে দুটি পদ আছে,[৭৭] সতীশচন্দ্র রায়

(৭৬) ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয়মিশন ২য় সং পৃঃ ১০ (২২১-২২৪ নং চরণ)।
(৭৭) পদসংখ্যা ১১৫৯ (২য় খণ্ড পৃঃ ২৬৯) এবং ১৩২৪ (ঐ পৃঃ ৩৩৮)।

মহাশয় সেগুলি শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন ৭৮। সম্ভবতঃ ইনি কোনো পদ বা গ্রন্থ রচনা করেন নি।

ভক্তিরত্নাকরে 'শ্রীনিবাসচরণ চিন্তা'রও স্বাভাবিক কারণ আছে। এই গ্রন্থের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় শ্রীনিবাসের জীবনকথা এবং কবি স্বয়ং শ্রীনিবাসের শাখা-ভুক্ত। উভয় দিক থেকেই কবি শ্রীনিবাসের কৃপা প্রার্থনা করেছেন॥

(ঙ) ব্রজাশ্রয় গ্রহণ

নরহরির বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় নি। কোন বয়সে তিনি দীক্ষিত হন, কখন-ই বা সংসার ত্যাগ করেন, এ সম্পর্কে বৈষ্ণব ইতিহাস নীরব। আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয় বহু অনুসন্ধানের পর উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য না পেয়ে লিখেছেন

বাল্যাবধি ইঁহার চরিত্র মনোহর।
সর্বশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত বিজ্ঞবর॥
ক্ষেত্র বৃন্দাবনে যাঁর বিখ্যাত চরিত্র।
ধর্ম সংস্থাপন করি ভ্রমিলা সর্বত্র ॥ ৭৯

কবির পদাবলী পাঠে বোঝা যায় যে, বিষয়-আশয়, সংসার ও প্রতিপত্তির উপর তাঁর পরম বিতৃষ্ণা ছিল। বিভিন্ন বৈষ্ণবতীর্থের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ছিল। বৈষ্ণব-বিনয় তাঁর সহজাত গুণ ছিল। তিনি 'আকৌমার ব্রহ্মচর্য' পালন করেছিলেন। পিতা-মাতার তিরোধানের পর কোনো একসময় তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন গমন করেন।

বৃন্দাবনে শ্রীলক্ষ্মণদাসের নিকটে আসেন। শোনা যায় যে, তাঁর আগমন-সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন ভক্ত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, পূতচরিত্র ও ভজনে আগ্রহ লক্ষ্য করে বৈষ্ণবেরা তাঁকে গোবিন্দসেবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন। কিন্তু পরম দীনতাবশতঃ নরহরি সেবাভার গ্রহণ করতে সাহসী হন নি। বৈষ্ণবেরা, বিশেষ করে শ্রীলক্ষ্মণদাস তাঁকে পূর্ব-ইতিবৃত্ত শোনান ও সেবাভার গ্রহণের নির্দেশ দেন। নরহরি অধোবদনে ক্রন্দন করতে থাকেন ; বৈষ্ণবাচার্যদের নাম স্মরণ করে বিলাপ করতে থাকেন; 'গোপেশ্বর সমীপে' গড়াগড়ি যান। তাঁর দেহে 'অশ্রু-কম্প্রা'দি সাত্ত্বিক বিকার সঞ্চারিত হয়। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। মূর্ছাবস্থায় বিশ্বনাথ, নৃসিংহ ও জগন্নাথ (পিতা) সহ অন্যান্য সকল বৈষ্ণবাচার্যদের এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। চেতনা হলে বৈষ্ণবেরা

(৭৮) পদকল্পতরু (৫ম, ১৩৩৮) পৃঃ ১৪৪।
(৭৯) গ্রন্থকারলেশসূচক (ভক্তিরত্নাকর পুথি—পত্র ১৫৪ ক)।

তাঁকে প্রবোধ দিতে থাকেন। কিন্তু কবি 'কভু নাচে কভু কান্দে কভু মনেমনে'। শ্রীলক্ষ্মণদাস তাঁকে গোবিন্দদেবের মন্দিরে আনেন। সকল বৈষ্ণব দেবতার শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নরহরির সেবা কর্মের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এবং

এত কহিতেই রাধাগোবিন্দ গলার।
খসিয়া পড়িল মালা কিবা চমৎকার ॥

ভাবাবিষ্ট নরহরির গলায় সেই প্রসাদীমালা জয়ধ্বনি সহকারে পরানো হলো৮০ অতঃপর নরহরিকে মন্দিরে রেখে বৈষ্ণবেরা বিদায় নিলেন। নরহরি দেবাঙ্গন মার্জন, বহিঃপ্রক্ষালন, পুষ্পতুলসীচয়ন, তৃণকাষ্ঠ আহরণাদিতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। পূজারীদের অনুরোধসত্ত্বেও শ্রীগোবিন্দ পূজায় বসেন না।

নরহরি সম্পর্কে আরো একটি জনশ্রুতি আছে। নরহরি গোবিন্দ মন্দিরে বহিঃসেবায় নিযুক্ত থাকাকালীন একদিন রাত্রে মনে মনে দেবতাকে ভোগ রন্ধন করে নিবেদন করলেন। গোবিন্দজী প্রীত হয়ে তাঁর প্রস্তুত ভোগ গ্রহণের একটি সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। তিনি জয়পুরের ভক্ত রাজাকে এক স্বর্ণপাত্র প্রসাদ দিয়ে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে৮১ রাজা যেন পরদিন প্রত্যুষেই নরহরিকে ভোগরন্ধনে নিযুক্ত করে যান। স্বপ্নোত্থিত রাজা সেই স্বাদু প্রসাদ লাভে ধন্য হলেন। তিনি পাত্রমিত্র ও রাজ্ঞী সঙ্গে গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে নরহরিকে ভোগ রন্ধনে ব্যাপৃত করালেন। তখন থেকে বৈষ্ণবেরা নরহরিকে "রসুইয়া পূজারী" বা "রসুইয়া ঠাকুর" বলে ডাকতেন ৮২।

জীবনের ত্রিভাগ বয়স পর্যন্ত নরহরি শ্রীগোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে অনুরূপ সাধক বা পূজারী হিসেবে প্রেমদাসের নাম করা যায় ৮৩।

একসময় নরহরি যজ্ঞোপবীত পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দীনহীন ভিক্ষুর বেশ গ্রহণ করেন। ব্রজমণ্ডলে মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করে শেষজীবনটা কাটান। শোনা যায় যে, সেই মাধুকরীলব্ধ অন্নও তিনি অধিকাংশ সময় ভক্তদের বিতরণ করে পরিতৃপ্ত হতেন॥

(৮০) 'গ্রন্থকারলেশসূচক'-এ (১৫৪খ পত্র) বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনার অনুমোদন লাভের সঙ্গে তুলনীয়।

(৮১) এ যেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দিব্যলীলার পুনরাবৃত্তি।

(৮২) জঙ্গীপুর অঞ্চলেও প্রচলিত।

(৮৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং) পৃঃ ৩৮৩।

(চ)...নরহরির কৌলিক উপাধি 'চক্রবর্তী' ছিল কি না ?

পূর্বেই লিখিত হয়েছে যে নরহরি স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও নিজ কৌলিক উপাধির উল্লেখ করেন নি। তাঁর পিতার নামের আগে বারংবার 'বিপ্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নিজের পরিচয়ে তিনি সর্বত্র 'দাস' শব্দটি বসিয়েছেন। আমরা তাঁর রচিত এ যাবৎ প্রাপ্ত ১১টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত গ্রন্থের কোথাও তাঁর কৌলিক উপাধি পাই নি। এমন কি তাঁর গ্রন্থের অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ও তাঁর পিতার নামের পূর্বে 'বিপ্র' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কবির নামের সঙ্গে 'চক্রবর্তী' লিখেন নি। সুতরাং কবি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের 'চক্রবর্তী' উপাধি ছিল কিনা বলা কঠিন।

নরহরি নামের সঙ্গে 'চক্রবর্তী' উপাধিটির যে কখন কি ভাবে ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, তারও সঠিক সংবাদ নেই। নরহরির 'নরোত্তমবিলাস' তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় ১২২২ বঙ্গাব্দ বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। এতে মূল পুঁথি ছাড়া বিশেষ কোনো ভূমিকাদি ছিল না। 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে (১২৯৫ সাল, ২৩শে ফাল্গুন) সম্পাদকীয় আলোচনা অংশেও 'চক্রবর্তী' শব্দ দেখা যায় না। নরহরির প্রথম আলোচক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর 'ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধে (১২৯৯, সাহিত্য পত্রিকা) 'চক্রবর্তী' উপাধি ব্যবহার করেন নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৩০৭) 'চক্রবর্তী' শব্দটি বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে নরহরিকে চক্রবর্তী উপাধিবিশিষ্ট দেখা যায় ॥

(ছ) বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রানুশীলন

বাল্যকালে নরহরি কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে তাঁর অনন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তাঁর পুঁথির জনৈক অনুলেখক বলেছেন : "সর্বশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত বিজ্ঞবর"[৮৪]। নরহরি সম্পর্কে একথা সর্বৈব সত্য।

হয়তো সংসার ত্যাগের পূর্বেই তিনি নানাশাস্ত্রে অধিকার লাভ করে-ছিলেন। বৃন্দাবনধামে বসবাসকালে তাঁর শাস্ত্রালোচনার সার্বিক প্রসার ঘটে-ছিল। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত অসংখ্য শ্লোকাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভারতীয় সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি, বিশেষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছিলেন। কাব্য, দর্শন,

(৮৪) ভক্তিরত্নাকর—পাঠবাড়ী পুঁথি পত্র ১৫৪ ক।

ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, বাদ্য ও আঙ্গিকাভিনয়—ভারতীয় বিদ্যার প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, অপভ্রংশ, মৈথিলী ও ব্রজবুলি প্রভৃতি বিবিধ ভাষাতে তাঁর সবিশেষ দখল ছিল।

কাব্য রচনা করতে বসে তিনি 'সামবেদ' থেকে 'অনুরাগবল্লী' (১৬৯৭ খৃীঃ) পর্যন্ত ১৩৫টি খ্যাত-অখ্যাত, বিভিন্ন ও বিচিত্র গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। এমন অনেক গ্রন্থের শ্লোক তিনি সংকলিত করেছেন, যেগুলি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এবং তাঁরই উল্লেখ থেকে পরবর্তী সুধী সমাজ এগুলির নাম মাত্র জানতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'সংগীত-মাধব', নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্য', 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়[৮৫]। এমন অনেক শ্লোক তাঁর গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি অন্যত্র মেলে না। কবি শ্লোক-গুলির আকর বলেন নি। এবং একমাত্র তাঁর উদ্ধৃতিতেই এগুলির অস্তিত্ব রক্ষিত হয়েছে। যেমন—কর্ণপুর কৃত পদ্য, রূপ-কবির পদ্য, বেদগর্ভ আচার্যের শ্লোক, কৃষ্ণদাস অধিকারীর পদ্য ইত্যাদি[৮৬]।

নরহরির বিচিত্রমুখী অধ্যয়ন ও সংস্কৃতবিদ্যা-পারদর্শিতার পরিচয় মেলে তাঁর রচনাবলীতে পূর্ববর্তী গ্রন্থের শ্লোক সংযোজনের সংখ্যা দেখে। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' ৮২টি, 'সংগীতসারসংগ্রহে' ৩১টি, খণ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে' ৩১টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' পুথিতে ২৩টি, এর 'পূর্ব-রাগ' অংশে ২টি, এর 'তালার্ণব' অংশে ৮টি এবং 'নরোত্তমবিলাসে' ৩টি গ্রন্থের এক বা একাধিক শ্লোক প্রমাণ রূপে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ১৩৫টি।

'ভক্তিরত্নাকরে' যে ৮২টি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া যেতে পারে

> অথর্ববেদ; আগ্নেয়; আদিপুরাণ, আদিবরাহপুরাণ; উজ্জ্বলনীল-মণি, উপপুরাণ; ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্র; কোহল (তালাধ্যায়), কৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত (=মুরারি গুপ্তের কড়চা), কৃষ্ণভাবনামৃত; গীতা, গীত-গোবিন্দ, গোপালচম্পূ, গোপালতাপনীটীকা, গৌতমীয়তন্ত্র, গৌর গণোদ্দেশদীপিকা; চৈতন্যচন্দ্রামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত; দশমটিপ্পনী (=বৈষ্ণবতোষিণী), দানকেলি-

(৮৫) ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং) পৃঃ যথাক্রমে, ১১-১৩, ৬৫; ৩৭২।

(৮৬) ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৫১, ৭৯, ১১।

কৌমুদী; নবপদ্য, নারদসংহিতা; পদ্যাবলী, পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড, নির্বাণ খণ্ড, মরীচি খণ্ড, যমুনামাহাত্ম্য, কার্তিকমাহাত্ম্য), প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা; বরাহতন্ত্র, বাচস্পতি, বায়ুপুরাণ, বিদগ্ধমাধব, বিষ্ণুধর্মোত্তর, বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুসংহিতা, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, বৈষ্ণববন্দনা, বৈষ্ণবাভিধান, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, বৃহৎ কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা; ভরত, ভাগবত, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু; মথুরামাহাত্ম্য, মদনরাগবল্লী, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ; রত্নমালা; লঘুতোষিণী, লঘুভাগবতামৃত, ললিতমাধব; শ্যামানন্দ-শতক, শ্রুতি; সম্মোহনতন্ত্র, সংগীতদর্পণ, সংগীতদামোদর, সংগীত-পারিজাত, সংগীত-মাধব, সংগীত-মুক্তাবলী, সংগীত-রত্নাকর, সংগীত শিরোমণি, সংগীত-সার, সাধন-দীপিকা, সামবেদ, সৌরপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, স্তবাবলী (-ব্রজবিলাস, গোবর্ধনাশ্রয়-দশক), স্তবমালা (=গীতাবলী), স্তবামৃতলহরী, স্বরূপগোস্বামীর কড়চা; হরিভক্তি-বিলাস, হরিবংশ, হংসদূত কাব্য। অন্যান্য—রূপকবির পদ্য, শ্রীনিবাস-শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজের পদ্য, গোপালগুরু গোস্বামীর পদ্য, বেদগর্ভ আচার্যের শ্লোক, কৃষ্ণদাস অধিকারীর পদ্য, নরোত্তম-শিষ্য বসন্তদাসের শ্লোক, নরোত্তম ঠাকুরের শ্লোক (যা তাঁর প্রচলিত কোনো গ্রন্থে নেই)।

নরহরি-ঘনশ্যামের বিখ্যাত সংগীত নিবন্ধ 'সংগীতসারসংগ্রহে' মোট ৩১টি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ১৯টি গ্রন্থের কোনো শ্লোক কবির 'ভক্তিরত্নাকরে' গৃহীত হয়নি

গোপগোবিন্দ; ছন্দঃকৌস্তুভ, ছন্দঃমঞ্জরী, ছন্দঃরত্নাকর; জগন্নাথ-বল্লভ নাটক; দণ্ডী কাব্যাদর্শ; নাট্যদর্পণ (রামচন্দ্র গুণচন্দ্র); পিঙ্গল; বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর (কেদারভট্ট); ভামহ—কাব্যালংকার; মাঘ—শিশুপালবধ; রাগবিবেক; শ্রুতবোধ (=শ্রুতিবিঘ); সংগীত-কৌমুদী, সংগীতনারায়ণ, সংগীতমালা (মম্মটাচার্য), সংগীত-রত্না-করটীকা (কল্লিনাথ) ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (ভোজদেব)।

বাকি ১২টি গ্রন্থের শ্লোক 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে[৮৭]।

কবির 'ছন্দঃসমুদ্রে'র সম্পূর্ণ পুঁথি মেলে নি। প্রাপ্ত অংশে ৩১টি গ্রন্থের শ্লোক কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ১৬টি গ্রন্থের শ্লোক তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' দেখা যায় না—

আগ্নেয় (অগ্নিপুরাণ); কুমারসম্ভব; গীতপ্রকাশ; চতুষ্কল প্রস্তার; ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ, ছন্দোদীপক; ত্রিতয়ার্ণ-প্রস্তার; পঞ্চকল প্রস্তার, বৃত্ত-

---

(৮৭) এগুলির নাম—ভরত, কোহল, বাচস্পতি, গীতগোবিন্দ সংগীতদামোদর, সংগীত-পারিজাত, সংগীতশিরোমণি, সংগীতমুক্তাবলী, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিনায়ক, নারদসংহিতা।

কৌস্তুভ, বৃত্তচন্দ্রিকা, বৃত্তমহোদধি, বৃত্তমুক্তাবলী, বৃত্তরত্নমালা; শত্ঠুর (এই নামে কোনো কবির রচনাংশ); ষট্‌কলা প্রস্তার ও হলায়ুধ।

বাকি ১৫টি গ্রন্থের শ্লোক অন্যত্র গৃহীত হয়েছে[৮৮]।

হরিদাস দাস মহাশয় প্রকাশিত 'গীতচন্দ্রোদয়' 'পূর্বরাগ' অংশে কেবল মাত্র চৈতন্যচরিতামৃত ও উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক উদ্ধৃত। কিন্তু এ গ্রন্থের নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' পুঁথিতে (পাঠবাড়ী ২৫৩৪।৩) মোট ২৩টি গ্রন্থের শ্লোক আছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ৩টির শ্লোক কবির 'ভক্তিরত্নাকর', 'সংগীত-সার সংগ্রহ' ও খণ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে' পাই না

অলংকার কৌস্তুভ, আনন্দবৃন্দাবন ও কাব্যপ্রকাশ।

বাকি ২০টি গ্রন্থের শ্লোক অন্যত্র গৃহীত।[৮৯]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ গীতচন্দ্রোদয়ের 'তালার্ণব' নামে যে অংশ তাঁর 'রাগ ও রূপ' উত্তর ভাগে মুদ্রিত করেছেন, তাতেও ৮টি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে 'সংগীতরত্নকোষ' ও 'তাল-প্রস্তার' গ্রন্থ দুটির কোনো শ্লোক কবি অন্যত্র ব্যবহার করেন নি[৯০]।

কবির 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থে বৈষ্ণবতোষিণী, স্তবামৃতলহরী ও শ্রীনিবাস গুণলেশ-সূচক থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটির শ্লোক কবির অন্য গ্রন্থে দেখা যায় না।

এই তালিকা থেকেই নরহরির অধ্যয়নের ব্যাপকতার পরিচয় মেলে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর এই প্রবেশলাভ নিঃসন্দেহে কঠিন শ্রমশীলতা, আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা ও অদম্য কৌতূহলের স্বাক্ষর দেয়। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শ্লোক সংযোজন তাঁর নির্বাচন নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা স্মরণে আনে।

---

(৮৮) এগুলির নাম—পিঙ্গল, বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোমঞ্জরী, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ছন্দঃকৌস্তুভ, সংগীতপারিজাত, সংগীতমুক্তাবলী, সংগীতদামোদর, শ্রুতবোধ, সংগীতসার, সংগীতকৌমুদী, হরিনায়ক, সংগীতশিরোমণি, ভরত।

(৮৯) এগুলির নাম—আগ্নেয়, আঞ্জনেয়, ভরত, কোহল, সংগীতসার, সংগীতরত্নাকর, হরিনায়ক, সংগীতদামোদর, সংগীতশিরোমণি, সংগীতপারিজাত, বৃত্তরত্নাকর পিঙ্গল, গীতপ্রকাশ, সংগীতদর্পণ, চৈতন্যচরিতামৃত, কাব্যদর্পণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, গোপালচম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

(৯০) অন্য ৬টি হলো—হরিনায়ক, সংগীতসার, সংগীতরত্নমালা, বাচস্পতি, সংগীতপারিজাত, সংগীতদামোদর।

নরহরির রচিত এ যাবৎ প্রাপ্ত গ্রন্থগুলিতে আড়াই হাজারের অধিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকরে' ১২২০টি, 'সংগীতসার সংগ্রহে' ৭২৬টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে" ('মঙ্গলাচরণ', 'পূর্বরাগ', তালার্ণব' মিলে) ৯৩টি, 'নরোত্তমবিলাসে' ২০টি, খণ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে' ৫১২টি, 'পদ্ধতিপ্রদীপে' ৪টি, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ১টি, 'নামামৃত-সমুদ্রে' ১টি, 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুথিতে ১টি। এগুলি পূর্ণাঙ্গ শ্লোক। এ ছাড়া আরো অসংখ্য শ্লোকাংশ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে।

স্মরণীয় যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র প্রস্তাবিত ৮টি বিভাগের মধ্যে মাত্র 'মঙ্গলা-চরণ' ও প্রথম বিভাগের 'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র 'পূর্বরাগ' অংশ মাত্র, 'ছন্দঃ-সমুদ্রের' কিছুটা, 'পদ্ধতিপ্রদীপে'র নামমাত্র পাওয়া গেছে। 'গৌরচরিত্রচিন্তা-মণি'রও সমগ্র পুথি মেলে নি। সুতরাং এগুলির সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হলে আরো কত প্রমাণ পুস্তক থেকে গৃহীত ও কবির স্বরচিত শ্লোক যে আমাদের হাতে এসে পৌঁছতো, আজ তা অনুমান করাও কঠিন।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবি নরহরির সমান সংস্কৃত শ্লোক পরিবেশন করেন নি। এমন কি একক গ্রন্থে শ্লোক পরিবেশনের বিচারে তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকেও অতিক্রম করে গেছেন। কৃষ্ণদাসের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' সর্বমোট স্বতন্ত্র সংস্কৃত শ্লোক ৭৪৯টি। তন্মধ্যে কয়েকটি একাধিকবার উদ্ধৃত। অন্যদিকে নরহরির ভক্তি-রত্নাকরের স্বতন্ত্র শ্লোকের সংখ্যা ১২২০টি। আবার 'চরিতামৃতে' ৬০টি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক গৃহীত, সেখানে 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রমাণ গ্রন্থ ৮২টি। অবশ্য এ থেকে উভয় কবির উৎকর্ষ বিচার করা যায় না, আমাদের সে উদ্দেশ্যও নয়, কেবল দেখানো হচ্ছে যে, নরহরি কতবড় কৌতূহলী ও পরিশ্রমী কবি ছিলেন।

প্রমাণ হিসাবে বা প্রস্তাবনারূপে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করা পুরোনো বাংলা সাহিত্যের একটি বহু প্রচলিত রীতি। নরহরি সেই প্রাচীন রীতিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটি নতুন রীতিরও প্রবর্তনে উৎসাহী হয়েছেন। তাঁর পূর্বে কোনো বাঙালী কবি আপনার গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ বাংলা ভাষা গ্রন্থের পয়ার ত্রিপদী উদ্ধার করেন নি। নরহরিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা গ্রন্থকে সংস্কৃত গ্রন্থের সমান ও পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেগুলি থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। নিধুবাবুর আগেই নরহরি তাঁর মাতৃ-ভাষাকে সশ্রদ্ধ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক-পূর্ব, মধ্য-যুগীয় কোনো কবির পক্ষে এটি কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' নিম্নোক্ত ৪টি বাংলা গ্রন্থের পয়ারাদি সন্নিবেশিত:

'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', দেবকীনন্দনের

'বৈষ্ণব-বন্দনা' ও মনোহর রায়ের 'মদনরঙ্গ-বল্ল'।

এ ছাড়া নরহরি ২৭জন বৈষ্ণব মহাজনের ৭৭টি বাংলা ও ব্রজবুলি পদ এ গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ সংকলন করেছেন।

নরহরি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। তাঁর 'সংগীতসার সংগ্রহ' সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আসলে, বাংলা গ্রন্থ রচনা করে তিনি যেমন বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার দ্বারা নিখিল ভারতীয় বিদগ্ধ সমাজেও তাঁর আসনটি পাকাপাকি করে নিয়েছিলেন ॥

(জ) পরিভ্রমণ

নরহরি অনন্যসাধারণ পরিব্রাজক ছিলেন। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম ও ১২শ তরঙ্গে যথাক্রমে ব্রজমণ্ডল ও নদীয়ামণ্ডলের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা অপরাপর গ্রন্থ পাঠ করে লেখা বলে মনে হয় না। এই দুই তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ১৩৯টি ও শ্রীচৈতন্যলীলার ২০টি স্থান এবং অন্যান্য রচনায় ৭৩টি শ্রীপাট বা বৈষ্ণব আখড়ার তিনি যে পুংখানুপুংখ পরিচয় দিয়েছেন, যেভাবে প্রতিটি স্থানের প্রাচীন অবস্থান, পুরাকাহিনী, দর্শনীয় বিষয়, মাহাত্ম্যসূচক ইতিহাস, এবং স্থানে স্থানে প্রকৃতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন, তা কবির স্বকর্ণ-শ্রুত ও চাক্ষুষ দর্শনেরই ফল।

নরহরির ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের অনুলেখক বলেন

নবদ্বীপ ক্ষেত্র বৃন্দাবন আদি গ্রাম।
যাতায়াত করে সদা নাহিক বিশ্রাম ॥[২১]

নরহরি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। তীর্থ-পরিক্রমা সেকালে পুণ্যার্জন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভক্তদের নানা তীর্থে গমনাগমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নরহরি তাঁর সাধনার পথ ধরেই সেকালের উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব তীর্থ, শ্রীপাট ও মঠ মন্দিরাদি পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ তীর্থযাত্রী অপেক্ষা তাঁর মনের গঠন স্বতন্ত্র ছিল। তিনি পরম ভক্তকবি হলেও তাঁর মধ্যে একটি অনুসন্ধিৎসু পুরাবিদ বা পরিশ্রমী ঐতিহাসিক বাস করতো।

তিনি যে স্বয়ং নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন, সাধারণ তীর্থযাত্রীদের

(২১) ভক্তিরত্নাকর পুঁথি (পাঠ, ২৬৪১) পত্র ১৫৪ ক।

সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করেছিলেন, তাঁর নবাবিষ্কৃত ২৯৬ চরণ বিশিষ্ট 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' পুথিটিই তার প্রমাণ। এটি সেকালের একমাত্র গৌরলীলা-স্থলীর নির্দেশিকা গ্রন্থ।

দ্বিতীয়তঃ, নরহরি যে পরিভ্রমণান্তে তাঁর 'ব্রজ-পরিক্রমা', ও 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' ইত্যাদি রচনা করেছিলেন, তা তাঁর উল্লিখিত তীর্থাদির বিবরণ থেকেই জানা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'মথুরামাহাত্ম্যে, মথুরামণ্ডলস্থিত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী সমূহের বর্ণনা করেছেন। নরহরি কেবলমাত্র এই গ্রন্থটি পাঠ করে 'ব্রজপরিক্রমা' লিখলে, শ্রীরূপের রচনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু উভয়ের রচনা পাশাপাশি রেখে দেখা যায় যে, নরহরি শ্রীরূপ লিখিত ইষ্টকাগ্রম, শ্রৌবাগ্রম, গোবিন্দতীর্থ, অর্ধচন্দ্রতীর্থ প্রভৃতির নাম করেন নি। আবার যাবট, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত প্রভৃতি বহু তীর্থেরই নাম নরহরি করেছেন, যেগুলি শ্রীরূপের গ্রন্থে নেই। প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রীরূপের উল্লিখিত তীর্থগুলি নরহরির সময়ে লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রের তীর্থগুলি শ্রীরূপের সময়ে উদ্ভূত হয় নি—এমন অনুমান করা চলে। 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'য় বর্ণিত এমন অনেক স্থানের নাম আছে, যেগুলি নরহরির পূর্ববর্তী কোনো বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় না। এবং তিনি যে ভাবে পুংখানু-পুংখ বর্ণনা করেছেন, তা গ্রন্থ পাঠের বিষয় নয়—চাক্ষুষ দর্শন ও অনুসন্ধিৎসারই ফল। বলা বাহুল্য, তাঁর নবদ্বীপ বর্ণনা এমনি উৎকৃষ্ট ছিল, যা পাঠ করে আধুনিক গবেষকেরা প্রাচীন নবদ্বীপ-মায়াপুর আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছেন। সুতরাং তীর্থ পরিক্রমা নরহরির সখ ও সাধনার বিষয় ছিল। তিনি গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। দেশভ্রমণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সেই জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছিল।

নরহরির সংগ্রহ-বুদ্ধি প্রবল ছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি বহু প্রাচীন উক্তি, কিংবদন্তী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পুরোনো চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। পদাবলী সংকলন কালে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরেই পদ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র মতো জীবনী ও সামাজিক দলিল প্রস্তুত করতে তাঁকে কত মানুষের যে সাহায্য নিতে হয়েছে, তার হিসাব করা যায় না। এক 'ভক্তিরত্নাকর'ই আজকের দিনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত, পনের সহস্রাধিক শ্লোকে গ্রথিত, বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ, এতো বড়ো একখানি গ্রন্থ রচনা করতে যে অনলস অধ্যবসায়, অপরিসীম ধৈর্য, প্রখর অনুসন্ধান শক্তি ও আশ্চর্য মানসিকতার প্রয়োজন, তা এ যুগে বিরল দৃষ্ট। কিন্তু যখন দেখি, 'ভক্তিরত্নাকর' ছাড়াও নরহরি

আরো ছোটো বড়ো ৯।১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই অনুরূপ গবেষণা, মনন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় বিদ্যমান, তখন আমরা বিস্ময়ে হতবাক্‌ না হয়ে পারি না ॥

(খ) জীবৎকাল

নরহরি চক্রবর্তীর জীবৎকাল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের একান্তই অভাব। তাঁর কোনো গ্রন্থে সমাপ্তিকাল-জ্ঞাপক শ্লোক নেই। নিজ জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন নি।

তাঁর জীবৎকাল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় প্রথম (১২৯৯, আশ্বিন) এ-বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব হয়" [৯২]। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'নরোত্তমবিলাসে'র (১৩০০) সম্পাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুমান "বঙ্গাব্দ ১১৩০ সালে (= ১৭২৩ খ্রীঃ) নরহরি বর্তমান ছিলেন" [৯৩]। আবার নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩০৫ সালে মুদ্রিত 'বিশ্বকোষ' নবম ভাগে জানিয়েছেন, "সার্দ্ধ দ্বিশতবর্ষেরও পূর্বে ঘনশ্যাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন" [৯৪]। অর্থাৎ তাঁর মতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে কবির জন্ম হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় নরহরিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'মহাপুরুষ' রূপে অভিনন্দিত করে লিখেছেন, "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নরহরির জন্ম হইয়াছিল।................. তাঁহার জন্মের কয়েক বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও তাঁহার পিতা জগন্নাথ অপ্রকট হন" [৯৫]। নরহরির জন্মকাল স্পষ্টরূপে লিখেছেন মুরারিলাল রায় মহাশয়। তাঁর মতে, নরহরি ১৫৮৬ শকাব্দে (=১৬৬৪ খৃীঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৩০ শকাব্দে (=১৭০৮ খৃীষ্টাব্দে) 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন [৯৬]। কিন্তু এই সব বিভিন্ন মতামতের সমর্থক কোনো প্রমাণ কেউ দেন নি। কেউ কারো মতের পক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা করেন নি। কেবলমাত্র জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, মহাত্মা শিশির কুমারের "নরহরি বড় অধিক দিনের লোক নহেন"—এই উক্তির সমালোচনা করে লিখেছিলেন, "আমরা এ বাক্যের অর্থ বড় একটা বুঝিলাম না। আমাদের

---

(৯২) সাহিত্য পত্রিকা (১২৯৯, আশ্বিন) পৃঃ ৩৫২-৩।
(৯৩) নরোত্তমবিলাস (১ম সং) বিজ্ঞাপন, পৃঃ ।০
(৯৪) বিশ্বকোষ ৯ম, পৃঃ ৫৮৮।
(৯৫) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) পৃঃ ৬২৮।
(৯৬) বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী (১৩৩২) পৃঃ ১২৩।



বিচারে ঘনশ্যাম দুইশত বৎসরের অধিক দিনের লোক"। বিশ্বনাথ-জগন্নাথের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, বিশ্বনাথের জন্ম-মৃত্যুকাল (জন্মাব্দ ১৫৮৬, মৃত্যুর শাক ১৫২৬ কি ২৭) উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "ঘনশ্যামের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না"।[৯৭] কিন্তু ভদ্র মহাশয়ও এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি।

একমাত্র সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ তথ্য প্রদান করেছেন, বিশ্বনাথ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণভাবনামৃত' ও ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সারার্থ-দর্শিনী' সমাপ্ত করেন এবং তার অল্পকাল পরেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। "সুতরাং মোটামুটি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ তাঁহার (বিশ্বনাথের) প্রাদুর্ভাবকাল ধরিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ তাঁহার শিষ্যপুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাবকাল ধরা যাইতে পারে"[৯৮]। রায় মহাশয় অন্যত্র জানিয়েছেন, "আনুমানিক ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে"[৯৯]

পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা একবাক্যে নরহরিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু কেউই এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সাল-তারিখ উল্লেখ করেন নি।

নরহরির জীবৎকাল নির্ণয়ে আমরা কয়েকটি সূত্র পাই

এক। নবাবিষ্কৃত 'নরোত্তম-বিলাস' পুথির (পাঠবাড়ী ২৩৩৬।২১) আত্মবিবরণ অংশ থেকে জানা যায় যে পিতৃগুরু বিশ্বনাথের মৃত্যুর সময় নরহরির পিতা জগন্নাথ বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় নরহরি স্বপ্নে বিশ্বনাথকে দর্শন করেন[১০০]। বিশ্বনাথকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন বলে কোথাও বলেন নি। তিনি বিশ্বনাথের জীবনী রচনা করেছেন,[১০১] সেকালে আচার্য্য বিশ্বনাথের শিষ্যত্বলাভ বহু গৌরবের বিষয় ছিল, পরন্তু বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর পিতার গভীরতর সম্পর্ক ছিল। সুতরাং নরহরি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে

(৯৭) গৌরপদতরঙ্গিণী (১ম সং, ১৩১০) ভূমিকা, পৃঃ ১২৩।
(৯৮) পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড, (১৩৩৮) ভূমিকা, পৃঃ ১৩২।
(৯৯) ঐ ভূমিকা, পৃঃ ২।
(১০০) পত্র ৩৩খ।
(১০১) 'নরোত্তমবিলাস' পুথি (পাঠবাড়ী ২৩৩৬।২১) পত্র ৩১খ-৩৩খ, দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট 'গ', এই অংশে কবি আত্মবিবরণ দিতে গিয়ে বিশ্বনাথেরই জীবন কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন, নিজের কথা বলেছেন তদপেক্ষা অনেক সংক্ষেপে।

দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করলে, নিশ্চয়ই তিনি সে-কথা উল্লেখ করতে ভুলতেন না। বিশ্বনাথের অদর্শন জাত দুঃখে তিনি করুণভাবে বিলাপ করেছেন[১০২]।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, নরহরি বিশ্বনাথের দেহাবসানের আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং এমন একটা বয়সে পৌঁছেছিলেন যে, সেই সময়ে তাঁর পক্ষে বিশ্বনাথের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল।

দুই। নরহরির পুঁথির অন্যতম অনুলেখক ১২৬৪ বঙ্গাব্দে নরহরির যে জীবনী রচনা করেছিলেন[১০৩] তা থেকে জানা যায় যে, বিশ্বনাথ বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে এই ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যপুত্র ঘনশ্যাম বৃন্দাবনে এসে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। নরহরির বৃন্দাবন আগমনে বৈষ্ণবেরা তাঁকে এ কথা জানিয়েছিলেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন, "সেকালে তোমার অতি বাল্যাবস্থা হয়"—অর্থাৎ বিশ্বনাথের ভবিষ্যৎবাণীর কালে নরহরি নিতান্ত বালক ছিলেন। কোষগ্রন্থ রচয়িতারা 'বাল্য' অর্থে ১-১৬ বছর বয়স গ্রহণ করেন[১০৪]। সুতরাং "অতি বাল্যাবস্থা" অর্থে ১-৮ বছর বয়স গ্রহণ করা চলে।

বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁর "সারার্থদর্শিনী"র সমাপ্তিকাল বলে গেছেন ১৭০৪ খৃীঃ। এর অনতিকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়[১০৫]। সুতরাং এ-সময় নরহরির বয়স ১-৮ কিংবা ১-১৬ বছরের মধ্যে ছিল। এবং এই বয়সে তাঁর পিতা যেমন তাঁকে গৃহে রেখে নিশ্চিন্তে ব্রজ-ভ্রমণ করতে পারবেন, তেমনি পিতৃগুরু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানলাভও সম্ভব। এই হিসেবে ১৬৮৮ থেকে ১৬৯৬ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে নরহরির জন্মলাভ সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, নরহরির আত্মবিবরণটি থেকে জানা যায় যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ সহোদর রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ। রামভদ্রের পৌত্র নৃসিংহ। নরহরি নৃসিংহের শিষ্য[১০৬]। পণ্ডিতেরা ২৫ বছরে একপুরুষ গ্রহণ করেন। সুতরাং রামভদ্রের জন্মকাল থেকে নৃসিংহের জন্মকালের পার্থক্য হয় প্রায়

(১০২) ঐ পুঁথি, পত্র ৩৩খ।
(১০৩) ভক্তিরত্নাকরান্তে গ্রন্থকারলেশসূচক—ভক্তিরত্নাকর (পাঠবাড়ী) পুঁথি ২৩৪১।২৪ পত্র ১৫৪ক-১৫৬; দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-'ঘ'।
(১০৪) 'শব্দকল্পদ্রুম', ১ম, (১৮৬৭) পৃঃ ৮২৬ ; 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (২য়: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), পৃঃ ১৫১১, ১৫১২ ১৫১৪।
(১০৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ) ২য় সং, পৃঃ ৩৯২।
(১০৬) নরোত্তমবিলাস (পাঠবাড়ী পুঁথি) পত্র ৩১খ-৩২ক।

৬০ বছর। এবং স্বাভাবিক ভাবেই গুরু নৃসিংহের সঙ্গে শিষ্য-নরহরির ২৫ বছরের পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ রামভদ্র অপেক্ষা নরহরির বয়সের পার্থক্য হয় প্রায় ৭৫ বছর।

নরহরি জানিয়েছেন যে, জ্যেষ্ঠ রামভদ্র অভিভাবকরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথের বিবাহের ব্যবস্থা করেন, কনিষ্ঠকে ভাগবত পড়তে নির্দেশ দেন। প্রথমবার বিশ্বনাথ রামভদ্রের নিকট ভাগবত-পাঠের পরীক্ষা দেন। রামভদ্র তাতে সন্তুষ্ট হন নি। দ্বিতীয়বার পরীক্ষাকালে বিশ্বনাথ যখন বৃন্দাবন গমনের আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন, তখন রামভদ্র সানন্দে আজ্ঞা দান করেন [১০৭]। সুতরাং রামভদ্রের বয়স বিশ্বনাথ অপেক্ষা ১০।১২ বছরের অধিক হওয়াই সম্ভব। এই হিসাবে নরহরির জন্মকালে বিশ্বনাথের ৬৩।৬৫ বছর বয়স হয়। বিশ্বনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। কারণ ১৬২৮ শকাব্দ বা ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের 'গলিতা' নামক পার্বত্য প্রদেশে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সভায় যাবার মতো তাঁর চলৎ শক্তি ছিল না [১০৮]। তিনি প্রিয় পার্ষদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও কৃষ্ণদেব সার্বভৌমকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এ-সময় তাঁর বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি হতে পারে। এবং তখন নরহরির বয়স ঊর্দ্ধপক্ষে ১৫।১৬ এবং নিম্নপক্ষে ৮ বছর হয়। এই হিসেবে নরহরির জন্মকাল দাঁড়ায় ১৬৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের পর এবং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

সুতরাং মোটামুটি ১৬৯০-৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে নরহরির জন্মগ্রহণ সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, 'পদসংগ্রহ' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, বৈষ্ণব-পদ-সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র' ও 'সংকীর্তনামৃতে' নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ নেই। 'ক্ষণদা' তাঁর পিতৃগুরু বিশ্বনাথের সংকলন। এটি অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই) সংকলিত হয়[১০৯]। সুতরাং এ সময়ে নরহরি পদ লিখে থাকলে, পিতৃগুরু নিশ্চয়ই তাঁকে অনুগ্রহ করতেন। এই বিচারে বলা যায় যে, নরহরি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে হয় পদরচনা করেন নি, না হয় তখনো পর্যন্ত তিনি কবিখ্যাতি লাভ করতে পারেন নি।

(১০৭) ঐ পত্র ৩১ খ।

(১০৮) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৩) (৪৭১ গৌরাব্দ=১৯৪৭ খ্রীঃ) হরিদাস দাস পৃঃ ১১৯১।

(১০৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং) পৃঃ ৩৯২।

রাধামোহন ঠাকুর 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে'ই 'পদামৃত সমুদ্র' সংকলন করেন[১১০]। এ গ্রন্থেও নরহরির পদ নেই। অথচ নরহরির 'গীত-চন্দ্রোদয়ে' রাধামোহনের দুটি পদ আছে। সুতরাং হয় রাধামোহন নরহরি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, না হয় তাঁর পদ সংকলন কালে নরহরির কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তেমনি দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত', সংকলন কালেও (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে)[১১১] নরহরির কবিত্ব গৌরব প্রসারিত ছিল না।

নরহরির পদ সংকলিত হয়েছে 'কীর্তনানন্দ' 'পদকল্পতরু', 'পদরসসার' ইত্যাদিতে। 'কীর্তনানন্দে'র সংকলনকাল ১৭৬৬ খ্রীঃ[১১২]। এতে তাঁর এমন দুটি পদ আছে, যে-দুটি একমাত্র তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ই মিলে। সুতরাং ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁব কবিখ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। 'অষ্টাদশ শতকের একেবাবে শেযেব দিকে' সংকলিত[১১৩] 'পদকল্পতরু'তে নরহরির এমন ৯টি পদ আছে, যেগুলি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌর-পরিকরগণের সূচকে' পাওয়া যায়। সুতরাং এ সময় তাঁর কবিখ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। সেকালের পাবিবেশে একজন নবীন কবির খ্যাতি লাভ করতে কমপক্ষে ৩০।৩৫ বছর সময় লাগতো। 'কীর্তনানন্দে'র হিসেবে নরহরি ১৭৩১-১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পদরচনায় ব্রতী ছিলেন এবং 'পদকল্প-তরু'র বিচাবে তিনি ১৭৫৫-১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

নরহরির সাড়ে-ষোল-শো-র অধিক পদাবলী এবং বৃহদাকার 'ভক্তি-রত্নাকর'. 'গীতচন্দ্রোদয়' ছাড়াও আরো ৯টি গ্রন্থ লক্ষ্য করে মনে হয়, তিনিও দীর্ঘজীবী ছিলেন। 'পদকল্পতরু'র বিচারে তিনি ১৭৫৫-৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকলে, তখন তাঁর বয়স ৬৫-৭০ বছর হয বা তার নিকট-বর্তী বয়স হয়।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে নরহরি চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ॥

(১১০) ঐ পৃঃ ৩৯৫।
(১১১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ) ২য় সং পৃঃ ৩৯৭।
(১১২) কীর্তনানন্দ পুথি (পাঠবাড়ী ২৬৫৪।২৮) পত্র ২৩৩খ (শাক চন্দ্রে বট্ বসু বসু মেদিনাহ)।
(১১৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ) ২য় সং পৃঃ ৩৯৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থ পরিচিতি : মুদ্রিত গ্রন্থ

নরহরি চক্রবর্তী মোট কতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার যথাযথ সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কবি স্বয়ং বা অন্য কোনো প্রাচীন কবি তাঁর রচিত গ্রন্থের কোনো তালিকা দেন নি। এ পর্যন্ত তাঁর নিম্নোক্ত ৮টি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে

(১) 'ভক্তিরত্নাকর', (২) 'নরোত্তমবিলাস',
(৩) "সংগীতসারসংগ্রহ', (৪) 'নামামৃতসমুদ্র'
(৫) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' (৬) 'গীতচন্দ্রোদয়' (পূর্বরাগ অংশ)
(৭) ছন্দঃসমুদ্র, (৮) 'পদ্ধতিপ্রদীপ'

এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি গ্রন্থ সম্পূর্ণ এবং শেষোক্ত ৪টি খণ্ডিত।

এ ছাড়া আর দুটি গ্রন্থের কথা পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন, 'শ্রীনিবাস-চরিত্র' ও 'অদ্বৈতবিলাস'। তন্মধ্যে শ্রীনিবাসচরিত্রের কোনো পুথি আজ পর্যন্ত মেলে নি এবং অদ্বৈতবিলাস পুথিটি খণ্ডিত ও অদ্যাপি অমুদ্রিত। সম্প্রতি আমরা নরহরির আর তিনটি পুথি লাভ করেছি।

(১) 'গৌরপরিকরগণের সূচক',
(২) 'গীতচন্দ্রোদয়', (মঙ্গলাচরণ) এবং
(৩) 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'

তন্মধ্যে প্রথম দুটি পুথি খণ্ডিত ও শেষেরটি সম্পূর্ণ। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা মুদ্রিত ৮টি গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করছি।

শ্রীনিবাস-চরিত্র

অনেকের ধারণা, নরহরি চক্রবর্তীর প্রথম বয়সের রচনা বা প্রথম গ্রন্থের নাম 'শ্রীনিবাসচরিত্র'। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো পুথিশালা বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে এর কোনো অনুলিপি মেলে নি।

নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র নামোল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের ১৪শ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে স-শিষ্য শাস্ত্রালাপ ও নাম সংকীর্তন বর্ণনা প্রসঙ্গে নরহরি লিখেছেন

শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাসচরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥১

আবার ১৩শ তরঙ্গে যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস যখন বীর-হাম্বীরকে রামচন্দ্র কবিরাজের হাতে অর্পণ করছেন, তখন উক্ত হয়েছে

যৈছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে সর্বত্র প্রচার।
অন্যগ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থকার ॥২

এই "অন্যগ্রন্থ" বলতে অগত্যা 'শ্রীনিবাসচরিত্র'কে গ্রহণ করতে হয়। কেননা, 'ভক্তিরত্নাকর' ছাড়া নরহরির আর কোনো গ্রন্থে শ্রীনিবাসের শিষ্যবর্গের তালিকা নেই।

এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, 'শ্রীনিবাসচরিত্র' ছিল ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু এটিই যে কবির প্রথম রচনা, সে কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ, ভক্তিরত্নাকরে' কবি [illegible] নাম 'গৌরচরিতচিন্তামণি'র ও এবং গৌরচরিতচিন্তামণিতে তার অন্য [illegible] 'ছন্দঃসমুদ্রে'র উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ভক্তিরত্নাকরের পূর্বেই ছন্দঃসমুদ্র এবং গৌরচরিতচিন্তামণিও রচিত হয়েছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের ধারণা, "বইটি ভক্তিরত্নাকরের আগে লেখা হইয়াছিল এবং ইহার বিষয় সবই ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র আবশ্যকতা চলিয়া যায়। সুতরাং পুথিও লুপ্ত হয় ৫"। যদিও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "কিন্তু একটা কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইহা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই তাহার পুথি লুপ্ত হইল ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। অন্ততঃ কবি ইচ্ছা করিয়া তথাকথিত 'শ্রীনিবাসচরিত্র' লোপ করেন নাই, করিলে 'ভক্তিরত্নাকরে' তাহার ইঙ্গিত থাকিত। 'ভক্তি'তে শ্রীনিবাস-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবির 'শ্রীনিবাসচরিত্র' লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে 'নরোত্তমবিলাস'ও লুপ্ত হইল না কেন ? কারণ

(১) ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং ১৯৬০) পৃঃ ৬৩৯।
(২) ঐ পৃঃ ৬১৭।
(৩) ঐ পৃঃ ২৯৭।
(৪) গৌরচরিত্রচিন্তামণি (হরিদাস দাস, ৪৬১ গৌরাব্দ) পৃঃ ২১।
(৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫) পৃঃ ৩৯১-৯২।

"ভক্তিরত্নাকরে'তে নরোত্তম চরিত্রও বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র পুথি লুপ্ত হইল কেন, তাহা বলা কঠিন" ৬

'ভক্তিরত্নাকরে'র উল্লেখমাত্র সম্বলিত, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিহীন ও পুথিহীন 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র অন্য কোনো পরিচয় দেবার উপায় নেই। এবং নতুন তথ্যের অভাবে আপাততঃ এ সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়।

নরহরি তাঁর কোনো গ্রন্থেরই রচনাকাল উল্লেখ করেন নি। সেজন্যে কাল পরম্পরানুসারে সাজিয়ে গ্রন্থগুলির আলোচনা করা এবং কবিমানসের ক্রম-বর্ধিত-ইতিহাস সংগ্রহ করার কোনো পথ নেই ॥

(১) ছন্দঃসমুদ্র

'ছন্দঃসমুদ্রে'র উল্লেখ আছে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে এবং 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'র উল্লেখ পাই 'ভক্তিরত্নাকরে'। সুতরাং প্রথমে 'ছন্দঃসমুদ্র', তারপর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ও পরে 'ভক্তিরত্নাকর' লিখিত হয়।

পুথির সংবাদ : কলিকাতা বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে 'ছন্দঃসমুদ্র' নামে একটি খণ্ডিত পুথি আছে ৭ । অন্যত্র এর অন্য কোনো অনুলিপি মেলে নি।

শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিবোল কুটিরের ভক্ত পণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয় ৪৭১ গৌরাব্দে (১৯৫৭ খৃঃ) তাঁর 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' (৩য়) গ্রন্থে৮ পুথিটি মুদ্রিত করেন। মুদ্রিত পাঠ ছিল গ্রন্থারম্ভ থেকে 'গ্রন্থ প্রয়োজন' বিষয়ক 'সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গ অধ্যয়নে। ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ॥' পর্যন্ত। কিন্তু অভিধানটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে তাঁর বহু সময় অতিবাহিত হয়েছিল। গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপির সমাপ্তিকালে তিনি পাঠবাড়ীতেই 'ছন্দঃসমুদ্র' পুথিটির আরো কিছু পত্র লাভ করেন। অভিধানটির ৪র্থ খণ্ডে তা মুদ্রিত হয়। এই পাঠ গ্রন্থারম্ভ থেকে দ্বিতীয় তরঙ্গের ৬৫ নং 'সুষমা' ছন্দের আলোচনা পর্যন্ত বিস্তৃত৯।

প্রাপ্ত পুথির কোথাও ভণিতা পাওয়া যায় নি। প্রথম তরঙ্গের সমাপ্তিতে লেখা আছে : "ইতি শ্রীঘনশ্যামদাস প্রকাশিত শ্রীছন্দঃসমুদ্রে সংজ্ঞানিবন্ধঃ প্রথমস্তরঙ্গ : ॥ ১ ॥"

নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম ঘনশ্যাম। উভয় নামেই তাঁর গ্রন্থ ও পদাবলী

(৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৬) পৃঃ ১০৭৯-৮০।
(৭) নং ২৫৪ছ. (৮) পৃঃ ১৫৬৭-৮; (৯) পৃঃ ১৯৯১-২০১৮।

আছে। কবি স্বয়ং তার গৌরচরিত্রচিন্তামণির প্রথম কিরণের ৫২ নং পদে 'ছন্দঃসমুদ্রে'র নামোল্লেখ করেছেন

রচিনু ছন্দ বহু ভাঁতি ইম (ইহ) মাত্রা বর্ণ বিভেদ।
শুনেত শ্রবণ সুখ হোত অতি নাশত্ত কবিকুল খেদ ॥
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মথি লখি লক্ষণ পরচার।
কিম্বা মৎকৃত গ্রন্থবর ছন্দঃসমুদ্র নিহার ॥১০

তাছাড়া, কবির 'সংগীতসার সমুদ্রে'র ছন্দ বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে 'ছন্দঃসমুদ্রে'র বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ মিল আছে।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় নরহরি-ঘনশ্যাম বিরচিত যে চারখানি পুথির পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন, 'ছন্দঃসমুদ্র' ছিল সেগুলির অন্যতম। তিনি লিখেছিলেন

> "তৃতীয়খানি ছন্দঃসমুদ্র—পিঙ্গল ছন্দের মতো বাংলা ভাষার ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করা হইয়াছে। নরহরি যে সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত ছিলেন, এই গ্রন্থখানি হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার মত সমর্থন করিতে নরহরি ভূয়োভূয়ঃ পিঙ্গল ছন্দঃশাস্ত্র, উজ্জ্বলনীলমণি, ছন্দঃকৌস্তুভ, বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তরত্নমালা, অগ্নি-পুরাণ, সঙ্গীতপারিজাত, সংগীত মুক্তাবলী, সংগীতদামোদর, ছন্দোদীপক, বৃত্তচন্দ্রিকা, সংগীতসার, সংগীতকৌমুদী, গীতপ্রকাশ, ছন্দোমঞ্জরী, মথুরামাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণে জয়দেব, রামানন্দ ও সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্যত্র নিজে ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির নাম ছন্দঃসমুদ্র ১১ ।

এই আলোচনা থেকে মনে হয়, রায় মহাশয় হয়তো 'ছন্দঃসমুদ্রে'র সম্পূর্ণ পুথি পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণি ও মথুরামাহাত্ম্যের কোনো শ্লোক ও 'ভাষায় রচিত কবিতা' (নিশ্চয়ই পদাবলী) প্রাপ্ত পুথির মধ্যে দেখা যায় না।

রায় মহাশয় 'গীতচন্দ্রোদয়' আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"ছন্দঃ-সমুদ্রের সূত্রানুসারে গ্রন্থের (গীতচন্দ্রোদয়ের) বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে 'ছন্দঃসমুদ্র' হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন" ১২। কিন্তু 'গীত-চন্দ্রোদয়ে'রও কোনো সম্পূর্ণ পুথি মেলে নি। হরিদাস দাস মহাশয় সম্পাদিত

(১০) হরিদাস দাস সংস্করণ, পৃঃ ২১।
(১১) সাহিত্য পত্রিকা, স. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১২৯৯; আশ্বিন) পৃঃ ৩৫৫ 'ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধ।
(১২) ঐ. পৃঃ ৩৫৫।

'পূর্বরাগ' অংশ এবং নবাবিস্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' অংশে কোথাও 'ছন্দঃ-সমুদ্রে'র নাম বা তার থেকে সংগৃহীত কোনো সূত্রাদি পাই না। তাই নতুন তথ্যের অভাববশতঃ বিষয়টি জানবার কোনো উপায় নেই।

ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে, এখন তাঁর পুঁথিটির আর কোনো রকম সংবাদই মেলে না ॥

গ্রন্থপরিচিতি ঃ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও গৌরপরিকরবৃন্দের বন্দনা করে গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে জানা যায় যে, কবি "বিদ্বজ্জনের প্রভূত আনন্দের জন্যে নানা শাস্ত্র আলোচনার শেষে সমুজ্জ্বল বুদ্ধি সংবৃত্তিযুক্ত ছন্দোবিৎগণের প্রমাণ সহ নানা লক্ষণ ও বহু যুক্তি সমন্বিত 'ছন্দঃসমুদ্র' সুললিত ভাবে ভাষায় (মাতৃভাষা বাংলায়) বর্ণনা" করেছেন। ১৩

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি আরও বলেছেন

জয় শ্রীপিঙ্গল কে বুঝএ তার খেলা।
ছন্দ প্রকাশিল যে বর্ণিতে কৃষ্ণলীলা ॥
ছন্দঃশাস্ত্রে আচার্য পিঙ্গল নরোত্তম।
যার কৃপা হৈলে স্ফুরে বস্তু মনোহর ॥
রচিল অপূর্ব গ্রন্থ অশেষ কৌতুকে।
বুঝএ পণ্ডিত না বুঝএ অন্য লোকে ॥
তাঁর কৃপা ধরি শিরে করিয়া যতন।
নিজ বোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন ॥১৪

আচার্য্য পিঙ্গল ছন্দঃশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি 'অশেষ কৌতুকে' 'কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে' ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করেন। কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল সংস্কৃত, যা পণ্ডিত-জন-বোধ্য। সাধারণ মানুষ তার অর্থ বুঝতে পারতো না। নরহরি তাদেরই উদ্দেশ্যে এবং 'নিজবোধ হেতু' তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় ছন্দঃশাস্ত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

সংস্কৃত বিদ্যায় নরহরির অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রধানতঃ পিঙ্গলাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও প্রাপ্ত পুঁথিতে আরো ৩১টি প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্রের প্রমাণ গৃহীত হয়েছে। পূর্বেই প্রথম অধ্যায়ে 'বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রানুশীলন' অংশে এই গ্রন্থগুলির নাম লিখিত হয়েছে। পুঁথিটি খণ্ডিত

---

(১৩) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ খণ্ড)—হরিদাস দাস প্রণীত (৪৭১ গৌরাব্দ)—'ছন্দঃসমুদ্র' অংশ। পৃঃ ১৯৯৯।

(১৪) ঐ. পৃঃ ১৯৯৯।

হওয়ায়, তিনি মোট কতগুলি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, তা জানা যাচ্ছে না।

গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে নরহরি সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন

রচিল অপূর্ব গ্রন্থ বহু শাস্ত্র মতে।
সুলক্ষ লক্ষণযুক্ত প্রমাণ সহিতে ॥
অত্যন্ত সুগম ইথে সর্বপ্রাপ্তি দেখি।
যে কারণে ছন্দঃসমুদ্র নাম রাখি ॥[১৫]

'গ্রন্থপ্রয়োজন' সম্পর্কে কবির অভিমত এইরূপ

বিপ্র নিষ্কারণ ধর্ম বেদাধ্যয়ন জ্ঞান।
ষড়ঙ্গ সহিত ইহা কহে বিদ্যাবান ॥
সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গ অধ্যয়নে।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ॥[১৬]

'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে আরো একটি তথ্য লক্ষ্য করবার মতো। শ্রীচৈতন্যাদি বন্দনার পর কবি সরস্বতী ও গণেশ বন্দনা করেছেন। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থে এই দেবদেবীর বন্দনা দেখা যায় না। পরম কৃষ্ণ-ভক্ত কবি সরস্বতীকে 'কৃষ্ণরসে মগ্না' ও গণেশকে 'কৃষ্ণভক্তিরসময়' বলে উল্লেখ করেছেন ॥

প্রাপ্ত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিষয় সূচী ঃ 'ছন্দঃসমুদ্রে'র বর্তমান পুঁথিতে মাত্র দুটি তরঙ্গ আছে। 'সংজ্ঞা নিবন্ধ' নামক' প্রথম তরঙ্গ সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় তরঙ্গের সবটা পাওয়া যায় নি। প্রথম তরঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিতঃ

ষড়ঙ্গের নাম ও প্রমাণাদি উল্লেখ, অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, বৈদিক ও লৌকিক ভেদে ছন্দের দুটি প্রকার ভেদ, ছন্দ শব্দের উৎপত্তি ও উপকরণ, ছন্দজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, বর্ণ, মাত্রা, ও লঘুগুরু বিচার, গণোৎপত্তি: গণসমূহের গণ, ঋষি, জাতি, রস; বর্ণ, দেশ, লিঙ্গভেদ, নেত্র, বাহন, ফলাফল ও শত্রু মিত্র পরিচিত; বর্গ, বর্গের জাতি, ফলাফল, দেবতা : বর্ণ ও বর্ণফল : গীত—ধাতু-মাতু, অবয়ব —উদগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ পরিচয় : গীতদোষ ; মাত্রা বিচার ও মাত্রানিরূপণ, পাদলক্ষণ, বৃত্তি ও জাতি পরিচয় : যতি পরিচয়; ছন্দপরিচয়—উক্থাদি ২৬ প্রকার, এ বিষয়ে ভরতের ছন্দবিভাগ—দিব্য, দিব্যেতর ও দিব্যমানুষ ছন্দ; চণ্ডবৃষ্টি প্রভৃতি ছন্দ; গদ্যপ্রস্তার—০,১ প্রভৃতি অঙ্কনাম।

খণ্ডিত দ্বিতীয় তরঙ্গের আলোচ্য বিষয় ছন্দপরিচিতি—প্রারম্ভেই কবি তাঁর আলোচ্য বিষয়ের সূচী প্রস্তুত করেছেন

(১৫-১৬) 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ) হরিদাস দাস, পৃঃ ১৯৯৯।

বর্ণ ছন্দ মাত্রাছন্দ দুই ত প্রকার।
প্রথমে রচিব বর্ণছন্দ চমৎকার ॥
ক্রমে বৃত্তির সমার্দ্ধ সম বিষম।
ক্রমপ্রাপ্তহেতু আগে কহি বৃত্তি মম ॥
একাক্ষর আদি ষড়বিংশতি পর্যন্ত।
পূর্বে নিরূপিল আর বিশেষ বৃত্তান্ত ॥
কিন্তু এক অক্ষরের দ্বিভেদ নিশ্চয়।
দ্ব্যক্ষরের চারি ত্র্যক্ষরের অষ্ট হয় ॥
এইরূপ ভেদ বহু প্রস্তারে জানিবে।
পূর্বাপর বিচারিয়া ইথে মন দিবে ॥১৭

গ্রন্থ পরিকল্পনার পর কবি শ্রী, মধু প্রভৃতি সংস্কৃত সমূহের উদাহরণ যোগে লক্ষণ ও পরিচয় দিয়েছেন। প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথিতে নিম্নোক্ত মোট ৬৬ প্রকার ছন্দের পরিচয় মিলেছে

(ক) একাক্ষর : উক্‌থা—শ্রী, মধু।

(খ) দুই অক্ষর : অত্যুক্‌থা—স্ত্রী, মহী, সারু, মধু।

(গ) তিন অক্ষর মধ্যা—নারী, শশী, মৃগী, রমণ, পাঞ্চাল, মৃগেন্দ্র, মন্দর, কমল।

(ঘ) চার অক্ষর প্রতিষ্ঠা—কন্যা, সতী, ধাবিঃ, নগানি।

(ঙ) পাঁচ অক্ষর : সুপ্রতিষ্ঠা—পংক্তি, প্রিয়া (এই অংশ খণ্ডিত—১৮ পত্রটি নেই)।

(চ) ছয় অক্ষর (গায়ত্রী নামযুক্ত ১৮ নং পত্রটি নেই)—শশিবদনা, সোমরাজী, বসুমতী, জোহা, মন্থান, তিলকা, দমমক।

(ছ) সাঁত অক্ষর উষ্ণিক—মধুমতী, কুমারললিতা, মদলেখা, চূড়ামণি, হংসমালা, সমানিকা, সুবাসক, শীর্ষরূপক, করহংচি।

(জ) আট অক্ষর : অনুষ্টুপ—চিত্রপদা, বিদ্যুন্মালা, মানবক, হংসরুত, সমানিকা, প্রমাণিকা, বিতান, নাচারক, পদ্মমালা, সুচন্দ্রাভা, সুবিলাসা, সিংহলেখা, তুঙ্গা, কমল।

(ঝ) নয় অক্ষর : বৃহতী—হলমুখী, ভুজগশিশুসৃতা, মনিমধ্যা, ভুজগসঙ্গতা, মহালক্ষ্মী, সারঙ্গিকা, পাক্ষিত্তা, কমলা, বিম্ব, তোমর, রূপামালী, কুসুমিতা।

(ঞ) দশ অক্ষর : পংক্তি—রুক্মবতী, সংযুতা, সারবতী, সুষমা ১৮।

---

(১৭) গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ) পৃঃ ২০১২।
(১৮) বিস্তৃত আলোচনা : ষষ্ঠ অধ্যায় "ছন্দঃশাস্ত্র রচনা"।

সুষমার লক্ষণ পর্যন্ত আছে, উদাহরণ নেই। এখান থেকে পুঁথিও খণ্ডিত।

গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতি নিম্নরূপ—যেমন, একাক্ষর যুক্ত উক্‌থা ছন্দো-গ্রন্থের প্রথম 'শ্রী'-ছন্দ সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন

"অথ শ্রীছন্দঃ—একাক্ষর গুরু প্রতিচরণ শ্রীছন্দ।
শ্রীলক্ষ্মী রাধিকা যার অধীন গোবিন্দ ॥
বৃত্তরত্নাকরে —গ্‌ শ্রী—চতুঃপাঠকং পদ্যপূর্ত্তিঃ। পিঙ্গলে—(২। ১)
সী সো। জংগো; উদাহরণং—শ্রীস্তে সাস্তাম্‌। ১।
কৃষ্ণং বন্দে ॥ ২ ॥"

অন্য উদাহরণ—দশাক্ষর যুক্ত পংক্তি ছন্দোরীতির 'সংযুতা'র আলোচনা
স-জ-জ-গ চরণ সংযুতা বর্ণ দশ।
নিরন্তর ইহাতে বর্ণহ কৃষ্ণযশ ॥

পিঙ্গলে (২।৯০)—জসু আই হত্থ-বি আণিও তহ বেপাওহর জাণিও।
গুরু অন্ত পিঙ্গল জম্পিও সই ছন্দ সংযুত থম্পিও ॥
ভূষণে (২।৯৩)—সগণং পুবঃ কুরু শোভিতং জগণ-দ্বয়ং গুরু সাপ্তিতম্‌।
ফণিনায়কেন নিবেদিতা ভবতীহ সংযুতকা হিতা ॥

উদা : তুহুজাহি সুন্দরি অপ্পণা পরিতেজ্জি দুজ্জণ থপ্পণা।
বিঅসন্ত কেঅই সংপুণা পিহু এহি আবিতা বপ্পুণা॥ ২০

'ছন্দঃসমুদ্রে' গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংস্কৃত ছন্দেরই আলোচনা করেছেন। ছন্দের লক্ষণটি মাত্র ভাষায় বলে পিঙ্গল, বাণীভূষণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। প্রাকৃত কবিতা থেকে উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত পুঁথিতে সেকালের বাংলা ছন্দ বা বাংলা কবিতার কোনো উদাহরণ নেই। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি একস্থলে লিখেছেন—

"ছন্দঃসমুদ্র গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের সবিস্তার পরিচয় দেওয়া ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাতে তৎকাল প্রচলিত বাংলা ছন্দের পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না; সম্ভবতঃ তাও ছিল, একথা মনে করার কারণ আছে। পুঁথিখানি লুপ্ত হয়ে যাওয়া পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই।২১

---

(১৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ২০১২।
(২০) ঐ, পৃঃ ২০১৮।
(২১) ড. আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রণীত 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' (১৯৬৮) গ্রন্থের 'নান্দীবচন'।

যাই হোক, নরহরির 'ছন্দঃসমুদ্র' প্রথম ভাষায় রচিত ছন্দঃশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর কিছু পরবর্তীকালে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হ্যালহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণে (The Grammer of the Bengali Language) ছন্দের স্থান আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই গ্রন্থে সংস্কৃত অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতির পর বাংলা একপদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ॥

(২) গৌর-চরিত্র চিন্তামণি

'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র উল্লেখ আছে— "তথাহি শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণৌ শ্রীযমুনা গঙ্গা প্রত্যাহ—গীতে যথাপুরবী ॥ ওহে প্রাণসম সখি সুখময়ি" .... ইত্যাদি।[২২] তাছাড়া 'ভক্তিরত্নাকরে' এমন ১৬টি পদ আছে, যেগুলি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তেও বর্তমান।[২৩] সুতরাং অনুমিত হয় যে, গ্রন্থটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

পুথির সংবাদ : 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'রও কোনো সম্পূর্ণ পুথি মেলে নি। এ যাবৎ এর তিনটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সংবাদ পাওয়া গেছে।

(ক) ১১শ কিরণ বিশিষ্ট একটি পুথি সংগ্রহ করেন মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র ৫ম বর্ষ (৪০৯ গৌরাব্দ বা ১৮৯৫ খৃঃ) থেকে সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

(খ) ১৩শ কিরণ বিশিষ্ট আর একটি পুথি শ্রীধামবৃন্দাবনের গুরুচরণ দাস মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল। পুথির পাতাগুলি ছিল এলোমেলো। পরবর্তীকালে হরিদাস দাস মহাশয় এই দুটি পুথি লাভ করেন।

(গ) ১৭শ কিরণ বিশিষ্ট তৃতীয় একটি পুথির সন্ধান দেন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয়। পুথিটি ত্রিপুরা আগরতলার রাজমালা পুথিশালার। সাহিত্যরত্ন মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা থেকে এটির উপর কিছু নোটপত্র লিখে আনেন [২৪] হরিদাস দাস মহাশয়কে পুথিটির সন্ধান দেন। পরবর্তীকালে হরিদাস দাস মহাশয় ত্রিপুরা যান, এবং পুথিটি নকল করে আনেন। সাহিত্যরত্ন মহাশয় পুথিটির বিবরণে লিখেছিলেন

(২২) ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং), পৃঃ ২৯৭।
(২৩) পরবর্তী 'পদসংগ্রহ' অধ্যায়ে পদগুলির উল্লেখাদি আছে।
(২৪) সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সেই নোটপত্র বর্তমানে আমার কাছে আছে। দ্রঃ প্রগতি (১ম বর্ষ, ১৩শ, ২৪, ৭ ও ৪ সংখ্যা), মৃণাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪০৫।

"নরহরি প্রণীত গৌরচরিত্রচিন্তামণি পৃথক একখানি গ্রন্থ। ইহার ১৬শ কিরণ সম্পূর্ণ আছে। ৬২ পত্র। তাহার পর ৭৯ (ক) পত্র পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৭শ কিরণ সম্পূর্ণ হওয়ার কোনো উল্লেখ পাই না।"[২৫]

বর্তমানে এই পুঁথিটির আর কোনো সন্ধান মেলে নি। রাজমালা পুঁথিশালা বা আগরতলা কলেজ গ্রন্থাগারে পুঁথিটি নেই। হরিদাস দাস মহাশয়ের ব্যবহৃত 'ক', 'খ' চিহ্নিত পুঁথি দুটিও হরিবোলকুঠির, নবদ্বীপ লাইব্রেরী বা অন্যত্র রক্ষিত হয় নি।

(ঘ) ১২৯৯ সালের সাহিত্য পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় যে ৪ খানি পুঁথির সন্ধান দিয়েছিলেন, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ছিল সেগুলির অন্যতম।[২৬] তিনি পুঁথিটির কোনো বিবরণ দেন নি, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ উল্লেখ করেন নি। উল্লিখিত ক, খ, গ—পুঁথি তিনটির কোনো একটিকে তিনি নির্দেশ করেছিলেন, না নতুন কোনোও পুঁথি তাঁর সংগ্রহে ছিল, আজ তা জানবারও উপায় নেই। রায় মহাশয়ই প্রথম গ্রন্থটি সম্পর্কে সুধিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পর তাঁর পুঁথিগুলির অনুসন্ধানের পথও বন্ধ হয়ে গেছে ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ

পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় (৪০৯ গৌরাব্দে) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ১১শ কিরণ পর্যন্ত মুদ্রিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে (৪৬১ গৌরাব্দ বা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) হরিদাস দাস মহাশয়ের সম্পাদনায় ক, খ, গ পুঁথির সাহায্যে ১৭শ কিরণ পর্যন্ত (১৭শ কিরণটি শেষ হয় নি) 'শ্রীশ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি (প্রথম খণ্ড)' প্রকাশিত হয়। পুঁথি অসম্পূর্ণ বলে তিনি আশা করেছিলেন যে, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে গ্রন্থটি সাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে, এবং এর অপর কোনো অংশ অন্যত্র রক্ষিত থাকলে, তা প্রকাশিত হবে। কিংবা পরবর্তীকালে পুঁথির বাকি অংশ সংগৃহীত হলে, তা দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ১৭শ কিরণের পরবর্তী অংশের কিংবা অন্য কোনো পুঁথির সন্ধান মেলে নি ॥

(২৫) সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ও নোটপত্র, পৃঃ ৬৮।
(২৬) সাহিত্য (১২৯৯, আশ্বিন), ঘনশ্যামদাস প্রবন্ধ, ২ নং পুঁথি, পৃঃ ৩৫৪।

মুদ্রিত 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে খণ্ডিত ১৭শ কিরণ সহ মোট ১৭টি কিরণ আছে। 'কিরণ' অর্থে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। গৌরলীলাকে অবলম্বন করে এক একটি কিরণে কম-বেশী পদ সজ্জিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পদ (৬২টি) আছে প্রথম ও ১৭শ কিরণে এবং সবচেয়ে কম পদ (৬টি) আছে ত্রয়োদশ কিরণে। ১৭শ কিরণটি খণ্ডিত, সুতরাং এটিতে আর কত পদ ছিল তা জানা যায় না। সমগ্র গ্রন্থে পদ মিলেছে ৩৭৯টি। প্রথম থেকে সপ্তদশ কিরণের পদ সংখ্যা যথাক্রমে—৬২, ৩৩, ১৩, ২২, ৯, ১৬, ৩১, ২১, ২৩, ২৭, ১৯, ১১, ৬, ৮, ৮, ৮ এবং ৬২।[২৭]

প্রতিটি কিরণ পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত। সপ্তদশ কিরণ অসম্পূর্ণ বলে সেটির নাম জানা যায় না। প্রথম থেকে ১৫শ কিরণ পর্যন্ত নামগুলি যথাক্রমে—'মঙ্গলাচরণে সূত্রাদি বর্ণন', 'নিশান্তকালীন চরিত্র বর্ণনে শয়ন বিলাস বর্ণন', 'প্রাতঃকালীয় চরিত্র বর্ণনে (কথাটি ৩য়-১৬শ কিরণ পর্যন্ত ব্যবহৃত) শয্যোত্থান বর্ণন', 'ভক্ত্যাবলীবেষ্টিতাদি বর্ণন', 'বন্ধানাং স্নেহাদি বর্ণন', 'বাৎসল্যবতীনাং প্রেমোৎকর্ষ বর্ণন', 'শ্রীনবদ্বীপনাগরীনাং চরিত্র বর্ণন', 'স্বপ্নপ্রসঙ্গ বর্ণন', 'নবদ্বীপনাগরীনাং মনোরথাদি বর্ণন', 'দেবরমণীনাং তৎপ্রেমাবিষ্ট কৌতুকাদি বর্ণন', 'দেবরমণীনাং প্রেমকলহাদি বর্ণন', 'সুরগণানু-রাগাদি বর্ণন', 'গন্ধর্ব-কিন্নরাভিলাষাদি বর্ণন', 'গন্ধর্বিণী কিন্নরিণীনাং মনোরথ প্রকাশাদি বর্ণন', 'নাগগণোল্লাস প্রকাশাদি বর্ণন' ও 'নাগপত্নী-গণানাং বিবিধালাপাদি বর্ণন'।

১ম ও ২য় কিরণ ছাড়া বাকি ১৪টি কিরণের সংস্কৃতে লিখিত পুষ্পিকা বাক্য—"ইতি শ্রীমদ্‌গৌরচরিত্রচিন্তামণৌ প্রাতঃকালীয় চরিত্র বর্ণনে............... বর্ণনং নাম......................কিরণঃ।' প্রথম কিরণে "মঙ্গলাচরণে সূত্রাদি বর্ণন", এবং দ্বিতীয় কিরণে "প্রাতঃকালীয়" স্থলে "নিশান্তকালীয়" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রন্থটি কবির স্বরচিত গৌরগীতিসংগ্রহ। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থে গৌরাঙ্গের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে কবি একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ৩৫ প্রকার রাগরাগিণী সম্বলিত ও ৭০ প্রকার

(২৭) চতুর্থ অধ্যায় : 'পদাবলী সংগ্রহে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা করে কবি গৌরচরিত্র বর্ণনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ছন্দ সৃষ্টিতে তাঁর কৌতূহল, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থেরই প্রথম কিরণের ৫২ নং পদে তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর রচিত এই সব ছন্দের লক্ষণাদি নিরূপণের জন্যে পিঙ্গলের 'ছন্দঃশাস্ত্র' বা তাঁর 'ছন্দঃসমুদ্র'কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে হবে[২৮]। অর্থাৎ 'ছন্দঃসমুদ্রে' গ্রন্থকার ছন্দের ব্যাকরণ রচনা করেছেন, সেখানে কোথাও উদাহরণরূপে বাংলা বা ব্রজবুলি কবিতা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তারই পরিপূরকরূপে উদাহরণভাগ হিসেবে বর্তমান গ্রন্থে পদ সজ্জিত করেছেন এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। কারণ, 'ছন্দঃসমুদ্রে'র প্রাপ্ত পুথির ৬৬ প্রকার ছন্দের সঙ্গে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র প্রাপ্ত পুথির ৭০ প্রকার ছন্দের ব্যাকরণগত কোনো মিল পাওয়া যায় না।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ছন্দগুলির নাম প্রদত্ত হলো : (বন্ধনীতে পদ সংখ্যা লিখিত) ১ম কিরণে ৪৫ প্রকার ছন্দ——

মাত্রাবৃত্তে ললিতছন্দ (২), শ্যামাছন্দ (৩), কামিনী (৪), যামিনী (৫), চতুষ্পদী (৬), তারা (৮), কুমারী (১০), সুবিলাপ (১১), মঙ্গল (১২), রঙ্গিণী (১৩), উজ্জ্বল (১৪), সুচিত্রা (১৫), কাদম্বিনী (১৬), বিচিত্রা (১৭), রঙ্গ-বর্দ্ধিনী (১৮), রঙ্গমালা (১৯), রমণী (২০), হেমবতী (২১), বিলাপ-(২৭), শোভা (১৪, ৪৩), কান্তা (২৯), দ্রুতগতি (৩০), বিলাস (৩১), পার্বতী, রেবতী (৩৩, ৩৫), সুবদনী (৩৪), দ্বিপদী (৩৬, ৩৮, ৫৯), সাবিত্রী (৩৭), কোমলা (৩৯), করণাবতী (৪০), তরুণী (৪২), ভদ্রাবতী (৪৪), কলাবতী (৪৫), আনন্দবর্দ্ধিণী (৪৬), পদ্মাবতী (৪৮), হেমদণ্ডক (৫০), বৃহদ্দ্বিপদী (৫১), দ্বিপথা (৫২), ললিতগতি (৫৩), ত্বরিতগতি (৫৪), কুন্দবল্লী (৫৫), মধুমতী (৫৬), বল্লরী (৫৭), মালতী (৫৮), সুভঙ্গী (৬২)।

২য় কিরণে ব্যবহৃত ১১টি ছন্দের মধ্যে নতুন ছন্দ আছে ৭টি—

কালিন্দী (৫), ভাবতী (৯), তরঙ্গিণী (১১), চারুমালা (১৬), মালা (২০) মোদক (২২), মঞ্জমুখী (৩৯)।

বাকি ৪টি (রঙ্গিণী, রঙ্গমালা, চতুষ্পদী, কুমারী) প্রথম কিরণে দেখা গেছে। ৩য় কিরণে উল্লিখিত ৩টি ছন্দের মধ্যে নতুন ছন্দ দুটি—কমলা (১, ২) ও প্রভাকর (১৩)। অন্যটি কুমারী (৩), পূর্বেও ব্যবহৃত। ৪র্থ কিরণে সংযোজিত ৬ প্রকার ছন্দের মধ্যে ৪টি নতুন নাম—চতুর্ভঙ্গী (১), ত্রিবিক্রম (৫), সুধামুখী (৬), চিত্রা (৭)। বাকি রঙ্গমালা (১৬) ও শোভা(২২) পূর্বেও পাওয়া গেছে।

---

(২৮) শ্রীশ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি (৪৬১ গৌরাব্দ, হরিদাস দাস), পৃঃ ২১।

পঞ্চম কিরণে ২টি নতুন ছন্দের কবিতা আছে—রসিকা (৭) ও রূপমালা (৯)। সপ্তম কিরণে মাত্র ১টি পদে (৩১ নং) 'সুরতসুরতী' নামে একটি নতুন ছন্দের ব্যবহার আছে। নবম কিরণের বিলাপ ও মুক্তা ছন্দের মধ্যে 'মুক্তা' (২০) এবং দশম কিরণের মাতঙ্গ ও রঙ্গমালা ছন্দের মধ্যে 'মাতঙ্গ' (১) ছন্দ নতুন। ত্রয়োদশ কিরণে 'মোদক' (শেষপদে) নামক মাত্র একটি এবং দ্বাদশ কিরণে 'কেশরী' (২) ও 'রমণক' (৮) নামক মাত্র দুটি নতুন ছন্দের কবিতা পাই। ১৪শ কিরণে 'মাত্রাবৃত্তে রসকলা' (২), পঞ্চদশে 'মাত্রাবৃত্তে রসবল্লী' (২) এবং ষোড়শে 'চৌপদী' (২) নামক ৩টি নতুন ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। খণ্ডিত ১৭শ কিরণে নতুন ছন্দ মিলেছে 'মাত্রাবৃত্তে সুরধনী' (৪৪)। ৬ষ্ঠ ও ৮ম কিরণের পদে কোনো ছন্দের নাম লিখিত হয় নি।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' গীত হবার উদ্দেশ্যেই লেখা। পদগুলির উপরে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। পৃথক পৃথক রাগরাগিণী ৩৫টি। ১ম কিরণে—৭টি রাগরাগিণীর উল্লেখ (বন্ধনীর সংখ্যা গ্রন্থস্থ পদের) :

কর্ণাট (১), বেলোয়ার (৬, ৯), পঠমঞ্জরী (২২, ৪১, ৬০), ধানশ্রী (২৩, ২৫), কামোদ (২৪), সুহই (২৬, ৪৯), তোড়ী (৬১)।

২য় কিরণের রাগরাগিণী ২টি—ভৈরব ও ললিত। প্রথম কিরণে এগুলি ব্যবহৃত হয় নি। ৩য় কিরণের বিভাস (৪), ভৈরব, ললিতের মধ্যে 'বিভাস' একটি নতুন রাগ। ৪র্থ কিরণের ললিত (২, ৩, ৪), বেলাবেলী (৮) ও বেলোয়ার (৯-১৫) এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিরণে ব্যবহৃত একটি রাগ 'বিভাস'। রাগটির নাম পূর্ববর্তী কিরণের পদেও আছে। ৯ম কিরণের ললিত (৪-১৬) ও তুড়ি (২১-২৩) রাগের মধ্যে 'তুড়ি', ১০ম কিরণের ভৈরব (১), ললিত (৩, ৭), বিভাস (৫, ৬, ১১), কর্ণাট (৯); কর্ণপাল (১০) প্রভৃতি ৫টি রাগের মধ্যে 'কর্ণপাল' রাগের কোনো পদ পূর্ববর্তী কিরণে নেই। ৮ম কিরণে কোনো রাগরাগিণীর উল্লেখ নেই, এবং ১৩শ কিরণের প্রতিটি রাগই পূর্বের পদে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪শ কিরণে ৮টি রাগিণীতে রচিত পদগুলির রামকেলি (৫) ও আসাবরী (৬) রাগ নতুন। ১৫শ কিবণের পদগুলি ৫টি রাগ সম্বলিত তন্মধ্যে গুজ্জরী (৬) ও মালব (৭) রাগের পদ পূর্ববর্তী কোনো কিরণে নেই। ১৬শ কিরণের ৫টি রাগের মধ্যে 'মঙ্গল' (৮) রাগটির ব্যবহার ইতিপূর্বে হয় নি। ১৭শ কিরণ খণ্ডিত হলেও পদগুলি ২১টি রাগরাগিণী বিশিষ্ট। তন্মধ্যে ৭টি রাগ পূর্বে ব্যবহৃত। নতুন রাগরাগিণী ১৪টি—

অমরতোড়ী (১২), তুরুস্কতোড়ী (১৪), অমর পঞ্চম (১৫), ভূপালী (১৭), দেশপাল (১৮, ২২, ৫৩), মায়ূর (১৯, ৫২, ৫৪), শ্রীরূপ (২৩), সারঙ্গ

(২৬), ভাটিয়ালী (২৭), পৌরবী (২৮, ৪৫, ৪৬) গৌরী (২৯, ৩০, ৪৮, ৪৯), অন্নপল্লব (৩১), কানড়া (৩৪), ললিত-বিভাস (৩৮)।

গ্রন্থ নামের সঙ্গে 'চিন্তামণি' শব্দ ব্যবহার নরহরির পূর্বেই পাই, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'তত্ত্বপ্রদীপ-চিন্তামণি', বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি', নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রেমভক্তি চিন্তামণি' ও রঘুনাথ দাসের 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতিতে। বিশ্বনাথের প্রভাব নরহরির মধ্যে সর্বাধিক। তাঁর গ্রন্থটি থেকে 'চিন্তামণি' শব্দটি গৃহীত হওয়া অসম্ভব নয় ॥

বিষয়-সংক্ষেপ

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' পদাবলীর সাহায্যে গৌরচরিত্রের ব্যাখ্যান। মোট ১৭টি কিরণ। প্রথম কিরণে মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা। গুরু, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের বন্দনা করে কবি পরবর্তী পদগুলিতে নিজের দীনতা প্রকাশ করেছেন, পাঠক ও শ্রোতাদের কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

দ্বিতীয় কিরণে শ্রীগৌরাঙ্গের রাত্রিকালীন শয়ন বিলাস ও ঘুমন্ত গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। রাত্রিশেষে পুরবাসীরা তাঁকে জেগে ওঠার জন্যে বিনয় বচনে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তৃতীয় কিরণে গৌরাঙ্গের শয্যাত্যাগ এবং তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য ও অনুপম চরিত্রম ধুর্যের বিশ্লেষণ।

চতুর্থ কিরণে সপরিকর গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য, চরিত্র ও বিলাপ বর্ণিত। এই সঙ্গে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি প্রমুখ পরিকরবর্গের পৃথক পৃথকভাবে চরিত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পঞ্চম কিরণে নদীয়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ গৌরাঙ্গের প্রতি অহৈতুকী স্নেহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গ—এই তত্ত্ব তাঁদের মনে উদিত হয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ কাজকর্ম, সুবিধা অসুবিধা ও দৈহিক অসুস্থতা ভুলে গিয়েছেন। তাঁরা গৌরাঙ্গের মঙ্গল কামনা করে তাঁকে বারংবার আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

ষষ্ঠ কিরণে অদ্বৈতঘরণী সীতাদেবী, শ্রীবাসপত্নী প্রমুখ পূর্বলীলা স্মরণ করে গৌরাঙ্গকে আশীর্বাদ করেছেন, উপস্থিত বৃদ্ধারা তাঁর মঙ্গলার্থে পুজার্চনা করেছেন, শিশু গৌরাঙ্গের মাধুরিমা আস্বাদন করেছেন। এই কিরণের ৮-১৬ সংখ্যক মোট ৯টি পদে শিশু নিমাই-এর উপর শিশু কৃষ্ণের আরোপ করা হয়েছে। এবং বৃন্দাবন দাসের অনুসরণে নিমাই-এর দৌরাত্ম্য, চাঞ্চল্য ও শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত হয়েছে।

সপ্তম অষ্টম ও নবম কিরণে ছলাকলাবিলাসিনী নদীয়া-নাগরীদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত। কুলবধূ হলেও নাগরীরা গৌররূপে আত্মহারা বা তাঁর দর্শন, স্পর্শন ও সঙ্গলাভের জন্যে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সমাজ ও সংসার তাদের প্রতিকূল। তাই তারা কল্পনায় অনুমানে, স্বপ্নে ও সাক্ষাতে চাতুরী ও বিভিন্ন কৌশলে কে কি ভাবে নিজ নিজ সাধ পূর্ণ করতে পেরেছে, দল বেঁধে সেই সব আলোচনা করেছে। এজন্যে শ্বশুর শাশুড়ীকে মিথ্যা বুঝিয়েছে, শচীদেবীকে প্রণাম করার অছিলা গ্রহণ করেছে, ননদিনীকে ঠকিয়েছে।

দশম ও একাদশ কিরণে স্বর্গের দেবনারীরা গৌরদর্শন করে তাঁর সাধু চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। নাগরীদের সতীত্ব অসতীত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বাদানুবাদ করেছেন।

দ্বাদশ কিরণে দেবতারা ও ত্রয়োদশে গন্ধর্ব কিন্নরেরা মর্তবাসী গৌরাঙ্গের চরিত্র ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর অবতারের পরিচয় লাভ করে চরণ বন্দনা করেছেন।

চতুর্দ্দশ কিরণে "গন্ধর্বিনী-কিন্নরিণী"-বৃন্দ গৌররূপে বিহ্বল হয়েছে। শিথিল বেশবাস, বিবশ হৃদয় নিয়ে তারা গৌরপদে নিজ নিজ যৌবন অর্পণ করেছে। নাগরী হয়ে জন্ম গ্রহণের ও 'পিয়াসহ পালঙ্কে শয়নে'র জন্যে কামনা জানিয়েছে।

পঞ্চদশ কিরণে গৌরাঙ্গের নৃত্য-বিলাস ও সৌন্দর্য দর্শনে নাগগণ পরমানন্দে গৌর গুণগানে মত্ত হয়েছে। ষোড়শ কিরণে নাগপত্নীরা 'মনমথ-মদ-মথন-মূরতি' গৌরাঙ্গকে কয়েকটি বিশেষ দিনে দর্শন করেছে এবং এক সময় গৌরচরণে নিজেরা বিক্রীত হয়েছে।

সপ্তদশ কিরণটি খণ্ডিত। ১-৬২ সংখ্যক পদ মিলেছে। গঙ্গা যমুনার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার ৩২টি পদে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ২৬টি পদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্ত ও প্রাতঃকালীয় লীলার বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ কিরণে আর কি কি বিষয় ছিল ?

এ সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে এই কিরণের শেষাংশে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনা সম্পূর্ণই ছিল। কারণ—এই কিরণের প্রথমাংশে (১-৩৬ পদে) বক্তা গঙ্গা ও শ্রোতা যমুনা। গঙ্গা যমুনাকে গৌরাঙ্গের সাধারণ পরিচয় দিয়ে তাঁর অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনা করেছেন। সেখানে প্রকাশ পেয়েছে ক্রমান্বয়ে—নিশান্তঃ, প্রাতঃ, পূর্বাহ্নঃ, মধ্যাহ্নঃ, অপরাহ্নঃ, সায়াহ্নঃ, প্রদোষঃ ও নিশা ভাগের লীলা। এই বর্ণনার পর গঙ্গা যমুনার মুখে

শ্রীগৌরাঙ্গের 'পূর্ব জনমলীলা' অর্থাৎ 'কৃষ্ণলীলা' শুনতে চেয়েছেন। যমুনাও প্রথমে রাধাকৃষ্ণের সাধারণ লীলাদির পরিচয় দিয়েছেন। তারপর রাধাকৃষ্ণের পরপর দুটি সময়ের লীলা আছে—নিশান্তঃ ও প্রাতঃ। এর পরই পুথি খণ্ডিত। সুতরাং গৌরলীলার পরিপূরক হিসেবে কৃষ্ণলীলার বাকি ছ-টি সময়ের লীলা বর্ণনা থাকাই স্বাভাবিক ॥

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে গৌরাঙ্গ বিষয়ক বিচিত্র পদাবলী সজ্জিত। অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও গ্রন্থটিতে একটি কাহিনীক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, এই গ্রন্থেই প্রথম ভাষায় রচিত গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার অষ্টকালীয় নিত্য-লীলার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেছে। সপ্তদশ কিরণের ৫-৩৬ নং পদে এই লীলা প্রকাশিত। স্মরণীয় যে, এই গ্রন্থের প্রথম কিরণে এককভাবে গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলার একটি ১৮ চরণের পদ আছে (৬১)।

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই লীলা বর্ণন উদ্ধারযোগ্য—

অথ নিশান্ত : নবপালঙ্কে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রামগ্ন। গবাক্ষে চোখ রেখে তাঁদের প্রিয়দাসী সেই শয়ন-বিলাস-মাধুর্য উপভোগ করছে। তার মধুর বচন শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ অলস-আঁখি মেলেছেন (৫)।[২৯] নিশাবসানে গৌরাঙ্গ ঘুম ত্যাগ করে পুলকিত চিত্তে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকালেন। পরম যত্নে তাঁকে কোলে তুললেন। অলসনয়নী প্রিয়তমকে দেখে আনন্দরসে মগ্ন হলেন। পরস্পরের মধ্যে রসময় বাণী বিনিময় হলো। দুজনে দুজনের মুখে তাম্বুল দিলেন। অধরে অধর ধারণ করে পুনরায় উভয়েই শয্যা মগ্ন হলেন (৬)।

অথ প্রাতঃ-প্রাতঃকালে শশিমুখীকে জাগিয়ে গৌরাঙ্গ ঘরের বাইরে গেলেন (৭)। প্রিয়দাস সুবাসিত বারি যোগালেন। গুরুজনে প্রণাম করে, প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে তিনি প্রিয় পরিকরদের মাঝে এসে বসলেন। গদাধরের মুখ দেখে তাঁর পূর্বলীলা স্মরণ হলো। মুকুন্দ মাধব সুমধুর রাগে সে চরিত্র প্রকাশ করলেন (৮)। এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়-সঙ্গ-ভঙ্গে ব্যাকুল হয়ে শয্যাত্যাগ করলেন। প্রাতঃক্রিয়া সারলেন। সীতা-মালিনী-শচীদেবী এসে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন (৯)। দাসী বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্নান করিয়ে দিলে। পুজো সেরে তিনি রন্ধনে বসলেন (১০)। সীতা, মালিনী প্রমুখ তাঁর রন্ধনের প্রশংসা করলেন (১১)। ওদিকে শচীদেবী গদাধরকে সকলের স্নানার্থে নির্দেশ দিলেন (১২)। সকলের স্নান সারা হলো

(২৯) বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি এই কিরণের পদ সংখ্যার নির্দেশক।

(১৩), বস্ত্র পরিধান করা হলো (১৪)। পরিকর সহ গৌরাঙ্গ ভোজনে বসলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দিলেন। মালিনী পরিবেশন করলেন (১৫)। ভোজনান্তে তাম্বুল নিয়ে সকলে বিশ্রামে গেলেন (১৬)। এদিকে শচী, সীতা ও মালিনী ভোজনে বসলেন, পরিবেশন করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। অবশেষে সখীদের সঙ্গে তিনিও অন্ন গ্রহণ করলেন (১৭)।

অথ পূর্বাহ্ন ঃ পূর্বাহ্নে শয্যা ত্যাগ করে গৌরাঙ্গ মুখ হাত ধুলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে আকুল চোখে তিনি চতুর্দিকে তাকালেন। অলক্ষিতে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে দেখে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন। তাঁর উপরে প্রভুর চোখ পড়ল। উভয়ের নয়নে কৌতুক সঞ্চারিত হলো (১৮)। বিষ্ণুপ্রিয়া দাসীর হাতে প্রভুকে তাম্বুল পাঠালেন। প্রভু তাঁর চর্বিত তাম্বুলাবিশেষ দাসীর হাতে দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তা গ্রহণ করে আনন্দে মগ্ন হলেন (১৯)। তারপর প্রভুর মধ্যাহ্ন আহার তৈরীর জন্যে তিনি যত্ন নিলেন। প্রভু পুষ্পকাননে আসবেন ভেবে তিনি গবাক্ষে চোখ রাখলেন (২০)। প্রভুও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবলেন। পরিকরদের কাছে বাহির ভবনে গিয়ে তিনি বসলেন (২১)। পরিকর বর্গ আনন্দিত হলেন (২২)।

অথ মধ্যাহ্ন ঃ মধ্যাহ্নে গৌরাঙ্গ পুষ্পবনে গিয়ে বসলেন (২৩)। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। উভয়ের ধৈর্য ভঙ্গ হলো (২৪)। গদাধর প্রমুখ পরিকরেরা এসে আসন নিলেন (২৫)। এদিকে শচীদেবীর নির্দেশে বিষ্ণুপ্রিয়া সপরিকর গৌরাঙ্গের আহার্য সাজালেন। যথাস্থানে নিয়ে গেলেন ঈশান। অদ্বৈত সকলকে সারি-বন্দী বসালেন। পরমযত্নে গৌরাঙ্গের মুখে নিত্যানন্দই প্রথমে ক্ষীরননী তুলে দিলেন, অদ্বৈত দিলেন নিতাইর মুখে। সুখ সমুদ্র উত্থিত হলো (২৬)।

অথ অপরাহ্ন ঃ অপরাহ্নে গৌরাঙ্গ গবাক্ষ পথে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। গৌরাঙ্গ রসিক সঙ্গে মন্থর গতিতে গঙ্গাকূলে উপনীত হলেন (২৭)। চারদিকে প্রিয় পরিষদ-বর্গ বেষ্টন করে রইলেন (২৮)।

অথ সায়াহ্ন ঃ সায়াহ্নে গৌরাঙ্গ স্বগৃহে এলেন। তৃষিত হৃদয়ে প্রিয়াকে দেখলেন (২৯)। সান্ধ্যক্রিয়ান্তে পরিকরেরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। শচীমাতা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। উভয়ে প্রণাম করলেন মাকে (৩০)।

অথ প্রদোষ ঃ প্রদোষে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাদি সহ একত্রে বসে কৃষ্ণলীলা আলোচনা

করলেন (৩১)। এদিকে সীতা ও মালিনী এলেন শচীর কাছে। শাশুড়ীর নির্দেশে বিষ্ণুপ্রিয়া সকলের ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। গদাধর সকলকে ভোজনগৃহে ডেকে আনলেন। ভোজন শেষ হলো। সকলে তাম্বুল নিলেন। শচীদেবী সীতা মালিনীর সঙ্গে আহারে বসলেন। মালিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডেকে কাছে বসালেন। ভোজন সমাধা হলো (৩২)। শ্রীবাস নিতাই প্রমুখ স্বগৃহের অভিমুখী হলেন (৩৩)।

অথ নিশা : রাত্রিতে শয়নমন্দিরে এসে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনের প্রতীক্ষায় রইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মনোমত বেশ রচনা করে প্রভুর পাশে এলেন। গৌরাঙ্গ তাঁকে আদর করে গ্রহণ করলেন। উভয়ের মিলন হলো (৩৫-৩৬) ॥

এই লীলা বর্ণনায় কর্মসূচী ও ভোজনাদি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য কম; নেই বললেও চলে। কিন্তু ভক্ত কবির হৃদয়ে এই তথ্যই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থটিতে গৌরাঙ্গের নদীয়ালীলাই বর্ণিত হয়েছে। প্রভুর নীলাচল লীলার কোনো পদ নেই। গৌরাঙ্গের শয়ন-বিলাস, ভক্ত সঙ্গ, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের স্নেহ আশীর্বাদ লাভ, তাঁর প্রতি নদীয়ানাগরীদের মনোভাব প্রকাশ—সবই নদীয়া-লীলার অনুগত। লোচন দাসের ধামালি পদের অনুসরণে নাগরী বিষয়ক পদগুলি লেখা। তাছাড়াও এই গ্রন্থে কবি স্বর্গবাসী ও পাতালবাসীদের দিয়েও চৈতন্য ভক্তি নিবেদন করিয়েছেন।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' বিবৃতিমূলক জীবনী নয়, কিংবা সত্যনিষ্ঠ জীবন-কথাবলম্বনে দর্শন গ্রন্থও নয়। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের জীবনী রচনায় কবির সত্যনিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের পরিচয় আছে। সেখানে তিনি ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। এখানে তিনি কবি, ভক্তকবি। বর্তমান গ্রন্থে কবির সেই ভক্তিপ্রাণতার সঙ্গে কবিপ্রাণতার অন্বয়মিলন।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' বিবৃতিমূলক জীবনী নয়, কিংবা সত্যনিষ্ঠ পবিত্রকরদের নাম গৃহীত হয়েছে—শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ঈশান, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস; সীতাদেবী ও মালিনীদেবী। তাছাড়া মুকুন্দ, মুরারী, হরিদাস, নরহরি সরকার, মাধব, বাসুদেব, শুক্লাম্বর, নন্দন, চন্দ্রশেখর, বনমালী আচার্য, শ্রীধর সকলেই প্রভুর নবদ্বীপের ভক্ত ॥

(৩) ভক্তিরত্নাকর

নরহরি চক্রবর্তীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ভক্তিরত্নাকর'। এর একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কলকাতা বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে

সংরক্ষিত। পুথির নং ২৩৪১। ২৪, ১-১৫৬টি পত্র। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের (১৮৫৭ খ্রীঃ) অনুলিপি। অনুলেখকের নাম আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবত-ভূষণ। এই পুথিটি অবলম্বন করেই রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বহরমপুর থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।

'ভক্তিরত্নাকরে'র আর কোনো সম্পূর্ণ পুথির সন্ধান মেলে নি। কলকাতা বাগ্‌বাজারের গৌড়ীয় মিশন কোন্ পুথির সাহায্যে গ্রন্থ মুদ্রিত করেছিলেন, সম্পাদক তার সংবাদ দেন নি।

'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম ও দ্বাদশ তরঙ্গ যথাক্রমে 'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দুটি অংশের স্বতন্ত্র দুটি পুথি পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা থেকে পুথি দুটি উক্ত দুই নামে মুদ্রিত হয়েছিল। সম্পাদক বসু মহাশয় 'ব্রজপরিক্রমা'র মুখবন্ধে লিখেছিলেন—

"বিশ্বকোষ কার্যালয়ের জন্য আমি যে দুইখানি ব্রজপরিক্রমার হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে (উহা) ভক্তিরত্নাকরের অংশ বলিয়া কোনো কথা নাই। সংগৃহীত পুথি দুইখানির মধ্যে একখানি খণ্ডিত, অর্দ্ধাংশেরও কম। অপর পুথি খানি সম্পূর্ণ, লেখা অতি স্পষ্ট, সন ১১৯৩, ১৬ জ্যৈষ্ঠের প্রতিলিপি। এই শেষোক্ত পুথিখানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।" ৩০

কিন্তু 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'র পুথি সম্পর্কে সম্পাদক হিসেবে বসু মহাশয় কিছু বিবরণ দেন নি। বর্তমানে এই পুথির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের পুথিশালায় পুথিগুলি নেই ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ

'ভক্তিরত্নাকর' দুটি পৃথক সংস্থা থেকে দুবার করে চারবার মাত্র মুদ্রিত হয়েছে, কালানুসারে তা জানানো হলো—

প্রথম মুদ্রণ ঃ বহরমপুর ১ম সংস্করণ, (৪০২ গৌরাব্দ বা ১৮৮৮ খ্রীঃ)। সম্পাদক, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। প্রকাশক, শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বহরমপুর।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ বহরমপুর ২য় সংস্করণ (৪২৬ গৌরাব্দ বা ১৯১২ খ্রীঃ)। সম্পাদক, রামদেব মিশ্র। প্রকাশক, শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বহরমপুর।

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ গৌড়ীয় মিশন ১ম সংস্করণ, (৪৫৪ গৌরাব্দ বা ১৯৪০

(৩০) 'ব্রজপরিক্রমা' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১২), মুখবন্ধ।

খ্রীঃ)। সম্পাদক, নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার। প্রকাশক, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৩।

চতুর্থ মুদ্রণ : গৌড়ীয় মিশন ২য় সংস্করণ (৪৭৪ গৌরাব্দ বা ১৯৬০ খ্রীঃ)। সম্পাদক, নন্দলাল বিদ্যাসাগর। প্রকাশক, গৌড়ীয় মিশন, বাগ্‌বাজার, কলকাতা-৩।

পূর্বে জানানো হয়েছে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গ 'ব্রজপরিক্রমা' (মুদ্রণকাল—১৩১২ বঙ্গাব্দ বা ১৯০৫ খ্রীঃ) এবং ১২শ তরঙ্গ 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' (মুদ্রণকাল নেই) নামে মুদ্রিত হয়েছিল ॥

রচনাকাল

অধিকাংশ প্রাচীন বাংলা পুথির শেষে গ্রন্থ সমাপ্তি কাল-জ্ঞাপক কিছু শ্লোকাদি মেলে। কিন্তু নরহরির অন্যান্য প্রতিটি গ্রন্থের মতোই 'ভক্তিরত্নাকরে' তেমন কোনো শ্লোক নেই। এজন্যে গ্রন্থটির সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

'বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী'র লেখক মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের অনুমান, নরহরি ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮ খ্রীঃ) 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন[৩১]। কিন্তু অধিকারী মহাশয় তাঁর অনুমানের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। গ্রন্থটির মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সূত্র নেই, যা-থেকে এটির রচনাকাল খাড়া করা যায়। কেবল ১৩শ তরঙ্গে[৩২] 'অনুরাগবল্লী' নামক এমন একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; যা ১৭শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে,—১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (বসু চন্দ্রকলা যুক্তে=১৬১৮ শকাব্দ) রচিত হয়[৩৩]। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর' যে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত। নরহরি বৃন্দাবনে বসবাস করতেন, 'অনুরাগবল্লী'ও বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল। তবুও সেকালের পরিবেশে বৈষ্ণব সমাজে 'অনুরাগবল্লী'র মতো একটি নতুন বৈষ্ণব গ্রন্থের স্বীকৃতি লাভ করতে কমপক্ষে

(৩১) বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী (১৩০২), পৃঃ ১২৮।
(৩২) ভক্তিরত্নাকর পুথি, ১৪৮ক পত্র, ১ম লাইন—"ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার। অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার" (১৩।২৮২ নং পয়ার)। গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৬২৫।
(৩৩) অনুরাগবল্লী (৩য় সং), মৃণালকান্তি ঘোষ, পৃঃ ৫৪।

৩০।৩৫ বছর সময় লাগাই স্বাভাবিক। এই হিসেবে 'ভক্তিরত্নাকরের' রচনাকাল হয় ১৭২৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ৩য়-৪র্থ দশক। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে নরহরি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন[৩৪]। সেই হিসেবে ১৭২৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স হয় প্রায় ৩৭-৪২ বছর। এবং এই বয়সেই 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতো একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

কিন্তু আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। 'ভক্তিরত্নাকরে' কবির স্বরচিত ২৪৬টি পদ আছে। পদাবলী-সংকলনগুলির মধ্যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃত সমুদ্র' ও 'সংকীর্তনামৃতে' নরহরির কোনো পদ নেই; পদ আছে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সংকলন 'কীর্তনানন্দে' ও তার পরবর্তীকালের 'পদকল্পতরু', 'পদরসসার' প্রভৃতিতে। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে'র কোনো পদ কীর্তনানন্দে নেই, আছে 'পদকল্পতরুতে'[৩৫]। 'পদকল্পতরু' অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষদিকে সংকলিত। এই বিচারেও 'ভক্তিরত্নাকর' পদকল্পতরু'র ৩০।৩৫ বছর আগেকার রচনা হয় অর্থাৎ এর রচনাকাল দাঁড়ায় অষ্টাদশ শতকের ৫ম-৬ষ্ঠ দশকের পূর্ববর্তী কোনো সময়। পূর্বে আলোচিত কবির জন্মকাল ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময় গ্রহণ করলে, এ সময় তাঁর বয়স হয় প্রায় ৬৫-৭৫ বছরের কাছাকাছি। 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচনারীতি সম্পর্কে গবেষণা করে জানা যায়, এতে "মুখ্যবিষয়ের আলোচনায় পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয় নি। মনে হয়, কালে কালে বিরচিত বিচ্ছিন্ন রচনার মালা গাঁথা[৩৬]।" বিশেষ করে গ্রন্থের ৫ম ও১২শ তরঙ্গ যে কবি কর্তৃক বারংবার পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, এমন অনুমানের সুযোগ আছে। এ গ্রন্থের বহু পদ ও বহু বিষয়ই কবি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমন, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র পদ, 'সংগীতসার-সংগ্রহে'র সংগীত বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি। 'পদকল্পতরু'তে এ গ্রন্থের যে সব পদ সংকলিত হয়েছে, সেগুলি এটির একমাত্র ১২শ তরঙ্গেই আছে। সুতরাং দ্বাদশ তরঙ্গ যে পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হয়েছিল এমন অনুমান করা অসংগত নয়।

(৩৪) বর্তমান নিবন্ধ : ১ম অধ্যায় : নরহরি চক্রবর্তীর 'জীবৎকাল', পৃঃ ৪০।

(৩৫) পদকল্পতরুর ১৫৫৯ এবং ১৫৬০ সংখ্যক পদ (ভক্তিরত্নাকর, মিশন ২য় সং, পৃঃ ৫৮১-৫৮২)।

(৩৬) সুকুমার সেন (বা-সা-ই ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯০)।

এই সব কারণে 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক বা ১৭২৭-৩২ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়। তবে এই শতকের মাঝামাঝি কোনো সময়ে এর কোনো কোনো অংশ পরিমার্জিত বা পরিবর্ধিত হতে পারে ॥

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

নরহরি তাঁর গ্রন্থ রচনার একটি প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী 'পরম রসিক কবি' বৃন্দ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদবর্গের বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কবিগণ ইচ্ছা করেই কিছু কিছু লীলা বাদ দিয়ে গেছেন।

পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া।
রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া ॥ ৩৬ক

নরহরি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বিশদ করেছেন। বৃন্দাবন দাস প্রভুর বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করলেও "দক্ষিণ ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন"। নরহরি বৃন্দাবনদাসের পক্ষ থেকে এর কারণও বলেছেন—"ব্যাসরূপ তিঁহো তাঁর কে বুঝে আশয়। পশ্চাতে বর্ণিবে বেদব্যাস ঐছে কয়" ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের "দৈন্য" করেই প্রভুর "দক্ষিণ ভ্রমণ আদি" বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবুও কৃষ্ণদাস—

রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে ॥
যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুন্‌জিয়া।
পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া ॥ ৩৬খ

নরহরি বলেন, এইভাবে প্রভু বা প্রভুপ্রিয়-পরিকরদের যে সমস্ত লীলা তখনো বিস্তৃত বর্ণনার অপেক্ষায় ছিল, বৈষ্ণবেরা সেই সব লীলা-কাহিনী শুনতে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁরাই তাঁকে এই প্রকাশ-প্রতীক্ষিত লীলা বর্ণনার ভার দেন।

বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর ॥
বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল।
মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল ॥

(৩৬ক) ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ, মিশন ২য় সং, পৃঃ ১০।
(৩৬খ) ঐ, পৃঃ ১০।

তাঁ সবার আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া।
যে কিছু কহিব তা শুনিবে হৃষ্ট হৈয়া ॥৩৬গ

অর্থাৎ 'বৈষ্ণব-আজ্ঞায়' ভক্তিরত্নাকর রচিত। নরহরি আরো জানিয়েছেন যে, 'বিজ্ঞ' বৈষ্ণবেরাই তাঁর গ্রন্থের এই নামটি প্রদান করেছিলেন : "গ্রন্থনাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর" ॥

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ

'ভক্তিরত্নাকরে'র একটি মাত্র পুঁথি, এবং বহরমপুরের হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার ২টি সংস্করণ ও গোড়ীয় মিশনের ২টি সংস্করণ,—এগুলি মুদ্রিত গ্রন্থ। বলাবাহুল্য, উক্ত পুঁথিটি থেকেই বহরমপুরের সংস্করণ মুদ্রিত।

মুদ্রিত গ্রন্থ ৪টি একত্রিত করে পাঠ মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আশ্চর্য যে, এগুলির মধ্যে বানানের তারতম্য এবং দু-দশটি শব্দ ছাড়া তেমন কোনো পাঠান্তর নেই। আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের অনুলিপিটিও গোড়ীয় মিশনের আদর্শ পুঁথিরূপে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং মূল পুঁথির সংগে মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে পাঠের খুব বেশি পার্থক্য বা নূতনত্ব নেই।

(ক) তবে পুঁথির প্রারম্ভে (গ্রন্থারম্ভেরও পূর্বে) এবং শেষে (মূল গ্রন্থেব সমাপ্তিরও পরে) কিছু কিছু অতিরিক্ত পাঠ আছে। পুঁথির আরম্ভে ১ক পত্রে আছে—

"শ্রীগুরবে নমঃ। সপার্ষদ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। অষ্টকালীয় মানস গুরু সেবা পদং"।

—এর পরই "নিশি অবসানে জাগিয়া ভবনে বসি প্রভু গুরুদেব" ইত্যাদি ১৪ চরণের একটি অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ, ভণিতা নরহরি (পদটি পরিশিষ্ট-'ক', ১৪৩ নং-রূপে বর্তমান নিবন্ধে সংযোজিত)। তারপর আছে—

> "এতদ্রূপা শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ সাষ্টকালীয় লীলা মনসিভাব্যা। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণয়োশ্চ ॥ শ্রীভক্তিরত্নাকরারম্ভঃ। শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুরিহ জয়তি ক্ষ্মাতলে কল্পশাখী যচ্ছাখা রামচন্দ্রাদি কবিনৃপা অষ্টো যথা। ভূমি দেবা ব্যাস দ্যাখ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ যড়পি বলরামাদয়শ্চোপশাখাঃ ॥ কারুণ্যং যস্য পুষ্পং ফলমহি হরিভক্ত্যাখ্যং রতনং দুরাপং শাখা গণাস্তশ্চরণাম্ভোজয়ু গমনুপকাঃ। শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দ কর্ণপূর নৃসিংহকাঃ। ভগবান বল্লবীদাস গোপীরমণ গোকুলাঃ ॥ কবিরাজা ইতিখ্যাতা জয় ত্যষ্ট্রৌমহীতলে। উত্তমা ভক্তিসহিন্ত্য মাল্যদান বিচক্ষণাঃ। শ্রীব্যাসো গোকুলানন্দ শ্যামদাসস্তথৈবচ। শ্রীদাসঃ

(৩৬গ) ঐ, পৃঃ ২২-২৩।

শ্রীগোবিন্দঃ শ্রীরামশরণস্তথা ॥ ষটচক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলকাঃ। চট্টরাজ্ঞা ইতিখ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ। কুমুদানন্দসংজ্ঞাকং কুলরাজ প্রকীর্তিতঃ। শ্রীরূপ ঘটকশ্চাপি সর্ববিখ্যাত এব সঃ। শ্রীমৎঠক্কুরদাসাখ্য ঠক্কুর পরিকীর্তিতঃ। মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরহাম্বীর সংজ্ঞকঃ ॥ মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্। এবমষ্টৌ কবিনৃপা শ্বাদশৈতে ধরাসরাঃ ॥ মল্লারনিপতেস্তেকঃ শাখা ইত্যেক বিংশতিঃ ॥ তথা গৌরপ্রিয়াচৈব দ্রৌপদী চ প্রিয়াম্বয়া। কৃষ্ণপ্রিয়া হেমলতা স্বকীয়তনয়াসু চ। শ্রীগোবিন্দগতিঃ শাখাঃ পঞ্চেতি স্বজনান্বিতাঃ ॥ ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভোঃ শাখাবর্ণনং ॥ (পত্র ১)

মুদ্রিত কোনো সংস্করণে এই অংশ নেই। এরপর গ্রন্থারম্ভে একমাত্র পুথিতেই আছে—"শ্রীগৌরনিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ"। মুদ্রিত গ্রন্থে পঞ্চদশ তরঙ্গের শেষে "গ্রন্থানুবাদ" শব্দটি আছে, পুথিতে শব্দটি নেই।

পুথিতে "ইতি শ্রীমদ্ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ" লেখার পরও ১৫৪ক পত্রের ১২শ-২১শ পর্যন্ত ১০টি লাইন, ১৫৫ক-খ পত্র, ১৫৬ক পত্রে একটি ৪৬০ চরণের বিশেষ রচনা সংযোজিত হয়েছে। এটির রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী নয়,—পুথিটির অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয় স্বয়ং। রচনাটির নাম "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরান্তে গ্রন্থকারলেশসূচকং" বা "ভক্তিরত্নাকরান্ত" ।[৩৭] এতে নরহরির জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে ।[৩৭ক]

আরম্ভ এইরূপ : শ্রীগৌরগতির্মেস্তু

শুনহ শ্রীশ্রোতাগণ দয়ার সাগর। (১)
কহয়ে কিঞ্চিত দীনানন্দ এ পামর ॥

শেষ এইরূপ : ওহে প্রভু নরহরি রসুয়া ঠাকুর।
বনয়ারি সঙ্গ মোরে না করাবে দূর ॥
অনেক প্রয়াসে এই গ্রন্থ লিখিলাম।
সহায় তাহার পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥ (৪৬০)

'ভক্তিরত্নাকরে'র ১৬টি পদ 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে, ৫টি পদ 'গীতচন্দ্রোদয়'—'পূর্বরাগ' অংশে এবং ৩২টি পদ নবাবিষ্কৃত 'গীতচন্দ্রোদয়' 'মঙ্গলাচরণ' পুথিতেও মিলেছে।[৩৮] কিন্তু ১টি পদের ৪ চরণের অতিরিক্ত পাঠ

(৩৭) পুথির ১৫৪খ এবং ১৫৫খ, ১৫৬ক পত্রে শব্দটি লেখা আছে।
(৩৭ক) দ্রঃ বর্তমান নিবন্ধ—পরিশিষ্ট 'ঘ'।
(৩৮) দ্রঃ বর্তমান নিবন্ধ—কবির স্বরচিত গ্রন্থে পদ সংগ্রহ।

ব্যতীত উভয়ত্র তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর নেই। 'কিবা' স্থলে 'আজু', 'গোরা' স্থলে 'গোরা গোরা', 'বাহু' স্থলে 'ভুজ', 'কিবা গাওএ' স্থলে 'আনু গায়ত', 'সুচারু' স্থলে 'সুচার' ইত্যাদি পাঠান্তর দেখা যায়।

'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গের 'কৃষ্ণের অগ্রজরাম' ইত্যাদি পদটি নবাবিষ্কৃত 'গীতচন্দ্রোদয়' মঙ্গলাচরণ পুঁথির ৩৪খ-৩৫ক পত্রে পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে'র "বারুণী রেবতী দুই প্রিয়া প্রাণধন" স্থলে 'গীতচন্দ্রোদয়' পুঁথিতে "রাসবিলাসী রেবতী বারুণী জীবন" পাঠ আছে। এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র নিম্নোক্ত ৪ চরণ 'গীতচন্দ্রোদয়' পুঁথিটিতে নেই ঃ

প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে।
সংকীর্তন সুখের সায়রে সদা ভাসে ॥
ভুবন মোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি।
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥ [৩৯]

কিন্তু গৌড়ীয় মিশন মুদ্রিত সংস্করণের একটি মারাত্মক ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ছাপার দোষ বা যে কোনো কারণেই হোক, এ গ্রন্থের ১২শ তরঙ্গোদ্ধৃত কয়েকটি পদের ভুল-ভণিতা পাঠে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন।

পুঁথির পাঠ ও মিশন-মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ পাশাপাশি প্রদত্ত হলো ঃ

পদ [৪০] (কবির নাম)	মিশন সং-এর ভুল পাঠ	পুঁথির শুদ্ধ পাঠ
(১) আজুকার স্বপনের কথা (বাসুঘোষ)	সেহ কেনে মরিয়া না যায় (পৃঃ ৬০৫)	'বাসু' কেনে...
(২) নিতাই চাঁদ দয়াময় (যদু) [৪০ক]	এ ভব অচলে যদু রহল অবধি (পৃঃ ৫৯৭)	'যদু' রহল

গঠনশৈলী

'ভক্তিরত্নাকর' সুবৃহৎ গ্রন্থ। মোট ১৫টি তরঙ্গ। গ্রন্থশেষে 'গ্রন্থানুবাদ' নামক একটি বিশেষ অংশ আছে। 'তরঙ্গ' অর্থে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ।

---

(৩৯) ভক্তিরত্নাকর (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৬১১।

(৪০) ১ নং, ২নং পদ দুটি পদকল্পতরুতে (২২৭০, ২৩০০ সংখ্যক) আছে। পদকল্পতরু ও বহরমপুর মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ বর্তমান পুঁথির পাঠের সঙ্গে অভিন্ন।

(৪০ক) পদটি গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ-গ্রন্থে পাই, হরিদাস দাস সং, পৃঃ ২৮।

প্রত্যেক তরঙ্গ আরম্ভ হয়েছে ভাষায় রচিত সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা ও জয়গান দিয়ে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায়, তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে একটি করে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যবন্দনার শ্লোক, ও তারপরে ভাষায় রচিত দুই চরণের সপরিকর চৈতন্য-বন্দনা। সংস্কৃত শ্লোকটি সর্বত্র এক নয়, দুই চরণের পয়ার সর্বত্র এক। 'ভক্তিরত্নাকরে' প্রথম তরঙ্গের আরম্ভে একটি সংস্কৃত শ্লোক, অন্য তরঙ্গে এরূপ কোনো শ্লোক নেই। এবং সপার্ষদ গৌরবন্দনার-চরণগুলিও সর্বত্র এক নয়। তবে প্রতিটি তরঙ্গেই মূল বক্তব্যে প্রবেশের আগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে লেখা কবির নিবেদন সর্বত্র এক

জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥

প্রতি তরঙ্গের শেষ চরণে ভণিতা আছে 'নরহরি' নামে। তাঁর অপর নাম 'ঘনশ্যাম' কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। শ্রীনিবাসাচার্যের বন্দনা করে প্রত্যেক তরঙ্গ পরিসমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি সূচক দুচরণের পয়ার সর্বত্র এক

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তাকরি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

তারপর সংস্কৃতে লিখিত পুষ্পিকা—

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে.........বর্ণনং নাম.........তরঙ্গ ॥

'চৈতন্যচরিতামৃতের মতোই ভক্তিরত্নাকরও পড়বার ও পড়ে শোনাবার জন্যে লিখিত। মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় বা শ্রীনিবাসাদির জীবনকথা বর্ণনায় কোথাও রাগরাগিণীর উল্লেখ নেই। সর্বত্র ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ার। ১ম, ৫ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ তরঙ্গে লীলা বর্ণনার সাহায্যকারী হিসেবে মোট ৩২৩টি বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখে সংযোজিত হয়েছে। বিবৃতিমূলক রচনাকে রস সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এগুলির ব্যবহার।

গ্রন্থের তরঙ্গগুলির কলেবর সমান নয়। ভাষায় রচিত পয়ার গণনায় বৃহত্তম তরঙ্গ দ্বাদশ। নীচে প্রতিটি তরঙ্গের চরণ সংখ্যা, সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোক ও মহাজনপদাবলী (কবির স্বরচিত ও অন্যান্য কবিদের পদ) সম্পর্কে একটি হিসেব প্রদত্ত হলো (তরঙ্গগুলি পরিমাপ অনুসারে সাজানো হয়েছে)



তরঙ্গের সংখ্যা	চরণ	সংস্কৃত শ্লোক	মহাজন পদাবলী
১২	৫০৬০	৭৬	২৪৬
৫	৪৯০২	১০০২	৪৪
১	১৫৯০	৭২	৪
১১	১৫৭৬	৩	০
১০	১৫৪৪	১	০
৯	১৪৬৬	৮	২
৭	১২৬৬	৪	০
৮	১০৪৮	২	০
৬	১০১৮	১৪	৪
২	৯৪৪	১৯	০
৪	৮৪০	৯	০
১৩	৭৮২	৮	৭
৩	৭৩৬	২	০
১৪	৩৬৬	০	৮
১৫	২০২	০	৭
গ্রন্থানুবাদ	৮০	০	১
মোট	২৩৪২০	১২২০	৩২৩

পাঠবাড়ী রক্ষিত 'ভক্তিরত্নাকর' পুঁথিটিতে ১ক পত্রে অতিরিক্ত ১টি পদ ও সংস্কৃতে লিখিত 'শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাবর্ণন' অংশ আছে। ১৪শ তরঙ্গে সংস্কৃতে রচিত ৫টি পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং সমগ্র গ্রন্থে মোট ২৩৪২০-টি ভাষায় রচিত চরণ, ১২২০টি সংস্কৃত শ্লোক এবং ৩২৪টি মহাজনপদাবলী বর্তমান।

'ভক্তিরত্নাকরে'র গঠনরীতি সম্পর্কে ডঃ সেন মহাশয় বলেন,—"ভক্তিরত্নাকর অনেকখানি চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু

কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার মতো গোছালো নয়।. বহু শ্লোক আছে, অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মুখ্য বিষয়ের আলোচনায় পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয় নাই। মনে হয়, যেন কালে কালে বিরচিত বিচ্ছিন্ন রচনার মালা গাঁথা"।[৪১]

গ্রন্থের ৫ম ও ১২শ তরঙ্গ যথাক্রমে 'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে কবি মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন, যে বিষয়ে একটি পদ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধার করলেও চলতো সেখানে পদের পর পদ সংযোজিত করেছেন। এবং পদগুলি না থাকলেও গ্রন্থের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটতো না। এজন্যে অনুমিত হয় যে, তরঙ্গ দুটি মূল গ্রন্থ রচনার পর পরিবর্ধিত হয়েছে। তখন মূল রচনার সঙ্গে এই সব পদ সংযোজিত করতে পারেন, ৫ম তরঙ্গে সংগীতাংশটি যোগ করে দিতে পারেন। এদের পৃথক পৃথক পুথিও মিলেছে। পুথি দুটির সমাপ্তি অংশে 'ভক্তিরত্নাকর' নামও নেই। 'ব্রজপরিক্রমা' পুথির শেষে লেখা : "শ্রীনিবাসআচার্য্যচরণ চিন্তাকরি। ব্রজপরিক্রমা কহে দাস নরহরি"। এবং 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'র শেষে আছে : 'নবদ্বীপ পরিক্রমা কহে দাস নরহরি'।[৪২] মূল ঘটনা বর্ণনা করতে করতে কবি ছোট বড়ো প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন। ঘটনার ঐক্য অনেক সময়ই রক্ষিত হয় নি। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বিষয় সূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই এ কথা স্পষ্ট হবে।

ভক্তিরত্নাকরের বিষয়সূচী

সুবৃহৎ 'ভক্তিরত্নাকর' ১৫টি তরঙ্গে বিভক্ত। প্রত্যেক তরঙ্গের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হলো।

প্রথম তরঙ্গ : 'মঙ্গলাচরণে নানা প্রসঙ্গানুকথনে শ্রীনিবাসাচার্য জন্ম-সূত্রাদি বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীগোপালভট্টের মঙ্গলাচরণ, পূর্বপুরুষ পরিচিতি, ও চরিত্রবত্তা। (২) রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশ পরিচিতি, রামচন্দ্রের চরিত্র ও নরোত্তমের সঙ্গে বন্ধুত্ব, নরোত্তম-চরিত্র। (৩) লোকনাথ গোস্বামীর পরিচয় ও চরিত্র। (৪) শ্যামানন্দের পিতৃ মাতৃ পরিচয়, নামকরণ, গুরু-কথা, চরিত্র; নরোত্তমের সঙ্গে বন্ধুত্ব। (৫) গোবিন্দদাস কবিরাজের পরিচয়। (৬) সন্তোষ দত্তের চরিত্র, গোকুলানন্দ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ। (৭) ভক্তি-রত্নাকর' রচনা ও নামকরণের হেতু, 'ভক্তি'-মহিমা, গোস্বামীদের ভক্তিশাস্ত্র প্রচার প্রসঙ্গ। (৮) সনাতন গোস্বামীর পরিচয়, জীব গোস্বামীর ঊর্ধ্বতন সাত পুরু-

(৪১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং), পৃঃ ৩৯০।
(৪২) দ্রঃ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'র শেষ দুই চরণ।

ম্নের ইতিবৃত্ত, সনাতন-রূপবল্লভের জীবনকথা, রামকেলিতে চৈতন্যদেবের শিক্ষা-দান ও সনাতনের ভাগবত-আলোচনা, শ্রীরূপ গোস্বামীকে কৃপাদান, সনাতনের বৃন্দাবন থেকে নীলাচল গমন, শ্রীজীব গোস্বামীর চরিত, রূপ-সনাতনের চরিত্র; সনাতনের ৪টি, শ্রীরূপের ১৬টি, দাস গোস্বামীর ৩টি, জীব-গোস্বামীর ২৫টি গ্রন্থের তালিকা। (৯) শ্রীনিবাসের জীবনীকথার সংক্ষিপ্ত সূত্র ইত্যাদি ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ : 'শ্রীনিবাস জন্মাদি প্রসঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদি-প্রকট বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের (পূর্বনাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য) বৃত্তান্ত। প্রাক্ কথন-রূপে বর্ণিত : কেশব ভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ, সে সময়ে চৈতন্য দাসের অবস্থা, নতুন নাম প্রাপ্তি, পুত্রকামনা ও সস্ত্রীক নীলাচল-যাত্রা, স্বপ্নে শ্যামমূর্তি দর্শন, নীলাচলে চৈতন্য-দর্শন, চৈতন্যদাসের প্রতি প্রভুর কৃপা, চৈতন্যভৃত্য গোবিন্দের আনুগত্যে চৈতন্যদাসের জগন্নাথ দর্শন, মহাপ্রভু কর্তৃক চৈতন্যদাসের প্রার্থনার রহস্য উদ্ঘাটন ও শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ। চৈতন্যদাসের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন ও অবিরাম নাম প্রেম প্রচার, তাঁর গৌরাঙ্গ প্রীতির নব নব পরিচয় ॥

শ্রীনিবাসের জন্মকথা : অন্নপ্রাশন, নামকরণ, মাতা (=লক্ষ্মীপ্রিয়া) কর্তৃক শিশুকে নামকীর্তন শিক্ষাদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বাল্যশিক্ষা, গ্রাম-বাসীর স্নেহলাভ। গোবিন্দ ঘোষ, শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ ও নরহরি সরকারের স্নেহলাভ। নরহরি সরকার-জীবনী। বালক শ্রীনিবাসের পিতৃমুখে সমগ্র চৈতন্য-চরিত শ্রবণ, নিমাই-এর দিগ্বিজয়ী-বিজয়, গয়া গমন, সগণ নবদ্বীপ বিহার, জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজীদলন এবং প্রভুর সৌন্দর্যবর্ণনা রূপ সনাতনের চরিত্র, ও বিভিন্ন বিগ্রহের সেবাপ্রকাশ ইত্যাদি শ্রবণ। পিতা পুত্র উভয়ের প্রেমাশ্রুপূর্ণ ভাবাবেগ বর্ণনা ॥

তৃতীয় তরঙ্গ : 'শ্রীনিবাসাচার্য চরিত্রবর্ণনে তন্নীলাচল গমনং পুনর্গৌড়-গমনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে বসবাস, নীলাচলপথে শ্রীখণ্ডে ভক্ত-গণের সঙ্গে মিলন, পথে মহাপ্রভুর অপ্রকট বার্তাশ্রবণ ও করুণভাবে বিলাপ, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন ও সান্তনালাভ, নীলাচলের সিংহদ্বারে নামকীর্তন, স্বপ্নে জগন্নাথ ও চৈতন্যদর্শন। গৌর বিরহকাতর গদাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, পরমানন্দপুরী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীনিবাসের মিলন। স্বরূপ ও রঘুনাথকে দেখতে না পেয়ে শ্রীনিবাসের ব্যাকুলতা, হরিদাসের সমাধি, ও বলরাম-সুভদ্রাদির বিগ্রহ দর্শন। (২) গদাধর আদেশে শ্রীনিবাসের গৌড়ে

প্রত্যাবর্তন, শ্রীখণ্ডে আগমন, পুনরায় নীলাচল যাত্রা। পথে পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট বার্তা শ্রবণ ও ব্যাকুলতা, স্বপ্নাদেশ লাভ করে পুনরায় গৌড় যাত্রা, গৌড়পথে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের অপ্রকট বার্তা শ্রবণ, করুণ বিলাপ ও স্বপ্নে তাঁদের দর্শন লাভ। শ্রীনিবাসের গৌড়ে নবদ্বীপ যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ॥

চতুর্থ তরঙ্গ : 'শ্রীনিবাসাচার্যস্য গৌড়ভ্রমণে বৃন্দাবন গমনাদিবর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ আগমন, গৌর নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের জন্যে বিলাপ, বংশীবদনের সাক্ষাৎলাভ। বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গমন, তাঁর কৃপালাভ, নবদ্বীপ-বাসী ভক্তদের কৃপালাভ। (২) শ্রীনিবাসের নানা স্থান ভ্রমণ; শান্তিপুরে সীতাদেবীর, গড়দহে বসুধা-জাহ্নবা-বীরচন্দ্রের খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের কৃপালাভ। পুনরায় শ্রীখণ্ড হয়ে যাজিগ্রামে আগমন। (৩) শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনযাত্রা--পথে কণ্টকনগর, মৌড়েশ্বর, কুণ্ডলীদমন ও একচক্রা গমন। একচক্রায় নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন। তারপর গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা গমন। মথুরায় সনাতন ও রূপের অপ্রকট বার্তা শ্রবণে বিহ্বলতা ও জনৈক মাথুর ব্রাহ্মণ কর্তৃক সান্ত্বনাদান। বিরহকাতর শ্রীজীব ও গোপালভট্টকে রূপসনাতনের স্বপ্নাদেশ দান। (৪) শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে প্রবেশ, বৃন্দাবনের শোভাদর্শন, শ্রীজীবের সঙ্গে মিলন, তাঁর ও মধু পণ্ডিতের স্নেহলাভ; নানা বিগ্রহ ও শ্রীরূপের সমাধি দর্শন, গোপাল ভট্টের সঙ্গে মিলন, রাধারমণ মূর্তিতে গৌরমূর্তি দর্শন; লোকনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী, পরমানন্দ পুরী ও মধু পণ্ডিতের সাক্ষাৎলাভ, সনাতন গোস্বামীর সমাধি দর্শন। (৫) শ্রীনিবাসের শ্রীগোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ। দাসগোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, শ্রীজীব কর্তৃক শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' উপাধি দান। লোকনাথের নিকট নরোত্তমের দীক্ষা গ্রহণ, শ্রীজীব কর্তৃক তাঁকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি দান। শ্রীনিবাস-নরোত্তম মিলন ॥

পঞ্চম তরঙ্গ : 'ব্রজপরিক্রমাদি বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীজীব কর্তৃক রাঘব পণ্ডিতের সাহায্যে শ্রীনিবাস-নরোত্তমকে মথুরামণ্ডল দর্শনার্থে প্রেরণ; রাঘবের জীবনী। মথুরার পরিসীমা ও আয়তন বর্ণনা। পথ প্রদর্শকরূপে রাঘবের শ্রীনিবাসাদিকে ব্রজমণ্ডলের এক এক স্থানে আনয়ন ও সেই সব লীলাস্থলীর পূর্ব ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন। শ্রীনিবাস নরোত্তমের প্রতিটি কৃষ্ণলীলা-স্থলী, বন-উপবন; কুঞ্জ, নদ নদী, গ্রাম, কুণ্ড, নানা বিগ্রহ ইত্যাদি দর্শন ও

রাঘবমুখে সে সবের ইতিহাস শ্রবণ। (২) দাসগোস্বামীর অভূতপূর্ব জীবনাচরণ, চারিত্র্যবত্তা, গোবর্ধন শিলা সেবা। তাঁর কাছে শ্রীনিবাস নরোত্তমের গমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে মিলন ও নানা ভক্তের সমাবেশ, গোপালভট্টের কুটীরে মহাপ্রসাদ লাভ। (৩) পুনরায় ব্রজমণ্ডল দর্শনার্থে গমন; গোবর্ধন পার্শ্বস্থ লীলাস্থলী, কুণ্ডাদি দর্শন ও পুরাবৃত্ত শ্রবণ। দোলক্রীড়া ভূমির নানা স্থান দর্শন। কিশোরীকুণ্ডে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে গমন। তারপর নানা বন উপবন ঘাট এবং গোকুলাদি দর্শন ও পুরাবৃত্ত শ্রবণ। (৪) অদ্বৈতসাধন-ক্ষেত্র প্রস্কন্দন ঘাটে গমন ও রাঘব মুখে অদ্বৈত-জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ। (৫) কালিন্দীতীরে রাঘব মুখে বৈষ্ণবের চার সম্প্রদায়ের ইতিহাস, মধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, রামানন্দী ও বল্লভী সম্প্রদায়ের তত্ত্ব, গৌরাবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও তারকব্রহ্ম নামের অর্থ প্রভৃতি শ্রবণ। (৬) শৃঙ্গারবট বা নিত্যানন্দ বট-তলায় শ্রীনিবাসের রাঘবমুখে নিত্যানন্দের লীলা বিবরণ শ্রবণ—তাঁর পিতৃ পরিচয়, অবধূত বেশে তীর্থ পরিক্রমা, মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির স্বপ্নে নিত্যানন্দ রূপী বলদেব দর্শন, মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান, মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দের ভক্তি। (৭) রাঘবসঙ্গে শ্রীনিবাসের রাসস্থলী আগমন : রাঘব কর্তৃক রাস-প্রসঙ্গ বর্ণনা, সেই সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা—(সংগীতের প্রকার ভেদ, নাদ, তাল, গ্রাম, মূর্ছনা, রাগরাগিণী, নৃত্য, নাট্য, বাদ্য, অঙ্গাভিনয় ইত্যাদি)। (৮) অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, ঝুলন, ফাগুখেলা, নায়ক নায়িকা ভেদাদি বর্ণনা ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ : 'শ্রীনিবাসাচার্যস্য বৃন্দাবনাদ্গৌড় গমন বর্ণনং নাম'। (১) বৃন্দাবনে শ্রীজীবস্থানে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে দুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ)-এর মিলন। প্রসঙ্গতঃ শ্যামানন্দের জীবনী বর্ণনা—(পিতৃ পরিচয়, জন্ম-বৃত্তান্ত, হৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ, রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ, জীবগোস্বামীর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র আস্বাদন, অধ্যাপনা, শ্রীজীব কর্তৃক দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্যামানন্দ নাম প্রদান)। (২) প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা কর্তৃক বৃন্দাবনে দুই বিগ্রহ (রাধিকা, ললিতা) প্রেরণ। (৩) শ্রীনিবাসের নবদ্বীপলীলা ও কৃষ্ণলীলা চিন্তন, নরোত্তমের কৃষ্ণের প্রতি সেবাকাঙ্ক্ষা। (৪) শ্রীজীব প্রমুখ আচার্যদের আদেশে গোস্বামী-গ্রন্থ নিয়ে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের গৌড় যাত্রা। শ্রীজীব আজ্ঞায় মথুরার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির শ্রীনিবাসাদিকে বর্ষা নিবারণের কাষ্ঠ দান ও তাঁদের সাহায্যকারী পদাতিক প্রয়োগ ॥

সপ্তম তরঙ্গ : 'ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশাদি বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসাদি-বাহিত গোস্বামীগ্রন্থ গৌড়-পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের 'তস্করগণ' কর্তৃক অপহরণ। গ্রন্থাদি দর্শনে রাজার নির্বেদ প্রাপ্তি, গ্রন্থাচার্যের দর্শন-লাভের ব্যাকুলতা ও স্বপ্নে গ্রন্থাচার্য দর্শন। (২) গ্রন্থাপহরণে শ্রীনিবাসাদির অস্থিরতা ও প্রাণত্যাগের সংকল্প। জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক শ্রীনিবাসকে গ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাসূচক সংবাদ দান। (৩) নরোত্তমের খেতুরী ও শ্যামানন্দের উৎকলে ধর্ম প্রচারার্থে গমন। বীর হাম্বীরের রাজসভায় শ্রীনিবাসের শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাকরণ। তৎ শ্রবণে পারিষদ্‌বর্গসহ হাম্বীরের চিত্ত বিগলন ও আত্ম-দগ্ধ। নির্জনে শ্রীনিবাসের নিকট হাম্বীরের ক্ষমাভিক্ষা ও কৃপা লাভ এবং গ্রন্থাদি পূজা। রানীর শ্রীনিবাসের কৃপা লাভ। (৪) শ্রীনিবাস কর্তৃক হাম্বীরের পত্রসহ গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ প্রেরণ—বৃন্দাবনে, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের নিকটে। (৫) খেতুরীতে সন্তোষ দত্তকে নরোত্তমের কৃপা প্রদর্শন। নরোত্তমের খেতুরী বাস, গৌড়মণ্ডল পরিভ্রমণ ও উৎকল যাত্রা। (৬) শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর থেকে যাজিগ্রাম, কণ্টক নগর ও নবদ্বীপ ভ্রমণ। শ্রীনিবাসের বিবাহে নরহরি সরকারের আজ্ঞাদান ॥

অষ্টম তরঙ্গ : 'নরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল দর্শনাদি বর্ণনং নাম'। (১) নরোত্তমের নবদ্বীপ যাত্রা, জনৈক বিপ্রমুখে নবদ্বীপের তদানীন্তন অবস্থা শ্রবণ ও মায়াপুরের পথের সন্ধান লাভ। মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্র-ভবনে বিরহাশ্রু বর্ষণ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তের সঙ্গে মিলন। (২) নীলাচলযাত্রা-পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে, অম্বিকায় হৃদয়চৈতন্যের সঙ্গে, সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে, খড়দহে বসুধা-জাহ্নবার-বীরচন্দ্রের সঙ্গে; খানাকুলে অভিরাম গোস্বামীর পত্নী মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। (৩) নরোত্তমের নীলাচলে আগমন। জগন্নাথ দর্শন। গম্ভীরা, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথ মন্দির, গুণ্ডিচা মন্দির ও বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন। টোটা গোপীনাথ মন্দিরে গদাধর পণ্ডিতের মাহাত্ম্য ও মহাপ্রভুর অপ্রকট বিষয় শ্রবণ। গদাধরশিষ্য-মানুঠাকুর ও গোপালগুরু গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ। (৪) নরোত্তমের গৌড়-প্রত্যাবর্তন-পথে শ্যামানন্দ ভবনে সশিষ্য শ্যামানন্দ কর্তৃক সম্বর্ধনা লাভ। শ্রীখণ্ড হয়ে যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আলয়ে আগমন ও শ্রীনিবাস কর্তৃক ভক্তসভায় নরোত্তমের পরিচয় প্রদান। কণ্টক নগরে গদাধর দাসের দর্শন লাভ, একচক্রা হয়ে খেতুরী প্রত্যাবর্তন। (৫) শ্রীনিবাসের গৃহাশ্রম স্বীকৃতি, অধ্যাপনা ও রামচন্দ্রকে দীক্ষা দান ॥

নবম তরঙ্গ : 'পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্যস্য শ্রীবৃন্দাবনগমনাগমনাদি শ্রীকাটোয়া-যাজিগ্রাম-শ্রীখণ্ড মহোৎসব বর্ণনং নাম'॥ (১) শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর ত্যাগ হেতু বীর হাম্বীরের ব্যাকুলতা। বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব লিখিত দুটি পত্র নিয়ে হাম্বীরের নিকট পত্রবাহকের উপস্থিতি। হাম্বীরের পত্র গ্রহণ ও শ্রীনিবাসের পত্র যাজিগ্রামে প্রেরণ। (২) শুক্লাম্বর আচার্য, দাস গদাধর ও ঠাকুর নরহরির তিরোধান। (৩) পত্রপাঠ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রা। পথে জনৈক মাথুর-বিপ্রমুখে দ্বিজ হরিদাসের তিরোধান বার্তা শ্রবণ। বৃন্দাবনে গোপালভট্ট, ভূগর্ভ, লোকনাথ ও শ্রীজীব প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র কবিরাজের বৃন্দাবন আগমন। গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রীনিবাস-কৃপা লাভ ও রামচন্দ্রের 'কবিরাজ' আখ্যা লাভ। (৪) শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর আগমন। বীর হাম্বীরের স্ত্রী পুত্রসহ দীক্ষা গ্রহণ ও 'চৈতন্যদাস' নাম প্রাপ্তি। (৫) শ্রীনিবাসের কাটোয়া গমন. গদাধরশিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলন। কাটোয়ায় গদাধরের তিরোভাবদিবস উদ্‌যাপন। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোভাবদিবস উদ্‌যাপন, বীরভদ্র ও বিভিন্ন মহান্তের আগমন। বীরভদ্রের কৃপায় জনৈক অন্ধের দৃষ্টি লাভ ॥

দশম তরঙ্গ : 'শ্রীনরোত্তমালয়ে মহামহোৎসব শ্রীজাহ্নবা-বৃন্দাবনযাত্রাদি বর্ণনং নাম'॥ (১) কাঞ্চন-গড়িয়াতে দ্বিজ হরিদাসের তিরোভাব তিথি মহোৎসবের জন্যে গোকুলানন্দ প্রমুখকে শ্রীনিবাসের আদেশ দান। মহান্ত দর্শনে উৎসব সম্পর্কে গ্রামবাসীদের আলোচনা। সশিষ্য শ্রীনিবাসের উৎসবে যোগদান। গোকুলানন্দকে দীক্ষাদান। (২) সশিষ্য শ্রীনিবাসের খেতুরী যাত্রা-পথে বুধরিতে গোবিন্দদাস কবিরাজকে দীক্ষা দান। বুধরিতে নরোত্তমের আগমন। খেতুরীতে উৎসবের জন্যে শ্রীনিবাসকে মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ। উৎসবের জন্যে শ্রীনিবাস কর্তৃক সর্বত্র সংবাদ প্রেরণ। শ্রীনিবাস আজ্ঞায় গোবিন্দদাসের মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা ও তাঁর 'কবিরাজ' উপাধি লাভ। (৩) শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্রাদির খেতুরী আগমন। স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তা জাহ্নবা দেবীর সশিষ্য খেতুরী উৎসবে যোগদান। খেতুরী উৎসবের বর্ণনা—বিগ্রহ-অভিষেক, পূজা. সংকীর্তন. রাত্রিব্যাপী মঙ্গলারত্রিক; জাহ্নবার ভোগ রন্ধন, উপস্থিত সকলের মহাপ্রসাদ লাভ। (৪) জাহ্নবার বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীনিবাস ও ভক্তগণের বিদায় গ্রহণ ॥

একাদশ তরঙ্গ : 'শ্রীঈশ্বরী-জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনাদি বর্ণনং নাম'। (১) জাহ্নবার বৃন্দাবন যাত্রা—পথে জীবের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন—পাষণ্ড

দস্যুদের উদ্ধার। জাহ্নবার মথুরা আগমন ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৃন্দাবন গমন। গোপালভট্ট শ্রীজীব কর্তৃক তার সম্বর্ধনা। (২) গোস্বামীদের সঙ্গে জাহ্নবার বিগ্রহাদি দর্শন, রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর কাছে অবস্থান; বংশীধ্বনি শ্রবণ ও শ্যামসুন্দর দর্শনে তাঁর ভাবাবেশ। নন্দগ্রাম পরিভ্রমণ। শ্রীজীবের ভাগবতপাঠ শ্রবণে জাহ্নবার প্রেমাবেশ, বিগ্রহসেবা, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণ। জনৈক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রের জীবন দান ও বিদায় গ্রহণ। (৩) বড়ুগঙ্গাদাসের পরিচয়। (৪) জাহ্নবার গৌড়মণ্ডলে আগমন,—খেতুরীতে নরোত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বুধরিতে গমন। বড়ুগঙ্গাদাস ও হেমলতার বিবাহ। জাহ্নবার একচক্রা গ্রামে আগমন ও জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণমুখে নিত্যানন্দের পিতৃ পরিচয়াদি শ্রবণ। জাহ্নবার যাজিগ্রাম-শ্রীখণ্ড-নবদ্বীপ-অম্বিকা হয়ে খড়দহে প্রত্যাবর্তন ॥

দ্বাদশ তরঙ্গ ঃ 'শ্রীনবদ্বীপ ভ্রমণাদি বর্ণনং নাম'। (১) নরোত্তম-রামচন্দ্রকে নিয়ে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ আগমন,—প্রসঙ্গতঃ নবদ্বীপের আয়তন, পরিসীমা, ন-টি দ্বীপের মহিমা, মায়াপুরের ইতিহাস বর্ণন। শচীমাতার পুরোনো ভৃত্য বৃদ্ধ ঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ। (২) ঈশানের নেতৃত্বে শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপের প্রতিটি স্থান পরিভ্রমণ ও ঈশান-মুখে প্রতিটি স্থানের পুরাবৃত্ত, বর্তমান মহিমা ইত্যাদি শ্রবণ—ন-টি দ্বীপের বর্ণনা, গৌরাঙ্গ জন্মস্থানে গৌরাঙ্গের জীবনকথা শ্রবণ (পিতৃ-পরিচয়, শচী জগন্নাথ বিশ্বরূপ ও অদ্বৈতের চরিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনী—গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা—দুরন্তপনা, খেলাধুলো বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ, পূর্ববঙ্গ গমন, দীক্ষা গ্রহণ, গয়া গমন, সংকীর্তন প্রকাশ, নৃত্য, ভক্ত প্রতি কৃপা প্রদান, সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ, জগাই মাধাই উদ্ধার, কৃষ্ণের আবেশে নানা স্থানে নৃত্য, গৌর-নিত্যানন্দের যুগল নৃত্য, প্রভুর অভিষেক, তাঁর বরাহাদি মূর্তি প্রকাশ, রাধাকৃষ্ণের জন্মোৎসবে নৃত্য, গোষ্ঠ-দান-বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলা প্রকাশ, গোপীবেশে নৃত্য)। প্রসঙ্গতঃ নিত্যানন্দলীলা-অদ্বৈতমহিমা-নিত্যানন্দ-বিবাহ বর্ণনা। (৩) স্বপ্নে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপের স্বরূপ ও মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা দর্শন (তাঁর অন্তঃপুর বিলাস, সংকীর্তন, ঐশ্বর্যবিলাস, বৈকুণ্ঠ বিলাস, অযোধ্যা-দ্বারকা-মথুরা-ব্রজ-নিকুঞ্জ - বিলাস প্রভৃতি) ॥

ত্রয়োদশ তরঙ্গ ঃ 'শ্রীনিবাসাচার্যস্য বিবাহাদি বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ-বিদায়-পথে ঈশানের তিরোভাব বার্তা শ্রবণ। যাজিগ্রামে আগমন। বীর হাম্বীরের যাজিগ্রামে আগমন। শ্রীনিবাস কর্তৃক রামচন্দ্র হস্তে

শিক্ষার্থে হাম্বীরকে অর্পণ। (২) খড়দহ থেকে জাহ্নবার বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-বিগ্রহ প্রেরণ। কাটোয়ায় 'কেশব ভারতী' ঘাটে নৌকা সজ্জা ও বৈষ্ণব মিলন, কীর্তন। (৩) হাম্বীরের বিষ্ণুপুর ও শ্রীনিবাসের খেতুরী গমন। (৪) রঘুনন্দন প্রভুর তিরোভাব। (৫) বনবিষ্ণুপুরে গোপালপুর নিবাসী রাঘবচক্রবর্তীর কন্যা মাধবীদেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ। (৬) বীরচন্দ্রের বিবাহ। জাহ্নবার অনুমতি নিয়ে বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন, পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সম্বর্ধনা লাভ, বৃন্দাবনে বনভ্রমণ ও গৌড়ে প্রত্যাবর্তন ॥

চতুর্দশ তরঙ্গ : 'শ্রীশ্রীমদাচার্যশিষ্য-গৃহে ভ্রমণাদি বর্ণনং নাম'। (১) ব্রজ ও গৌড়ের মধ্যে পত্র বিনিময়। (২) শ্রীনিবাসগৃহে রামচন্দ্র কবিরাজের আদরযত্ন লাভ। (৩) শ্রীনিবাসের বুধরি গমন, নরোত্তম-সঙ্গে সংকীর্তন করণ। (৪) বোরাকুলি উৎসব—গোবিন্দ চক্রবর্তীর গৃহে রাধামাধব বিগ্রহ সেবা, বিভিন্ন ভক্তের আগমন, চক্রবর্তীর 'ভাবুক চক্রবর্তী' আখ্যা লাভ। (৫) বীরচন্দ্র কর্তৃক কাঁদরা গ্রামবাসী জয়গোপাল দাসকে (গুরু অমান্য হেতু) শিষ্যত্ব থেকে বহিষ্করণ। (৬) শ্রীনিবাস-নরোত্তম চরিতগীতি ॥

পঞ্চদশ তরঙ্গ : 'শ্রীশ্যামানন্দাদি চরিত্র বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দের পত্র বিনিময়। ব্রজ প্রত্যাগত শ্যামানন্দের উৎকলে ধারেন্দা গ্রামে প্রেমভক্তি প্রচার—মল্লভূমি, রয়নী, বারায়িত গ্রামে গমন; অচ্যুত-তনয় রসিকানন্দ-মুরারিকে মন্ত্রদীক্ষা দান, দামোদর নামক যোগিকে কৃপা। শ্যামানন্দের শিষ্য বিবরণী। (২) রসিকানন্দের প্রেমভক্তি প্রচার ও পাষণ্ডাদি উদ্ধার। (৩) হরিদাস আচার্যের প্রেমভক্তি প্রচার। (৪) নরোত্তমশিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর পাষণ্ডীমত খণ্ডন ও ভক্তি প্রচার। (৫) শ্যামানন্দ, রামকৃষ্ণাচার্য ও গঙ্গানারায়ণ চরিতগীতি ॥

গ্রন্থানুবাদ : (১) গ্রন্থ পরিচয়—বিষয়সূচী (২) কবির আত্মপরিচয় ॥

'ভক্তিরত্নাকরে' সংকলিত বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

'ভক্তিরত্নাকর' মূলতঃ জীবনী গ্রন্থ হলেও পদসংকলন গ্রন্থ হিসেবে এর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সমগ্র পুঁথিতে কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে গ্রন্থকার ৩২৩টি (পুঁথির ১ক পত্রের 'নিশি অবসানে'.................................. ইত্যাদি পদটি বাদে) পদাবলী সংকলিত করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর স্বরচিত উভয় ভণিতার ('নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম') ২৪৫টি পদ আছে। এই সঙ্গে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কিছু কিছু পদ গ্রহণ করেছেন। ২৭টি স্বতন্ত্র

ভণিতাযুক্ত ৭৭টি এবং ভণিতা নেই এমন ২টি, মোট ৭৯টি পদ এ গ্রন্থে সংগৃহীত। কবির স্বরচিত পদগুলি অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।[৪৩] অন্যান্য কবিদের ভণিতাযুক্ত পদগুলির একটি হিসেব দেওয়া গেল—

তরঙ্গ প্রথমে—৪টি, পঞ্চমে—১টি, ষষ্ঠে—৪টি, নবমে —২টি, দ্বাদশে—৬৫টি এবং চতুর্দশে—১টি।

এ গুলি কোন্ ভণিতায় ক-টি আছে তার হিসেব গৃহীত হচ্ছে—বাসুঘোষ—১৯টি[৪৪], গোবিন্দদাস—৯টি[৪৫], যদু—৮টি, বলরাম—৭টি, যদুনন্দন—৫টি, বৃন্দাবন—৪টি, বীরহাম্বীর—২টি, ব্যাস—২টি, দেবকীনন্দন—২টি, লোচন—২টি। এবং নিম্নোক্ত ১৭টি ভণিতায় ১টি করে পদ—অনন্ত, গোবিন্দ ঘোষ, চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি (সরকার ঠাকুর), নয়নানন্দ, নরোত্তম, পরসাদ দাস, বসন্ত, মাধো, মুরারি গুপ্ত, যদুনাথ দাস, রামচন্দ্র, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ, শেখর ও শ্রীনিবাস।

নরহরির পদসংগ্রহে যেমন অভিনবত্ব ছিল, তেমনি কৃতিত্বও কম ছিল না। একক 'ভক্তিরত্নাকরে'ই তার পরিচয় আছে। এজন্যে অনুসন্ধান করা দরকার যে, তাঁর সংগৃহীত পদগুলি তাঁর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী পদ-সংকলকেরা গ্রহণ করেছিলেন কিনা।

এই ৭৭টি পদের মধ্যে নরহরির পূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'সাধন দীপিকা'য় ৮টি[৪৬], বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে ৬টি[৪৭],

(৪৩) বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধ, 'পদাবলীসংগ্রহ' অধ্যায়।

(৪৪) 'বাসুঘোষের পদাবলী'র অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মালবিকা চাকী মহাশয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' ১৭টি পদ পেয়েছিলেন (দ্রঃ 'বাসুঘোষের পদাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮, পৃঃ ভূমিকা ॥.)। কিন্তু আমরা পেয়েছি ১৯টি পদ।

(৪৫) 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'র সম্পাদক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাসের ৮টি পদ পেয়েছিলেন। দ্রঃ 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (ক.বি ১৯৬১) 'পুলক পূরল অঙ্গ' (ভক্তিরত্নাকর, মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৫৭১) পদটি তাঁর নজরে পড়ে নি।

(৪৬) সাধনদীপিকা (৪৬০ গৌরাব্দ—হরিদাসদাস মুদ্রিত) ঃ
(হোরি খেলত), পৃঃ ১৭৪ (আজু গৌরাঙ্গের মনে), পৃঃ ১৭৫ (গৌরাঙ্গচান্দের মনে; জলক্রীড়া গোরা; বৃন্দাবন লীলা—৩টি), পৃঃ ১৭৬ (কাঁচা কাঞ্চনমণি; ফুলবন দেখি; ফাগুখেলে—৩টি)।

(৪৭) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—৬।১, ১৫।১ ২১।১, ২২।১, ২৭।১, ২৯।১ সংখ্যক পদ।

রাধামোহনের 'পদামৃত সমুদ্রে' ২টি[৪৮] ও দীনবন্ধুদাসের 'সংকীর্তনামৃতে' ৬টি[৪৯] পদ সংকলিত হয়েছিল। আবার নরহরির পরবর্তীকালের সংকলন গৌরমোহনের 'কীর্তনানন্দে' ৭টি[৫০] ও বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে ৬০টি[৫১] পদ দেখা যায়। অবশ্য পদগুলির কোনো কোনোটি একাধিক গ্রন্থেও সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীনিবাসের পদটি ভণিতাহীন অবস্থার 'অনুরাগবল্লী'তেও মিলেছে।[৫২]

এইভাবে অনুসন্ধানের পর দেখা যাচ্ছে যে, 'ভক্তিরত্নাকরে' এমন ১৭টি পদ আছে, যেগুলি অন্য কোনো পদ সংকলনে পাওয়া যায় না। এগুলি হলো : (১) বাসু ঘোষের ১টি—'চাচর চিকুর চূড়া' (৫৭৯)[৫৩]। (২) যদু-ভণিতার ৫টি—'দাস-গদাধর বদনহেরি' (৫৬৫), 'দেখ গোরা রঙ্গ সই' (৫৬৬), 'ছল ছল চারু' (৫৭৩), কীর্তনলম্পট' (৫৭৪), 'দাস গদাধর প্রাণ গোরা' (৫৭৪)। (৩) বলরামের—১টি—'ভাল রঙ্গে নাচে মোর' (৫২৮)। (৪) যদুনন্দনের ৫টি—'সজনি সই শুন' (৫৬৫), 'সই গো নদীয়া জাহ্নবী-কূলে' (৫৬৬), 'দেখ দেখ গোরাচান্দে' (৫৬৭), 'গৌরবরণ সোনা' (৫৬৭), 'গৌরাঙ্গ চরিত আজু'

(৪৮) পদামৃতসমুদ্র (১২৮৫, বহরমপুর সং), পৃঃ ১৮ (ক্ষণদার ১৫।১), ৪২০-২১।

(৪৯) সংকীর্তনামৃত (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৬), পদসংখ্যা—৫, ৫৫, ৭৫, ২২৪, ২২৬, ৪৫৬।

(৫০) কীর্তনানন্দ (ক) বনওয়ারিলাল গোস্বামীর সম্পাদিত গ্রন্থ—পৃঃ ১৪, ২২, ৩২, ১৩৭, ২৭৮ মোট ৫টি। এবং (খ) পুথি (পাঠবাড়ী)-তে আরো দুটি পদ—পত্র ১৩ক, ২৯ক।

(৫১) পদকল্পতরু (সাহিত্য পরিষৎ সং), পদসংখ্যা—৩। ১০। ১১। ১৫১। ২৬৬। ২৭৮ (বা ২৩০৫)। ২৮৯। ৬১৮ (বা ২৩০৮)। ৬৩৫। ৬৪৪। ৭৯০। ৯২৪। ১০৩০ (বা ১১৩৭)। ১০৬৩। ১১০৮ (বা ২৬৪৬)। ১১২১। ১১২৪।১১৪১। ১১৫০।১১৫৩।১১৬১।১১৮২ ১১৮৬। ১২৫৩। ১৩০৫। ১৩৬৮। ১৪২৫। ১৫২৫। ১৫৩৬ (বা ১৫৭১)। ১৯৪৬। ২০৫৯। ২০৬৭। ২০৬৯। ২০৭৫। ২০৭৯ ২১০১। ২১০৭। ২১১২। ২১২১। ২১২৫। ২১২৮। ২১৪৪। ২১৪৭। ২১৪৯। ২১৮৬। ২২০৫। ২২০৬। ২২০৭। ২২৭০। ২২৯৬। ২২৯৭। ২২৯৮। ২৩০০। ২৩০১। ২৩০৬। ২৩৪৯। ২৩৬৪। ২৩৭৮। ২৪০৭। ২৬৬৮।

(৫২) অনুরাগবল্লী (৩য় সং, মৃণালকান্তি ঘোষ), পৃঃ ৩২।

(৫৩) বন্ধনীর সংখ্যা=ভক্তিরত্নাকর, (গোড়ীয় মিশন, ২য় সং)।

(৫৬৪)। (৫) বীর হাম্বীরের ১টি—'শুন গো মরম সখি' (৩১০)। (৬) ব্যাস-ভণিতার ২টি—'জয় মেরে প্রাণ সনাতনরূপ' (৩৩১), 'জয় মেরে সাধু' (৩৩১)। (৭) দেবকীনন্দনের ১টি—'নদীয়ার মাঝে ওনা রূপ' (৫৬৫)। (৮) বসন্ত নামের ১টি—'প্রভু নরোত্তম গুণনিধি' (১৮)।

উল্লেখযোগ্য যে, পদগুলির মধ্যে একমাত্র বাসু ঘোষের পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৫ এবং ৩১৮ সংখ্যক পুথিদ্বয়ে, ও কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৩২ এবং ৯৭২ সংখ্যক পুথি দুটিতে পাওয়া গেছে। আর ১৬টি পদ অন্যত্র মেলে নি।

নরহরির পদসংগ্রহের কৃতিত্ব সূত্রাকারে বলা যায়—

এক। নরহরি এমন কিছু পদ সংগ্রহ করেছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী পদ-সংকলকবৃন্দ—বিশ্বনাথ, রাধামোহন এমনকি দীনবন্ধু দাসের সংগ্রহগ্রন্থে নেই।

দুই। নরহরির সংগ্রহে এমন কিছু পদ আছে, যা তাঁর পরবর্তীকালের পদ-সংগ্রাহক গৌরমোহন দাস, বৈষ্ণবদাস প্রমুখের গ্রন্থেও মেলে নি। বৈষ্ণব-দাসের 'পদকল্পতরু' বৃহত্তম ও উল্লেখযোগ্য পদসংকলন। এই সংকলন গ্রন্থেও উল্লিখিত ১৭টি পদ নেই। নরহরির কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি এই পদগুলিকে (বাসু ঘোষের পদটি বাদে ১৬টি) কালের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন।

তিন। নরহরি এমন কবিরও পদ সংগ্রহ করেছেন, যার নাম পর্যন্ত বৈষ্ণব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, ব্যাস। এই নামে 'ভক্তিরত্নাকরে' দুটি মূল্যবান পদ সংকলিত হয়েছে [৫৪]। কিন্তু এই ব্যাসের কোনো পরিচয় জানা যাচ্ছে না।[৫৪ক] তাঁর পদ দুটি থেকে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি শ্রীসনাতন-রূপের একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। কিংবা তাঁদের মৃত্যুর পর ব্যাসের এই পদ দুটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুই গোস্বামীর ভক্তগোষ্ঠীর তালিকায় 'ব্যাস' নামটি পাওয়া যায় না। রচনাগুণেও পদ দুটি উদ্ধারযোগ্য

(১) জয় মেরে প্রাণ সনাতন রূপ।
অগতিনকে গতি দোউ ভায়া যোগ যজ্ঞকে যূপ ॥ ধ্রু ॥

(৫৪) 'ভক্তিরত্নাকর' পাটবাড়ী পুথি, পত্র ৭৩খ।

(৫৪ক) এই প্রসঙ্গে হিন্দী কবি হরিরাম (হরীরাম) ব্যাস-এর কথা স্মরণে আসে। তাঁর সম্পর্কে 'প্রয়াগ, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন' প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত হিন্দী সাহিত্য' গ্রন্থে (সম্বৎ ২০০৫=১৯৪৮ খ্রীঃ) লেখক জ্যোতিপ্রসাদ মিশ্র 'নির্মল' ও যজ্ঞদত্ত শর্মা লিখেছেন—

বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেম সুধাকে কূপ।
করুণাসিন্ধু অনাথন বন্ধু ভক্তসভাকে ভূপ ॥
ভক্তি ভাগবত মতাহি আচরণ কুশল সুচতুর চমূপ।
ভুবন চতুর্দশ বিদিত বিমল যশ রসনাকে রস তূপ ॥
চরণকমল কোমল রজঃ ছায়া মিটত কলি বলীর ধূপ।
ব্যাস উপাসক সদা উপাসে রাধাচরণ অনূপ ॥

(২) জয় মেরে সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
জিনকে ভক্তি এক রসনিবহী প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবনকী সহজ মাধুরী রোম রোম সুখ গাতন।
সব তেজি কুঞ্জকেলি ভজি অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন ॥
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে কৃপাফলী দো ভ্রাতন।
তিন বিনু ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন ॥

পদ দুটি অন্য কোনো প্রাচীন বৈষ্ণব পদসংকলনে নেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোনো আলোচনা গ্রন্থে এ গুলি বা এগুলির রচয়িতা সম্পর্কে কোনো সংবাদ মেলে না

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে'র পূর্বেই বাংলা-হিন্দী-ব্রজবুলি বা হিন্দী-ব্রজবুলি মিশ্রিত পদ যে রচিত হয়েছিল, বর্তমান পদ দুটি তারও সাক্ষ্য দেয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য—

"মোগল শাসনের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ ও ইডিয়মের প্রভাব বাড়িতে লাগিল এবং কোন কোন বাঙ্গালী কবি অবাঙ্গালী-ভূমিকায় হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ আরবী-ফারসী-ব্রজভাষা মিশ্রিত) জবান কিছু কিছু ব্যবহার করিলেন।" ৫৪খ

"হরীরাম ব্যাস—ইনকা সময় সম্বৎ ১৬২০কে লগভগ মানা গয়া হৈ ! ইয়হ ওরছা-নরেশ মধুকর শাহকে গুরু অর ও'হীকে রহনে বালে থে। ইন্হোনে রাধা-বল্লভী সম্প্রদায় কে প্রবর্ত্তক অর গোস্বামী হিতহরিবংশজী সে দীক্ষা লী অব উনকে শিষ্য হোকর ইয়ে বৃন্দাবন মে রহনে লগে। যদ্যপি ওরছা-নরেশ নে বহুত চাহা কি ইয়হ ঘর লোট চলে' কিন্তু ফির লোটকর ন'হী গয়ে।

ইনকী কবিতাএ' কৃষ্ণপ্রেম মে সবাবোর হ্যাঁয়। সাথ হী ইয়হ কাব্যমর্মজ্ঞ ভী থে। ইনকে বিচার উচ্চকোটিকে অর পরিমার্জিত হ্যাঁয়। কৃষ্ণভক্তিকে সিবা অন্যান্য বিষয়োঁ পর ভী ইনকী রচনাএ' প্রাপ্ত হ্যাঁয়। ইন্হোনে জ্ঞান, বৈরাগ্য পর ভী সুন্দর পদ লিখে হ্যাঁয়"। কহা জাতা হ্যাঁয় কি ইন্হোনে 'রামপঞ্চাধ্যায়ী' নামক পুস্তক কী ভী রচনা হ্যাঁয়"। পৃঃ ৬২। পদ দুটি পাই প্রভুদয়াল মীতল সম্পাদিত অগ্রবাল প্রেস মুদ্রিত "ভক্তকবি ব্যাসজী" (মথুরা ২০০৯ সং বৎ, পৃঃ ১৯৪, ১৯৭-৮) হিন্দী গ্রন্থে।

(৫৪খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৯৪।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ভাষামিশ্র (macaromic) কবিতা রচনাও সপ্তদশ শতাব্দে শুরু হয়। নরহরি চক্রবর্তী যেমন 'অবহট্‌ঠ-ব্রজভাষা ঠাটের পদ রচনায় অনর্গল ছিলেন', তেমনি মিশ্রিত ভাষায় রচিত অন্যের পদও তাঁকে আকর্ষণ করতো। বর্তমান পদ দুটি সংগ্রাহকের সেই স্বভাব-ধর্মের ইঙ্গিতও বহন করে। অবশ্য পদ দুটিতে আরবী ফারসী শব্দের মিশোল নেই।

চার। নরহরির সংগ্রহে মূল্যবান পাঠান্তর পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী পদ-সংকলকদের সংগৃহীত পদের পাঠের সঙ্গে নরহরির গৃহীত পদাবলীর পাঠে যে সব গরমিল লক্ষিত হয়, সেগুলি বৈষ্ণব বিদ্যার দিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য। মুরারী-গুপ্তের একটি পদ বিশ্বনাথ তাঁর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে সংগ্রহ করেছিলেন[৫৫]। বিশ্বনাথের অনেক পরে তাঁর শিষ্যপুত্র নরহরিও পদটি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত করেছেন[৫৬]। উভয় গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য কেমন, তা লক্ষ্য করা যাক্—

ক্ষণদার পাঠ	ভক্তিরত্নাকরের পাঠ
গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া। ১	গদাধর অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া।
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া ॥ ২	বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। ৩	ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে বাহ্য নাহি জানে।
মুখ চাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥ ৪	রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
নাচেন গৌরাঙ্গচাঁদ গদাধর রসে। ৫	অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
গদাধর নাচে পহু গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ ৬	কতকোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোহার রসে। ৭	ত্রিভুবন দরপিত এ দোঁহার রসে।
মুরারি বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া দোষে। ৮	না জানি মুরারী গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

নরহরি 'ক্ষণদা'-সংকলক বিশ্বনাথের শিষ্যপুত্র। তিনি 'ক্ষণদা'রই অনুসরণে তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলন করেছেন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং বর্তমান পদটির ক্ষণদা-ধৃত পাঠ তিনি ভালো করেই লক্ষ্য করেছিলেন। তবুও তাঁর গ্রন্থে এতো পাঠান্তর ঘটবার কারণ, তিনি পিতৃগুরুর সংগ্রহকে হুবহু নকল করেন নি। নিজে পরিশ্রম করে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ব্যক্তির

(৫৫) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার; পৃঃ ৮৩)-৬।১ নং পদ।
(৫৬) ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৫৭৩)।

কাছ থেকে যে সব তথ্য বা পদের পাঠ পেয়েছিলেন, তা-ই নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন।

'ভক্তিরত্নাকরে' সংকলিত ভণিতাহীন পদ ২টি—

(ক) গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে (পৃঃ ৫৭২)।

(খ) জয় জয় সীতাপতি পহু মোর (পৃঃ ৬০৩)।

পদগুলি নরহরির পূর্ববর্তী কোনো সংকলন গ্রন্থে নেই। কেবলমাত্র 'ক' চিহ্নিত পদটি তাঁর পরবর্তীকালের সংকলন 'পদকল্পতরু'তে (পদসংখ্যা—২০৭৪) আছে [৫৭]। কিন্তু পদকল্পতরুর মনস্বী সংকলক বৈষ্ণবদাসও পদটির ভণিতা সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ কালের সংকলন 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেও পদটি ভণিতাহীন ভাবেই মুদ্রিত হয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, নরহরি ধৃত শেষ চরণের পাঠের সঙ্গে 'পদকল্পতরু'র পাঠের শেষ চরণে মিল নেই

ভক্তিরত্নাকরে——'অনন্ত নদীয়া লোক দেখিবারে ধায়'।

পদকল্পতরুতে——'নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়'।

'খ' চিহ্নিত পদটি প্রাচীন ও আধুনিক কালের পদসংকলনগুলির মধ্যে একমাত্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেই মিলেছে [৫৮]। 'ভক্তিরত্নাকরে' পদটি ছিল ৬ চরণের—'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে আছে ১২ চরণ—এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতা। এই অতিরিক্ত ৬ চরণ উদ্ধৃত হলো—

হসই মধুরে মৃদু গদ গদ বাণী। ৭ জপই কি কোউ মরম নাহি জানি ॥ ৮
দীনহীন পামর পতিত নেহারি। ৯ করই কোরে ভুজযুগল পসারি ॥ ১০
বিতর সেই রতন অনুপাম। ১১ বঞ্চিত করম দোষে ঘনশ্যাম ॥ ১২ ॥

কিন্তু গ্রন্থ-সম্পাদক পদটির আকর জানান নি। পরবর্তী 'পদসংগ্রহ' অধ্যায়ে পদটির সম্পর্কে ভণিতা বিচার করে দেখানো হয়েছে যে, এটি নরহরি ঘনশ্যামেরই রচনা [৫৯]। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে' নরহরির স্বরচিত পদের সংখ্যা হয়=২৪৪+১=২৪৫টি এবং পুথির ১ক পত্রের পদটি সহ ২৪৬টি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। নরহরির সংকলিত এমন কিছু পদ আছে, যেগুলিতে তাঁর ধৃত ভণিতার সঙ্গে অন্যের ধৃত ভণিতার মিল নেই। যেমন—

(৫৭) পদকল্পতরু (সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৯-২১০)।

(৫৮) গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং, ১৯৪০), পৃঃ ২৯৩।

(৫৯) বর্তমান নিবন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

	নরহরি ধৃত ভণিতা	পদকল্পতরুর ভণিতা	
(১) ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে (পৃঃ ৫৭৬)	'বলরাম'	'বৃন্দাবন'	(২০৫৯)
(২) গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া (পৃঃ ৫৮৯)	'অনন্ত'	'বাসুঘোষ'	(২০৭৯)
(৩) গৌরাঙ্গ চরিত আজু (পৃঃ ৫৬৪)	'যদুনন্দন'	ভণিতা নেই	(১৯৪৬)
(৪) চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি (পৃঃ ৫৮৯)	'বসুরামানন্দ	কীর্তনানন্দে (বনওয়ারিলাল সম্পাদিত, পৃঃ ১০৮) 'রায় রামানন্দ' ভণিতা আছে।	

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর', 'পদকল্পতরু' ও 'কীর্তনানন্দ' অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সুতরাং নরহরির ধৃত ভণিতাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ॥

'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

'ভক্তিরত্নাকর' বৈষ্ণব-চরিত গ্রন্থ। প্রধানতঃ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র শ্যামানন্দ প্রমুখের এবং প্রসঙ্গত শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রিয় পার্ষদ নিত্যানন্দ গদাধর নরহরি সরকার প্রমুখের জীবন কাহিনী এতে স্থান লাভ করেছে। উল্লিখিত বৈষ্ণব আচার্য, শাস্ত্রকার, পদকর্তা ও ভক্তদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা হলো :

অক্রুর (শ্যামানন্দ-শিষ্য), অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত পুত্র), অদ্বৈত আচার্য, অনন্ত দাস, অনন্তাচার্য, অনিরুদ্ধদেব, অনুপম (বা শ্রীবল্লভ), অভিরাম ঠাকুর। আনন্দানন্দ (শ্যামানন্দ-শিষ্য)। ঈশান দাস, ঈশ্বরপুরী, ঈশ্বরী (জাহ্নবা দেবী)। উদ্ধব (শ্যামানন্দ-শিষ্য), উদ্ধবদাস, উদ্ধারণ দত্ত, উপাধ্যায় নারায়ণ, উপেন্দ্র ভট্ট, উপেন্দ্র মিশ্র। কমলাকর পিপ্পলাই, কানাই খুঁটিয়া, কানাই ঠাকুর, কানাই বিপ্র, কানু ঠাকুর, কানু পণ্ডিত, কাশীনাথ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ, কিশোরদাস, কুবের পণ্ডিত, কুমার দেব (রূপসনাতনের পিতা), কুমুদ (শ্রীনিবাস-শিষ্য), কৃষ্ণদাস অধিকারী, কৃষ্ণদাস কাপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস বিপ্র, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ পণ্ডিত, কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণভট্ট, কৃষ্ণমিশ্র, কৃষ্ণানন্দ. কেশব কাশ্মিরী, কেশবছত্রী, কেশব ভট্ট, কেশব ভারতী। গঙ্গাদাস (গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য), গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (চৈতন্যদাস), গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, গদাধর দাস, গদাধর পণ্ডিত, গোকুল (নিত্যানন্দ শাখা), গোকুলভট্ট, গোকুলানন্দ চক্রবর্তী, গোপাল

আচার্য, গোপালগুরু গোস্বামী, গোপাল চক্রবর্তী, 'গোপাল-চাপাল', গোপাল-দাস, গোপালভট্ট গোস্বামী, গোপাল মিশ্র, গোপীজনবল্লভ (বীরচন্দ্রের পুত্র), গোপীনাথ অধিকারী, গোপীনাথ আচার্য, গোপীনাথ ভট্ট, গোপীরমণ চক্রবর্তী, গোবিন্দ অধিকারী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ গোসাঞি, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দ দত্ত, গৌরাঙ্গ (বা চৈতন্যদেব), গৌরাঙ্গদাস, গৌরীদাস পণ্ডিত। চন্দ্রশেখর আচার্য, চিরঞ্জীব সেন, চৈতন্যবল্লভ দাস। জগদানন্দ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, জগন্নাথ মিশ্র, জগাই, জনার্দন (অদ্বৈত-শাখা), জানকীনাথ বিপ্র, জিতামিশ্র, জীব গোস্বামী, জ্ঞানদাস। তপন মিশ্র, ত্রিমল্লভট্ট (বেঙ্কটভট্টের সহোদর)। দামোদর (শ্যামানন্দ-শিষ্য), দামোদর কবিরাজ, দামোদর দাস, দামোদর পণ্ডিত, দুঃখী (শ্রীবাসের দাসী), দুরিকা (শ্যামানন্দের জননী), দুর্গাদাস মিশ্র, দেবকীনন্দন দাস (পদকর্তা), দেবানন্দ পণ্ডিত, দেবীদাস (নরোত্তম-শিষ্য), দ্রৌপদী (শ্রীনিবাস-পত্নী), দ্বিজ বংশীদাস, দ্বিজ হরিদাস। ধনঞ্জয় পণ্ডিত, ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি, ধাড়ি-হাম্বীর, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। নকড়ি দাস, নন্দন আচার্য, নন্দন পণ্ডিত, নয়নানন্দ (পদকর্তা), নয়নানন্দ মিশ্র, নয়ন ভাস্কর, নরহরি সরকার, নরোত্তম ঠাকুর, নর্তক-গোপাল, নারায়ণ—(ক. গৌরপার্ষদ), নারায়ণ—(খ. নিত্যানন্দ শাখা,) নারায়ণী (বীরভদ্রের পত্নী), নিত্যানন্দ প্রভু, নৃসিংহ-চৈতন্যদাস, নৃসিংহ ভাদুড়ী। পদ্মনাভ চক্রবর্তী (লোকনাথের পিতা), পদ্মাবতী (নিত্যানন্দ-জননী), পরমানন্দ ভট্টাচার্য, পরমেশ্বরীদাস, পীতাম্বর (নিত্যানন্দ শাখা), পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পুণ্ডরীকাক্ষ গোস্বামী, পুরন্দর পণ্ডিত, পুরুষোত্তম আচার্য, পুরুষোত্তম জানা, পুরুষোত্তম দত্ত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, পুষ্প-গোপাল (গদাধর পণ্ডিতের শাখা), প্রকাশানন্দ সরস্বতী, প্রতাপরুদ্র (রাজা), প্রবোধানন্দ সরস্বতী, প্রসাদ দাস (পদকর্তা), প্রেমী কৃষ্ণদাস। বংশীদাস চক্রবর্তী, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বড়ু গঙ্গাদাস, বনমালীদাস, বনমালী বিপ্র বলভদ্র (শ্যামানন্দের শিষ্য), বলরামদাস (পদকর্তা), বলরাম বিপ্র, বলরাম শর্মা, বল্লভ আচার্য (মিশ্র) (-লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা), বল্লভদাস বসন্ত (নরোত্তম-শিষ্য), বাণী-কৃষ্ণদাস, বাণীনাথ (ভবানন্দ রায়ের পুত্র), বাণীনাথ বসু, বাণীনাথ বিপ্র, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিজয় (চৈতন্য পার্ষদ), বিট্ঠলনাথ (বল্লভ ভট্টের পুত্র), বিদ্যানন্দ (চৈতন্য পার্ষদ), বিষ্ণুদাসাচার্য, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী (শ্রীগৌর-পত্নী) বীরভদ্র (বা বীরচন্দ্র), বীরহাম্বীর, বুদ্ধিমন্তখান, বৃন্দাবনদাস (শ্রীনিবাস-পুত্র), বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ('চৈতন্য ভাগবত'-কার), ব্যাস বা ব্যাসাচার্য চক্রবর্তী, ব্রহ্মানন্দ পুরী। ভগবন্ত দাস

গোস্বামী, ভগবান কবিরাজ, ভগবান খঞ্জ, ভবানন্দ (মধু পণ্ডিতের সতীর্থ) ভবানন্দ রায় (রায়-রামানন্দের পিতা), ভবানী (রাসকানন্দের মাতা), ভাগবতাচার্য রঘুনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী। মকরধ্বজ কর, মদন ঠাকুর (শ্রীখণ্ডের কানাই ঠাকুরের পুত্র), মধু পণ্ডিত, মধুবন (শ্যামানন্দ-শিষ্য), মধুসূদন বাচস্পতি (কাশীবাসী), মধুসূদন বিদ্যা বাচস্পতি (সার্বভৌম-এর ভাই), মনোহরদাস, মহেশ পণ্ডিত, মাধব সরকার (নরহরি সরকারের ভাই), মাধবাচার্য, মাধবেন্দ্র পুরী, মামু গোস্বামী, মালিনীদেবী (শ্রীবাসপত্নী), মীনকেতন রামদাস, মুকুন্দ (নিত্যানন্দ শাখা), মুকুন্দ দত্ত, মুকুন্দ দাস (শ্রীখণ্ড), মুরারী গুপ্ত (গৌরপার্ষদ কবি), মুরারি চৈতন্যদাস, মুরারি পণ্ডিত। যদু (পণ্ডিত), যদুনন্দন (অদ্বৈত শাখা), যদুনন্দন আচার্য (বীরচন্দ্র-শিষ্য), যদুনন্দন চক্রবর্তী (পদকর্তা), যদুনাথ দাস (পদকর্তা), যাদবাচার্য। রঘুনন্দন ঠাকুর, রঘুনাথ আচার্য, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ বৈদ্য, রঘুনাথ ভট্ট, রঘু মিশ্র, রত্নগর্ভ আচার্য, রসিকানন্দ বা রসিক মুরারি, রাঘব চক্রবর্তী, রাঘব পণ্ডিত, রাজেন্দ্র গোস্বামী, রামকৃষ্ণ (বীরচন্দ্র-পুত্র), রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণাচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, রামচন্দ্র ভট্ট, রামদাস (নিত্যানন্দ পার্ষদ), রামভদ্র, রাম সেন, রামানন্দ বসু, রামানন্দ রায়, শ্রীরূপ গোস্বামী, রূপ ঘটক (শ্রীনিবাস-শিষ্য), রূপ-নিমুবীর। লক্ষ্মীদেবী (-যদুনন্দন আচার্যের পত্নী), লক্ষ্মীপ্রিয়া (শ্রীনিবাসের মাতা), লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, লোকনাথ গোস্বামী, লোকনাথ পণ্ডিত, লোচন দাস ('চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা)। শঙ্কর (নিত্যানন্দ শাখা), শচীমাতা (গৌর জননী), শিখি মাহাতি, শিবানন্দ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্যামদাস চক্রবর্তী শ্যামদাসাচার্য, শ্যামভট্ট, শ্যামানন্দ প্রভু (পূর্বনাম-দুঃখী কৃষ্ণদাস), শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, শ্রীধর (খোলাবেচা), শ্রীনাথ চক্রবর্তী, শ্রীনিধি (শ্রীবাসের ভাই), শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীপতি (শ্রীবাসের ভাই), শ্রীবাস, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীহর্ষ। ষষ্ঠীধর। সঞ্জয়, সদাশিব পণ্ডিত, সনাতন গোস্বামী, সনাতন দাস, সনাতন মিশ্র, সন্তোষ দত্ত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সীতাদেবী (লোকনাথের মাতা), সীতাদেবী (অদ্বৈত-পত্নী), সুনন্দা (গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতা), সুন্দর ভট্ট, সুবুদ্ধি মিশ্র, সুবুদ্ধি রায়, সূর্যদাস সরখেল, স্বরূপ আচার্য, স্বরূপ দামোদর। হরি আচার্য, হরিদাস (নামাচার্য), হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, হরিদাস ব্রহ্মচারী, হরিদাসাচার্য (দ্বিজ), হরিরামাচার্য, হরিহরানন্দ, হাড়ো বা হাড়াই পণ্ডিত, হিরণ্য পণ্ডিত, হৃদয় চৈতন্য (গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য), হৃদয়ানন্দ (চৈতন্য-শাখা), হৃদয়ানন্দ সেন (অদ্বৈত শাখা), হেমলতা দেবী (শ্যামদাস চক্রবর্তীর কন্যা)॥

(৪) নরোত্তম-বিলাস 'ভক্তিরত্নাকরে'র পরেই 'নরোত্তম-বিলাস' রচিত হয়। গ্রন্থকার বারংবার তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' জানিয়েছেন যে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি-হেতু কিছু কিছু বিষয়ের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে এবং এগুলি পরে 'নরোত্তম-বিলাস' নামক অন্য এক গ্রন্থে বিস্তারিত করা হবে। 'ভক্তিরত্নাকরে' এই প্রতিশ্রুতি আছে ৬বার৬০। যেমন একটি—সগণ-সন্তোষ দত্তের মঙ্গল কার্য ও অনুষ্ঠানকর্ম বর্ণনায় নরহরি বলেন,

কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব ইহা নরোত্তম-বিলাসেতে ॥

অপরপক্ষে 'নরোত্তম-বিলাস' রচনাকালে কবি জানিয়েছেন যে, যে সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, অথচ ইতিপূর্বে যেগুলি 'ভক্তিরত্নাকরে' বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি নাম-মাত্র উল্লেখ করা হলো। দশ বার দশটি প্রসঙ্গে তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন ৬১। যেমন একটি—লোকনাথ গোস্বামীর শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ লাভের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেন,

শ্রীরাধাবিনোদ প্রাপ্তি যেরূপে হইল।
তাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে জানাইল ॥

বস্তুতঃ বিষয়টি 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে লোকনাথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত হয়েছিল ৬২।

'ভক্তিরত্নাকর' রচনাকালে কবির প্রতিশ্রুতি বাচক ক্রিয়াপদগুলি লক্ষণীয়—'বিস্তারিব', 'হইব বিস্তার', 'বর্ণিব'। এবং 'নরোত্তম-বিলাসে' 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্রিয়াপদ—'জানাইল', 'বর্ণিল', 'বিস্তারিল', 'হইল বর্ণন' ইত্যাদি।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, 'নরোত্তম-বিলাস' 'ভক্তি-রত্নাকরে'র পরবর্তী রচনা ॥

---

(৬০) 'ভক্তিরত্নাকর', গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, ১৯৬০, পৃঃ ৪১৭ (১০।৩৫৬ শ্লোক); পৃঃ ৪২০ (১০।৪৫০); পৃঃ -৪২৯ (১০।৭২২—উপরে লিখিত); পৃঃ ৪৩০ (১০।৭৫৪); পৃঃ ৪৩০ (১০।৭৬৮); পৃঃ ৪৫৪ (১১।৭৪৪)।

(৬১) 'নরোত্তম-বিলাস' (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৩য় সং, ১৯৩৫)—এটি "বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী" নামক গ্রন্থে ৪০-১২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। পুঁথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে এটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ভক্তিরত্নাকর-প্রসঙ্গ আছে ঃ ১ম বিলাস (পৃঃ ৪২-উপরে লিখিত); ১ম বিলাস (পৃঃ ৪৩), ৩য় বিলাস (পৃঃ ৫৩; ৫৪; ৫৫;) ৪র্থ বিলাস (পৃঃ ৬৩) ৯ম বিলাস (পৃঃ ১০২); ১১শ বিলাস (পৃঃ ১১৪)।

(৬২) ভক্তিরত্নাকর (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ১৪-১৫।

পুঁথি

নরোত্তম-বিলাসের ৪টি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে। তিনটি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পুঁথি। সম্পূর্ণ পুঁথিগুলি হলো—

(১) বরাহনগর পাঠবাড়ী—২৩৩৬।৪১ নং, ১২৬৪ বঙ্গাব্দের অনুলিপি, ১-৩৫ পত্র। অনুলেখক, আনন্দনারায়ণ মৈত্র, ভাগবত ভূষণ, যিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দেই নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে'র একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন।

(২) কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—২৮২১ নং, ১২৫৮ বঙ্গাব্দের অনুলিপি, ১-৪৯ পত্র।

(৩) সাহিত্য পরিষৎ—২৮০০ নং, অনুলিপিকাল নেই, ১-১১৫ পত্র। খণ্ডিত পুঁথিটিও সাহিত্য পরিষদের, নং ৩০৪৬; ২-৪৮ পত্র।

এগুলি ছাড়া আর একটি পুঁথির সংবাদ মাত্র জানা গেছে। ১৩৪ পত্র বিশিষ্ট, ১২৫৮ বঙ্গাব্দের অনুলিপি,—১৩০৮ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এর সামান্য বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল ৬৩ । অধুনা পুঁথিটির সন্ধান মেলে নি। পরিষৎ মন্দিরে বা অন্যত্র এটি রক্ষিত হয় নি ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ

নরোত্তম-বিলাস ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশী প্রকাশক কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত হয়। পুঁথির আকারে ছাপা এই মুদ্রণের একটি কপি 'বর্ধমান সাহিত্যসভা'য় সং রক্ষিত। উল্লেখযোগ্য যে, নরোত্তম-বিলাসই প্রথম মুদ্রিত সাহিত্য গ্রন্থ, যা দেশী প্রকাশক কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। এর অল্পকাল পরেই পুঁথির আকারে 'জগদীশচরিত্র-বিজয়ের' প্রকাশ ৬৪ ।

---

(৬৩) "নিম্নে বিবৃত পুঁথিগুলির অধিকারী (মুর্শিদাবাদ) কাঁদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহনসিংহ।.........(৪ নং পুঁথি)......নরোত্তম-বিলাস—নরহরি দাস। পত্রসংখ্যা ১৩৪। লিখিতং শ্রীহরিদয়াল চন্দ্র, সাং পঞ্চথুপি মধ্যে জনার্দনপুর সন ১২৫৮ সাল তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার তিথি প্রতিপদ বেলা চারিদণ্ড গতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। শকাব্দ ** সন ১২৫৭ সাল তারিখ ২৪শে কার্তিক বৃহস্পতিবার গ্রন্থারম্ভ হয়।" পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫১-৫৫। 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'।

(৬৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯১ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন।

নরোত্তম-বিলাস জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিভিন্ন সংস্থা থেকে এটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত প্রাচীনতম মুদ্রণ ছাড়া আরো কয়েকটি সংস্থার মুদ্রিত গ্রন্থ আছে ঃ

(১) বহরমপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা—১ম মুদ্রণ (১৮৯৩), সম্পাদক, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—২য় সংস্করণ (১৯২১) স. রামদেব মিশ্র।

(২) দেবকীনন্দন ধর্মপ্রকাশ কার্যালয়—১ম মুদ্রণ-(১৯২৮)[৬৫]।

(৩) বসুমতী সাহিত্য মন্দির--১ম, ২য়-সংস্করণের তারিখ জানা যায় নি ও গ্রন্থ মেলে নি—৩য় সং--(১৯৩৫)। বসুমতীর 'বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী' গ্রন্থের ৩৯-১১২ পৃঃ মুদ্রিত।

(৪) তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স--১ম, ২য়, ৩য়, সংস্করণের তারিখ জানা যায় নি ও গ্রন্থ মেলে নি। ৪র্থ সংস্করণের গ্রন্থ মিলেছে।

(৫) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের (১২৬২ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত, টাইটলপেজ হীন একটি মুদ্রিত 'নরোত্তম-বিলাস' শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের সংগ্রহে আছে [৬৬]। গ্রন্থ সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম জানা যায় না।

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'নরোত্তম-বিলাসে'র (১ম সং) সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন,

"এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন কলিকাতার বড়বাজারের 'বৈষ্ণব' নামক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশক কালিদাস নাথ।" কিন্তু নাথ মহাশয়ের গ্রন্থটির কোনো কপি এদেশের উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থাগারে নেই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, 'নরোত্তমবিলাস' বটতলা হতে বহুবার মুদ্রিত হয়েছিল [৬৭]। কিন্তু এই সব বিভিন্ন মুদ্রণের কপি বর্তমানে একেবারেই পাওয়া যায় না ॥

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পূর্ণ পুঁথি দুটির মধ্যে দু চারটি শব্দ ও

---

(৬৫) ৪০।৫০ বছর আগেই এই সংস্থা বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এর কার্যালয়ের ঘরে একটি ক্ষুদ্র প্রেস আছে, তার সঙ্গে প্রাচীন সংস্থার যোগ নেই।

(৬৬) গ্রন্থটির কথা তিনি উল্লেখও করেছেন। দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯১।

(৬৭) উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯১।

বানানের তারতম্য ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর নেই। এমন কি পরিষদের খণ্ডিত পুথিটির পাঠও (যতটা মিলেছে) প্রথম দুটি পুথির সঙ্গে অভিন্ন। এমনো হতে পারে, এগুলির আদর্শ পুথি ছিল একটিই।

পাঠবাড়ীর পুথিটিতে কিছু অভিনবত্ব আছে। পরিষদের পুথিগুলির তুলনায় পাঠান্তরও আছে, অতিরিক্ত পাঠও আছে। পুথিটির প্রারম্ভিক সংস্কৃত বাক্য ৫টিও লক্ষণীয়—

"শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদিভ্যো নমঃ।
শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরাভ্যাং নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীমদ্ভাগবতায় নমঃ।
শ্রীনরহরি রসুইয়া ঠক্কুর বিরচিত শ্রীনরোত্তমবিলাস লিখ্যতে।"

বাক্যগুলি অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্রের লেখা, এগুলি অন্য পুথিতে থাকবার কথা নয়।

গ্রন্থ মধ্যস্থ আলোচ্য বিষয়ে অতিরিক্ত পাঠ আছে, পুথির ১১শ ও ১২শ বিলাসে।

(১) একাদশ বিলাসে ৫৭২ নং চরণ "মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা"—এর পর পাঠবাড়ীর পুথিতে নিম্নোক্ত ৮টি চরণ আছে ঃ

ঐছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
ধরণী লোটায় অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
অধৈর্য্য হইয়া পুনঃ কহে বারে বারে।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দয়া কর মোরে ॥
ওহে বৃন্দাবননাথ মদনমোহন।
ওহে রাধাদামোদর শ্রীরাধারমণ ॥ (পত্র ২৯ক)
ওহে রাধাগোবিন্দ অনাথে কর দয়া।
বৃন্দাবনেশ্বরী যেন দেন পদছায়া ॥ (পত্র ২৯খ)

সাহিত্য পরিষদের ২৮০০ নং (১০৭ক পত্রে থাকার কথা) এবং ২৮২১ নং (৪৬খ পত্রে থাকার কথা) পুথিতে এই পাঠ নেই। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বহরমপুর প্রথম সংস্করণে (১৮৯৩) এই পাঠ আছে, অন্য কোনো সংস্থার মুদ্রিত গ্রন্থে নেই।

(২) দ্বাদশ বিলাসের ৩৮ নং চরণ ('সংগীতমাধব নাম নাটক বর্ণিলা')—এর পর পাঠবাড়ী পুথিতে অতিরিক্ত পাঠ নিম্নোক্ত ১টি সংস্কৃত বাক্য ঃ

"তথাহি সংগীতমাধব নাটকে—

পদ্মাবতী-তীরবর্তী গোপালপুর-নগরবাসি-গৌড়াধিরারমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত সত্তম তনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ স হি শ্রীনরোত্তম-দত্ত-সত্তম মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকট-লীলানুসারেণ লৌকিক রীত্যা পূর্বরাগাদি-বিলাসার্হং সংগীতমাধবং

নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদি দানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি স এক প্রস্তুয়তাম্ ॥ (পত্র ৩০ক)

এই পাঠ পরিষদের পুথিগুলিতে নেই। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে বহরমপুর সংস্করণ ও বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের (৩য় সং)—গ্রন্থে আছে ৬৮ ।

(৩) দ্বাদশ বিলাসের ২৩২ চরণ ('তার্কিকাদি পাষণ্ডগণের নাহি গণে')—এর পর পাঠবাড়ী পুথিতে অতিরিক্ত একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে—

"তথাপি স্তবামৃতলহর্য্যাম্—
তপস্বীযতিকর্ম্মিণাং বত তথাতিতার্কিকাণাং
প্রতিস্বমতবৈদুষী প্রকট নোঢ় গর্বাশ্রয়াম্।
বিরাজিত রবির্যথা তমসি যঃ স ভক্তোজসা
স কৃষ্ণচরণো মহান্ দিশতু নঃ স্বপাদামৃতম্ ॥" (পত্র ৩১খ)

এই পাঠও পরিষদের পুথিগুলিতে নেই। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে বহরমপুর ও বসুমতী সংস্করণে আছে।

(৪) পাঠবাড়ী পুথিটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আছে। 'নরোত্তম-বিলাসে'র সাহিত্য পরিষদের পুথিগুলি বা বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ১২শ বিলাসেই সম্পূর্ণ। কিন্তু এই পুথিতে "ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে দ্বাদশ-বিলাস ঃ ।১২।" লেখার পরও আরো ৪৭০ চরণ বিশিষ্ট (পুথির ৩১খ পত্রের ৭ম লাইন থেকে ৩৩খ পত্রের ২১ নং লাইন পর্যন্ত) একটি বিশেষ অংশ আছে, যার শিরোনাম বলা হয় নি। শেষে লেখা আছে ঃ "ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাস গ্রন্থঃ সম্পূর্ণ"।

এই ৪৭০ চরণের অংশে গ্রন্থকার নরহরি তাঁর পিতৃগুরু বিশ্বনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গুরুপরম্পরা এবং নিজের গুরুপরম্পরা ও কিঞ্চিৎ পিতৃ-পরিচয় নিবেদন করেছেন। এটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র গ্রন্থানুবাদ প্রসঙ্গের মতো। স্মরণীয় যে, 'ভক্তিরত্নাকর' পুথিতে-ও 'গ্রন্থানুবাদ' শব্দটি নেই। এই গুরুত্ব-পূর্ণ অংশের আরম্ভ ঃ

ওহে বিজ্ঞগণ শুন হইয়া সদয়।
এবে আপনার কিছু দিয়ে পরিচয় ॥

শেষ ঃ মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি।
নরোত্তমবিলাস বর্ণিলু যত্নকরি ॥

পরিশিষ্ট 'গ'—অংশে এই ৪৭০ চরণের পাঠ সংকলিত হয়েছে।

---

(৬৮) শ্লোকটি 'ভক্তিরত্নাকর' পুথিতেও আছে (পাঠবাড়ী পুথি ২৩৪১।২৪, পত্র ৮খ)।

(৫) প্রসঙ্গতঃ পাঠবাড়ী পুঁথিটিতে অনুলেখকের রচিত নরহরির জীবনী 'নরোত্তম-বিলাসান্ত' নামে (পত্র ৩৩খ—২২ নং লাইন থেকে ৩৫খ পত্র পর্যন্ত) সংযোজিত হয়েছে। এটি ৪৪৮ চরণ বিশিষ্ট। কবির সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য ও অনালোচিত বিষয় এই অংশে পাওয়া যায়। (দ্র. পরিশিষ্ট-'ঘ')।

পাঠবাড়ীর পুঁথি ও পরিষদের সম্পূর্ণ পুঁথি দুটিতে দুটি শব্দের গরমিল দেখা যায়। পাঠবাড়ীর পুঁথির ২য় বিলাসে ১৬৭শ চরণের "বিস্মিত" এবং ১২শ বিলাসের ৩১শ চরণের "জয়কৃষ্ণসিংহ" স্থলে পরিষদের দুটি পুঁথিতে আছে যথাক্রমে "বিস্মৃত" এবং "জয় জয়সিংহ"।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সাহিত্য পরিষদের ২৮২১ নং পুঁথিতে গ্রন্থ সমাপ্তির পর দু চরণের ১টি সংস্কৃত শ্লোক আছে:

তথাহি ॥

গৌরভক্তকথানিত্যং যঃ শৃণোতি স ভক্তিতঃ।
স ভবেৎ গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়োনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

এটিও অনুলেখকের রচনা। সুতরাং অন্য পুঁথিতে থাকবার প্রসঙ্গ ওঠে না॥

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য:

নরহরি 'নরোত্তম-বিলাস' রচনার একটি উদ্দেশ্যের কথা উত্থাপন করেছেন—

শ্রী বৈষ্ণব প্রমোদায় নিজাভীষ্টার্থ সিদ্ধয়ে।
নরোত্তমবিলাসাখ্যং গ্রন্থং সংক্ষেপতো ব্রুবে ॥ ৬৯

অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দকে আনন্দদানের জন্যে, নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে নরহরি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ গ্রন্থটি 'সাধু আজ্ঞায়' রচিত—

ভালমন্দ নাহি জানি নাহি কোনো জ্ঞান।
যে কিছু কহিয়ে সাধু আজ্ঞা বলবান ॥ ৭০

গঠন-শৈলী

'নরোত্তমবিলাস' 'ভক্তিরত্নাকর' অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু সমালোচকবর্গ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, 'ভক্তিরত্নাকর' অপেক্ষা এ গ্রন্থে কবি অধিকতর নৈপুণ্য ও পরিণত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থটি আত্মপরিচয়াত্মক শেষ ৪৭০ চরণ ছাড়া ১২টি বিলাসে বিভক্ত।

(৬৯) বসুমতী সং, বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৯।
(৭০) ঐ, পৃঃ ৩৯।

'বিলাস' শব্দটি 'লীলা' অর্থে গৃহীত এবং গ্রন্থে 'বিলাস' ও 'অধ্যায়' সমার্থক।

গ্রন্থারম্ভে গৌরাঙ্গ-লোকনাথের যুক্তভাবে বন্দনার একটি সংস্কৃত শ্লোক। পরবর্তী তিনটি শ্লোকে লোকনাথ, তাঁর শিষ্য নরোত্তম ও নরোত্তমের শাখা-বর্গের বন্দনা। পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। তারপর ভাষায় রচিত ২০ চরণে সপার্ষদ গৌর বন্দনা, কবির দীনতা প্রকাশ। তারপর প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবেশ।

প্রথম বিলাস ছাড়া প্রতিটি বিলাসেই দুটি জিনিস সাধারণভাবে গৃহীত। (১) প্রতিটি বিলাস আরম্ভ হয়েছে ভাষায় রচিত নিম্নোক্ত চারটি চরণ দিয়ে—

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥

(২) প্রতি বিলাসের শেষ দুই ছত্র সর্বত্র এক—

নিরন্তর এ সব শুনহ যত্নকরি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥

এবং সংস্কৃতে লিখিত পুষ্পিকা—

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে......নাম......বিলাসঃ।

প্রতি বিলাসের শেষ চরণে ভণিতা—নরহরি। কোথাও ঘনশ্যাম ভণিতা নেই। কেবল আত্মপরিচয় অংশের শেষে গ্রন্থকার (৪৬৯ নং চরণে) বলেছেন—'মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি'।

সমগ্র গ্রন্থ ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ারে রচিত। প্রতি বিলাসের ছত্র সংখ্যা সমান নয়। বৃহত্তম বিলাস ৮ম. ক্ষুদ্রতম বিলাস ১২শ। 'ভক্তিরত্নাকরে' সংস্কৃত শ্লোকের বাহুল্য ছিল, মহাজনপদাবলীও যথেচ্ছ সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু এ গ্রন্থে মাত্র ২০টি সংস্কৃত শ্লোক, পদাবলী আরো কম,—৪টি। নিম্নে প্রতি তরঙ্গের ছত্র সংখ্যা. সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোক ও বৈষ্ণবপদ সম্পর্কে একটি হিসেব নেওয়া হলো : (বিলাসগুলি পরিমাপ অনুসারে সাজানো)—

বিলাস	চরণ	সংস্কৃত শ্লোক	মহাজনপদাবলী
৮	৯০৪	—	১
১১	৭০৮	—	৩
৯	৭০৬	—	—
৬	৬৫৪	১	—
২	৬৪২	৪	—
১০	৬৪২	১	—
৭	৫৫৫	১	—
৪	৪৭৪	—	—
আত্মপরিচয়	৪৭০	—	—
৩	৪০৮	১	—
১	৩২৪	৯	—
৫	৩২২	—	—
১২	২৪৮	৩	—
মোট	৭০৫২	২০	৪

'নরোত্তমবিলাসে' সর্বমোট ৭০৫২টি চরণ, ২০টি সংস্কৃত শ্লোক ও ৪টি মাত্র বৈষ্ণবপদ বর্তমান। ছত্রসংখ্যা গণনায় এটি বৃহদায়তন 'ভক্তিরত্নাকরের' এক তৃতীয়াংশেরও কম।

'নরোত্তমবিলাস' ভক্তিরত্নাকরে'র আদর্শেই পরিকল্পিত। কিন্তু এ গ্রন্থে নরহরি তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, তথ্যপ্রীতি ও গবেষণা প্রকাশের লোভ কঠিনভাবে সংবরণ করেছেন। একান্ত পরিবেশিতব্য তথ্যগুলিই শৃংখলাবদ্ধ হয়েছে। কাহিনীটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় নি, বা প্রধান কাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত উপকাহিনীগুলি আদৌ বিস্তারিত নয়। তথ্য, তত্ত্ব, কিংবদন্তী, প্রাচীন-উক্তি, উপকথা ইত্যাদির জালে পড়ে 'ভক্তি-রত্নকরে' অনেক সময়ই খেই হারিয়ে যায়, কিন্ত এ গ্রন্থে নরোত্তমঠাকুরের জীবনীটি যেন অনেকটা সরলরেখার মতোই ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করেছে।

'ভক্তিরত্নাকরে'র মতো 'নরোত্তমবিলাস'ও পাঠ্যকাব্য। কোথাও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই।

নরোত্তমবিলাসের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী

প্রথম বিলাস : 'শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-চরিত্রাস্বাদনং নাম'। (১) লোকনাথ

গোস্বামীর পরিচিতি—পিতৃপরিচয়, বালকের সৌন্দর্য, বিদ্যার্জন, কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ। পিতামাতার মৃত্যু, সংসার ত্যাগ, নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নিকটে গমন প্রসঙ্গ। প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন গমন, পথে প্রভুর সন্ন্যাসবার্তা শ্রবণ ও আকুলতা প্রকাশ। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য তাঁকে অনুসরণ করে বিভিন্ন স্থানে গমন। প্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন। (২) সুবুদ্ধি মিশ্র, রূপ-সনাতন ও গোপালভট্টের বৃন্দাবন আগমন, রঘুনাথ ভট্টাদির সঙ্গে সকলের বিলাস। (৩) ভূগর্ভ গোস্বামীর চরিত। (৪) রূপ-সনাতন-পরিচিতি, মহাপ্রভুর রামকেলিতে 'নরোত্তম' নাম প্রকাশ, ভক্তমিলন, প্রসঙ্গতঃ নীলাচলে 'শ্রীনিবাস' নাম প্রকাশ ॥

দ্বিতীয় বিলাস : (নরোত্তম) 'জন্মাদিবর্ণনং নাম'। (১) নরোত্তমের জন্ম, জন্মক্ষণ, জন্মস্থান, পিতা মাতার পরিচয়, দৈবজ্ঞ কর্তৃক নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, অধ্যয়ন। তাঁর বিদ্যাবত্তা নিয়ে শিক্ষাগুরুদের মধ্যে আলোচনা, পিতা কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক পুত্রের বিবাহ চেষ্টা, নরোত্তমের বৈরাগ্যক্রিয়া, এ বিষয়ে মাতার সতর্কতা। (২) নরোত্তমের গৌর-নিতাই-অদ্বৈতের সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতা; প্রাচীন বিপ্র কৃষ্ণদাস-মুখে চৈতন্যের আদি মধ্যলীলা, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতলীলা ও শ্রীনিবাস চরিত (—তাঁর নীলাচল-নবদ্বীপ গমন ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সীতা-জাহ্নবাদির স্নেহলাভ) শ্রবণ। (৩) প্রবল বৈরাগ্যাবস্থায় স্বপ্নে গৌররূপ দর্শন ও বৃন্দাবনযাত্রার আজ্ঞা লাভ। (৪) তাঁর পিতার রাজকার্যে গৌড়ে গমন, মাতাকে প্রবোধ দিয়ে নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন। (৫) মথুরায় মাথুর বিপ্রমুখে ব্রজবৃত্তান্ত শ্রবণ, রঘুনাথ-কাশীশ্বর-রূপ-সনাতনের মৃত্যুবার্তা শ্রবণে নরোত্তমের অন্তরে আঘাত প্রাপ্তি, স্বপ্নে রূপ-সনাতনের কৃপা ও সান্ত্বনা লাভ। (৬) বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট নরোত্তমের আগমন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে মিলন। লোকনাথের শিষ্যত্ব লাভের আশ্বাস প্রাপ্তি। (৭) শ্রীজীবের সাহায্যে গোপীনাথ মন্দিরের মধু পণ্ডিত ভূগর্ভ গোস্বামী, মদনমোহনমন্দিরের কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখের সঙ্গে নরোত্তমের সাক্ষাৎ, ব্রজের উল্লেখ্য স্থান, সমাধি, মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন। (৮) শ্রীনিবাসের সঙ্গে রাধাকুণ্ডে দাস-গোস্বামীর নিকট আগমন, রাঘব পণ্ডিতের সাক্ষাৎলাভ। (৯) শ্রীজীবের নিকট নরোত্তমের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, লোকনাথের নিকট দীক্ষালাভ। শ্রীজীব কর্তৃক নরোত্তমকে 'ঠাকুরমহাশয়' আখ্যা প্রদান ॥

তৃতীয় বিলাস : 'শ্রীঠকুর গৌড়মণ্ডলভ্রমণং নাম'। (১) শ্রীজীব কর্তৃক শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণ। (২) বন-

বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর কর্তৃক ভক্তিগ্রন্থ অপহরণ, গ্রন্থবাহকদের ব্যাকুলতা, বৃন্দাবনে চুরির সংবাদ প্রেরণ; লোক মুখে গ্রন্থের উদ্দেশ পেয়ে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে গমন, নরোত্তমকে খেতুরী ও শ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ। (৩) গ্রন্থদর্শনে বীরহাম্বীরের মানসিক পরিবর্তন; শ্রীনিবাসের হাম্বীরকে কৃপা প্রদান ও গ্রন্থপ্রাপ্তি; শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবনে ও নরোত্তম-শ্যামানন্দের কাছে গ্রন্থ-প্রাপ্তি সংবাদ প্রেরণ। (৪) হৃদয়চৈতন্য ও শ্যামানন্দের মিলন, শ্যামানন্দের উৎকল গমন। (৫) নরোত্তমের নবদ্বীপ গমন—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মিলন। শান্তিপুরে অচ্যুতানন্দের সঙ্গে, অম্বিকায় হৃদয়চৈতন্যের সঙ্গে, খড়দহে মহেশ পণ্ডিত ও বসুধা-জাহ্নবা-বীরভদ্রের সঙ্গে মিলন, অবশেষে নীলাচল গমন ॥

চতুর্থ বিলাস : 'নীলাচলগমনং নাম'। (১) নরোত্তমের নীলাচল গমন-পথে এক বৃদ্ধ বিপ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে নীলাচল-প্রবেশ, গোপীনাথাচার্যের সঙ্গে মিলন ও তাঁর ঘরে বাস। (২) নরোত্তমের জগন্নাথ, টোটাগোপীনাথ, পণ্ডিত গোস্বামীর সাধন ক্ষেত্র, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ইত্যাদি দর্শন। মামু গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বপ্নে রথাগ্রে গৌর-নৃত্য দর্শন। (৩) স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত নরোত্তমের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন; ভ্রমণপথে পুনরায় সেই বৃদ্ধ বিপ্র ও বিপ্রপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। (৪) শ্যামানন্দের সঙ্গে মিলন ॥

পঞ্চম বিলাস : 'গৌড়মণ্ডলভ্রমণং তথা শ্রীনিত্যানন্দদর্শনং নাম'। নরোত্তমের শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সঙ্গে মিলন, জাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সঙ্গে মিলন, কন্টকনগরে গদাধর-শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর ও দাস গদাধরের সঙ্গে মিলন, একচক্রায় বৃদ্ধবিপ্রবেশী নিত্যানন্দের মুখে নিত্যানন্দচরিত শ্রবণ ॥

ষষ্ঠ বিলাস : 'খেতুরীগ্রামে শ্রীবৈষ্ণবাগমনং নাম'। (১) নরোত্তমের খেতুরী আগমন, চৈতন্যের স্বপ্নাদেশে একটি সর্পসংকুল ধানগোলা থেকে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি উদ্ধার : নৃত্যগীত বাদ্য সহকারে মূর্তি প্রতিষ্ঠা: শিষ্য বলরাম বিপ্রকে অন্যান্য পঞ্চ-বিগ্রহ সহ গৌরবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ। (২) শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে গমন, তাঁকে বিবাহ করার জন্যে সরকার ঠাকুরের আদেশ দান, বিবাহ, রামচন্দ্রকে দীক্ষামন্ত্র দান, বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে গ্রন্থ আদান-প্রদান। (৩) সরকার ঠাকুর ও দাসগদাধরের মৃত্যু। (৪) শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন থেকে গ্রন্থ আনয়ন, নরোত্তমের বিষ্ণুপুরে গমন। (৫) গোকুলানন্দ দাস ও তাঁর দুই পুত্রের প্রসঙ্গ। (৬) শ্রীনিবাসের খেতুরীতে

নরোত্তমের সঙ্গে মিলন, খেতুরী মহোৎসবের আয়োজন, শ্যামানন্দ-জাহ্নবা-বীরভদ্র প্রমুখ অসংখ্য ভক্তের খেতুরী উৎসবে যোগদানের জন্যে আগমন ॥

সপ্তম বিলাস ঃ 'শ্রীখেতুরীগ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তথা শ্রীকীর্তন মহোৎসবং নাম'। (১) খেতুরী মহোৎসবের জন্যে সন্তোষ দত্তের কৃতিত্ব। (২) নৃত্য, গীত, বাদ্যযোগে বিভিন্ন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; পূজা-আরতি, ভোগ সমর্পণ। (৩) সংকীর্তন, গায়ক বাদক নর্তকদের কথা, ফাগুপ্রদান, আনন্দোৎসব। (৪) ভক্তদের স্নানাহার, জাহ্নবার খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন ॥

অষ্টম বিলাস ঃ 'শ্রীবৈষ্ণববিদায়োনাম'। (১) উৎসবশেষে ভক্তদের খেতুরী থেকে বিদায়-আয়োজন। (২) বিশেষতঃ জাহ্নবা, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ বিদায়। খেতুরীবাসীদের মানসিক অবস্থা ॥

নবম বিলাস ঃ 'কুষ্ঠীবিপ্রাপরাযভঞ্জনং নাম'। (১) খেতুরী থেকে জাহ্নবার প্রয়াগ হয়ে বৃন্দাবন গমন, জীব গোস্বামী প্রমুখের সমর্দ্ধনা লাভ। বৈষ্ণবদের সঙ্গে তীর্থাদি পরিক্রমা। (২) বড়ু গঙ্গাদাসের চরিত। (৩) শ্রীজীবের রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গোবিন্দ কবিরাজকে 'গোপালবিরুদাবলী' প্রদান, শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ কর্তৃক জাহ্নবাকে শ্রীমতী প্রেরণে স্বপ্নাদেশ। (৪) জাহ্নবার মথুরা, খেতুরী, বুধরি, কাটোয়া, জাজিগ্রাম, শ্রীখন্ড হয়ে খড়দহে প্রত্যাবর্তন। (৫) নরোত্তমের অধ্যাপনা, ভক্তিগ্রন্থ বিতরণ, অপরাধী কুষ্ঠী-বিপ্রের রোগমুক্তি ও নরোত্তমের কৃপালাভ ॥

দশম বিলাস ঃ 'পতিতোদ্ধারোনাম'। (১) রামচন্দ্র-রঘুনন্দনের মুখে বৃন্দাবনে জাহ্নবা-প্রেরিত শ্রীমতী স্থাপনের সংবাদ। (২) ছাগমাংস ব্যবসায়ী শিবাই আচার্যের পুত্রদ্বয় হরিরাম-রামকৃষ্ণকে ব্যবসা থেকে নরোত্তমের উদ্ধার ও অনুগ্রহ। (৩) বলরাম কবিরাজ নামক বিশিষ্ট বৈষ্ণবের কাছে মিথিলার দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত মুরারির পরাজয়। (৪) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর চরিত, নরোত্তমের শিষ্যত্ব লাভ। (৫) জগন্নাথ আচার্য, গর্বিত অধ্যাপকবৃন্দ, রাজা নরসিংহ, দস্যু হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদরায় প্রমুখ পতিতকে নরোত্তম কর্তৃক উদ্ধার সাধন, কৃষ্ণপ্রেম দান ॥

একাদশ বিলাস ঃ 'শ্রীনরোত্তমসঙ্গোপনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের পতিতোদ্ধারের সংবাদ। (২) বীরভদ্রের জাজিগ্রামে আগমন: শ্রীনিবাস, তাঁর পত্নীদ্বয় ও পুত্রকন্যাদের তাঁর প্রতি সেবা প্রকাশ। (৩) বীরভদ্রের খেতরী গমন। সেখানে হরিরাম-রামকৃষ্ণ-গঙ্গানারায়ণ-গোবিন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলন। বীরভদ্রের গোবর্ধন শিলা সেবা। নাম-সংকীর্তন—বাদক দেবীদাসের

কৃতিত্ব—রামচন্দ্র কবিরাজের সুকণ্ঠনিঃসৃত রামলীলা বীরভদ্র কর্তৃক শ্রবণ। (৪) বীরভদ্রকে নিয়ে রামচন্দ্রের বুধরি গমন। (৫) রামচন্দ্রের অপ্রকট। এই বার্তা শ্রবণে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু নরোত্তমের জ্বর, বাক্‌রোধ ও মূর্ছা। শিষ্য গঙ্গানারায়ণের কাতর প্রার্থনায় নরোত্তমের পুনরায় মরদেহে আগমন। পাষণ্ডদের ভক্তিদান ও বুধরি গমন। (৬) গঙ্গাগর্ভে নরোত্তমের মৃত্যু। গাম্ভীলায় তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত উৎসব। সেই উৎসবে নৃত্যরত নরোত্তমকে উপস্থিত সকলের দর্শন।

দ্বাদশ বিলাস ঃ (শিরোনাম নেই)। (১) নরোত্তমের শিষ্য-প্রশিষ্যদের নামের তালিকা।

বরাহনগর পুথির অতিরিক্ত ৪৭০ **চরণ ('নরহরির আত্মজীবনী') ঃ** (১) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গুরু পরিচিতি, জন্মলীলা, অধ্যয়ন ও দিগ্বিজয়ী বিজয়। (২) বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ রামভদ্র চরিত, তাঁর গুরুক্রম। (৩) নরহরির গুরুপরম্পরা। (৪) বিশ্বনাথের অধ্যয়নশেষে বৃন্দাবনযাত্রা, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর কাছে অধ্যয়ন, মুকুন্দদাসের কিছু অপূর্ণ গ্রন্থের সমাপ্তকরণ, গুরুনির্দেশে গৌড়ে আগমন, বৈষ্ণব-সাধকোচিত স্ত্রীসঙ্গ, ভাগবতলেখন, পুনরায় বৃন্দাবন গমন, নানা গ্রন্থ রচনা, গোকুলানন্দ বিগ্রহ ও গোবর্ধন শিলার সেবা ভার গ্রহণ (প্রসঙ্গতঃ গোবর্ধন-শিলার পূর্বকথা, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কুষ্ঠরোগীরূপ-কবিরাজকে উদ্ধার)। (৫) নরহরির পিতা জগন্নাথের চরিত্র, বিশ্বনাথের শিষ্যত্বলাভ, নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত শ্রীরাম লক্ষ্মণের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মণদাসের আজ্ঞায় জগন্নাথের গৃহবাস, গুরুর মৃত্যুতে বৃন্দাবন গমন। (৬) নরহরির স্বপ্নে বিশ্বনাথ দর্শন। তাঁর বিনয় প্রকাশ ও নরোত্তম বিলাস রচনার কারণ ॥

নরোত্তম-বিলাসে সংকলিত বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

'নরোত্তমবিলাসে' মাত্র ৪টি বৈষ্ণবপদ সংকলিত হয়েছে ঃ

(১) ৮ম বিলাসে ১টি— (ক) 'সখি হে অই দেখ গোরা কলেবর' (বাসুঘোষ) পৃঃ ৯১ ৭১ ।

(২) ১১শ বিলাসে ৩টি— (খ) 'গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস' (নরোত্তমদাস) পৃঃ ১১৫।

(গ) 'বিধি মোরে কি করিলে' (নরোত্তম) পৃঃ ১১৮।

---

(৭১) এই পৃষ্ঠা সংখ্যা—বসুমতী সাহিত্য মন্দির মুদ্রিত (নরোত্তমবিলাস সহ) 'বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী' (৩য় সং)-এর।

(ঘ) 'জয় জগতারণ কারণ ধাম',
পৃঃ ১১৩ — ভণিতাহীন।

উল্লিখিত (ক) চিহ্নিত প্রথম পদটি প্রাচীন পদ সংকলনগুলির মধ্যে একমাত্র পদকল্পতরুতে (সংখ্যা—২১৫২) আছে। এছাড়া পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৫ এবং ৩১৬ নং পুথিতে, ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯৭১ নং পুথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নরহরির ধৃতপাঠে পাঠান্তর যেমন আছে, তেমনি ৪টি চরণের অতিরিক্ত পাঠও আছে। অন্যান্য পুথিতে পদটি ৮ চরণ বিশিষ্ট। প্রথম ৬ চরণের পর একমাত্র নরোত্তমবিলাসেই নিম্নোক্ত ৪ চরণ অতিরিক্ত পাঠ মিলেছে ঃ

কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দন শোভিত কত রত্নহার সাজে ॥
রাম রম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দুবরগণ ॥ পৃঃ ৯১

আশ্চর্য যে, এই চরণের পাঠ বাসুঘোষের পদাবলীর তিন তিন জন সম্পাদক সম্পাদিকার ৭২ দৃষ্টিতে পড়ে নি।

(খ) এবং (গ) চিহ্নিত নরোত্তমদাসের পদদুটি 'পদকল্পতরুতে' সংকলিত (পদ সংখ্যা যথাক্রমে—২৯৭৯, ২৯৮০)।

'ঘ' চিহ্নিত ভণিতাহীন পদটি নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়ের' পূর্বরাগ অংশে ৭৩ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। পদটি গোবিন্দদাসের। 'নরোত্তমবিলাসে' মাত্র প্রথম কলিটি উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া পদটি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' (৭।২), 'পদকল্পতরু' (নং ৪) প্রভৃতি গ্রন্থেও সংকলিত দেখা যায় ॥

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস

নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায়, 'বৈষ্ণব বিদ্যার ও ইতিহাসের বৃহৎকোষ'। এটি একাধারে বৈষ্ণব মহান্ত জীবনী, বৈষ্ণব-ইতিহাস, সংগীত-নিবন্ধ ও পদাবলী সংকলন গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ বৈষ্ণব আচার্য ও তাঁদের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের জীবনী এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রধান আচার্য শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনী এবং তাঁদের নানা কর্মচেষ্টার বিবরণ দান করাই গ্রন্থটির মুখ্য বিষয়। প্রসঙ্গতঃ

---

(৭২) ১ম—(১৩১২)—মৃণালকান্তি ঘোষ, ২য়—(১৩৬৮)—সন্তোষকুমার কুণ্ডু, ৩য়—(১৩৬৮)—মালবিকা চাকী।

(৭৩) গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ)—স. হরিদাস দাস, পৃঃ ২৯৫-৬।

গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যের জীবন কথাও বর্ণনা করেছেন। সনাতন, রূপ, শ্রীজীব প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামীও বাদ যান নি। এই সঙ্গে সেকালের গৌড়-বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের একটি ইতিহাস-নিষ্ঠ পরিচয় আছে—বৈষ্ণবদের ধর্মপ্রচার কার্য, ভক্তিবাদ, তত্ত্বকথা, দর্শন, প্রচলিত কাহিনী, সভা সম্মেলন ইত্যাদির বিবরণ আছে।

নানা প্রসঙ্গের অবতারণায়, প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহে, ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনায় 'ভক্তিরত্নাকরে'র আয়তন বৃহৎ হয়ে ওঠে। দশম তরঙ্গ রচনা-কালেই কবির চিত্তে নরোত্তম ঠাকুরের পৃথক একটি জীবন কাহিনী রচনার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই তরঙ্গ থেকেই তিনি অনেক বিষয়ের বর্ণনা সংক্ষেপ করতে চেষ্টিত হন। অনেক বিষয় 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লেখ না করে 'নরোত্তম-বিলাসে'র জন্যে গচ্ছিত রাখেন ঃ "বিস্তারিব নরোত্তমবিলাস গ্রন্থেতে"। 'ভক্তিরত্নাকরে' কবির এই প্রতিশ্রুতিরই অনিবার্য ফল 'নরোত্তমবিলাস'। এই গ্রন্থ রচনার সময়ও তাই কবি তাঁর পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অথবা পূর্বেই ভক্তিরত্নাকরে আলোচিত এমন বিষয়গুলির নামমাত্র উল্লেখ করছেন [৭৪]।

গ্রন্থকারের এইসব উক্তি অনুসরণে বলা যায় যে, তাঁর দুটি গ্রন্থেই নরোত্তম-জীবনী প্রায় একই তথ্য সন্নিবেশে বিবৃত হয়েছে। তবে কোনো বিষয় একটি গ্রন্থে বিস্তৃত হলে অপরটিতে সংক্ষিপ্ত, বা সংক্ষিপ্ত হলে বিস্তৃত করা হয়েছে। সেই হিসেবে ভক্তিরত্নাকরের নরোত্তমজীবনী অপেক্ষা নরোত্তম-বিলাস কোনো নতুন গ্রন্থ নয়, বরং এটি প্রথম গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণবা-চার্যের জীবনকথার একটি নবতর সংস্করণ মাত্র।

উভয় গ্রন্থেই নরোত্তমের জীবনী বর্ণিত। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু তথ্য কম বেশী আছে। দুটি গ্রন্থের তথ্য মিলিয়ে নরোত্তম-জীবনীটি পূর্ণাঙ্গ। বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণ যোগে আলোচনা করা যাক—

(১) নরোত্তমের গুরু গোপালভট্ট, পরমগুরু লোকনাথ। উভয় গ্রন্থেই এই লোকনাথের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উভয় গ্রন্থেই আছে,—লোকনাথের জন্মস্থান ও পিতা মাতার নাম, পিতার সঙ্গে অদ্বৈতের সম্পর্ক, সর্বত্যাগী লোকনাথের গৌরচরণাশ্রয়, গৌর আদেশে বৃন্দাবন যাত্রা, প্রভুর সন্ন্যাস-ভাবনায় অস্থিরতা, প্রভুকে অনুসরণ করে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা, সেখান থেকে পুনরায় ব্রজাভিমুখে গমন ও পুনরায় প্রয়াগ যাত্রার সিদ্ধান্ত, প্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভে বৃন্দাবনে বসবাস আরম্ভ, গোপালভট্ট শ্রীরূপ

(৭৪) বিষয়টি 'নরোত্তমবিলাস' প্রারম্ভে আলোচিত বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ৮৬।

শ্রীসনাতনের সঙ্গে মিলন; ভূগর্ভের সঙ্গে একাত্মতা, শাস্ত্রপাঠ ও রাধাবিনোদ সেবা।

তবু উভয় গ্রন্থেই এমন কিছু তথ্য আছে যা অন্ততঃ একটিতে পরিবেশিত হয় নি। নিম্নোক্ত তথ্যগুলি একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে ঃ লোকনাথের রাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদ, তাঁর কিশোরীকুণ্ড তীরে বসবাস। নরোত্তম-বিলাসে এর উল্লেখ মাত্র বলা হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি একমাত্র 'নরোত্তমবিলাসে'ই আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই ঃ লোকনাথের পিতা মাতার বিশেষ পরিচয়,—বৈষ্ণবভাবুকতা, অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁর পিতার পরিচয়ের বিশিষ্ট সংবাদ, লোকনাথের গৌরাঙ্গদর্শনে নদীয়া গমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নিজ জীবন বর্ণনায় লোকনাথের নিষেধাজ্ঞা প্রদান।

(২) উভয় গ্রন্থেই নরহরি খেতুরী মহোৎসবের বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উভয় স্থলেই বিদ্যমান—উৎসবের জন্যে আমন্ত্রণ-লিপি রচনা, বিভিন্ন স্থানে পত্র প্রেরণ, উৎসবের সময় স্থিরীকরণ, সন্তোষ দত্তের কৃতিত্ব, উৎসবে নরোত্তম-শ্রীনিবাসের ভূমিকা, উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা, উৎসবের কর্মসূচী, সগণ-চৈতন্যের প্রকটাপ্রকট লীলা প্রকাশ ইত্যাদি। খেতুরী উৎসবের বর্ণনা আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১০ম তরঙ্গে এবং নরোত্তম-বিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাসের শেষাংশ থেকে ৯ম বিলাসের আরম্ভাংশ পর্যন্ত। নরোত্তম ঠাকুর এই উৎসবের উদ্যোক্তা। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনী 'নরোত্তমবিলাসে'ই এই বর্ণনার প্রাধান্য।

তবু এমন কিছু কিছু ছোট খাটো তথ্য 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে, যা 'নরোত্তম-বিলাসে' নেই। যেমন—

(১) শ্রীনিবাসকে এই উৎসব সম্পর্কে মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ। (২) নিমন্ত্রণ পত্রী গদ্যে না পদ্যে লিখিত হবে তার স্পষ্ট উল্লেখ ('পত্রীতে যে লিখিবেন পদ্য সমধুর'), পত্রীগুলির বিলি-ব্যবস্থার জন্যে 'অতিযোগ্য পঞ্চদশ জন' নিয়োগ। (৩) উৎসবমুখে শ্রীনিবাসের খেতুরী আগমনে নরোত্তম রামচন্দ্র ও সগণ সন্তোষ দত্ত কর্তৃক তাঁকে অভ্যর্থনা। শ্রীনিবাসের সঙ্গীদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস নামক একজন নতুন ভক্তের নাম—যিনি সেই দিনই সকালে শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন। (৪) উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় অতিরিক্ত ১২ জন ভক্তের নাম—কৃষ্ণদাস, দামোদর, শ্রীমুকুন্দ, দাসনারায়ণ, কামদেব, জনার্দন, পুরুষোত্তম, শ্রীহরি আচার্য, কাষ্টকাটা জগন্নাথ, পুষ্প-গোপাল, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত। তবে প্রথমোক্ত ৫ জন ভক্তের নাম

নরোত্তমবিলাসে আহার্য গ্রহণের সময় বলা হয়েছে।

অন্যদিকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি 'নরোত্তমবিলাসে' আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই—

(১) আগন্তুক বিভিন্ন ভক্তগোষ্ঠীর ভার বিভিন্ন দলের উপর অর্পণ, প্রতি গোষ্ঠীর নাম-তালিকা, আহার গ্রহণের সময় তাঁদের পৃথক পৃথক দল ও ব্যক্তিদের নাম। (২) উৎসবে উপস্থিত ভক্তদের ভূমিকা (নৃত্য, বাদ্য, কীর্তন-সংগীত, ফাগুপ্রদান—বিষয়ে), (৩) উপস্থিত ভক্তদের তালিকায় 'মঙ্গল বৈষ্ণব' নামক নতুন একটি নাম।

৩। খেতুরী উৎসবান্তে জাহ্নবা দেবীর ব্রজ গমন এবং খড়দহে প্রত্যাবর্তন। এই সংবাদটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১০ম ও ১১শ তরঙ্গে এবং 'নরোত্তমবিলাসে'র ৯ম বিলাসে জানানো হয়েছে। উভয় গ্রন্থে বর্ণিত সাধারণ বিষয়গুলি ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে, 'ভক্তিরত্নাকরে'ই এই গমনাগমন বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে অতিরিক্ত আছে—

(১) জাহ্নবার বৃন্দাবন গমনকালে সন্তোষ দত্ত প্রদত্ত নানা দ্রব্য গ্রহণ, তাঁর সঙ্গী ১৭ জন ভক্তের (কৃষ্ণদাস সরখেল প্রমুখ) নাম। (২) পথে জাহ্নবার পাষণ্ডীদের ও দুর্জন দস্যুর উদ্ধার সাধন, (৩) বৃন্দাবনে আগত জাহ্নবাকে গোপালভট্ট ভূগর্ভ, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপণ্ডিত, মধুপণ্ডিত ও শ্রীজীব—এই ৮ জন ভক্ত কর্তৃক সম্বর্ধনা। নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত এই সম্বর্ধনায় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও মধুপণ্ডিতের নাম নেই। (৪) বৃন্দাবনে জাহ্নবার অলৌকিক কার্যসমূহ-রাধাকুণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ললিতাদি দর্শন, যমুনাতীরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রের জীবন দান, তাঁর গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রার্থনায় দেববিগ্রহের অশ্রু-বর্ষণ। (৫) গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পথ-নির্দেশ ঃ খেতুরী বুধরী একচক্রা মৌড়েশ্বর কন্টকনগর যাজিগ্রাম শ্রীখণ্ড নবদ্বীপ অম্বিকা খড়দহ। 'ভক্তি-রত্নাকরে' এই বর্ণনা বিস্তৃত। নরোত্তমবিলাসে এই একচক্রা ও মৌড়েশ্বর গমনের প্রসঙ্গ নেই। এবং মাত্র দু ছত্রে বলা হয়েছে, ঈশ্বরী নবদ্বীপ গিয়েছিলেন।

অন্যদিকে 'নরোত্তমবিলাসে' নতুন তথ্য আছে—দেবীর প্রত্যাবর্তনকালে রামচন্দ্র কবিরাজের নিমিত্ত শ্রীজীব 'গোপালবিরুদাবলী' গোবিন্দ কবিরাজের হাতে অর্পণ করেন।

সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস'কে একটি অপরটির পরিপূরক গ্রন্থ বলতে পারি ॥

শ্রীসনাতনের সঙ্গে মিলন, ভূগর্ভের সঙ্গে একাত্মতা. শাস্ত্রপাঠ ও রাধাবিনোদ সেবা।

তবু উভয় গ্রন্থেই এমন কিছু তথ্য আছে যা অন্ততঃ একটিতে পরিবেশিত হয় নি। নিম্নোক্ত তথ্যগুলি একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে : লোকনাথের রাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদ, তাঁর কিশোরীকুণ্ড তীরে বসবাস। নরোত্তমবিলাসে এর উল্লেখ মাত্র বলা হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি একমাত্র 'নরোত্তমবিলাসে'ই আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই : লোকনাথের পিতা মাতার বিশেষ পরিচয়,—বৈষ্ণবভাবুকতা, অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁর পিতার পরিচয়ের বিশিষ্ট সংবাদ, লোকনাথের গৌরাঙ্গদর্শনে নদীয়া গমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নিজ জীবন বর্ণনায় লোকনাথের নিষেধাজ্ঞা প্রদান।

(২) উভয় গ্রন্থেই নরহরি খেতুরী মহোৎসবের বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উভয় স্থলেই বিদ্যমান—উৎসবের জন্যে আমন্ত্রণ-লিপি রচনা, বিভিন্ন স্থানে পত্র প্রেরণ, উৎসবের সময় স্থিরীকরণ, সন্তোষ দত্তের কৃতিত্ব, উৎসবে নরোত্তম-শ্রীনিবাসের ভূমিকা, উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা, উৎসবের কর্মসূচী, সগণ-চৈতন্যের প্রকটাপ্রকট লীলা প্রকাশ ইত্যাদি। খেতুরী উৎসবের বর্ণনা আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১০ম তরঙ্গে এবং নরোত্তমবিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাসের শেষাংশ থেকে ৯ম বিলাসের আরম্ভাংশ পর্যন্ত। নরোত্তম ঠাকুর এই উৎসবের উদ্যোক্তা। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনী 'নরোত্তমবিলাসে'ই এই বর্ণনার প্রাধান্য।

তবু এমন কিছু কিছু ছোট খাটো তথ্য 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে, যা 'নরোত্তমবিলাসে' নেই। যেমন—

(১) শ্রীনিবাসকে এই উৎসব সম্পর্কে মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ। (২) নিমন্ত্রণ পত্রী গদ্যে না পদ্যে লিখিত হবে তার স্পষ্ট উল্লেখ ('পত্রীতে যে লিখিবেন পদ্য সমধুর'), পত্রীগুলির বিলি-ব্যবস্থার জন্যে 'অতিযোগ্য পঞ্চদশ জন' নিয়োগ। (৩) উৎসবমুখে শ্রীনিবাসের খেতুরী আগমনে নরোত্তম রামচন্দ্র ও সগণ সন্তোষ দত্ত কর্তৃক তাঁকে অভ্যর্থনা। শ্রীনিবাসের সঙ্গীদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস নামক একজন নতুন ভক্তের নাম—যিনি সেই দিনই সকালে শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন। (৪) উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকার অতিরিক্ত ১২ জন ভক্তের নাম—কৃষ্ণদাস, দামোদর, শ্রীমুকুন্দ, দাসনারায়ণ, কামদেব, জনার্দন, পুরুষোত্তম, শ্রীহরি আচার্য, কাণ্টকাটা জগন্নাথ, পুষ্পগোপাল, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত। তবে প্রথমোক্ত ৫ জন ভক্তের নাম

সম্পাদিত ও মুদ্রিত করেন। সংবাদটি দাস মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি, জানিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় ৭৭ ।

মুদ্রিত পুস্তক দেখে মনে হয় যে, ক্ষীরোদচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের পুথি ছিল এক ও অভিন্ন। যদি ক্ষীরোদচন্দ্রের উল্লিখিত উক্তিকে অত্যুক্তি ধরা না হয়, তাহলে তাঁর পুথিটির কলেবর 'পদকল্পতরু'র মতো হতে পারে না। কিন্তু হরিদাস দাস মহাশয়ের ব্যবহারের পর পুথিটি যে কোথায় অন্তরিত হয়েছে, তাও আজ জানা যাচ্ছে না।

(গ) ত্রিপুরা আগরতলায় রাজমালা গ্রন্থাগারে 'গীতচন্দ্রোদয়' (পূর্বরাগ)-এর অন্য একটি পুথি ছিল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই পুথিটির সংবাদ তাঁর 'পদকল্পতরু'র ভূমিকাখণ্ডে প্রকাশ করেন ৭৮ । সাহিত্য-রত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা গিয়ে পুথিটি পরীক্ষা করেন এবং এর একটি পদসূচী ও কিছু নোটপত্র প্রস্তুত করে আনেন ৭৯ । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর সেই সব নোটপত্র এক সময় ব্যবহারও করেছিলেন ৮০ । আগরতলার এই পুথিটি সম্পর্কে সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখেছেন,

> "গীতচন্দ্রোদয় পুথিখানি দেখিলাম।...................একত্রিংশ আস্বাদে ১০৭৪ সংখ্যক পদে পূর্বরাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মানের, প্রেমবৈচিত্ত্যের ও প্রবাসের বর্ণনা ছিল।..............'পূর্বে' পূর্বরাগ গাইল এবে গাই মান' ॥ ইহার পর পুথি খণ্ডিত" ৮১ ।

তাঁর 'নোটপত্রে' লেখা আছে—

> "১৭৮ (ক) পত্র শেষ। আর একটি পুথি। পূর্বরাগ প্রকরণ শেষ। মান বর্ণনা পাওয়া যায় না" ৮২ ।

সাহিত্যরত্ন মহাশয় আরো জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরা থেকে ফিরে তিনি

(৭৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯৪ (৪নং পদটীকা)।
(৭৮) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৫ম খণ্ড, (১৩৩৮), পৃঃ ২।
(৭৯) তন্মধ্যে 'পদসূচী'—নোটটি বর্তমানে আমাদের কাছে। দ্র. 'প্রগতি' (২৪।৬।১৯৭৪) পৃঃ ৪০৫।
(৮০) History of Brajabuli Literature, (C.U., 1935) p. 279.
(৮১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (১ম সং), পৃঃ ১৩৯।
(৮২) প্রগতি (১।১৩—২৪।৬।৭৪ সংখ্যা, পৃঃ ৪০৬—'কয়েকটি প্রাচীন পুথি' প্রবন্ধ।

সেখানের পুথিগুলির সন্ধান দেন হরিদাস দাস মহাশয়কে। দাস মহাশয় ত্রিপুরা গিয়ে সমগ্র পুথি নকল করে আনেন।

(ঘ) হরিদাস দাস মহাশয় ত্রিপুরায় 'গীতচন্দ্রোদয়' পুথির আরো কিছু কিছু অংশের সন্ধান পান। তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' নিম্নোক্ত পুথি-গুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে [৮৩]

(১) গীতচন্দ্রোদয় ঃ গৌরকৃষ্ণরসামৃত—(ক) মঙ্গলাচরণ ৬০টি পদ, (খ) মুগ্ধাদিপ্রকরণ ২৬৭টি পদ, রাগানুরাগ প্রকরণ ১২০টি পদ, (গ) পূর্বরাগ প্রকরণ ১১৭০টি পদ।

(২) গীতচন্দ্রোদয় ঃ গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত—(ক) প্রথম আস্বাদ ৫৩টি পদ (নরহরির দুটি, গোবিন্দদাসের ৫১টি); (খ) দ্বিতীয় আস্বাদ—১২৯টি পদ (নরহরির ৩টি, গোবিন্দদাসের ২টি, কবি শেখরের ১২৪টি)। কিন্তু হরিদাস দাস মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর এই পুথিগুলির আর কোনো সন্ধান মেলে নি। পুথিগুলি মুদ্রিতও হয় নি। বর্তমানে আগরতলা বা অন্যত্র এই পুথিগুলির একটিও নেই।

(ঙ) অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুথির সংবাদ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

"Another MS. deposited at the Dacca University Library is supposed to be a missing portion of the Gitacandrodaya..............................'He (Harekrisna Sahityaratna) very kindly allowed me to use these notes (on Tripperah-Ms), and also to examine a copy of the Dacca University MS. taken by him".[৮৪]

কিন্তু এই পুথির কোনো রকম পরিচয় অন্যত্র প্রকাশিত হয় নি। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেন নি। হরিদাস দাস মহাশয় লিখেছেন,

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত খণ্ডিত পুথি (২৬৪৭, ২৬৪৮, ৪১৪৬ সংখ্যক) গুলিও গীতচন্দ্রোদয়ের অংশ বিশেষ বলিয়া কাহারও ধারণা। যদি এই সব গ্রন্থ সত্যই গীতচন্দ্রোদয় হয় এবং আগরতলা পুথিরই অংশ হয়—তবে উহাদের

(৮৩) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, (১৩৬৪), পৃঃ ১৪৯৫-৯৭।
(৮৪) History of Brajabuli Literature (C.U. 1935), p. 279

সংকলনে গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থের কলেবর কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইতে পারে" ৮৫ ।
কিন্তু এ পর্যন্ত এই পুঁথিগুলির অন্য কোনো সংবাদ মেলে নি।

(চ) কলকাতা পাঠবাড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে 'গীতচন্দ্রোদয়' পূর্ব-রাগের একটি বিশেষ পুঁথি আছে। নং ২০৩০।১৪; পত্র ১, ২, ১১-১৬, মোট ৮টি। পুঁথিটি "শ্রীমদ্ গীতচন্দ্রোদয়ে সংকীর্তন রসবর্ধনো নাম চতুর্থো কিরণঃ"। এতে সর্বমোট ৪৭টি পদ আছে। ১-২ পত্রে বন্দনাদি সংস্কৃত শ্লোক ৫টি। তারপরে সংগীতসার, সংগীতকৌমুদী, নারদসংহিতা হরিনায়ক প্রভৃতির শ্লোক উদ্ধার করে গীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ২খ পত্রের ১১শ চরণ থেকে পদ সংকলিত। ২ নং পত্রে ১টি সম্পূর্ণ ও ১টি খণ্ডিত পদ। ১১ক-১৬খ পত্রে ২১ নং থেকে ৬৫ নং পর্যন্ত ৪৫টি পদ। ১খ পত্রের ৫ নং শ্লোকে-গ্রন্থের নাম আছে—"গীতচন্দ্রোদয়াখ্যোঽয়ং" ইত্যাদি।

হরিদাস দাস মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পুঁথিটি মিলিয়ে দেখা গেছে যে, প্রাপ্ত পুঁথিটি তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের একটি বিশেষ অংশ মাত্র, পৃঃ ৪৪-৬৩, পদসংখ্যা ২১-৭৪, যদিও বহুল পাঠান্তর আছে। এই পুঁথির সংস্কৃতের বন্দনাদিসহ ১, ২ নং ২৬ এবং ২৭ নং এই ৪টি পদ মুদ্রিত গ্রন্থে নেই। তন্মধ্যে ২৬, ২৭ নং পদ দুটি কবি তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থেই সংকলন করেন নি।

(১) ১ নং পদ—'জয় জয় শ্রীগুরু পরম কৃপাময়' (পদটি নবাবিষ্কৃত 'গীতচন্দ্রোদয়' মঙ্গলাচরণে আছে)।
(২) ২নং পদ—'চম্পক কনক কঞ্জচয় কুসুম' (পদটি খণ্ডিত, তবে অন্যত্র নেই)।
(৩) ২৬নং পদ—'কানড় কুসুম হেরি' (রাধামোহন ঠাকুরের পদ): 'গীত-চন্দ্রোদয়ে'র মুদ্রিত পুস্তকে (পৃঃ ৪০) রাধামোহনের একটিমাত্র পদ 'আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র,' ছিল।
(৪) ২৭নং পদ—'পেখলু পহুক কাহে ইহ ভাঁতি' (ভণিতা—নরহরি। অন্যত্র মেলে না) ৮৫ক ।

মুদ্রিত গ্রন্থ

(ক) **ত্রিপুরা সংস্করণ** : ১২৯৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮৮ খ্রীঃ) ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজমালা পুঁথিটির প্রথম ৩৩০টি পদ নিয়ে 'গীত-

(৮৫) শ্রীশ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি, ১ম খণ্ড, (১৯৪৭), অবতরণিকা পৃঃ ⁄.
(৮৫ক) দ্র. পরিশিষ্ট ক, পদ ১৪২।

চন্দ্রোদয়' মুদ্রিত করেন [৮৬]। কিন্তু এটির কোনো কপি আগরতলা বা পশ্চিম বাংলার কোনো গ্রন্থাগারে নেই। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র এটিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

(খ) **হরিদাস দাস মুদ্রিত 'পূর্বরাগ' : ৪৬২ গৌরাব্দে (১৯৪৮ খ্রীঃ)** হরিদাস দাস মহাশয় 'গীতচন্দ্রোদয়'—পূর্বরাগ নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর থেকে প্রকাশ করেন। এতে মোট পদ আছে ১১৬৯।

(খ) ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর 'রাগ ও রূপ' (উত্তর ভাগ) গ্রন্থে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র "সংগীতাংশ" "৮ম পরিচ্ছেদ" নামে প্রকাশ করেছেন [৮৭]। তাঁর প্রকাশিত অংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থের সংগীতাংশ সন্নিবিষ্ট হল। এই অংশটি গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদ। পদ্যাংশ কতকটা বাদ দিয়ে মাত্র সংগীতালোচনার অংশ এতে সংযোজিত হল। স্বর্গত সুপণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয়ের একান্ত চেষ্টায় এই অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে [৮৮]

কিন্তু "৮ম পরিচ্ছেদ" বলতে প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ কী বলতে চেয়েছেন, তা বোঝা যায় না। আমরা 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র যে "মঙ্গলাচরণ" অংশ [৮৯] পেয়েছি, দেখা যাচ্ছে প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত অংশটি তাতে সম্পূর্ণই বর্তমান। প্রাপ্ত অংশে কোথাও "৮ম পরিচ্ছেদ" নামটি নেই। এই 'মঙ্গলাচরণ' অংশে 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বিষয় তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র ৮ম বিভাগের নাম 'প্রার্থনামৃত' [৯০]। প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর অবলম্বিত পুথির বিবরণ দেন নি। তাঁর পথির শিরোনামে '৮ম পরিচ্ছেদ' শব্দটি থাকা আশ্চর্য নয়।

(৮৬) ডঃ সুকুমার সেন, (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ-৩৯৪ পাদটীকা ৪)। কিন্তু হরিদাস দাস এই সংস্করণ সম্পর্কে লিখেছেন, "১৩২৮ ত্রিপুরাব্দে মুদ্রিত আগরতলা ১ম সংস্করণের প্রথম খণ্ডে এই পর্যন্ত (২৬৭টি পদ) মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-ভাবনামৃতের দুইটি আস্বাদ ২৪১ পৃঃ পর্যন্ত এবং তৎপরে আবার গৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত রাগানুরাগ প্রকরণ ৩৭৮ পৃঃ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে"। গৌরচরিত্রচিন্তামণি (৪৬১ গৌরাব্দ), অবতরণিকা, পৃঃ ৶.

(৮৭) রাগ ও রূপ, (উত্তরভাগ, ১৯৬১), শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ, পৃঃ ১৯৮-২২১।

(৮৮) ঐ, পৃঃ ১৯৭।

(৮৯) 'নবাবিষ্কৃত পুথি' অধ্যায়। বর্তমান নিবন্ধ।

(৯০) গীতচন্দ্রোদয় পুথি (২৫৩৪।৩), পত্র ৮খ, ৫২ নং পদ।

এই অংশে মোট ২৩টি বৈষ্ণব পদ আছে, 'তালার্ণব' নামক একটি বিশেষ অংশ আছে। 'মঙ্গলাচরণে'র বিষয় তালিকায় 'তালার্ণব'কে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র 'গৌরকৃষ্ণলীলামৃত' নামক ৫ম বিভাগের অন্তর্গত বলা হয়েছে। ৫ম বিভাগের কোনো পুঁথি মেলে নি। প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের প্রকাশিত 'তালার্ণব', 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র সেই লুপ্ত অংশ হওয়া অসম্ভব নয় ॥

পাঠান্তর

'গীতচন্দ্রোদয়' পূর্বরাগের সম্পূর্ণ পুঁথিটি মেলে নি। বরাহনগর পাঠবাড়ীর ২০৩০।১৪ নং খণ্ডিত পুঁথির ১, ২, ১১-১৬ মোট ৮টি পত্রে ৪৭টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৪টি পদ হরিদাস দাস মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থে নেই। বাকি ৪৩টি পদ তাঁর গ্রন্থে আছে। পুঁথির পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠে গরমিল আছে। নিম্নে তা নির্দিষ্ট হলো। এই পাঠান্তর অনুপেক্ষণীয় ঃ

(১) খণ্ডিত পুঁথিটির ১১ক পত্রের প্রথম পদটি (২১ নং)-ও খণ্ডিত। এর শেষ ৭½ চরণ মিলেছে। দেখা যাচ্ছে, এটি হরিদাস দাসের গ্রন্থস্থ ৪৪ পৃষ্ঠার ২১ নং পদ, যার আরম্ভ—'সুন্দর সুখময় গৌরকিশোর'; পদটি ১২ চরণের। পাঠান্তর বাহুল্যের জন্যে হরিদাস দাস গৃহীত ও পুঁথির পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত হলো ঃ

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পাঠবাড়ী পুঁথির পাঠ
সুন্দর মুখময় গৌরকিশোর। ১ আজু কি অপরূপ ভাবে বিভোর ॥ ধ্রু ॥ ২	(প্রথম ৪ চরণ পুঁথিতে নেই)
খেণে খেণে চকিত নিরখে চহু পাশ। ৩	............থির নয়নে ঝরুলোর ॥
খেণে খেণে তেজই তীখিণ নিশাস ॥ ৪	খণে খণে ভণই কানুগুণগান।
খেণে ভণে কি মধুর কানু গুণগান। ৫	(পুঁথিতে গ্রন্থ-ধৃত ৯-১২ চরণ নেই।
(৬।৭।৮। চরণ উভয় স্থলে অভিন্ন)	শেষ দু চরণের পরিবর্তে আছে ঃ)
ঐছে ভণই পহু কত শত বার। ৯	খণে খণে কঠিন বিততদিন বৈল।
লোচন কমলে গলই জলধার ॥ ১০	নরহরি ধন্ধ সুনত নাহি বৈল ॥
হোত নীবর খণে খণে গতি মন্দ। ১১	
নরহরি হেরি রহল তহি ধন্দ ॥ ১২	

৮ চরণে—"ঘর ধরমে" স্থলে পুঁথির পাঠ 'ঘরকরণ'।

হীরালাল দাস মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পাঠবাড়ী পুথির পাঠ
(২) পৃঃ ৪৪। পদ ২২	পত্র ১১ক। পদ ২২
চরণ	
১মে—গুণমণি গোর অখিল সুখকারী	গৌরচন্দ্রবর সুঘর শিরোমণি
২য়ে—অন্তর বুঝই না পারি। ধ্রু।	নিরুপম পরম গভীর।
৩য়ে—মৃদু মৃদু হাসই বদবিধু গোপই নিরুপম নয়ন তরঙ্গ	অরুণ নয়নে ঝরু নীর। অপরূপ ভাব তরঙ্গ (পুথিতে 'ভাব' শব্দটি না কেটে উপরে 'প্রেম' শব্দটিও লেখা আছে)
(৩) পৃঃ-৪৫। পদ ১নং (-২৩)	পত্র ১১ক। পদ (-২৩)
২য়ে—ভণই নয়ান কি	ভণইল আজ কি
(৪) ৪৫ পৃষ্ঠা ২ নং পদ (-২৪ নং)	১১ক পত্রের ২৪ নং পদ
চরণ	
২য়ে—বিধিয়ান ধরয়ে	বিয়াই ধরই
৭মে—জানই	জানব।
(৫) ৪৫ পৃষ্ঠা, ৩ নং (-২৫ নং)	১১খ, ২৫ নং
চরণ	
৫মে—না মানে আঁখির ধারা	না দেখি আঁখ্যের ধারা।

এরপর মুদ্রিত গ্রন্থে 'পেখলু নিরজনে গোরকিশোর' ও 'গৌরচরিত কিয়ে বুঝই ন যাত' ইত্যাদি পদ দুটি আছে। পুথিতে এগুলির স্থলে যথাক্রমে 'কানড়কুসুম হেরি শচীনন্দন' (-রাধামোহন), এবং 'পেখলু পহুক কাহে ভাঁতি'—ইত্যাদি দুটি পদ দেখা যায়।

(৬) ৪৭ পৃষ্ঠা ১ নং (-২৯)	১২ক, ২৯ নং
চরণ	
২য়ে—পীড়িত অতিশয় নহত বিরাম	ধৈরজবর বিবহিত অবিরাম।
৪র্থে—যতন করই উহ নিন্দ	যতনক বই উই নীদ।
৫মে—নলিনী	ললিত
৬ষ্ঠে—হানে	হানি
৭মে—চাঁদ	চন্দ্র

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পুঁথির পাঠ
(৭) ৪৭ পৃষ্ঠা, ২ নং (-৩০)	১২ক পত্র। ৩০ নং
চরণ	
৪র্থে—অবশ এবে সে অলস	আলস এ বেশে আলস
৭মে—বিধু জিনি সুখ সঘনে	সুধাকর জিতি বদন
(৮) ৪৮ পৃষ্ঠা ১ নং (৩২ নং)	১২খ পত্র, ৩২ নং
চরণ	
৪র্থে—বিরচিত চাঁচর চিকুর খসিত নর	রুচির রুচিরতর কেশ খসই অরু
৫মে—'অতি আতুর হিয় সুধী সকল বিসারি'।	পুন আতুর অধিক নরহত সমুহারি।
৬ষ্ঠে—চলই	চলত।
(৯) ৪৯ পৃষ্ঠা ২ নং পদ (৩৩ নং)	১২খ পত্র, (৩৩ নং)
চরণ	
১মে—বিধুবর	শশীবর
শেষ—মৌন	মন
(১০) ৪৯ পৃষ্ঠা ৩ নং পদ	১২খ ৩৪ নং পদ
চরণ	
১মে—তনু অতি খীণ খীণ	তনু নব খীণ হোত।
(১১) ৪৯ পৃষ্ঠা ৪ নং পদ (-৩৫)	১২খ পত্র, ৩৫ নং পদ
চরণ	
৩য়ে—রুচি সুরচির কিবা সুকোমল দেহ	উপমা সুচারুরুচি সুবলিত দেহ
৪র্থে—খেণে খেণে খীণ	অতিশয় খীণ
৭মে—পরাণ রহব	পরাণ রহিব।
(১২) ৪৯ পৃষ্ঠা, ৫ নং পদ (-৩৬)	১২খ পত্র, ৩৬ নং পদ
চরণ	
৭মে—করু মোহে কহ্নু	কি করব মোহে

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পুঁথির পাঠ
(১৩) ৫০ পৃষ্ঠা, ৯ নং পদ (-৩৭)	১৩ক পত্র, ৩৭ নং পদ
চরণ	
২য়ে—মদন ভয় হর তনু	দেহ থেহ বিরহিত অরু
৪র্থে—অথির অতি সুমধুর অধরে রহিত	রদন বয় ঝাঁপি বদন ছদ পত্র
৭মে—শুনই না শুনই উতর নাহি	উতব রহিত বিষমপুন
৮মে—তিলে তিলে বিষম সশঙ্কিত হেরইতে নরহরি হৃদয় দহনে দহি যায়	তাহি অতিশয় শঙ্কাগত নরহরি চিন্তই কি করব নহই উপায়।
(১৪) ৫০ পৃষ্ঠা, ২ নং পদ (-৩৮)	১৩খ পত্র, ৩৮ নং পদ
চরণ	
১মে—কি ভাবে ভরল	ভাবে ভরল।
(১৫) ৫১ পৃষ্ঠা, ১ নং পদ (-৪০)	১৩খ পত্র, ৪০ নং পদ
২য় চরণে—রহই	বসই
(১৬) ৫১ পৃষ্ঠা, ২ নং পদ (-৪১)	১৩খ পত্র, ৪১ নং পদ
চরণ	
২য়ে—আপন মনহি মানি	আপনি কহি মানে
১১শ—ভণইতে	কহইতে
১২শ—কাতর নরহরি পহুমুখ হেরি	চিন্তহ অতিশয় নরহরি হেরি ॥
(১৭) ৫১-৫২ পৃষ্ঠা, ৩ নং পদ (- ৪২)	১৩খ পত্র, ৪২ নং পদ
চরণ	
৩য়ে—বাউলের পারা বিরলে রহয়ে সদাই ধূসর ধূলি	বিরলে বসিয়া রহে সদা পদ আধনা চলয়ে ভুলি
৫মে—সুচারু অরুণ আঁখিকোণে কারু	চঞ্চল সে চারু নয়ানেতে কারু
৬ষ্ঠে—আপনি আপনে ঘনঘন ভণে বিহি কি করিলে হায়	আপনা আপুনি পুন ঘন ঘন কহয়ে কি হৈল হায়।
৭মে—পুন বারে বারে কতেক প্রকারে	যতনে ধরএ ধৃতি কতরূপে

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পুঁথির পাঠ
(১৮) ৫২ পৃষ্ঠা, ১ নং পদ (-৪৩)	**১৩খ পত্র, ৪৩ নং পদ**
চরণ	
২য়ে—নীরজ নয়নে নীর ঝরু ঝর ঝর না বুঝল ঐছে কাহে ভেল আজ।	অনুখণ নয়নে বারি ঝরু ঝরঝর না বুঝলু কাহে ঐছে ভেল আজ।
৩য়ে—দামিনী কুঙ্কুম কনক কণ্ঠ জিনি	চম্পক কনক কণ্ঠ মদ ভঞ্জন
৪র্থে—দাহ দমন ঘন হৃদয়ক দাহে	দমন উতাপিত নিরত সুদেহে
৫মে—শুনইতে নিজজন বচন চাহ পুন ভণইতে কণ্ঠে বেকত নহু ভাষ।	নিজজন বচনে সুশ্রবণে চাহ পুন ঘনঘন ভণত বেকত গত ভাস।
৬ষ্ঠে—লাগই দশনে দশন শীতে কম্পই ....বহই	নিরুপম কম্পথেহ ভর বিরহিত ....বহত
৭মে—বিলুঠই......কেশ খমল না সম্ভারল	লোঠত....আনল চিনত বিষম অরু।
৮মে—তিলে তিলে অবশ এ বিষম দশা ইথে নরহরি কাতর না হেরি উপায়।	নরহরি ফুকরি ২ করু রোদন কো পরবোধব নহই উপায়।
(১৯) ৫৩ পৃষ্ঠা, ৩ নং পদ (-৪৫)	**১৪ক পত্র, ৪৪ নং পদ**
চরণ	
৫মে—শীতে কম্পই বচন ভণই	কম্প নিরুপম বচন ভণত
(২০) ৫৩ পৃষ্ঠা, ৪ নং পদ (-৪৬)	**১৪ক পত্র, ৪৫ নং পদ**
চরণ	
১মে—নিরখিয়া হিয়া বিদারিয়া যায়	নিরখিতে পরাণ ফাটয়া যায়।
২য়ে—না জানিয়ে কোণ	ভাব নহে এই।
৪র্থে—কিবা রূপ	চারু রূপ।
৫মে—আহা মরি মরি কি শীতে কাঁপনি সঘনে নিশ্বাস বহে	মরি মরি একে খিণ তনু তাহে কম্প কি এতেক সয়।

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পুঁথির পাঠ
৬ষ্ঠে—পড়ে ক্ষিতিতলে এ ধূলি-ধূসর ইহা কি পরাণে সহে ॥	সঘনে নিসাস বহে বিপরীত ইথে কি পরাণ রয় ॥
৮মে—ভাল যে করিবে জীবন	যে করে সম্মরত পরাণ।
(২১) ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা, ১ নং পদ (-৪৭)	১৪ক পত্র, ৪৬ নং পদ
চরণ	
২য়ে—'ওর'	খোর।
৭মে—খণে কহে কাম কদন ঘনশ্যামর অলখিত পৈঠি রহল হিয় মাহ।	খণে কহ কামকদন ঘন অঞ্জন জিনি নব মধুর মরুতিরস কন্দ।
৮মে—খণে নরহরি কর পকরি কহই দিয়ে লেহ ন সমুঝে কপটী উহ নাহ ॥	পৈঠল হিয় মাধি লসই ন নিকসত কি কহব নরহরি শুনাইতে ধন্ধ ॥
(২২) ৫৪ পৃষ্ঠা, ২ নং পদ (-৪৮)	১৪ক পত্র, ৪৭ নং পদ
চরণ	
৬ষ্ঠে—খণে ভণে কত	সঘনে ভণই
১১শ—খণে খণে	খণে খর
(২৩) ৫৫ পৃষ্ঠা, ১ নং পদ (-৫৩)	১৪খ পত্র, ৪৯ নং পদ
চরণ	
১মে—দেখলু আজু কি কহই	আজু কি কব ধৃতি ধরই
২য়ে—তিলে তিলে	খণে খণে
৪র্থে—বিলুঠই	লোঠত
৬ষ্ঠে—নিশাস ন	শ্বাস না
৭মে—রহই	রটই
(২৪) ৫৬ পৃষ্ঠা, ২ নং পদ (-৫৪)	১৪খ পত্র, ৫০ নং পদ
চরণ	
৮মে—রহল হি থির	রহু পুন থীর।

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	**পুথির পাঠ**
চরণ	
১০মে—তব উহ	তব যুগ
১১শে—কহইতে কণ্ঠে বেকত নহু ভাষ।	মরি মরি আজু বিষম অনুমানি
১২শে—ইথে কি প্রবোধব নরহরি দাস ॥	নরহরি বিকল কি করব ন জানি ॥
(২৫) ৫৬ পৃষ্ঠা, ৩নং পদ (-৫৫)	**১৪খ পত্র, ৫১নং পদ**
চরণ	
২য়ে—অখিল ভুবন মোহন মুরতি	অতি অতুলিত ই তিন ভুবনে
৬ষ্ঠে—নিচল ইথে কি	নিচল কি কব।
(২৬) **৫৬ পৃষ্ঠা, ১নং পদ (-৫৬)**	**১৫ক পত্র, ৫৩নং পদ**
চরণ	
২য়ে—দশা অব সোসব চাহ রহিত মতি	হোঅল অব সোসব ঠাহ রহিত চিত।
৪র্থে—অনুগিম	টলমল
৮মে—মুরছি পড়ল	মুরুছই ছই
(২৭) **৫৭ পৃষ্ঠা, ৩নং পদ (-৫৮)**	**১৫ক পত্র, ৫৫নং পদ**
চরণ	
৪র্থে—কোন্............দশা	কুল............ভাব।
(২৮) **৫৮ পৃষ্ঠা, ১নং পদ (-৬০)**	**১৫খ পত্র, ৫৬নং পদ**
চরণ	
১মে—আজু কি ভাবে	পেখলু আজু
৬ষ্ঠে—পহিরণ	পহিরত
৭মে—লহু লহু চলইতে	অতিশয় খণে খণে
৮মে—ইহ নব	নবরস
(২৯) **৫৮ পৃষ্ঠা, ২নং পদ (-৬১)**	**১৫খ পত্র, ৫৭নং পদ**
চরণ	
১মে—সুঘর	**পরম**
৩য়ে—সব	**উহু**
৪র্থে—করু কত কত	**করত বিবিধ**
৬ষ্ঠে—দরপণ করে নিরখত ছবি হসত।	**মুকুর বর বিলোকি ছবি সুহসত।**
৮মে—শুনি প্রমোদিত	**প্রমুদিত শুনি।**
(৩০) ৫৮ পৃষ্ঠা, ৩নং পদ (-৬২)	**১৫খ পত্র, ৫৮নং পদ**
চরণ	
১মে—আহা	**আজু**

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	পুথির পাঠ
(৩১) ৬০ পৃষ্ঠা, ২নং পদ (-৬৬)	**১৬ক পত্র, ৬০নং পদ**
চরণ	
৩য়ে—হরে সে	হরিল।
(৩২) ৬০-৬১ পৃষ্ঠা, ১১।৩। (-৬৭)	**১৬ক-১৬খ পত্র, ৬১নং পদ**
চরণ	
৭মে—না লোচনে নিন্দ	নয়নহি নীদ
১২শে—কোণে সমুঝাব	প্রবল পরভাব
২২শে—প্রবহত	অলিলসত
(৩৩) ৬২ পৃষ্ঠা, ৬নং পদ (-৭০)	**১৬খ পত্র, ৬৩নং পদ**
চরণ	
৪র্থে—তড়িত মেহ সহ	বিজুরি জলদ সহ

পুথির ৪২টি পদের মধ্যে পাঠান্তরহীন পদ মাত্র ১২টি॥

সংকলন কাল

'গীতচন্দ্রোদয়ে'র সম্পূর্ণ পুথি মেলে নি। নরহরির অপর কোনো গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। এটির সংকলনকাল সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখেছিলেন—

> "বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে হরিবল্লভের গীতচিন্তামণি আন্দাজ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হওয়ায়, উহার আন্দাজ পঁচিশ বছর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতচন্দ্রোদয় সংকলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।" [৯১]

কিন্তু এই তারিখটিকে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো প্রমাণ প্রদত্ত হয় নি। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,

> "গীতচন্দ্রোদয় রচনাকালে বারংবার নরহরি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, পাছে গ্রন্থখানি জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করিয়া না-যাইতে পারেন.........(তিনি) শেষদশায় গীতচন্দ্রোদয় রচনা করিয়া থাকিবেন।" [৯২]

কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ের প্রাপ্ত পুথি দুটিতে কবির এই 'আশঙ্কা-প্রকাশ' সূচক কোনো পদ নেই।[৯৩] তবে গ্রন্থের পরিকল্পনাটি লক্ষ্য করলে মনে হয়, কবি

(৯১) পদকল্পতরু ৫ম, (১৩৩৮), পৃঃ ২।

(৯২) সাহিত্য ১২৯৯, আশ্বিন, পৃঃ ৩৫৫।

(৯৩) বরং এই আশঙ্কাসূচক একটি পদ কবির গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে আছে। হরিদাস দাস মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮, পদ ১।৪২—'রচিহু ইহ গ্রন্থ অসমাপ্তি যদি হোয়'।

থটির সংকলন কার্য সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। গ্রন্থের মোট ৮টি প্রধান বিভাগ, প্রতি বিভাগেরই কিছু কিছু উপবিভাগ আছে।[১৪] প্রথম বিভাগ 'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র 'মঙ্গলাচরণ' 'মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগল্ভা-অষ্ট অভিসারিকা', 'পূর্বরাগ-মান-প্রেমবৈচিত্ত্য-প্রবাস' প্রভৃতি উপ-বিভাগের মধ্যে এক 'পূর্বরাগ' অংশেই ১১৬৯টি পদ আছে এবং মঙ্গলাচরণের অভিসারিকা পর্যন্ত খণ্ডিত একটি পুথিতে ২৫০টি পদ মিলেছে। সুতরাং সমগ্র গ্রন্থে মোট কত হাজার পদ যে সংকলিত হতে পারতো আজ তা অনুমান করাও যায় না। এতবড় একখানি গ্রন্থ দীর্ঘদিনের সংগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফল হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' পুথিতেই কবির 'গৌর চরিত্রচিন্তামণি'র ১টি ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৩২টি পদ সংকলিত হয়েছে।[১৫] গ্রন্থের 'পূর্বরাগ' অংশেও 'ভক্তিরত্নাকরে'র পদ আছে।[১৬] সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ের ফল 'গীতচন্দ্রোদয়', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ও 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি রচনার পর সংকলিত হয়েছিল ॥

গ্রন্থনাম

'গীতচন্দ্রোদয়' খণ্ডিত গ্রন্থ। প্রাপ্ত 'পূর্বরাগ' উপ-বিভাগের 'শ্রীরাধিকা' ও 'শ্রীকৃষ্ণে'র পূর্বরাগ অংশদ্বয়ের প্রতিটি আস্বাদের (যথাক্রমে ৬৫ + ৩১ = ৯৬টি আস্বাদের) পুষ্পিকাবাক্যে 'গীতচন্দ্রোদয়' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের গ্রন্থের প্রথমে ৯নং শ্লোকে (১ বার), মধ্যবর্তী 'সমার্দ্ধসমগীত' আলোচনার প্রাক্কালে (১ বার) এবং গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে (১ বার) মোট ৩ বার নামটি উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বরাগ অংশের পাঠবাড়ী পুথিটির প্রারম্ভিক ৫নং শ্লোকে এবং অধ্যায়-সমাপ্তির পুষ্পিকা বাক্যে 'গীতচন্দ্রোদয়' নামটির ব্যবহার আছে।

গ্রন্থারম্ভেই সংকলক গ্রন্থটিকে 'চিন্তামণি কামধেনু' বলে অভিহিত করেছেন,

> জয় জয় গৌরভক্তগণ পদরেণু।
> তাহাতে নিছিয়ে চিন্তামণি কামধেনু ॥ (পৃঃ ১)

আবার, গ্রন্থটির নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' অংশে ২৮খ পত্রে গ্রন্থটিকে 'কল্পতরু' রূপেও আখ্যাত করা হয়েছে :

> প্রথমে সামান্যরূপ 'কল্পতরু' সম ॥

---

(১৪) দ্র. 'গীতচন্দ্রোদয়ের গঠনশৈলী' অংশ, বর্তমান নিবন্ধ।

(১৫) বর্তমান নিবন্ধ, 'পদাবলী সংগ্রহ' অধ্যায়ে 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' অংশ।

(১৬) ঐ, 'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ' অংশ।

গঠনশৈলী

'গীতচন্দ্রোদয়ে'র সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নি। এর মঙ্গলাচরণ ও পূর্বরাগ নামক দুটি অংশ মাত্র পাওয়া গেছে। সুতরাং খণ্ড বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের সাহায্যে সমগ্র গ্রন্থের কলা-বিধি সম্পর্কে একটি যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাবে না। তবে নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' অংশে ৮খ পত্রের ৫২নং পদে এবং ২২ক পত্রের মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগলভাদি গীতের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের নিবেদনে তাঁর গ্রন্থ পরিকল্পনাটি বিবৃত হয়েছে।[১৭] এ থেকে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র গঠনরীতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। কবি বলেছেন,

শুন শুন শ্রোতাগণ পুনঃ পুনঃ নিবেদি পড়িয়া চরণতলে।
রসজ্ঞানহীন ক্রমশঃ বুঝিয়ে তথাপিহ যেন মন না টলে ॥
পূর্বকবিকৃত গীত নিরুপম আস্বাদিতে সাধ আনন্দভরে।
এ হেতু একত্র করি এই গীতচন্দ্রোদয় সুধা সদাই ঝরে ॥
প্রথমেতে গৌরকৃষ্ণরসামৃত গীতক্রম কিছু উজ্জ্বল মতে।
তাপরে গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে ॥
তাপরে গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত জন্মাদির ক্রম সুচারু রীতি।
তাপরে গৌরকৃষ্ণবিলাসামৃত রাগার্ণব নামে গ্রন্থ সঙ্গতি ॥
তাপরে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত তালার্ণব তাহে সঙ্গতিক্রমে।
নিত্যসেবামৃত, নামামৃত গীত প্রার্থনামৃত ভণে ঘনশ্যামে ॥[১৮]

অর্থাৎ সংকলনের পরিকল্পনানুসারে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র প্রধান ৮টি বিভাগ যথাক্রমে—'গৌরকৃষ্ণরসামৃত', গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত', 'গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত', 'গৌর-কৃষ্ণবিলাসামৃত', 'গৌরকৃষ্ণলীলামৃত', 'নিত্যসেবামৃত', 'নামামৃত' ও 'প্রার্থনামৃত'।

প্রতি প্রধান বিভাগ কিছু কিছু উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন, প্রথম প্রধান বিভাগ 'গৌরকৃষ্ণরসামৃত' সম্পর্কে কবির উক্তি—

"গীতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসধাম।
ইথে অষ্টামৃত পূর্বে কৈল নিরূপণ ॥
প্রথমে কহিল গৌরকৃষ্ণরসামৃত।
ইথে শ্রীউজ্জ্বল গ্রন্থ মতে ব্যক্ত গীত ॥.........
"মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা কিঞ্চিত সুচাইয়া।
অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া ॥
প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকা ভেদ গীত।
তারপর গাব রাগানুরাগ কিঞ্চিত ॥

(১৭) পাঠবাড়ী পুঁথি ২৫৩৪। ৩—গীতচন্দ্রোদয়।

(১৮) নবাবিষ্কৃত গীতচন্দ্রোদয় পুঁথি (পাঠবাড়ী ২৫৩৪। ৩)—পত্র ৮খ।

ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ।
পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস ॥
ইথে গাব সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ ক্রমেতে।
তদুপরি সন্দর্শনাদি পৃথক মতে॥"[৯৯]

অর্থাৎ প্রথম 'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র উপবিভাগ হলো—৬টি : (মঙ্গলাচরণ সহ) 'মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগল্‌ভা-অষ্ট-অভিসারিকা' মিলিয়ে 'নায়িকা ভেদগীত'; 'রাগানুরাগ'; 'পূর্বরাগ', 'মান', 'প্রেমবৈচিত্ত্য' ও 'প্রবাস'। কবির মতে এইসব উপবিভাগ 'সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বর্ণনক্রমে' গীত হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি বিভাগ বা উপবিভাগের বিষয়ানুযায়ী পদ সজ্জিত হয়েছে। এবং তার প্রারম্ভে বা শেষে কবি ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার পয়ারে সংক্ষেপে বর্ণনীয় বিষয়টি শ্রোতা বা পাঠকবর্গের গোচরে এনেছেন। 'পূর্বরাগ' অংশে এমন প্রারম্ভ-কথনের পয়ার আছে মোট ১১ বার। বলা বাহুল্য যে, এই অংশেও কবির ভণিতা আছে।

'গীতচন্দ্রোদয়ে'র বিষয়বিভাগ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসরণে পরিকল্পিত হয়েছে। সংকলক বারংবার সে কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

প্রথমে কহিল গৌরকৃষ্ণরসামৃত।
ইথে শ্রীউজ্জ্বল গ্রন্থ মতে ব্যক্ত গীত ॥
শ্রীরাধিকা পূর্বরাগ রসের পাথার।
প্রথমে গাইয়ে শ্রীউজ্জ্বল অনুসার ॥[১০০]

কিন্তু পদ সজ্জিত হয়েছে পিতৃগুরু বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র রীতি অনুসারে। কবি লিখেছেন—

সামান্যতঃ প্রথমেতে গাব গৌর গীত।
চিন্তামণি যৈছে যৈছে এ গীতের রীত॥[১০০ক]
এই পঞ্চ গাব এ সামান্য প্রকরণে।
সামান্য প্রকারে গীতচিন্তামণি প্রায়।[১০০খ]

এখানে 'চিন্তামণি' বা 'গীতচিন্তামণি' বলতে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'কেই বোঝানো হয়েছে ॥

(৯৯) নবাবিষ্কৃত গীতচন্দ্রোদয় পুঁথি (পাঠবাড়ী ২৫৩৪। ৩) পত্র ২২ক।
(১০০) গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ—স. হরিদাস দাস, পৃঃ ৯৮।
(১০০ক) গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ, পৃঃ ১৫। (১০০খ) ঐ পৃঃ ৪১২।

প্রাপ্ত পূর্বরাগ অধ্যায়ের বিষয় বিন্যাস :

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির ১৫নং প্রকরণ 'শৃংগারভেদে' উজ্জ্বলরস ও তার বৈচিত্র্য বা প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনানুসারে বলা যায়—

উজ্জ্বলরস দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগের হেতু দর্শন (সাক্ষাৎ, চিত্র ও স্বপ্ন) ও শ্রবণ (বন্দী-দূতী-সখীর মুখে, গীতে)। পূর্বরাগের দশ দশা (অবস্থা)—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ (-জাগর্যা), তানব (কৃশতা), জাড়িমা, বৈয়গ্র (ব্যগ্রতা), ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। আবার পূর্বরাগে 'কামলেখ' ও 'মাল্যার্পণে'র ব্যবস্থাও আছে।[১০১]

সম্ভোগ দ্বিবিধ—মুখ্য (জাগ্রতাবস্থায়) ও গৌণ (স্বপ্নে)। মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার—সংক্ষিপ্ত (পূর্বরাগের পর মিলনে), সংকীর্ণ (মানের পর মিলনে), সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ' অংশের মুখ্যতঃ তিন খণ্ড—'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগ', 'শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ'। তিনটি খণ্ডেই প্রায় একই রীতিতে পদ সজ্জিত হয়েছে।

গ্রন্থটির পদসজ্জার রীতি :

(ক) রূপামৃত বা রূপ বর্ণনা।

(খ) ভাববিতর্ক ও পূর্বরাগের হেতু বর্ণনা—দর্শন (সাক্ষাৎ, চিত্র, স্বপ্ন), শ্রবণ (বন্দী-দূতী-সখীমুখে ও গীতে)।

(গ) পূর্বরাগের দশ দশা বর্ণনা—প্রতি দশায় ২ বা ততোধিক পদ সজ্জিত। (কামলেখ, মাল্যার্পণের পদও আছে)।

(ঘ) পূর্বরাগ-পরবর্তী অবস্থার ইঙ্গিত—(আপ্তদূতীর গতি, উক্তি ইত্যাদি), সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ (স্বপ্নে সম্ভোগ, সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-রসোদ্গার)। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-এর নানা আস্বাদ। প্রতি আস্বাদে আছে দর্শন, শ্রবণ, রাধাকৃষ্ণ ও সখীর উক্তি প্রত্যুক্তি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু প্রকাশের এই রীতি শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি' নির্দেশিত। সুতরাং 'শ্রীউজ্জ্বলক্রম মতই কবি গৌরাঙ্গ-রাধিকা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র অনুসরণের কথা কবি জানালেও 'গীতচন্দ্রোদয়ে' বিশ্বনাথের পদসজ্জার প্রণালী আদৌ রক্ষিত হয় নি।

(১০১) মান-প্রেমবৈচিত্ত্য-প্রবাস বর্ণনা মেলে নি।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণির প্রতি ক্ষণদার পদসজ্জা নিম্নরূপঃ

গৌর বন্দনা, নিত্যানন্দ বন্দনা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা। কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্বরাগের পদসজ্জা হলো— ,

(ক) **শ্রীগৌর-পূর্বরাগে ঃ** (১) গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণ, রাধিকার রূপ বর্ণনা গীতি (২) গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ (উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে) বর্ণনা (দশ দশা)। (৩) গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌরনিত্যানন্দ-অদ্বৈত বন্দনা। এই মিলে প্রথমে সামান্য প্রকারে প্রথম আস্বাদ। (১-৩৭ পৃঃ)

পুনরায়—(১) গৌরবন্দনা, গৌররূপ বর্ণনা। (২) গৌরাঙ্গের পূর্বরাগের দশ দশা বর্ণনা। এই মিলে দ্বিতীয়ে বিশেষ প্রকারে প্রথম আস্বাদ। (৩৭-৫৯ পৃঃ)

পুনরায়—গৌরাঙ্গের দশ দশা বর্ণনা। দ্বিতীয়ে বিশেষ প্রকারে দ্বিতীয় আস্বাদ। (৫৯-৬৩ পৃঃ)

তারপর—(১) নাগরী মনোভাবাত্মক পদ। (২) গৌর-দর্শন ও গৌরনাম শ্রবণে নাগরীদের পূর্বরাগের দশ দশা বর্ণনা। এই নিয়ে তৃতীয় প্রকরণে প্রথম আস্বাদ। (৬৪-৯২ পৃঃ)

পুনরায়—নাগরীদের দর্শনাদি, দশ দশা ইত্যাদি মিলিয়ে তৃতীয় প্রকরণে দ্বিতীয় আস্বাদ। (৯২-৯৬ পৃঃ)

এইভাবে গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ সমাপ্ত।

(খ) **দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে ঃ** এতে কোনো গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি বন্দনা পদ নেই। এখানে কবি সরাসরি মুখ্যবর্ণনীয় বিষয়ের পদ সজ্জিত করেছেন।

(গ) **তৃতীয় খণ্ড—কৃষ্ণের পূর্বরাগে ঃ** ১ম খণ্ডের মতো। চৈতন্যাদি বন্দনা ও মুখ্য বিষয় বর্ণনা। সুতরাং 'চিন্তামণি যৈছে যৈছে রীত'—এ গ্রন্থে অনুসৃত হয় নি।

তবে নরহরির একটি বিষয়ে মৌলিকতার পরিচয় মেলে। পূর্বে রাধাকৃষ্ণ লীলা-কীর্তনের প্রারম্ভে গৌর-গীতি গাইবার রীতি চালিত হয়েছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গৌর-গীতির সঙ্গে নিত্যানন্দ-গীতি সন্নিবেশ করে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। (যদিও তাঁর রীতিটি পরবর্তীকালে গৃহীত হয় নি।)

কিন্তু শিষ্যপুত্র গৌরগীতির সঙ্গে নিত্যানন্দ-গীতি সংযোজন করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি সেই সঙ্গে অদ্বৈত গীতিও সংযোজন করেছেন। শুধু

তাই নয়, প্রথম চৈতন্য-নিত্যানন্দকে অভিন্ন তনু ও দ্বিতীয়ে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতকে অভিন্ন তনু রূপে বন্দনাত্মক পদ সংযোজন করে অভিনব মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ॥ [১০২]

বিষয়বস্তু সংক্ষেপ

(ক) **প্রথমাংশ—গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ পদাবলী:** (১) প্রথম ১০টি পদে শ্রীগৌরচন্দ্রের, দ্বিতীয় ১১টি পদে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৃতীয় ৮টি পদে শ্রীরাধিকার অপরূপ রূপ মহিমা বর্ণনা (১-১২ পৃঃ)। (২) রাধাভাবদ্যুতি গৌরবন্দনা (১৩-১৫ পৃঃ)। (৩) গৌরচন্দ্রের 'রাধিকা-স্বরূপে' পূর্বরাগ প্রকাশ (১৬-২৫ পৃঃ) এবং সম্ভোগ বর্ণনা (২৫-২৬ পৃঃ)। (৪) নিত্যানন্দ-গীতি (২৬-৩০ পৃঃ)। (৫) অদ্বৈত গীতি (৩০-৩২ পৃঃ)। (৬) চৈতন্য-নিত্যানন্দ যুক্ত বন্দনা গীতি (৩২-৩৪ পৃঃ)। (৭) চৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত একত্রিত বন্দনা গীতি (৩৪-৩৭ পৃঃ)। (৮) পুনঃ গৌরচন্দ্রের পূর্বরাগ ও সম্ভোগ বর্ণনা (৩৮-৬৩ পৃঃ)। (৯) গৌরপ্রেমাবিষ্ট নবদ্বীপ নাগরীদের পদ (৬৪-৯৬ পৃঃ)॥

(খ) **দ্বিতীয়াংশ—শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ:** (১) 'উজ্জ্বলনীলমণি'-প্রদত্ত পূর্ব-রাগ-সংজ্ঞা নির্দেশ (৯৭-৯৯ পৃঃ)। (২) রাধিকার পূর্বরাগ : হেতু ও দশ দশা, সম্ভোগ বর্ণনা (৯৯-১২৬ পৃঃ)। (৩) আস্বাদে আস্বাদে (৬৫টি) রাধিকার পূর্বরাগের বিচিত্র পরিচয়। প্রসঙ্গতঃ সখী ও কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি (১২৬-২৮৫ পৃঃ)।

(গ) **তৃতীয়াংশ—শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ:** (১) গৌরাঙ্গের বন্দনা ও দশ দশা প্রকাশ (২৮৬-২৯৫ পৃঃ), নিত্যানন্দ বন্দনা (২৯৫-২৯৭ পৃঃ), অদ্বৈত বন্দনা (২৯৭-২৯৮ পৃঃ), চৈতন্য নিত্যানন্দ, গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত বন্দনা (২৯৮-২৯৯ পৃঃ)। (২) দ্বিতীয় প্রকার ও তৃতীয় প্রকার—গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ, দশ দশা ও সম্ভোগ প্রকাশ (২৯৯-৩০৯ পৃঃ) এবং (৩০৯-৩২০ পৃঃ)। (৩) কৃষ্ণের পূর্বরাগ : হেতু, দশ দশা বর্ণনা। (৪) ৩১টি আস্বাদে কৃষ্ণের পূর্বরাগের বিচিত্রতা ॥

সংকলিত পদাবলী:

'গীতচন্দ্রোদয়' 'পূর্বরাগ' অংশে মোট ১১৬৯টি বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

(১০২) তু. প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ হলধর। শ্রীগৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥
(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৪, ১। ৪৬, শ্লোক)

সংকলিত হয়েছে।[১০৩] তন্মধ্যে সংকলকের স্বরচিত ৮১৯, অপরাপর ৩৯টি পৃথক ভণিতাযুক্ত ৩২৭টি এবং ভণিতাহীন অসম্পূর্ণ পদ ২৩।

	নরহরির স্বরচিত পদ	অপরাপর কবির পদ (কবির সংখ্যা) তাঁদের পদ	ভণিতা-হীন পদ	মোট
(ক) শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগ (পৃঃ ১-৯৬)	১৯৪	(২২)।৬৯	১	২৬৪
(খ) শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ (পৃঃ ৯৬-২৮৫)	৩৬৯	(২৩)। ১৫০	৭	৫২৬
(গ) শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ (পৃঃ ২৮৬-৩৪১)	২৫৬	(১৫)।১০৮	১৫	৩৭৯
মোট	৮১৯	(৩৯)।৩২৭	২৩	১১৬৯

পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে নরহরির স্বরচিত পদগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে অন্যান্য কবিদের পদগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছে। এ থেকে পদ-সংকলক হিসেবে নরহরির কৃতিত্বের পরিচয় মিলবে। প্রত্যেক কবির সংগৃহীত পদ-সমষ্টি, সেগুলির মধ্যে কত পদ অন্যান্য প্রাচীন সংকলকেরাও গ্রহণ করেছেন, এবং অন্যের সংকলনে নেই এমন কতগুলি পদ নরহরির সংগ্রহে আছে, নিচে এ সম্পর্কে হিসেব গৃহীত হলো :

সংখ্যা	ভণিতা	গীতচন্দ্রোদয়- পূর্বরাগ-৩ খণ্ড: গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ	রাধিকার পূর্বরাগ	পূর্বরাগ	মোট	এগুলির মধ্যে অন্যান্য সংকলনে গৃহীত পদের সংখ্যা	অন্যত্র সংকলিত হয় নি একমাত্র এই গ্রন্থেই সংকলিত পদের সংখ্যা
১।	গোবিন্দদাস	১৩	৩১	২৪	৬৮	৬৩	৫
২।	বিদ্যাপতি	—	১৭	৪১	৫৮	২২	৩৬
৩।	জ্ঞানদাস	৫	২২	১০	৩৭	৩১	৬
৪।	চণ্ডীদাস	—	১০	১২	২২	১৩	৯
৫।	যদুনন্দন	৯	৭	৩	১৯	১০	৯

(১০৩) তন্মধ্যে ৩টি পদ দুবার করে ধৃত—(ক) 'জলদ বরণ কানু' (পৃঃ ১৫১, ১৭৩), (খ) 'দুহুঁ জন কাননে' (পৃঃ ২৪৯, ৪০৭), (গ) 'আরে আমার আরে আমার নিত্যানন্দ রায়' (পৃঃ ২৯, ২৯৬-৭—এখানে প্রথম ৪ চরণ গৃহীত হয় নি)। এগুলিকে পৃথক ধরলে মোট পদ হয় ১১৭২।

৬।	বলরাম	৩	১১	৫	১৯	১২	৭
৭।	রামানন্দ রায়	—	১৬	—	১৬	৩	১৩
৮।	বাসু ঘোষ	১০	—	১	১১	৯	২
৯।	যদু	৬	১	১	৮	৩	৫
১০।	কবিশেখর	২	৪	২	৮	৩	৫
১১।	হরিবল্লভ	—	৩	৪	৭	৭	—
১২।	সনাতন	—	৬	—	৬	৬	—
১৩।	ঘনশ্যাম কবিরাজ	১	৪	১	৬	৬	—
						'গোবিন্দরতি মঞ্জরী'	
১৪।	অনন্তদাস	১	২	—	৪	৪	—
১৫।	বংশীবদন	—	৪	—	৪	১	৩
১৬।	লোচন	৩	—	—	৩	৩	—
১৭।	বসু রামানন্দ	—	২	—	২	১	১
১৮।	শেখর	—	—	—	২	১	১
১৯।	রায়শেখর	২	—	—	২	২	—
২০।	রায় অনন্ত	১	—	—	১	১	—
২১।	যদুনাথ	১	১	—	২	২	—
২২।	দ্বিজ চণ্ডীদাস	—	২	—	২	১	১
২৩।	বড়ু চণ্ডীদাস	—	২	—	২	১	১
২৪।	রায় বসন্ত	২	—	—	২	২	—
২৫।	গোবিন্দ ঘোষ	১	—	—	১	১	—
২৬।	দ্বিজ রামদাস	১	—	—	১	—	১
২৭।	বৃন্দাবন	১	—	—	১	১	—
২৮।	আত্মারাম দাস	১	—	—	১	১	—
২৯।	গোপাল	—	১	—	১	১	—
৩০।	নন্দনন্দন	—	১	—	১	১	—
৩১।	মাধবী	—	১	—	১	১	—
৩২।	কৃষ্ণপ্রসাদ	—	১	—	১	১	—
৩৩।	কবিরঞ্জন	—	১	১	২	২	—
৩৪।	শিবানন্দ	—	—	—	১	১	—
৩৫।	নয়নানন্দ	—	—	১	১	—	১
৩৬।	শশিনাথ	—	—	১	১	—	১
৩৭।	হরিদাস	১	—	—	১	—	১
৩৮।	পুরুষোত্তম	১	—	—	১	—	১
৩৯।	রাধামোহন	১	—	—	১	১	—
	৩৯টি ভণিতা	৬৯	১৫০	১০৮	৩২৭	২১৮	১০৯
		২২টি ভণিতা	২৩টি ভণিতা	১৫টি ভণিতা			

'গীতচন্দ্রোদয়'—'পূর্বরাগে' গোবিন্দদাসের পদ : 'পূর্বরাগ'-অংশে গোবিন্দদাস ভণিতায় ৬৮টি পদ সংকলিত হয়েছে।[১০৪] তন্মধ্যে বহুসংখ্যক পদ নরহরির পূর্ববর্তী পরবর্তী সংকলকেরাও নিজ নিজ সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কোনো পদ প্রায় প্রতিটি সংকলন গ্রন্থেই আছে। এই ৬৮টি পদের মধ্যে ২১টি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে,[১০৫] ৩০টি 'পদামৃতসমুদ্রে'[১০৬] ১৯টি 'সংকীর্তনামৃতে',[১০৭] ৩৭টি 'কীর্তনানন্দে',[১০৮] এবং ৫২টি 'পদকল্পতরুতে'[১০৯] দেখা যায়। তবুও নরহরির এই গ্রন্থে গোবিন্দদাসের এমন ৫টি পদ আছে, যেগুলি অন্য কোনো প্রাচীন পদসংকলনে নেই। পদগুলি হলো—

(১) মত্তময়ূর শিখন্ডক (পৃঃ ১০৫),[১১০] (২) শ্রবণে শুনিলু হাম

(১০৪) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গণনায় ৬৫টি। গীতচন্দ্রোদয়ের ২২১, ২৭৩, ৩৮৬ পৃষ্ঠাস্থ তিনটি পদ তাঁর নজরে পড়ে নি।

(১০৫) ক্ষণদা পদসংখ্যা—২৯। ৩, ৭। ১, ২৫। ৩, ১৪। ৪, ১১। ৪, ১৯। ৪, ২২।৪, ২৫।৪, ৭।৩, ১২।৪, ৪।৬, ৫।১০, ২৭।৭, ৭।২, ৫।৬, ২২। ৫ ১৮। ৩, ১১। ৩, ১৬। ৩, ১৭। ৬, ১২। ৩।

(১০৬) পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুর ১ম সং)—পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭। ৩৬। ৩১। ৫৬। ৩৩। ৪০। ১৬২। ৭৯। ৩৭। ৩৮। ৫১। ৪২। ৫৩। ৫২। ৬৬। ৭২। ৭৪। ৪১৫। ১১৯। ১০৯। ১১৫। ১১৮। ৯৩। ১০২। ১০০। ৮৯। ১১০। ১০১। ৯৪। ৯১।

(১০৭) সংকীর্তনামৃত (সাহিত্য পরিষৎ সং) পদসংখ্যা—৪৫৯। ৩০। ৪৩০। ১৯০। ১৬৩। ১৯৩। ৩৫৩। ৯১। ৪৬। ২৯৪। ৩০১। ৩৫। ২৪। ৩০। ৩১। ৩৭। ২৩। ২৬। ২৮।

(১০৮) কীর্তনানন্দ (বনওয়ারীলাল গোস্বামী প্রকাশিত—পৃষ্ঠাসংখ্যা)—৪৩। ৩৩। ৮৬। ২৬৩। ৭২। ৯০। ৯৫। ১৩। ৭৮। ৬৭। ৮৩। ৬৫। ৯১। ৯৯। ২৪৪। ২৪৬। ২০২। ২৪৫। ২৬৬। ১৫৩। ১৫৭। ১৪৮। ১৫৬। ১২৬। ১২৫। ১৩১। ১৪৭। ১২০। ১২৫। ১১৩। ১৫২। ১২০। ১১৪। ১৩৩। ১১৯। ১৩৬।

(১০৯) পদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায়)—পদসংখ্যা—২১৩৩। ১০৫০। ২৪১৪। ২৪১৫। ২৪১৬। ২৪৪২। ২২১৬। ৬৭। ২০৮৪। ২১৩১। ২৭৭। ২১৩০। ২১৩১। ১৬৬। ১৮৯। ৭০। ৭৪। ১৫৮। ৭৪৯। ৩৫। ১৫২। ৬০। ৩৯। ৭৩। ৪০। ২২৫। ৭৫। ১৭৪। ১৩৯। ৪৬। ৫৩। ১৪৮৯। ২২৭। ২৩৪। ২৩৩। ২৩৫। ২২৫। ৪। ৮৯। ৯১। ৯৩। ৯০। ২১৭। ২১৯। ২০৪। ৫৮। ১৯২। ১৯৯। ৫৬। ৬২। ৮৬। ১২৮।

(১১০) পদের পাশে বন্ধনীস্থ সংখ্যা হরিদাস সম্পাদিত গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ) পৃঃ

কানক নাম (২৫৭), (৩) এ সখি কহইতে কহই না জান (২৫৭-৮), (৪) করি জলকেলি আলিসঞে বালা (৩৫৬), (৫) এ সখি পেখলু অপরূপ বালা (৩৮৩)।

১নং পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০৫নং এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৬৪নং পুঁথিতে পাওয়া গেছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় পদটি গোবর্দ্ধনের একটি ও রাধাকুণ্ডের অপর একটি পুঁথিতেও পেয়েছিলেন। পদটি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে (পদসংখ্যা-৬২) মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু ২-৫নং চারটি পদ 'গীতচন্দ্রোদয়' ছাড়া অন্য কোনও প্রাচীন পুঁথিতে মেলে নি।

বিদ্যাপতির পদ ঃ এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি ভণিতায় মোট ৫৮টি পদ আছে। এগুলির ৭টি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে,[১১১] ১৩টি 'কীর্তনানন্দে'[১১২] এবং ১৮টি 'পদকল্পতরু'তে[১১৩] পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নোক্ত ৩৬টি পদ অন্য কোনো প্রাচীন পদ সংকলনে মেলে না, এমন কি এ কালের বিদ্যাপতির পদসংকলন গ্রন্থগুলিতেও[১১৪] এই পদগুলি নেই।

(১) কি এ হাম পেখলু শশধর (পৃঃ ১০৭)
(২) মাধব বিরহে বিকল সুকুমারী (১১৮)।
(৩) কাহে লাগি সজনি দরশন (১৬৩)।
(৪) শুন সজনি ও নব নাগর রাজ (২৬৮)।

(১১১) ক্ষণদা—(বৃন্দাবন কেশীঘাট সং) পৃষ্ঠাসংখ্যা—৮৭। ৩১। ৯৯। ১১। ৪৩৫। ৪০৯। ৩০।

(১১২) কীর্তনানন্দ (বনওয়ারী সং) পৃষ্ঠাসংখ্যা—৭৪। ১৮০। ১৩৩। ২০৯। ২১০। ২১২। ২৫১। ১৩২। ১৭৬। ১৭৭। ২১৮। ২৮৯। ১২০।

(১১৩) পদকল্পতরু (স. সতীশচন্দ্র রায়)—পদসংখ্যা—৪৯। ২৩৯। ২৪৫ (ভণিতা-হীন)। ১৯৪। ১৪৪। ২০৭। ২০৮। ২০৯। ২১১। ৬১। ২০১। ৫৭। ৫৯। ১৯৫। ২১৫। ১১১। ১৩১। ৬৬।

(১১৪) যেমন—

(ক) বিদ্যাপতির পদাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৬) স. নগেন্দ্র গুপ্ত।

(খ) বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড, বিদ্যাপতি) বসুমতী সাহিত্য মন্দির (১৩৪২)

(গ) বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩৫৯),—স. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার

(ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী (১৩৬৯)—স. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাপতি অংশ পৃঃ ৭৩-১৩২)।

(৫) আজু কেনে তোমা এমন (২৭২)।
(৬) কহ কথি শ্যামরি ঝামরী (২৭৪)।
(৭) নব কুচে নখ দেখি (২৭৫)।
(৮) পুছ মোএ সখি পুছমো (২৭৭)।
(৯) কি কহব রে সখি রজনীক বাত (২৭৮)।
(১০) না কহ না কহ মিছা (২৮১)।
(১১) না বোল সজনি শুন (২৮৩-৪)।
(১২) শুন শুন গুণবতি রাধে (৩২৬)।
(১৩) কি এ দেখায়লি পটে (৩৪০)।
(১৪) সখি হেরইতে বিপরীত (৩৪০)।
(১৫) পেখলু কামিনী করত (৩৪২)।
(১৬) যতনে আয়ল ধনী...সখী (৩৬৭)।
(১৭) শুন শুন সুন্দর কানাই (৩৫৪)।
(১৮) হরি হরি অনুখণ (৩৭০)।
(১৯) যতনে আয়ল ধনী...অন্তরে (৩৭৪)।
(২০) শ্বাস পরশে খসু (৩৭৬)।
(২১) সহচরী বাত ধয়ল (৩৮২)।
(২২) সুন্দরী মাধব তোহে (৩৮৫)।
(২৩) নবীন সুজলধর (৩৯২)।
(২৪) সজনি অপরূপ...ওমল তরুণ (৩৯৪)।
(২৫) সজনি অকথন কথন (৩৯৪)।
(২৬) অপরূপ পেখলু বালা (৩৯৭)।
(২৭) চাঁচর চিকুর (৩৯৭-৮)।
(২৮) শুনহে নাগর শ্যাম (৩৯৯)।
(২৯) শুন শুন মুগধিনি (৪০৬)।
(৩০) সজনি পথগতি পেখলু (৪০৯)।
(৩১) দেখলি কমলমুখী (৪০৯)।
(৩২) না কর না কর সখি মোহে (৪১৮)।
(৩৩) হাম অতি ভীতি রহলু (৪১৮)।
(৩৪) বাঢ়াইতে প্রেম (৪১৯)।
(৩৫) হৃদয়ে আরতি রহু (১২৮)।
(৩৬) এধনি কর অবধান (৩২৮-৯)।

এই ৩৬টি পদের মধ্যে শেষোক্ত পদ দুটি ১৩১৬ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থে মুদ্রিত করেন।[১১৫] কিন্তু তিনি পদগুলির আকর নির্দেশ করেন নি।

জ্ঞানদাসের পদ : এই সংকলনে জ্ঞানদাসের ৩৭টি পদ আছে[১১৬]।

(১১৫) পরিষৎ সং (১৩১৬)—পৃঃ ১৬১। ৯৮।

(১১৬) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গণনায় ৩৪টি। গীতচন্দ্রোদয়ের ২৪১। ২৬৩। ২৬৭ পৃষ্ঠার পদ ৩টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দ্র. 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২), পৃঃ ৪১।

তন্মধ্যে ৭টি 'ক্ষণদা'য়[১১৭] ২টি 'পদামৃতসমুদ্রে,'[১১৮] ১টি 'সংকীর্তনামৃতে',[১১৯] ১৬টি 'কীর্তনানন্দে'[১২০] এবং ২৫টি 'পদকল্পতরু'তে[১২১] মিলেছে। নিম্নলিখিত ৬টি পদ এই সব সংকলনে নেই—

(১) কাঁচা কাঞ্চন তনু (পৃঃ ১৬)।
(২) কনয়া কিশোর সে (১৯)।
(৩) কি রূপ দেখিলু সই (১৬৭)।
(৪) ভুবন সুন্দর গৌর কলেবর (২৯৪)।
(৫) চলিতে না চলে পা (২৯৬)।
(৬) সজনি শুনি মনে (৪০৩)।

উল্লিখিত ২ ও ৬নং পদ দুটি রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'জ্ঞানদাস' গ্রন্থে[১২২] এবং ১, ২ ও ৫নং পদ তিনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "জ্ঞানদাসের পদাবলী'তে[১২৩] মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ দুটির সম্পাদকবৃন্দ পদগুলির উৎস নির্দেশ করেন নি। ৩ এবং ৪নং পদ দুটি একমাত্র 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ই মিলেছে।

চণ্ডীদাস ভণিতার পদ ঃ এই সংকলনে চণ্ডীদাস ভণিতায় ২২টি, বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় ২টি এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ২টি, মোট ২৬টি পদ আছে। চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১টি 'পদামৃতসমুদ্রে', ৩টি 'কীর্তনানন্দে' এবং ১৩টি 'পদকল্পতরু'তেও পাওয়া যায়[১২৪] কিন্তু নিম্নোক্ত

(১১৭) 'ক্ষণদা' পদসংখ্যা—২২। ২, ৮। ১৫, ২৩। ৪, ১৮। ৫, ৮। ৩, ১৩। ২, ২২। ২।

(১১৮) বহরমপুর সং, পৃঃ ৫৪। ১১৯।

(১১৯) পরিষৎ সং, পদ—১৯৬।

(১২০) বনওয়ারীলাল গোস্বামী সং—পৃষ্ঠা ১৬৯। ৯৫। ৯৪। ৬০। ৬১ (ভণিতাহীন)। ২৪৮। ২৫২। ২৫০। ২৫১। ২৫১। ৬৫। ১৪৯। ১৪৫। ১৪৪। ১৪০। ১৪১।

(১২১) পরিষৎ সং—পদসংখ্যা—২৪৫৬। ২৬৯০। ২৩০৬। ১১৯। ২২৩। ১২২ (বংশীদাস)। ১২৩। ১২০। ৬৯১। ১৫৬। ৪১। ৪৪। ৪২। ৭১৪। ১৪৪। ২২৬। ৬৭৩। ২৪২। ২৩০। ২৩১। ২২৮। ২২৯। ৯৫। ৮১। ৭৯ (ভণিতাহীন)।

(১২২) জ্ঞানদাস (১৩০২) পৃঃ ২৫৯। ৩০।

(১২৩) 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'—স. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ক. বি, ১৩৬৩)—পৃঃ ৩০০। ৮। ১৫।

(১২৪) পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুর সং) পৃঃ ১২০; কীর্তনানন্দ (বনওয়ারী সং) পৃঃ ৪৮। ১৩৪। ১২৫; পদকল্পতরু (পরিষৎ সং)—পদসংখ্যা—২৯। ১৩৪। ৩০। ১৫৩। ১৪৩। ৯৮। ২০৫। ২০২। ১১৮। ২০৬। ২১০। ২০৩।

৯টি পদ এই সব প্রাচীন পদসংকলনে মেলে না।

(১) অঙ্গ পুলকিত ঘরম সহিত (পৃঃ ১৩৫)।
(২) ওঝা বেঝা আন গিয়া (১৪৬)।
(৩) জলদ বরণ কানু (১৫১, ১৭৩)
(৪) আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা (১৯৫)।
(৫) একে সে সুন্দরী (৩৩২)।
(৬) তরুণী হরিণী নয়নী রাই (৩৩৪)।
(৭) সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে (৩৫০)।
(৮) বদন সুন্দর যেন শশধর (৩৬৩)।
(৯) নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি (৪১১)।

বড়ু চণ্ডীদাসের ১টি এবং দ্বিজ চণ্ডীদাসের ১টি পদ অন্যান্য সংকলনেও পাওয়া গেছে[১২৫] এ'দের বাকি ১টি করে পদ অন্যত্র মেলে নি—

(১০) এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয় (বড়ু—পৃঃ ২৪৬)।
(১১) সোনার নাতিনী কেন আসি যাও পুন পুন (দ্বিজ—পৃঃ ১৫০)।

উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে 'জলদ বরণ কানু' ইত্যাদি পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২, ২৯৭ এবং ৬২০৪নং পুঁথিতে আছে। 'সোনার নাতিনী' ইত্যাদি দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদটি পাঠবাড়ীর ১০২৬ক সংখ্যক পুঁথিতে মিলেছে।

উল্লিখিত ১, ৩-৫, ৭-১০নং মোট ৮টি পদ রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল।[১২৬] আবার ১-৪, ৭, ১০, ১১নং মোট ৭টি পদ নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৭] কিন্তু ৬নং 'তরুণী হরিণী নয়নী রাই' ইত্যাদি পদটি 'গীতচন্দ্রোদয়' ভিন্ন অন্যত্র মেলে নি।

যদুনন্দনের পদ ঃ 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পূর্বরাগে' সংকলিত যদুনন্দন ভণিতার ১৯টি পদ। এগুলির ১০টি পদ একমাত্র 'পদকল্পতরু'তে[১২৮] আছে। বাকি নিম্নলিখিত ৯টি পদ প্রাচীন সংকলনগুলিতে নেই।

(১২৫) বড়ু—পদামৃতসমুদ্র—পৃঃ ১১৬। কীর্তনানন্দ পৃঃ ১৫০। পদকল্পতরু পৃঃ ৯৪। দ্বিজ—কীর্তনানন্দ পৃঃ ৬২। পদকল্পতরু পৃঃ ১৪১।

(১২৬) 'চণ্ডীদাস' (৩য় সং, ১৩১২) পৃঃ ১৮। ৪। ২৫। ৩৩। ২৪। ২২। ১৫।

(১২৭) চণ্ডীদাসের পদাবলী (ব. সা. পরিষৎ, ১৩২১) পদসংখ্যা—৫৩। ৫১। ৬১। ৩৪৯। ১৪। ৪৯। ৪৮। এগুলি মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী' (ক. বি. ১৩৪৫) গ্রন্থেও আছে।

(১২৮) পদকল্পতরু (পরিষৎ সং) পদসংখ্যা—২৪৫৯ (বদু)। ২০৯৯। ১৭০। ১৭৫। ১৮২। ৩১। ৩৭। ৪৮। ৭৭। ২২১।

(১) রসভরে জগমন (পৃঃ ১৯)।
(২) নিরবধি নয়নে (২০)।
(৩) কান্দে পহু হরি হরি বলিয়া (২১)।
(৪) পূরুবে আছিল যত সাধ (২১)।
(৫) বকুল তরু তলে (২২)।
(৬) আঁখি রহ অনুখণ (২৫)।
(৭) যাইতে দেখিয়া সোনার গোরা (৭১)।
(৮) কি জানি বেয়াধি মোর (১০২-৩)।
(৯) হাসিতে হাসয়ে কত (২৮৭)।

বলরাম দাসের পদ ঃ নরহরি 'বলরাম' ও 'বলরামদাস' ভণিতায় মোট ১৯টি পদ সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে ১২টি 'পদকল্পতরু'তে আছে।[১২৯] নিচের ৭টি পদ প্রাচীন পদ সংকলনগুলিতে মেলে নি—

(১) নাগরী মোহন ফান্দ (পৃঃ ১০৬)।
(২) রসভরে মন্থর (১৫৭)।
(৩) মুখ নিরখিতে বুক বিদরয়ে (১৪১)।
(৪) শশিমুখী পেখলু (৪০১)।
(৫) পহিলাহি মোহে নিরখি লহু হাস (৪০১)।
(৬) হেরইতে করু কত (৪০২)।
(৭) কাহে কমলমুখী ঝামরী ভেলি (৪০২)।

উল্লিখিত ২-৭নং মোট ৬টি পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত 'বলরাম-দাসের পদাবলী' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।[১৩০] কিন্তু পদগুলির আকর নির্দেশিত হয় নি। ১নং পদটি একমাত্র 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ই মিলেছে।

রায় রামানন্দের পদ ঃ এ গ্রন্থে সংকলিত রায় রামানন্দের পদ ১৬টি। এগুলির ৩টি 'পদকল্পতরু'তেও[১৩১] আছে। বাকি ১৩টি পদ কোনো প্রাচীন সংকলনে নেই। এগুলি রায় রামানন্দেরই 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' থেকে সংগৃহীত।[১৩১ক] পদগুলি হলো—

(১) হরি হরি চন্দন মারুত (পৃঃ ১৭৭)।
(২) শশিনি ন রাগং (১৭৯)।
(৩) কুলবর্ণিতাদন (১৭৯)।
(৪) হীনং পতিমপি (১৭৯-৮০)।
(৫) সরস কথাসু কথং (১৮০)।

(১২৯) পদকল্পতরু (পরিষৎ সং) পদসংখ্যা—২১৬৪। ২২৯৮। ২০০১। ১০৬। ১৪৬। ৭৮৪। ৭৮২। ৭৮৩। ৭৮১। ৬৭৪। ২১১০। ৭৯১।

(১৩০) বলরামদাসের পদাবলী (নবভারত, ১৩৬২)—পৃঃ ৫৯। ৬১। ৬৪। ৬৭। ৬৬। ৬২।

(১৩১) তরু ১৮১, ৫৬২, ১০১৫ (গী. চ. পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৭৮। ১৭৮। ১৮৩)।

(১৩১ক) জগন্নাথবল্লভ নাটক—পুথি পাঠবাড়ী ৬৩১। ৬নং দ্রষ্টব্য।

(৬) মঞ্জুতর গুঞ্জুদাম (১৮১)। (১০) তিমির তিরোহিত (১৮৩)।
(৭) বদনমিদং বিধুমণ্ডল (১৮১)। (১১) মৃদু মঞ্জরী রাকাদ্যুগতং (১৮৪)।
(৮) নলিন বনং বনমালী কৃতে (১৮২)। (১২) অভিমত গাঢ় মনোরথ (১৮৫)।
(৯) নিরবধি নয়ন সলিল ভব (১৮২)। (১৩) পরিণত শারদ শশধর বদনা (১৮৭)।

বাসু ঘোষের পদ : বাসু ঘোষের ১১টি পদ নরহরি সংগ্রহ করেছেন। তন্মধ্যে ৯টি 'সংকীর্তনামৃতে', ৪টি 'কীর্তনানন্দে' ও ৯টি 'পদকল্পতরুতে সংকলিত হয়েছে।[১০২] কিন্তু নিচের ২টি পদ এই সব প্রাচীন পদসংকলন গুলিতে নেই—

(১) আজু মুই কি পেখিলু গোরা নটবর (পৃঃ ৭২)। (২) শয়ন মন্দিরে আজু শুতিয়া আছিনু (৭৫)।

১নং পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৬ ও ৩১৮নং এবং সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের ১৯৭নং পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি ২নং পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮নং, পরিষৎ মন্দিরের ১৯৭নং এবং পাঠবাড়ীর ২১নং পুথিতে আছে।

যদু ও যদুনাথ ভণিতার পদ : গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে যদু ও যদুনাথ ভণিতায় যথাক্রমে ৮ ও ২টি পদ আছে। যদুর ৩টি এবং যদুনাথের ২টিই 'পদকল্পতরুতে মেলে।[১০৩] যদুর নিম্নোক্ত ৫টি পদ প্রাচীন সংকলন-গুলিতে সংগৃহীত হয় নি—

(১) শ্রবণে মধুর মধুর রূপ (পৃঃ ১৭)। (২) গদাইর পরাণ ধন গোরা (২০)।
(৩) দেখ হেম কিশোর দ্বিজরাজ (২১)। (৪) কিশোর বয়েস বয়েস বেশ (৬৮)।
(৫) সুরধনী জলে সিনায় গোরা (৭১)।

শেখর, কবিশেখর, রায় শেখরের পদ : এ গ্রন্থে এই তিনটি ভণিতায় পদ আছে যথাক্রমে ২, ৮ এবং ২টি। তন্মধ্যে শেখরের ১টি, কবি শেখরের

(১০২) সংকীর্তনামৃত—পদসংখ্যা—৩৫২; কীর্তনানন্দ (বনওয়ারী সং)—পৃঃ ১১২। ২৮০। ২১৭। ২৮৩। পদকল্পতরু—পদসংখ্যা—১০৩০। ২১৫৪। ২১৬৯। ২৮। ২১৭২। ৮৯৯। ৭৭৭। ২৪৯। ৫৪।

(১০৩) পদকল্পতরু—পদসংখ্যা—যদু (১৪৭। ২০০০। ২৪৬০); যদুনাথ (১৮৪—'যদুনন্দন' ভণিতা, ২৪৭০)।

৩টি এবং রায় শেখরের ২টি পদই 'পদকল্পতরু'তে সংকলিত হয়েছে।[১৩৪] এ'দের নিম্নোক্ত পদ ৬টি অন্যত্র কলিত হয় নি—

(ক) শেখরের —(১) শুন শুন সই আন হেন নই (পৃঃ ৬৫)॥
(খ) কবিশেখরের—(১) হেরলু গৌরকিশোর। সুরধনী তীরে (পৃঃ ২৫)॥
(২) আপন মন্দিরে পালঙ্ক উপরো (৭৪)॥
(৩) দুহুঁ জন কাননে (২৪৯, ৪০৭)॥
(৪) শুন শুন সজনি কি কহব তোয় (৩৯২)॥
(৫) উপবন বাট আকস্মিক দরশন (৪০৮)॥

বংশীবদনের পদ : এই সংগ্রহে বংশীবদনের ৪টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১টি 'পদকল্পতরু'তেও (পদ—১২১) সংকলিত হয়েছে। অন্য ৩টি পদ অপরাপর কোনো প্রাচীন সংকলনে নেই—

(১) দিন দুই চারি আঁখি ফিরাইতে (পৃঃ ১৪৬)।
(২) বুঝিনু ভামিনীর ভাব (১৪৭)।
(৩) কি পেখলু নিশির স্বপনে। এক পুরুষবর (২৬১)।

বসু রামানন্দের পদ : বসু রামানন্দের নামে সংগৃহীত পদ ২টি। একটি 'পদকল্পতরু'তেও (পদ—১৪৫) পাওয়া যাচ্ছে। অন্যটি অপর কোনো প্রাচীন সংকলনে নেই।

(১) শাওন মাসের সে রিমিঝিমি বরিষে (পৃঃ ২৬১)।

'গীতচন্দ্রোদয়'—'পূর্বরাগে' নিম্নোক্ত ৫ জন কবির ১টি করে পদ সংকলিত হয়েছে। এগুলি অন্যান্য পদসংকলনে পাওয়া যায় না—

(১) দ্বিজ রামদাস—গোরা কেনে চমকি উঠে ঘন (পৃঃ ১৯-২০)।
(২) হরিদাস—এই কলিযুগ ধন্য (পৃঃ ৩৪)।
(৩) পুরুষোত্তম—ধন মোর নিত্যানন্দ (পৃঃ ৩৬)।
(৪) নয়নানন্দ—নদীয়ানগরে দেখিনু গো সখি (পৃঃ ২৯৫)।
(৫) শশিনাথ—কত না কৌশল কেলি মন্দিরে (পৃঃ ৪১৯-৪২০)।

এই ৫ জন কবির মধ্যে দ্বিজ রামদাস ও শশিনাথ ভণিতার কোনো পদ বর্তমান 'গীতচন্দ্রোদয়' ভিন্ন অন্য কোনো সংকলনে দেখা যায় না। এমন কি একালের উল্লেখযোগ্য সংকলন 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ও সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তেও এ'দের কোনো পদ নেই। বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসেও এ'দের পরিচয় মেলে নি। এ'দের পদ দুটি উদ্ধৃত হলো—

---

(১৩৪) পদকল্পতরু—পদসংখ্যা—শেখর (২১৫৭), কবিশেখর (১৬০। ২০২। ২৪৪), রায়শেখর (২১৫৮। ২১৫৬)।

(১) দ্বিজ রামদাসের পদ—

গোরা কেনে চমকি উঠে ঘন। ক কাঁপয়ে সকল অঙ্গ অথির বচন ॥
ক্ষণে অঙ্গ পুলকিত ক্ষণে তনুখীণ। লোটায় মুকুল কেশ বদন মলিন ॥
নয়াণের কোণে কত বহে প্রেমজল। বসন তিতিয়া পড়ে অবনিমণ্ডল ॥
ক্ষণেকে উঠিয়া গোরা কান্দে ফুকরিয়া। শ্রীবাসের গলে ধরি পড়ে মুরছিয়া ॥
গোরার কান্দনে কান্দে সকল নদীয়া। দুধের ছাওয়াল কান্দে ভুমে লোটাইয়া ॥
কান্দে বাসু মুকুন্দ যে মাধব মুরারী। গৌরীদাস গদাধর আর নরহরি ॥
গলিত পাষাণ দারু তাহে কত ভাসে। নহিল পরশ কিছু দ্বিজ রামদাসে ॥

(২) শশিনাথের পদ—

কত না কৌশল কেলি মন্দিরে সখিনী কহি কিছু দেল।
কানু কদলী দলে ঘন পবন পরশলি ঐছন সুন্দরী ভেল ॥
কান্ত করগহি কোরে করু ছল কয়ল কতয়ে নেহারি।
জনু একলি বিপিনে করিণী কেহরি রহই যে জীউ হারি ॥
মধুর মধু সম বচন কিছু কিছু কাকু গদগদ ভাখ।
নব মদন মহীপতি হরল সরবস রসিক কৌতুক লাখ ॥
ইথে কি ধৈরজ হোয়ই হরি করি ধরাধর গাত।
সুখে তখন কাম পঢ়াই বৈঠহি আদরে শশিনাথ ॥ খ

'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগে' আর যাঁদের পদ সংকলিত হয়েছে, তাঁদের পদগুলি অন্যান্য প্রাচীন সংকলন কর্তারাও গ্রহণ করেছেন। যেমন—

হরিবল্লভের পদ আছে ৭টি। গ ৭টিই হরিবল্লভ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর স্বকৃত সংকলন 'ক্ষণদা'য় আছে।[১০৫] তবে কীর্তনানন্দে[১০৬] আছে ২টি, সেই দুটিই 'পদকল্পতরু'তে[১০৭] সংকলিত। 'পদামৃতসমুদ্র' ও 'সংকীর্তনামৃতে' হরিবল্লভের কোনো পদ নেই।

(ক) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন লিখিত গীতচন্দ্রোদয়ের 'পদসূচী'তে এর পাঠ আছে—'গোরা কেনে চমকি চমকি উঠে ঘন' (পদ নং ৩৭। পৃঃ ২)।

(খ) সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের উক্ত পদসূচীর ১০৭৩নং পদ (পৃঃ ৫৩)।

(গ) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গণনায় ৫টি। গীতচন্দ্রোদয়ের ২৫৩। ৩৩০ পৃষ্ঠার পদ দুটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে নি—দ্র. ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯) পৃঃ ২৮।

(১০৫) ক্ষণদার পদসংখ্যা—৮৭। ৩৮। ২৯। ৬৩। ২৮। ১৬৪। ৪৪।

(১০৬) কীর্তনানন্দের—পৃঃ ১৬১। ১৩৭।

(১০৭) পদকল্পতরুর পদ—১৯০২। ২১৪।

এই সংকলনে সনাতন-ভণিতার পদ আছে ৬টি। এগুলির ৩টি ক্ষণদায় এবং সেই ৩টিই কীর্তনানন্দে সংকলিত হয়েছে।[১৩৮] সবগুলিই আছে পদকল্পতরুতে।[১৩৯] সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সনাতন ভণিতার এই পদ-গুলিকে (পদকল্পতরুতে আছে মোট ৩৭টি) সনাতন গোস্বামীর অনুজ রূপ গোস্বামীর রচনা বলে অভিমত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"পদকল্পতরুর উদ্ধৃত সংস্কৃতের পদগুলিতে ইনি (শ্রীরূপ) বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না-দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে সর্বত্রই সনাতন শব্দ শ্লিষ্টরূপে একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।"[১৪০]

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বিষয়টি যুক্তি তথ্যসহ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বর্তমান পদগুলি শ্রীরূপের 'গীতাবলী' থেকে সংগৃহীত এবং এগুলি তাঁরই রচনা,—ভণিতায় সনাতনের নাম আছে মাত্র।[১৪১]

'গীতচন্দ্রোদয়ে' ঘনশ্যাম কবিরাজের পদ : 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম ঘনশ্যাম। এই নামে তিনি বহু পদ রচনা করেছেন। কিন্তু 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পূর্বরাগ-অংশে 'ঘনশ্যাম'-ভণিতার এমন ৬টি পদ আছে, যেগুলি তাঁর রচনা নয়। এগুলি তাঁর বহু পূর্ববর্তী কবি ঘনশ্যামদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী'তে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি কবিরাজেরই রচনা। পদগুলি হলো—

	গীতচন্দ্রোদয় পৃষ্ঠা	গোবিন্দরতিমঞ্জরী[১৪২] পৃষ্ঠা
(১) উজর হার উর পীতবসন ধর	৭	১০
(২) সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর	২১৭	১২
(৩) অলখিত গতি জিতি	২১৭	১৩
(৪) দূর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি	২১৭-৮	১৫
(৫) সখিগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস	২১৮	১১
(৬) অনুখণ হেরিয়ে তোহে আনচিত	৩৮১	১৬

(১৩৮) ক্ষণদার পদসংখ্যা (বন্ধনীতে কীর্তনানন্দের পৃষ্ঠা)—২০৯ (৫৮), ৩৯ (৮৩), ৭৬ (১৯৮)।

(১৩৯) পদকল্পতরুর পদসংখ্যা—৬৯। ৭২। ১৭২। ১০০৯। ১০০৬। ৫০৩।

(১৪০) পদকল্পতরু (৫ম) পৃঃ ২০৪।

(১৪১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৪২।

(১৪২) গোবিন্দরতিমঞ্জরী, স. হরিদাস দাস, নবদ্বীপ হরিবোলকুটীর (৪৫৯ গৌরাব্দ) ১৯৪৫ খৃঃ।

ঘনশ্যাম কবিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়েই তিনি বৈষ্ণব সমাজে কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে নরহরি কবিরাজের পদগুলি সাদরে গ্রহণ করেছেন। ৪নং পদটি ব্যতীত অন্য ৫টি পদ 'পদকল্পতরু'তেও সংকলিত হয়েছে।[১৪৩] এই গ্রন্থে সংকলিত নিম্নোক্ত কবিদের পদগুলি 'পদকল্পতরু' বা অন্য কোনো কোনো সংকলনে পাওয়া যায়। অনন্ত—৪, রায় অনন্ত—১, লোচন—৩, রায় বসন্ত—২ এবং গোবিন্দ ঘোষ, বৃন্দাবন, আত্মারাম দাস, গোপাল, নন্দনন্দন, মাধবী, কৃষ্ণপ্রসাদ, কবিরঞ্জন, শিবানন্দ—এঁদের প্রত্যেকের ১টি করে।[১৪৪]

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়'ও (ক) দ্বিজরামদাস ও শশিনাথ নামক দুই বৈষ্ণব কবিকে এবং (খ) গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-পুরুষোত্তম-হরিদাস প্রমুখ ২০ জন খ্যাত অখ্যাত মহাজনের ১০৮টি নতুন পদকে বিস্মৃতির অতলে চিরতরে নিমজ্জন হতে রক্ষা করেছেন। তাঁর সংগ্রহে উক্ত দুই কবির পদ না থাকলে, এতদিন পরে এঁদের কেউ জানতেই পারতেন না। এবং এই ১০৯টি পদের অনেক-গুলিই সাধারণের এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞদেরও অজানা থেকে যেতো ॥

নরহরির সংকলিত পদের মধ্যে, যেগুলি অন্যান্য সংকলনেও পাওয়া যায়, সেগুলির কোনো কোনো পদে কিছু কিছু পাঠান্তর অবশ্যই আছে। এই পাঠান্তর ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর ভণিতাতেও মিলেছে। আমরা সেগুলি উল্লেখ করছি :

পদ	নরহরির গৃহীত ভণিতা	পদকল্পতরুর ভণিতা
(১) তখনি বলিনু তোরে	জ্ঞানদাস (পৃঃ ১৩৯)	বংশীদাস (১২২নং পদ)
(২) আজু কেন তোমা এমন দেখি	জ্ঞানদাস (পৃঃ ২৬৫)	বিদ্যাপতি (২২৬ ,,)

---

(১৪৩) পদসংখ্যা—২৪২১। ১৫০। ১৫১। ১৫৫। ৫৫।

(১৪৪) প্রত্যেক কবির নামের পাশে বন্ধনীর সংখ্যাটি পদকল্পতরুর পদসংখ্যা নির্দেশক—অনন্ত (২৬৮। ২৪৬৯। ১২৫। ১২৪); রায় অনন্ত (২০০৭, ক্ষণদার ২৮০নং পদ); লোচন (৬১৮ ক্ষণদার ১৬২নং। ২৩৪৯। ২৩৪১); রায় বসন্ত (২৪৪৯। ২৪৫৩); গোবিন্দ ঘোষ (২১৪৬), বৃন্দাবন (২২৯৭), আত্মারাম (৬৩৬ ক্ষণদার ১৫৫); গোপাল (১৮০); নন্দনন্দন (১৪৮); মাধবী (১৪০); কৃষ্ণপ্রসাদ (২৪৩); কবিরঞ্জন (৬৮০, ২১২); শিবানন্দ (২১৯৭)।

পদ	নরহরির গৃহীত ভণিতা	পদকল্পতরুর ভণিতা
(৩) একে সে কবিল তনু	যদুনন্দন (পৃঃ ২)	যদু (২৪৫৯ ,)
(৪) মোরে উপেখিলে শ্যাম	যদুনাথ (পৃঃ ২৪৮)	যদুনন্দন (১৮৪ ,)
(৫) সোনার নাতিনী কেনে আসি যাও	দ্বিজ চণ্ডীদাস (১৫০)[১৪৫]	

'গীতচন্দ্রোদয়' 'পদকল্পতরু' অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সুতরাং এক্ষেত্রে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র ভণিতাই গ্রহণযোগ্য।

অপর পক্ষে 'হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল' ইত্যাদি পদটি নরহরি তাঁর গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ৩৯১) 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় সংকলন করেছেন। কিন্তু এই পদটিই তাঁর পূর্ববর্তী 'সংকীর্তনামৃতে' (পদ ২৫) এবং পরবর্তী 'কীর্তনানন্দে' (পৃঃ ১২০) 'জ্ঞানদাস' বা 'জ্ঞান' ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় নরহরির প্রাপ্ত ভণিতা অপেক্ষা অপর দুটি গ্রন্থে প্রাপ্ত ভণিতা গ্রহণ করাই সমীচীন। আধুনিক কালে রমণীমোহন মল্লিক (জ্ঞানদাস-পদাবলী, পৃঃ ২৭) এবং ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (জ্ঞানদাসের পদাবলী ক. বি., পৃঃ ৭৩) পদটি 'জ্ঞানদাস' ভণিতাতেই গ্রহণ করেছেন। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেও পদটি জ্ঞানদাসেরই রচিত বলে মনে হয়।

কিন্তু নরহরির পদ সংগ্রহের আরেক কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। তাঁর সময়েই বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখের কিছু কিছু পদ ভণিতাহীন অবস্থায় লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। নরহরি সযত্নে সেই সমস্ত পদ সংগ্রহ করেছেন। যেমন—'এ সখি এ সখি বুঝই না পারি' পদটি 'পদকল্পতরু'তে (পদসংখ্যা ৭৯) এবং 'মনের মরম কথা' পদটি কীর্তনানন্দে (পৃঃ ৬১) আছে কিন্তু উভয় গ্রন্থেই পদ দুটিতে ভণিতা নেই। নরহরি তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পৃঃ যথাক্রমে ৪১১, ২৬৩) পদ দুটি সংকলন করেছেন; পদ দুটি সম্পূর্ণ এবং দুটিতেই ভণিতা আছে 'জ্ঞানদাসে'র। অর্থাৎ নরহরি পদ দুটি সংগ্রহ না করলে পরবর্তীকালে এগুলির রচয়িতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না ॥

(১৪৫) পদটি নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতায় গ্রহণ করেছেন (দ্র. চণ্ডীদাসের পদাবলী—বঃ সাঃ পঃ ১৩২১, পদ নং ৪৯) কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পদের আকর পুথি নির্দেশ করেন নি। পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০ এবং ৫৪২১নং পুথিতে পাওয়া গেছে। পুথিগুলিতে ভণিতা আছে 'চণ্ডীদাস',—'দ্বিজ' বা 'বড়ু' বিশেষণ নেই।

গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগে ভণিতাহীন পদ

গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ অংশে ভণিতা নেই, এমন অসম্পূর্ণ পদ আছে ২৩টি।

(ক) **গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ খণ্ডে—১টি**—(১) গোরাচাঁদের প্রেমে মাতি (পৃঃ ৭৭)। (খ) **রাধিকার পূর্বরাগ খণ্ডে ৭টি**—(২) শুনহ সখি মঝু মরমে (১১১-১১২), (৩) তোহারি বিরহময় রাধা (১২২), (৪) ভগবতী কহল বিশেষ (১৮৩), (৫) ভগবতী মনোরথ পূরণ (১৮৪), (৬) ভগবতী কলহ যুগল (১৮৫), (৭) শুনি সখী কহই (১৮৫), (৮) একে গোরী পাতরী (২২৬)। (গ) **শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ খণ্ডে ১৫টি**—(৯) মনমথ কেলি লুবধ অতি মাধব (৩৭১), (১০) সখি হাসিয়া মধুর ভাষে (৩৭২), (১১) মুরুতি দামিনী মদন ধামিনী (৩৮৬-৭), (১২) সুন্দরী মন্দিরে (৩২৮), (১৩) অপরূপ রূপ নব রমণী (৩৬৮), (১৪) আধবয়ন আধ (৩৬৮), (১৫) যাইতে মিলল কলাবতী রামা (৩৬৮), (১৬) সুন্দরী আছলি সখিগণ সঙ্গে (৩৬৯), (১৭) অপরূপ পেখলু আয় (৩৬৯), (১৮) তাহি রহল মন লোচন রে (৩৬৯), (১৯) সখি হে অপরূপ পেখলু মোয় (৩৯৫), (২০) আনন সহজ সোহায়লি রে (৩৯৫), (২১) ফুল তুলিতে ধনী (৪০৮), (২২) সখি হে কহু সো অব রঙ্গ (৪১৭) এবং (২৩) বরকৈ মৈ উর বসন উতারলু (৪১৭)।

এই পদগুলির মধ্যে ২নং ও ৯নং পদ দুটি পদকল্পতরুতে (পদসংখ্যা যথাক্রমে—১৭৮ ও ২২৪) আছে। এখানেও ভণিতা নেই। অন্যান্য পদগুলি 'গীতচন্দ্রোদয়' ছাড়া অন্যত্র মেলে নি।

প্রসঙ্গতঃ একটি তথ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুদ্রিত গ্রন্থে উক্ত ৮, ১২-২৩নং মোট ১৩টি অসম্পূর্ণ পদের নীচে বন্ধনীর মধ্যে 'বিদ্যাপতি' শব্দ লেখা আছে। অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে যে, এগুলি বিদ্যাপতির রচনা। এই শব্দ গ্রন্থ সংকলক নরহরি, না পুঁথিটির অনুলেখক না সম্পাদক হরিদাস দাস—কে বসিয়েছেন তা জানবার কোনো উপায় নেই। তবে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ত্রিপুরাপুঁথির পদসূচীতে ঠিক এই পদগুলির নীচে লেখা আছে—"ভণিতা নাই। বিদ্যাপতি লেখা"—এ থেকে বোঝা যায় পুঁথিতেই 'বিদ্যাপতি' শব্দটি ছিল, এটি গ্রন্থ সম্পাদকের লেখা নয়। কিন্তু পদগুলির একটিও একালের বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে মুদ্রিত হয় নি।[১৪৬]

---

(১৪৬) ১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩১৬),

২। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত (১৩৪২),

নরহরি পদগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। অসম্পূর্ণ হলেও কাব্য গুণের জন্যেই তিনি এগুলি পরম আগ্রহে আপন সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ পদগুলি বিদ্যাপতি গোষ্ঠীকে আরো সমস্যা-সংকুল করে তুলেছে। বিদ্যাপতি গোষ্ঠী আলোচনায় এই পদগুলি নতুন আলোকপাত করবে বলেই মনে করি। এগুলি থেকে একটি পদ উদ্ধৃত হলো—

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তত্তৎনবদশামাহ—পুনঃ গান্ধার—

একে গোরী পাতরী আরে দুখ কাতরী আর দুখ বিরহের জ্বালা।
কত এ পরাণ পাণি দেই রাখব গরাসয়ে মনমথ বালা॥
মাধব ভালে নহু তুয়া অনুরাগে।
আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাঢ়ল হিয়া তাহে দুখ তেহে নাহি লাগে॥ ধ্রু॥
কর সঞে শির গহি কারে কিছু নাহি কহি বিরহ বিঘন ঘন রোই।
বিরহ বিয়াধি আধি ইথে সুন্দরী তুয়া বিনু ঔষধ কোই॥ (বিদ্যাপতি)

আবার ৩৭২ পৃষ্ঠায় 'সখী হাসিয়া মধুর ভাসে' ইত্যাদি ভণিতাহীন পদটির নীচেও অনুরূপ ভাবে "নরহরি" শব্দটি লেখা আছে। পদটিতে ভণিতা না থাকলেও ভাবটি সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীকৃষ্ণকে বিরলে পেয়ে সখী তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, তিনি যেন লজ্জা ত্যাগ করে শ্রীরাধাকে 'কিরূপে' দেখেছেন সে কথা জানান।" এর পর 'শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং'— বিদ্যাপতির 'যব গোধূলী সময় বেলি' ইত্যাদি পদটি। ভাব প্রকাশ ও ঘটনা ঐক্যের দিক থেকে পদটি গ্রন্থ সংকলক নরহরির রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। পদটিতে ভণিতা ব্যবহার করলে ঘটনা ঐক্য লঙ্ঘিত হয় ভেবেই বুঝি নরহরি এখানে নিজ নামটি সংযুক্ত করেন নি॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত গীতচন্দ্রোদয়ের সংগীতাংশ :

পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ গীতচন্দ্রোদয়ের 'সংগীতাংশ' তাঁর 'রাগ ও রূপ' (উত্তরভাগ) গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। এই অংশের বিষয়বস্তু হলো—

গীত বিবরণ : গীতের উৎপত্তি; নাদ-শ্রুতি-স্বর-তান-রাগ-ধাতু-পরিচয়। গীতের প্রকারভেদ ও অবয়ব; ধাতুর প্রকারভেদ, তাল, প্রবন্ধ, ধ্রুবগীতের লক্ষণ, দিব্যগীত ও সংস্কৃতমিশ্র গীত; বর্ণ ও মাত্রার প্রকারভেদ. গায়ক-লক্ষণ, মর্দল ও মৃদঙ্গের পার্থক্য, বাদক ও নর্তকের লক্ষণ, নৃত্য।

৩। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (১৩৫৯),
৪। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' (১৩৬৯) গ্রন্থের বিদ্যাপতি-অংশ।

তালার্ণবঃ তাল, তালাঙ্গ, মাত্রানিয়ম, গ্রহ-সমগ্রহ-বিষমগ্রহ, কলা, লয়, যতি, তাল-লক্ষণ ও উদাহরণ।

এই অংশে সন্নিবেশিত মহাজনপদাবলী মোট ২৫টি।

বরাহনগর পাঠবাড়ীর ২৫৩৪। ৩নং পুঁথিতে, প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত এই 'সঙ্গীতাংশ' পাওয়া গেছে। পরবর্তী 'নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ' অধ্যায়ে আমরা উক্ত পুঁথিটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করছি[১৪৭] এজন্যে এখানে এই ২৫টি পদ সম্পর্কে পৃথক কোনো আলোচনা করা হলো না॥

(৬) সংগীতসারসংগ্রহ

পুঁথিঃ 'সংগীতসারসংগ্রহে'র দুটি মাত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। (ক) একটি নদীয়া জেলার জাজিগ্রাম থেকে হরিদাস দাস মহাশয় সংগ্রহ করেন। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা ১-৩২, অনুলিপিকাল ১৭২৫ শকাব্দ বা ১৮০৩ খৃীঃ। উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পুঁথি সম্পূর্ণ। হরিদাস দাস মহাশয় সম্পূর্ণ পুঁথি নকল করে প্রকাশার্থে পাণ্ডুলিপিটি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে দেন। (খ) অপর পুঁথিটি কলকাতার নিকটবর্তী পানিহাটী পাঠবাড়ী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। পুঁথির শিরোনাম 'নাট্যশাস্ত্র'। পুঁথিটি খণ্ডিত। 'ভাষাদি নিরূপণ' পর্যন্ত ৫টি পরিচ্ছেদ মাত্র আছে। পাঠ বহুলাংশেই অশুদ্ধ। পানিহাটীর পুঁথিগুলি পরবর্তীকালে বরাহনগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে আনা হয়। খণ্ডিত 'নাট্যশাস্ত্র' বর্তমানে গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত। এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ

হরিদাস দাস মহাশয় প্রথমে গ্রন্থটি বাংলা হরফে প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। পরে তিনি 'বৃহত্তর জগতের কল্যাণার্থে' মত পরিবর্তন করে প্রজ্ঞানানন্দকে দেবনাগরী অক্ষরেই পুঁথি সম্পাদনা করতে অনুরোধ জানান। প্রজ্ঞানানন্দ উক্ত পুঁথি দুটির প্রথমোক্তটিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে নিম্নোক্ত কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্যে পুঁথি সম্পাদনা করেন। গ্রন্থগুলি হলো—নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গোদ্ধৃত সংগীতাংশ (প্রথম সংস্করণ, বহরমপুরে—২৪৮০-৩৩০০ সংখ্যক শ্লোক) ও 'গীতচন্দ্রোদয়' (৮ম পরিচ্ছেদ-রূপে উল্লিখিত)-এর সংগীতাংশ, কবি কর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পু'র সংগীতাংশ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ লীলামৃতে'র সংগীতাংশ, শুভঙ্করের সংগীতদামোদর, হস্তমুক্তাবলী, বাচস্পত্যাভিধান, শব্দকল্পদ্রুম, ছন্দোমঞ্জরী

(১৪৭) বর্তমান নিবন্ধ।

ইত্যাদি। এইগুলির সাহায্যে তিনি বর্তমান গ্রন্থের পাঠ সম্পর্কে নিঃসংশয় হন।[১৪৮] ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত হয় ॥

গ্রন্থনাম

'সংগীতসারসংগ্রহ' নামটি এটাই প্রকাশ করে যে, গ্রন্থটি সংগীত বিদ্যার নির্যাস সংকলন। এই নামে প্রাচীন আধুনিক আরো ৫টি গ্রন্থ আছে—(১) একটির রচয়িতা বা সংগ্রাহক নেপাল রাজ জগজ্জ্যোতির্মল্ল (রাজত্বকাল ১৬১৭-১৬৩৩ খ্রীঃ), সংকলনকাল ৭৯৯ নেপালাব্দ। (২) একটির রচয়িতা তিরু ভেন্‌কবি কবি—তিনি তেলুগু ভাষায় রচনা করেন। (৩) তৃতীয় একটি গ্রন্থ সংকলন করেন এস. এম. ঠাকুর। বইটি কলকাতা 'বঙ্গ সংগীতসভা' থেকে ১৮৮৪ খ্রীটাব্দে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। (৪) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বাংলা ও ব্রজবুলির বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা সংগ্রহ করে বঙ্গবাসী থেকে দু-খণ্ডে 'সংগীতসার সংগ্রহ' সংকলন ও মুদ্রিত করেন। এ দুটির কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। (৫) সাহিত্য পরিষদে এই নামে আরো দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে। 'সংগীতসার সংগ্রহ' ১ম খণ্ড (১৩০৬) ও ৩য় খণ্ড (১৩০৮); ২য় খণ্ডটি পাওয়া যায় নি। সম্পাদনা করেছেন চারুচন্দ্র রায়। এগুলিতে মহাজন পদাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত 'সংগীতসার সংগ্রহ' ক্ষুদ্র কবিতা বা বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন। কিন্তু নরহরির 'সংগীতসার সংগ্রহ' কবিতা সংকলন গ্রন্থ নয়। এ হলো সংগীত বিদ্যার যাবতীয় উপকরণের বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান ও ইতিহাস-গ্রন্থ। গীত, নৃত্য, বাদ্য, নাট্য, ছন্দ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ বা আলোচনাই এতে দেখা যায়। এই সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগীত শিক্ষার্থীর একান্ত উপযোগী করে লেখা। গ্রন্থের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, এ এক স্বতন্ত্র জাতের গ্রন্থ, যার সঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, নারদীয় শিক্ষা প্রভৃতির তুলনা চলে ॥

বিষয়বস্তু[১৪৯]

'সংগীতসারসংগ্রহে'র মোট ৬টি প্রকরণ—গীত, বাদ্য, নৃত্য-নাট্য, আঙ্গিকাভিনয়, ভাষা ও ছন্দ।

১ম অধ্যায় : গীতপ্রকরণ—সংগীত সম্পর্কে পুরাবৃত্ত (উৎপত্তি ও প্রকারভেদ); সংগীতের সংজ্ঞা, উৎপত্তির কারণ নাদ—নাদের প্রকারভেদ,

(১৪৮) 'সংগীতসার সংগ্রহে'র ভূমিকা, পৃঃ ১।

(১৪৯) বিস্তৃত আলোচনা—৬ষ্ঠ অধ্যায় 'গ্রন্থাবলীর সাহিত্যমূল্য', 'সংগীত বিজ্ঞান ও নরহরি' অংশ।

সংগীতের স্বরূপ : নাদ-শ্রুতি-স্বর-মূর্ছনা-তাল, গ্রাম, বর্ণ, জাতি, রাগ প্রভৃতির সংজ্ঞা। ধাতু ও মাতু বিশ্লেষণ।

নাদতত্ত্ব : উৎপত্তির কারণ, প্রকারভেদ, উৎপত্তি-স্থান।

শ্রুতি : উৎপত্তি, শ্রুতি ও বীণা, ২২ প্রকার শ্রুতির নাম ও পরিচয়।

স্বর : উৎপত্তি, স্বর ও বেণু, ৭টি স্বর, স্বরের স্বরূপ (প্রাণীর স্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক); স্বরের ৪টি ভাগ—বাদী, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী; এগুলির সংজ্ঞা।

গ্রাম : সংজ্ঞা, ৩ রকমের গ্রাম—ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার। প্রতি গ্রামের ৭টি করে ২১টি মূর্ছনার নাম।

তাল (বা তান) : সংজ্ঞা, তালাঙ্গ পরিভাষা—তালাঙ্গ ৫ প্রকার, মাত্রা-নিয়ম, বিন্যাস, তালের প্রয়োগ, ১০১টি তাল, যতি ও নিঃসারু তাল। ৬ প্রকার নিঃসারু তালের পরিচয়।

বর্ণ : সংজ্ঞা ৪ প্রকার বর্ণ—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী। বর্ণের ৬২টি অলংকার (স্থায়ীর ২৬টি, অন্য ৩টির ১২টি করে) পরিচয়। গ্রহস্বর, অংশস্বর নাস বা ন্যাস-স্বর।

জাতি : রাগ ও জাতি। ৩ প্রকার জাতি শুদ্ধা, বিকৃতা, সংকীর্ণা। শুদ্ধার ৭টি ও বিকৃতার ১১টি, সংকীর্ণার ১১টি বিভাগ।

রাগ : সংজ্ঞা, রাগ ও রাগিণী সম্পর্কে 'সংগীতদামোদর' (৬ রাগ, প্রতি-রাগের ৫টি করে রাগিণী), 'পঞ্চমসার সংহিতা' (৬ রাগ, প্রতি রাগের ৬টি করে রাগিণী), মম্মট ভট্টের 'সংগীতমালা' (৬ রাগ, প্রতি রাগের ৬টি করে রাগিণী) 'সংগীতকৌমুদী' (৮ রাগ) গ্রন্থের বিভিন্ন মতামত।

সংগীতের প্রকারভেদ : গীত দু রকম—অনিবন্ধ, নিবন্ধ। সংজ্ঞা। নিবন্ধ গীতের ৩ ভাগ—শুদ্ধ, সারগ (ছায়ালগ), সংকীর্ণ। অন্য মতে এই-ভাগের নাম—প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক—এগুলির পরিচিতি। ধাতু, অঙ্গ, জাতি।

(ক) **শুদ্ধ বা প্রবন্ধ গীত :** সংজ্ঞা, মাতৃকা—স্বরার্থ—বিষ্ণু প্রকাশক ও রাগযুক্ত প্রবন্ধ (হরিনায়ক-পরবর্তী পণ্ডিতদের কথিত ২৬টি প্রবন্ধ) চন্দ্র প্রকাশক, কায়বাল প্রবন্ধ। স্বরার্থের ৪, মাতৃকার ৩ ভাগ।

(খ) **ছায়ালগ :** সংজ্ঞা, শালগশূড় প্রবন্ধ, ৯টি শালগশূড়ের নাম, তাদের প্রকারভেদ, শূড়ের ৯টি তালের নাম।

ক্ষুদ্রগীত প্রবন্ধ : সংজ্ঞা, ৪ প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী—এগুলির পরিচয়।

গীতের গুণ ও দোষ, গায়ক লক্ষণ, গায়ক-দোষ ॥

২য় অধ্যায় : বাদ্যপ্রকরণ

বাদ্যের ৪ ভাগ—তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন, প্রত্যেক ভাগের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম। অলাবনী, মৃদঙ্গের বিস্তৃত পরিচয়—মৃদঙ্গ বাদনের ৪টি নিয়ম, মৃদঙ্গে দেয় ৩ প্রকার আঘাত ও বাদকের লক্ষণ। শুষির-বাঁশীর লক্ষণ, প্রকার ভেদ, বংশী বাদকের লক্ষণ, বংশীতে অঙ্গুলি চালনার গুণ ও ফুৎকার রীতি। ঘন ঘন প্রকার—অনুরক্ত, বিরক্ত—১২টি ঘনবাদ্যের নাম, করতালের লক্ষণাদির পরিচিতি।

৩য় অধ্যায় : নৃত্যনাট্য প্রকরণ

নাট্যবেদ সম্পর্কে পুরাবৃত্ত; নৃত্যকলার ৩ প্রকার—নাট্য. নৃত্য ও নৃত্ত—এগুলির সংজ্ঞা। মার্গ ও দেশী ভাগ। নৃত্য—১২ রকমের। পুরুষনৃত্য 'তাণ্ডব', নারীনৃত্য 'লাস্য'—তাণ্ডবের ২ ভাগ—প্রেরণী ও বহুরূপ। লাস্য ২ প্রকার—স্ফুরিত ও যৌবত, এসবের বিস্তৃত পরিচয়। নৃত্ত ৩ প্রকার বিষম, বিকট, লঘু। নৃত্যের ৫ ভাগ—কাষ্ঠা, জাকড়ী, শাবর, করঞ্জী ও মাত্তাবলী।

৪র্থ অধ্যায় : আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ

আঙ্গিকাভিনয় কি। ৭ অঙ্গ, ৯ প্রত্যঙ্গ, ১২ উপাঙ্গের নাম। এগুলি সম্পর্কে শুভঙ্কর প্রমুখের মত। ৭টি অঙ্গের প্রতিটির প্রকারভেদ—মস্তক ১৪ প্রকার, স্কন্ধ ৫ প্রকার ইত্যাদি। প্রত্যঙ্গগুলির প্রতিটির প্রকারভেদ—যেমন গ্রীবা ৯, বাহু ১৬ প্রকার ইত্যাদি। মস্তকের উপাঙ্গ—দৃষ্টি (৩ প্রকার)—স্থায়ী, রস, ব্যভিচারী. এ তিনের উপবিভাগ যথাক্রমে ৮, ৮, ও ২০টি। নৃত্যাঙ্গ ৫ প্রকার—স্থান (২৩ প্রকার), চারী (২৬ প্রকার), করণ. মণ্ডন, অঙ্গহার।

৫ম অধ্যায় : ভাষানিরূপণ

ভাষার ভাগ—১. তদ্ভব. ২. তৎসম, অন্যমতে ৩. দেশী। তিনটির সংজ্ঞা ও উদাহরণ। এগুলি সম্পর্কে 'সংগীতদামোদরের মত। ৪ প্রকার দেশী ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচী। এই ৪টির প্রকারভেদ। এগুলির যথাক্রমে ৮, ৭, ২৭, ১১ প্রকার উপবিভাগের নাম। ভাষা সম্পর্কে অন্য একমত; ভাষা—৫, বিভাষা—৫, অপভ্রংশ—৩, পৈশাচী—৩ প্রকার। মহারাষ্ট্রী সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

৬ষ্ঠ অধ্যায় : ছন্দ প্রকরণ

ছন্দ ২ প্রকার—লৌকিকী, বৈদিকী। লঘুগুরু বিচার ও চিহ্ন—মাত্রা ও স্বর (৪ প্রকার, ১ মাত্রা = লঘু, ২ মাত্রা = গুরু, ৩ মাত্রা = প্লুত, ½ মাত্রার

স্বর ব্যঞ্জন)। বর্ণের গণ—বাণীভূষণ, পারিজাত, বৃত্তরত্নাকরের মত। ছন্দের ৮টি গণ, তাদের সংকেত চিহ্ন, শত্রু-মিত্ররূপে সম্পর্ক, ফলাফল। দোষযুক্ত অক্ষর—৬টি দগ্ধবর্ণ, ৯টি পরিত্যজ্য বর্ণের নাম ও ফলাফল। বর্ণদোষ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ৫টি গণ, তাদের সংকেত চিহ্ন, পিঙ্গল ও বাণীভূষণের উদাহরণ। বৃত্ত ও জাতি—পদ্য কি? পদ্যের দুভাগ—বৃত্ত ও জাতি, দুইটি গণনার নিয়ম। চরণ, যতি, সম ও বিষম চরণের সংজ্ঞা। বৃত্তের ৩ প্রকার ভেদের পরিচয়। বৃত্তের গতি। বর্ণ ও মাত্রা উভয়ের প্রসার। অংকের সংজ্ঞা। ছন্দের নাম, প্রকারভেদ ও পরিচয়ঃ (ক) সমবৃত্ত-ছন্দ ৩২টি—তাদের নাম ও প্রতিটির উপবিভাগগুলির নাম। (খ) অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ ১০টি—নাম ও পরিচয়। (গ) বিষমবৃত্ত ৩টি—নাম, বিভাগ ও পরিচয়। বক্ত্র প্রকরণ—সংজ্ঞা, দুটি ভাগ অর্ধসম ও বিষম। বক্ত্র ছন্দের অন্যান্য ভাগ ৯টি। মাত্রাছন্দঃ আর্যা-ছন্দ কি, পরিচয়—বিভাগ ৯টির নাম। পথ্যাছন্দ। মাত্রাছন্দের আর্যা ছাড়া আর ৩০টি ভাগের নাম। গদ্যপ্রকরণ : গদ্য ও পদ্য কি। গদ্যের বিভাগ ৩টির পরিচয়। বৈদর্ভীরীতির গদ্য ॥

গঠনকৌশল

সম্পূর্ণ 'সংগীতসার সংগ্রহ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত। সাধারণ গদ্যে কবি বক্তব্য পরিবেশন করেছেন, কিংবা প্রমাণ বাক্যের বিশ্লেষণ করেছেন। স্বমত সমর্থক উদ্ধৃতিগুলি অধিকাংশই পদ্যে রচিত। এবং খুব কম ক্ষেত্রে কবি নিজস্ব বক্তব্য পদ্যে প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থের ৬টি অধ্যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেগুলির শিরোনাম (১) গীতপ্রকরণ (২) বাদ্যপ্রকরণ (৩) নৃত্যনাট্য প্রকরণ (৪) আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ (৫) ভাষাদিপ্রকরণ ও (৬) ছন্দ প্রকরণ।

গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট করতে বা বিষয়গুলির সত্যতা নিরূপণ করতে তিনি তাঁর পূর্বকালে লিখিত ৩১টি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করেছেন।[১৫০]

নরহরির সংগীতগ্রন্থ রচনার কারণ

শ্রীচৈতন্য-ভক্তের স্পর্শে বাংলার কীর্তনগান সপ্তদশ শতাব্দীতেই ভারতীয় অভিজাত সংগীতের সমান মর্যাদা লাভ করে। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, কবি কর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরিদাস গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধকের প্রচেষ্টায় কীর্তন গানের ব্যাপক

(১৫০) এই ৩১টি গ্রন্থের নাম এই নিবন্ধের 'জীবন প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে নরহরির 'বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রানুশীলন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ ৩২।

প্রসার ঘটে। দিকে দিকে ছোট বড় কীর্তনীয়া বা গায়েনের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ'দের মধ্যে অনেকেই অল্প শিক্ষিত বা সংগীতবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে কোথাও কোথাও কীর্তনের সুর তাল রাগরাগিণীর অপপ্রয়োগ ঘটছিল। অথচ এই সব নতুন শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজবোধ্য অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতগ্রন্থও তেমন কিছু ছিল না। 'গীতপ্রকাশ', 'সংগীতসার', 'সংগীতদামোদর' প্রভৃতি যে সব গ্রন্থগুলি ছিল, সেগুলিতে ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগীতের আলোচনা থাকলেও এক একজন বিশেষ সংগীতজ্ঞের মৌলিক অভিমতেই পূর্ণ ছিল। তাছাড়া এগুলি ছিল প্রধানতঃ গবেষণাগ্রন্থ। নতুন শিক্ষার্থীর উপযোগী, অধিকাংশ বিখ্যাত সংগীত সাধকের অভিমতের সমন্বয়কারী, সংগীতের সকল শাখার (গীত, নৃত্য, বাদ্য, আঙ্গিকাভিনয়, ভাষা, ছন্দ—ইত্যাদি বিষয়ের) আলোচনা সমৃদ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ ছিল না। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক রকম অসুবিধা ঘটতো। নরহরি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এই অভাববোধ তাঁকে পীড়িত করেছিল। নরহরি সেই অভাব পূরণ করতেই 'সংগীতসার সংগ্রহে'র মতো একটি সংগীতবিদ্যার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ নরোত্তম ঠাকুরই সর্বপ্রথম খেতুরী মহোৎসবে পদাবলী কীর্তনকে উচ্চাঙ্গ ধ্রুবপদ সংগীতের সম পর্যায়ে উন্নীত করেন। বিভিন্ন আলাপ রাগ তাল সমন্বয়ে ও বিলম্বিত লয়ে তিনি কীর্তনের 'গরাণহাটী' ধারার প্রবর্তন করে বৈষ্ণব সংগীত জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। নরহরির পূর্বেই সংগীতের আর তিনটি ধারার প্রচলন হয়—মনোহরসাহী, রেণেটী ও মান্দারিনী। সমাজের সর্বস্তরে কীর্তন গানের যথার্থ অনুশীলন, উপস্থাপন ও সংরক্ষা করার উদ্দেশ্যে-ও নরহরি সংগীতালোচনা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন।

তৃতীয়তঃ নরহরি বহুবিলাসী কবি। বিভিন্ন শাখার পদ রচনা, পদ-সংগ্রহ, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ রচনা এবং ছন্দ ভাষা নৃত্য নাট্য বাদ্য ইত্যাদি সব কিছুরই উপর তাঁর কৌতূহল ছিল। কবিতা বিশ্লেষণ, পাণ্ডিত্য প্রকাশ, সংগীতশিক্ষা ও সংগীতের বিশ্লেষণ—এই নিয়েই তাঁর কবি প্রাণের তৃপ্তি। বরং পদসৃষ্টি অপেক্ষা ইতিহাস রচনায়, কবিত্ব অপেক্ষা বিশ্লেষণে তাঁর কৌতূহলী-কবি মনের অধিক স্ফূর্তি। সেই জ্ঞানের অদম্য প্রকাশ, বিচিত্র কৌতূহলের নিবৃত্তিসাধন ও তৃপ্তিলাভ—নরহরির এই সংগীতগ্রন্থ রচনায় প্রেরণারূপে কাজ করেছে।

চতুর্থতঃ নরহরি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লী, মথুরা ও বৃন্দাবনে অনেক সুনিপুণ হিন্দু ও মুসলমান সংগীতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন। নরহরি নিশ্চয়ই এই সকল স্থানের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের কাছে সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। 'ভক্তিরত্নাকর' ৫ম তরঙ্গ,

'সংগীতসার সংগ্রহ' ও 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র সংগীতাংশ পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, তাঁর আলোচনা গ্রন্থপাঠের ফল নয়, আচার্যের পাদমূলে বসে শিক্ষা-লাভের ফল। গ্রন্থপাঠ বা আচার্য-শিক্ষা, যাই হোক না কেন, সংগীতবিদ্যার উপর তাঁর যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রদ্ধা নিবেদনার্থেও তাঁর সংগীতগ্রন্থ সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছিল।

মনে হয় 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে রাসলীলা বর্ণনায় নরহরি প্রথম সংগীতশাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হন। তার অনেক পরে 'গীতচন্দ্রোদয়' বা 'সংগীতসার সংগ্রহ' রচনা করেন। রাসলীলারম্ভে সংগীত-আলোচনা নরহরির পূর্ববর্তী অন্ততঃ দুজন কবির কাব্যে পাই—

(১) কবি কর্ণপূর—'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ' : ২০ অধ্যায় (রাসলীলা)

(২) কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'গোবিন্দলীলামৃত' : ২২ ও ২৩শ সর্গ (রাস নৃত্য বর্ণনা)

নরহরি নিশ্চয়ই এই দুটি গ্রন্থের সংগীতালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হন ও প্রেরণা লাভ করেন ॥

(৭) নামামৃত সমুদ্র

পুথি : 'নামামৃত সমুদ্রে'র তিনটি পুথি পাওয়া গেছে। দুটি কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং একটি বরাহনগর পাটবাড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দিরে সংরক্ষিত। (ক) পরিষৎ পুথি নং ২৬৪১, ১-৮ পত্রে ২৯০টি শ্লোকে সম্পূর্ণ, ১২০৯ বঙ্গাব্দের অনুলিপি। (খ) পরিষৎ পুথি নং ২৮৯১, ১-১০ পত্রে সম্পূর্ণ, অনুলিপিকাল নেই, নাম—'বৈষ্ণব নামামৃত সমুদ্র'। (গ) পাট-বাড়ী পুথি নং ৩০০৭।১৪, ১-৭ পত্রে সম্পূর্ণ। এটিরও অনুলিপিকাল নেই ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ

নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর থেকে হরিদাস দাস মহাশয় 'নামামৃত সমুদ্র' মুদ্রিত করেছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। এতে মোট ২৮২টি শ্লোক আছে। গ্রন্থে কোনো সম্পাদকীয় বিবৃতি নেই ॥

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ

উল্লিখিত ৩টি পুথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থটির পাঠ মিলিয়ে দেখা হয়েছে। মঙ্গলাচরণের সংস্কৃত শ্লোকটির পাটবাড়ী পুথিতে যেখানে 'কামার্বুদ মদ মদন' (৩য় চরণ) আছে, পরিষদের ২৬৪১নং পুথিতে সেখানে আছে 'রাম প্রণত প্রিয় কর' কিংবা 'প্রমত্ত' (৪র্থ চরণে) স্থলে আছে 'প্রসীদ'। আবার

পরিষদের উক্ত পুথিটির ৫৫৮নং চরণে আছে 'সর্বভক্ত সহ গৌর নবদ্বীপ দেখি' (পত্র ৫খ-৬ক), মুদ্রিত গ্রন্থে সেখানে (১৭ পৃঃ ৫৪৪নং চরণ) আছে যাহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌরময় দেখি'। এই পুথির ২৪৮নং চরণে 'শ্রীবৎস পণ্ডিত' স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থে 'শ্রীরত্ন পণ্ডিত' পাঠ আছে। একটি স্থানের পাঠ আগে পিছে হয়েছে—

২৬৪১নং পুথিতে	মুদ্রিত গ্রন্থে
'দামোদর পুরী' ইত্যাদি (২১৮নং)	'দামোদর পুরী'...............২১১ নং
'এই কর গৌরপ্রিয়' ইত্যাদি (২১৯নং)	'রাঘব পুরী হে'...............২১২ নং
'রাঘব পুরী হে' ইত্যাদি (২২০নং)	'এই কর গৌরপ্রিয়'............২১৪ নং

পরিষদের ২৬৪১নং পুথিতে নিম্নোক্ত ৮টি শ্লোক (১৬ চরণ) বেশি আছে—

(১) শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য করো হিত।
তুমা......শ্রীমধু পণ্ডিতে বহুপ্রীত॥ (৩৪নং শ্লোক, পত্র ২ক)
(মুদ্রিত গ্রন্থের ৪ পৃঃ ৩৩নং শ্লোকের পর হতো)

(২) ওহে শ্রীবাসের দ্বারবাসী দরজী মোরে।
প্রভুর প্রকাশ দেখাঅহ নেত্র দ্বারে॥ (১২৭নং শ্লোক, পত্র ৪খ)
(মুদ্রিত গ্রন্থের ১২ পৃঃ, ১২৫নং শ্লোকের পরে হতো)

(৩) ওহে গোরক্ষক শিশু সেবা চ ভূমিয়া।
হরি বলি প্রভুর প্রসন্ন করে হিয়া॥ (১৬৭নং শ্লোক)

(৪) শুনহে নাবিক দূর কর দুঃখ সব।
শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে দেখি মহা মহোৎসব॥ (১৬৮নং) (পত্র ৫খ)
(মুদ্রিত গ্রন্থের ১৬ পৃঃ ১৬৪নং শ্লোকের পরে এই দুটি শ্লোক নেই)

(৫) মুকুন্দের মাতা পূর্ণকর অভিলাস।
লীলাছলে দেখি গোরাচান্দের প্রকাশ॥ (১৭০নং)

(৬) ওহে বঙ্গদেশী কবি ক্ষেম মোর দোষ।
স্ফুরাহ কবিতা যাতে সভার সন্তোষ॥ (১৭১নং)

(৭) এই কৃপা কর অহে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনায়াসে পাই যেন গৌর প্রেমধন॥ (১৭২নং) (পত্র ৫খ)
(মুদ্রিত গ্রন্থের ১৬ পৃঃ ১৬৫নং শ্লোকের পরে হতো)

(৮) ওহে বন্ধুগণ তারে দেখি নিরন্তর।
দক্ষিণে নিতাই যার বামে গদাধর॥ (২৮২নং)
(মুদ্রিত গ্রন্থের ২৬ পৃঃ ২৭৩নং শ্লোকের পরে হতো)

এই অতিরিক্ত পাঠ সমন্বিত, অনুলিপিকালযুক্ত পরিষদের ২৬৪১নং পুথিটিই আমরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছি॥

১৩০৬ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রথম এই 'নামামৃত সমুদ্র' সম্পর্কে পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুথির প্রারম্ভিক ৬ এবং অন্তিম ৪ চরণ উদ্ধৃত করে তিনি জানান যে, সমগ্র পুথিতে মোট ২৯০টি শ্লোক আছে। পরবর্তীকালের আলোচকবৃন্দ পুথিটির নাম-মাত্র উল্লেখ করেছেন। পুথিটির সম্পাদক হরিদাস দাস মহাশয় তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থে কোনো ভূমিকা না দিলেও, এ সম্পর্কে তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' লিখেছেন—

"ইহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী বহু বৈষ্ণব মহাজনের নাম সমাহৃত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে।"[১৫১]

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় 'নামামৃত সমুদ্র'কে 'বৈষ্ণব-সাধনা নিবন্ধ' হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১৫২]

পুথির প্রারম্ভে ৪ চরণের সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ। পুথিতে এই একটিমাত্র সংস্কৃত শ্লোক, এর পর সমগ্র পুথি ৮+৬ মাত্রার পয়ারে রচিত। এর বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ তিন ভাগে গ্রহণ করা যায়—(ক) **১-২৮১ নং শ্লোকঃ** বৈষ্ণব আচার্য, ভক্ত, মহাজন বন্দনা। প্রতি শ্লোকের প্রথম চরণে বৈষ্ণবের নাম, দ্বিতীয় চরণে তাঁর কৃপা ভিক্ষা। প্রতি শ্লোকে কখনো কখনো দু-তিন জনের নামও আছে। (খ) **২৮২-২৮৫ নং শ্লোকঃ** নদীয়া ও বৃন্দাবন বাসীদের প্রতি বা এই দুই লীলাস্থলীর অনুগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে স্মরণ ও কৃপা প্রার্থনা। (গ) **২৮৬-২৯০ নং শ্লোকঃ** কবির আত্মনিবেদন। গ্রন্থ সমাপ্তিতে ভণিতা আছে—'নরহরি'ঃ

"আর কি বলিব গৌরপ্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহো নাহি আর"॥

'নামামৃত সমুদ্র' বৈষ্ণব বন্দনা জাতীয় নিবন্ধ। সেকালে দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব বন্দনা' বৈষ্ণবদের নিত্যপাঠ্য রূপে মর্যাদা লাভ করেছিল। নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' এটির শ্লোক প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে।[১৫২ক] এই গ্রন্থেরই অনুসরণে বর্তমান নিবন্ধটি রচিত। দেবকীনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ২৪৯ জন বৈষ্ণবের বন্দনা তিনি করেছেন। নরহরি তাঁর অনেক পরবর্তীকালের কবি। এঁ'র গ্রন্থে ৩৫৮ জন বৈষ্ণবের

(১৫১) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১৯৫৭)—পৃঃ ১৫৮২।

(১৫২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ) ২য় সং,—পৃঃ ৫৫।

(১৫২ক) মিশন সং ১৯৬০ পৃঃ ৪৬৩।

বন্দনা আছে। নরহরির শ্লোক অনুসারে বৈষ্ণবদের নামগুলি লিখিত হলঃ

(নামের পাশের বন্ধনীস্থ অক্ষরঃ চৈ. চ = 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', চৈ. ভা. = 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', বৈ. ব. = দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব বন্দনা', বৈ. অ.=দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণবাভিধান', গৌ. গ.='গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। শ্লোক সংখ্যার নির্দেশক। বহু পরিচিত নামগুলির পাশে কোনো গ্রন্থনাম উল্লেখ করা হয় নি)।

(১) শ্রীচৈতন্য
(২) নিত্যানন্দ
(৩) অদ্বৈত
(৪) গদাধর (পণ্ডিত)
(৫) শ্রীবাস (পুথিতে শ্রীনিবাস)
(৬) স্বরূপ দামোদর
(৭) নরহরি (সরকার)
(৮) হরিদাস (ঠাকুর)
(৯) শচীদেবী
(১০) জগন্নাথ (মিশ্র)
(১১) পদ্মাবতী
(১২) হাড়াই
(১৩) কুবের
(১৪) নাভা
(১৫) লক্ষ্মী (চৈতন্যের ১মা পত্নী)
(১৬) বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
(১৭) বসুধা
(১৮) জাহ্নবা
(১৯) গঙ্গাদেবী (নিত্যানন্দ-সুতা)-(বৈ. ব ১৪৭)
(২০) মাধব
(২১) রত্নাবতী
(২২) মাধবী
(২৩) মালিনী
(২৪) দয়মন্তী (রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী)
(২৫) সীতাদেবী
(২৬) বাসুদেব সার্বভৌম
(২৭) বাসুদেব ভট্টাচার্য
(২৮) শাঠি (চৈ. চ. মধ্য ১৫। ২০০)
(২৯) দুঃখী (শ্রীবাসের দাসী) (চৈ. ভা.)
(৩০) পদ্মনাভ চক্রবর্তী
(৩১) চৈতন্যদাস বিপ্র
(৩২) গদাধর দাস
(৩৩) গোবিন্দ (?)
(৩৪) গরুড় পণ্ডিত (চৈ. চ, গৌগ)
(৩৫) কবিচন্দ্র (চৈ. চ)
(৩৬) কাশীশ্বর (চৈ. চ)
(৩৭) বিশ্বরূপ (চৈতন্যাগ্রজ)
(৩৮) অচ্যুত
(৩৯) বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র
(৪০) গৌরীদাস পণ্ডিত
(৪১) নন্দন আচার্য (চৈ. চ, বৈ. ব। ৩৭)
(৪২) বনমালী আচার্য (চৈ. চ)
(৪৩) বিদ্যানিধি (পুণ্ডরীক)
(৪৪) হলায়ুধ (পণ্ডিত, গৌ. গ। ১৩৪, বৈ. ব. ৪০)
(৪৫) রঘুনন্দন
(৪৬) মুরারি (গুপ্ত)
(৪৭) গোবিন্দ ঘোষ (চৈ. চ, বৈ. ব। ৯৬)
(৪৮) মুকুন্দ ঘোষ
(৪৯) বাসু ঘোষ

(৫০) মাধবেন্দ্র পুরী
(৫১) কেশব ভারতী
(৫২) বাসুদেব দত্ত (চৈ. চ.। বৈ. ব)
(৫৩) উদ্ধারণ (দত্ত) (চৈ. চ.। বৈ. ব)
(৫৪) পুরন্দর (পণ্ডিত) (চৈ. চ. আদি ১১। ২৮)
(৫৫) দামোদর পণ্ডিত (চৈ. চ. বৈ. ব। ৩১)
(৫৬) শ্রীকর (চৈ. চ. বৈ.ব। ১২৫)
(৫৭) বল্লভ (লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা-বৈ. ব ১৭ গৌ. গ. ৪৪)
(৫৮) সনাতন (মিশ্র বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা)
(৫৯) গোপীনাথ আচার্য (চৈ. চ. বৈ. ব। ২৫)
(৬০) নৃসিংহ (চতন্য? চৈ. চ. আদি ১১। ৫৩)
(৬১) সিংহেশ্বর (ওঢ্র) (চৈ. চ. বৈ ব. বৈ. অ)
(৬২) ভূগর্ভ (চৈ. চ. গৌ. গ)
(৬৩) লোকনাথ (বৈ. ব। ৬৪. বৈ. অ। ২৫)
(৬৪) মাধব আচার্য (চৈ. চ. বৈ. ব। ১৪৭)
(৬৫) শ্রীরূপ
(৬৬) শ্রীসনাতন
(৬৭) গোপাল ভট্ট
(৬৮) রঘুনাথ দাস
(৬৯) শ্রীজীব
(৭০) সুবুদ্ধি মিশ্র
(৭১) রাঘব পণ্ডিত (চৈ. চ. বৈ. ব। ৬৯)
(৭২) কংসারি (সেন—বৈ. ব। ১৩২. চৈ. চ)
(৭৩) বংশীবদন (গৌ. গ। ১৭৯)
(৭৪) শিবানন্দ (চক্রবর্তী, চৈ. চ. আদি ৮। ৭০)
(৭৫) পরমানন্দ ভট্টাচার্য
(৭৬) মধুপণ্ডিত (সাধন দীপিকা, ভক্তমাল)
(৭৭) কাশী মিশ্র (চৈ. চ. বৈ. ব। ৭১)
(৭৮) গঙ্গাদাস (শ্রীচৈতন্যের শিক্ষক)
(৭৯) কাশীনাথ (চৈ. চ। বৈ. ব—৪৬)
(৮০) হরিভট্ট (চৈ. চ. মধ্য ১১। ১৫৯)
(৮১) রামানন্দ বসু (বৈ. ব.)
(৮২) কর্ণপুর (?—পরমানন্দ সেন)
(৮৩) কমলাকর পিপিলাই
(৮৪) কমলাকান্ত (?)
(৮৫) ঝড়ুদাস (চৈ. চ. আদি ১৬। ১৪)
(৮৬) কালিদাস (চৈ. চ. অন্ত্য ১৬। ৮)
(৮৭) জগদানন্দ (পণ্ডিত, চৈ. চ. আদি ১০। ২১)
(৮৮) ষষ্ঠীধর (কীর্তনিয়া, চৈ. চ. আদি ১১। ৫৩)
(৮৯) মীনকেতন রামদাস (চৈ. চ. আদি ১১। ৫৩)
(৯০) শ্রীকান্ত (চৈ. চ. মধ্য ২০। ৩৮, প্রেমবিলাস-২৪)
(৯১) অনুপম (শ্রীরূপ অনুজ বল্লভের নাম) (চৈ. চ.)

(৯২) ব্রহ্মানন্দ পুরী (চৈ. চ, বৈ. ব। ৫২)
(৯৩) পরমানন্দ পুরী (চৈ. চ, বৈ. ব। ৫২)
(৯৪) চাপাল গোপাল (চৈ. চ. আদি ১৭)
(৯৫) জগাই
(৯৬) মাধাই
(৯৭) চন্দ্রশেখর আচার্য
(৯৮) রঘুপতি উপাধ্যায় (চৈ. চ. মধ্য ১৯। ৯২)
(৯৯) শিখি মাইতি (চৈ. চ.)
(১০০) শ্রীনাথ (চক্রবর্তী, চৈ. চ. আদি ১২। ৮৩)
(১০১) তুলসী মিশ্র (ওড্র দেশীয় ভক্ত বৈ. ব। ১২১)
(১০২) কালাকৃষ্ণ দাস (চৈ. চ)
(১০৩) সারঙ্গ (চৈ. চ. আদি ১০। ১১৩)
(১০৪) সুন্দরানন্দ (চৈ. চ. আদি ১১। ২৩)
(১০৫) গোবিন্দ (?)
(১০৬) রত্নবাহু (চৈ. ভা. মধ্য ২৬। ৩৭, গৌ. গ. ১০৩)
(১০৭) ভবানন্দ (রায় রামানন্দের পিতা, চৈ. চ)
(১০৮) ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গৌ. গ. ১২৭)
(১০৯) বৃন্দাবনদাস ঠাকুর
(১১০) যদুনাথ ঠাকুর (চৈ. চ. আদি ১০। ৮০)
(১১১) মুরারি (?-পণ্ডিত, চৈ. চ. আদি ১২। ৬৪)
(১১২) রাজা প্রতাপ রুদ্র (চৈ. চ)
(১১৩) হিরণ্য (চৈ. চ. মধ্য ১৬। ২১৭-৯)
(১১৪) চিরঞ্জীব (সেন ? চৈ. চ. আদি ১০। ৭৮
পৃথক ব্যক্তি—ঐ ১০। ১১৯
(১১৫) নারায়ণ (নিত্যানন্দ শাখা, চৈ. চ. ১১। ৪৬)
(১১৬) বুদ্ধিমন্ত খান (চৈ. চ. আদি ১০। ৭৪)
(১১৭) হৃদয়চৈতন্য (প্রেমবিলাস ১২। পৃঃ ৮১। ৮২)
(১১৮) ভবানন্দ (?—গোস্বামী, মধু-পণ্ডিতের সতীর্থ)
(১১৯) শ্রীগর্ভ (চৈ. ভা. মধ্য ৮। ১১৫)
(১২০) শ্রীনিধি (চৈ. চ. আদি ১০। ৯)
(১২১) প্রবোধানন্দ সরস্বতী (গৌ. গ। ১৬৩)
(১২২) জগদীশ (মিশ্র, রায় ? –চৈ. চ.)
(১২৩) সঞ্জয় (দ্বাদশ গোপাল-এর অন্যতম বৈ. ব. ৪২। বৈ. অ. ১৬)
(১২৪) দ্বিজ হরিদাস (চৈ. চ. আদি ১০। ১১২)
(১২৫) জগন্নাথ (বৈ. ব. ৩২। ১১৯। ১২৭। ১৩৯)
(১২৬) বলরাম (?—অদ্বৈতপুত্র, চৈ. চ. আদি ১২। ২৭, আচার্য, কবি চৈ. চ)
(১২৭) হরিদাস (?—চৈ. চ.—পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী)—দত্ত অধিকারী
(১২৮) অভিরাম (বৈ. ব,। ৯১, চৈ. চ)

(১২৯) রায়রামানন্দ

(১৩০) শ্রীগোবিন্দ (চৈ. চ. অন্ত্য ১০। ৯৪, গৌ. গ। ১১৬)

(১৩১) শংকর ঠাকুর (চৈ. চ. আদি ১১। ৫২

(১৩২) লোচন (দাস)

(১৩৩) দেবানন্দ (পণ্ডিত, চৈ. চ. বৈ. ব। ৮৫, বৈ. অ. ২৯)

(১৩৪) পুরুষোত্তম (? বৈ. ব। ১০৪। ১০৭। ১২৪, বৈ. অ ৩১। ৩৩, চৈ. চ আদি ১০-৭২। ৮০। ১১২)

(১৩৫) রামদাস (চৈ. চ. আদি ১০। ১১৬)

(১৩৬) মুকুন্দ চৈ. চ. আদি ১০। ৭২, সরকার—আদি ১০। ৭৮)

(১৩৭) পরমেশ্বর দাস চৈ. চ. গৌ গ। ১৩২)

(১৩৮) অনন্ত আচার্য (চৈ. চ. আদি ১২। ৫৮, ৮০)

(১৩৯) যদু গাঙ্গুলী চৈ. চ. আদি ১২। ৮৬)

(১৪০) মঙ্গল (বৈষ্ণব-চৈ. চ. আদি ১২। ৮৬)

(১৪১) গোপালদাস চৈ. চ. আদি ১০। ১১৩)

(১৪২) সুলোচন (ঐ ১১। ৫০)

(১৪৩) শ্রীচৈতন্য দাস (ঐ ১০। ৬২)

(১৪৪) রামদাস (চৈ. চ. মধ্য ৯। ১৮-১৯, বিশ্বাস, আদি ১৩। ৯১-৯৩)

(১৪৫) বিষ্ণুদাস (চৈ. চ. আদি ১০। ১৫১)

(১৪৬) কৃষ্ণনন্দ (ঐ ১০। ১৩৫)

(১৪৭) শুভানন্দ (ঐ ১০। ১১০, গৌ-গ. ১৯৪)

(১৪৮) সত্যরাজ (খান, ঐ ১০। ৮০)

(১৪৯) বসন্ত (ঐ ১১। ৫০)

(১৫০) সুধানিধি (রায়—ঐ ১০। ১৩৩)

(১৫১) কমলনয়ন (ঐ ১০। ১১১, গৌ. গ ১৯৬)

(১৫২) মনোহর (ঐ—১১। ৪৬, ২১। ৫২)

(১৫৩) সূর্যদাস (গৌ. গ. ৬৫, বৈ. ব। ৪৭, বৈ. অ. ৪২)

(১৫৪) রামভদ্র (চৈ. চ. আদি ১০। ১৪৮)

(১৫৫) গোপীকান্ত মিশ্র (ঐ. ১০। ১১০)

(১৫৬) শ্রীপতি (চৈ. চ. আদি ১০। ৯)

(১৫৭) মধুসূদন (ঐ. ১০। ১১১)

(১৫৮) নবনী (হোড়—ঐ. ১১। ৫০)

(১৫৯) কানু (পণ্ডিত? ঐ. ১২। ৬১)

(১৬০) শ্রীমন্ত (ঐ. ১১। ৪৯)

(১৬১) নন্দিনী (অদ্বৈতকন্যা বা শাখা প্রে. বি. ২৪)

(১৬২) নন্দন (আচার্য, চৈ. চ. আদি ১০। ৩৯, বৈ. ব. ৩৭, বৈ. অ. ৩৪)

(১৬৩) যাদব (চৈ. চ. আদি ১২। ৬১)

(১৬৪) পীতাম্বর (ঐ. ১১। ৫২)

(১৬৫) বলভদ্র আচার্য (?) (ভট্টাচার্য,

চৈ. চ. আদি ১০। ১৪৬)

(১৬৬) গোপীনাথ সিংহ (ঐ ১০। ৭৬)

(১৬৭) দ্বিজ বাণীনাথ (ঐ ১০। ১১৪)

(১৬৮) কাশীনাথ (ঐ. ১০। ১০৬)

(১৬৯) কবিদত্ত (ঐ. ১২। ৮০, গৌ. গ. ১৯৭)

(১৭০) শ্রীহরি (আচার্য—চৈ. চ. ১২। ৮৪)

(১৭১) তপন মিশ্র (ঐ. ১০। ১৫২-৩, ১৬। ১০-১১)

(১৭২) জিতা মিশ্র (ঐ. ১২। ৮৩)

(১৭৩) বল্লভ চৈতন্যদাস (ঐ. ১২। ৮২)

(১৭৪) শিবানন্দ দন্তুর (ঐ. ১০। ১৪৯)

(১৭৫) শ্রীগোপাল (ঐ. ১০। ৫০)

(১৭৬) লক্ষ্মীনাথ (পণ্ডিত, ঐ. ১২। ৮৫)

(১৭৭) নয়ন মিশ্র (ঐ. ১২। ৮০)

(১৭৮) নন্দাই চৈ. চ. আদি ১০। ১৪৩-৪, ১১। ৪৯)

(১৭৯) উদ্ধব (ঐ. ১২। ৮৩, মধ্য ১৮। ৫১)

(১৮০) শ্রীরঙ্গ (ঐ. ১১। ৫১)

(১৮১) রঘুনাথ মিশ্র

(১৮২) রঘু মিশ্র (চৈ. চ. আদি ১২। ৮৫)

(১৮৩) জগদীশ (মিশ্র, ঐ. ১২। ২৭)

(১৮৪) গোবিন্দানন্দ (ঐ. ১০। ৬৪, চৈ. ভা. মধ্য ৮। ১১৪, ১৩। ৩৩৮)

(১৮৫) গোবিন্দ দত্ত (চৈ. চ. আদি ১০। ৬৪)

(১৮৬) পুরন্দর পণ্ডিত (ঐ. ১১। ২৮)

(১৮৭) জগন্নাথ আচার্য (ঐ. ১০। ১০৮)

(১৮৮) বাণীনাথ বসু (ঐ. ১০। ৮১)

(১৮৯) রামাই (ঐ. ১০। ১৪৩-৪)

(১৯০) ঈশান (ঐ. ১০। ১১০)

(১৯১) বৈষ্ণবানন্দ (আচার্য,—রঘুনাথ পুরী ঐ. ১১। ৪২)

(১৯২) পরমেশ্বর দাস (ঐ. ১১। ২৯)

(১৯৩) মাধব পণ্ডিত (ঐ. ১২। ৬৪)

(১৯৪) শ্রীরত্ন পণ্ডিত (শ্রীবৎস)

(১৯৫) ধ্রুবানন্দ চৈ. চ. আদি ১২। ৭৯)

(১৯৬) পুষ্পগোপাল (ঐ. ১২। ৮৪)

(১৯৭) শ্রীকণ্ঠাভরণ (ঐ. ১২। ৮০)

(১৯৮) ভাগবত দাস (ঐ. ১২। ৮১)

(১৯৯) শ্রীহর্ষ (ঐ. ১২। ৮৫)

(২০০) ভগবানাচার্য (ঐ. ১০।১৩৬)

(২০১) রামানন্দ (?)

(২০২) রুদ্র (পণ্ডিত, চৈ. চ. আদি ১০। ১০৬)

(২০৩) ভগবান (পণ্ডিত, চৈ. চ. আদি ১০। ৬৯)

(২০৪) গোপালাচার্য (চৈ. চ. আদি ১২। ১৯, শ্রীগোপাল নামে আর আচার্যের পুত্র)

(২০৫) দামোদর দাস (ঐ. ১১। ৫২)

(২০৬) জগদানন্দ পণ্ডিত (ঐ. ১০। ২১)

(২০৭) বিষ্ণুদাসাচার্য (ঐ. ১২। ৫৮)

(২০৮) ভোলানাথ দাস (ঐ. ১২। ৬০)

(২০৯) বনমালী বিশ্বাস

(২১০) ভবনাথ কর (ঐ. ১২। ৬০)

(২১১) গঙ্গা মন্ত্রী (ঐ. ১২।৮)

(২১২) অনন্ত দাস (ঐ. ১২। ৬১)

(২১৩) হাজরা বিষ্ণাই (ঐ. ১১। ৫০)

(২১৪) বিজয় (দাস—ঐ. ১২।৬১)

(২১৫) বাচস্পতি নারায়ণ (গৌ. গ. ১৬৮)

(২১৬) শ্রীমান্ পণ্ডিত (চৈ. চ. আদি ১০। ৩৭)

(২১৭) ভাগবতী দেবানন্দ (ঐ. ১০। ৭৭)

(২১৮) বিজয় পণ্ডিত (ঐ. ১২। ৬৫)

(২১৯) খণ্ডগবাটী চৈতন্যদাস (ঐ. ১২। ৮৫)

(২২০) কংসারি (?—সেন ঐ. ১১। ৫১)

(২২১) শ্রীআচার্য রত্ন (চন্দ্রশেখর—ঐ. ১০। ১৩)

(২২২) জগন্নাথ তীর্থ (ঐ. ১০। ১১৪)

(২২৩) মুরারি মাহাতি (চৈ. চ. মধ্য-১০)

(২২৪) মুরারি পণ্ডিত চৈ. চ. আদি-১২। ৬৪)

(২২৫) অনন্তাচার্য (ঐ. ১২। ৫৮, ৮০)

(২২৬) কলানিধি (কর্ণানন্দ—১; আচার্য, চট্ট ?)

(২২৭) হস্তিগোপাল (চৈ. চ. আদি ১২। ৮৬)

(২২৮) অকিঞ্চনদাস (-অকিঞ্চন প্রভুর প্রভু কৃষ্ণদাস নাম, ঐ. ১০। ৬৬)

(২২৯) প্রেমী কৃষ্ণদাস (চৈ. চ. আদি, ৮। ৬৯)

(২৩০) মাধব পট্টনায়ক (বৈ. ব. ১২২; বৈ. অ. ৪০)

(২৩১) সুগ্রীব মিশ্র বৈ. ব. ১৬, গৌ. গ. ৯১) (প্রকৃত নাম—গোবিন্দানন্দ মিশ্র)

(২৩২) অনুভবানন্দ (বৈ. ব. ৫৮; বৈ. অ. ২২)

(২৩৩) বাসুদেব তীর্থ (গৌ. গ. ৯৮। ১০১)

(২৩৪) মুরারি বিপ্র (চৈ. চ. মধ্য, ১০। ৪৫)

(২৩৫) শ্রীকুর্ম ঠাকুর (ঐ. ৭। ১২৬-৮)

(২৩৬) তুলসী পড়িছা (ঐ. ১৫। ২০)

(২৩৭) রামানন্দ মঙ্গরাজ

(২৩৮) কানাই খুন্টিয়া (চৈ. চ. মধ্য, ১৫। ২৯)

(২৩৯) জগন্নাথ পড়িছা

(২৪০) পরমানন্দ কর

(২৪১) জগন্নাথ মাহাতি (চৈ. চ)

(২৪২) কাশীনাথ মাহাতি

(২৪৩) রামচন্দ্র কবিরাজ (চৈ. চ. আদি, ১১। ৫১)

(২৪৪) জগন্নাথ কর (ঐ. ১২। ৬০)

(২৪৫) চক্রপানি আচার্য (ঐ. ১২। ৫৮)

(২৪৬) কামদেব (মন্ডল? কর্ণানন্দ-১)

(২৪৭) চৈতন্যদাস (শিবানন্দের পুত্র? চৈ. চ. আদি ১০। ৬২, আউলিয়া? প্রেম-বিলাস-১৬)

(২৪৮) জাঙ্গালি (জঙ্গলী-প্রেম-বিলাস-২৩)

(২৪৯) দুর্লভ বিশ্বাস (চৈ. চ. আদি ১২। ৫৯)

(২৫০) শ্যামাদাসাচার্য (বৈ. ব. প্রেম-বিলাস-২৪)

(২৫১) জ্ঞানদাস

(২৫২) লোকনাথ (?) (পণ্ডিত চৈ. চ. আদি, ১২। ৬৪)

(২৫৩) রাজেন্দ্র (গোস্বামী, চৈ. চ. আদি ১০। ৮৫)

(২৫৪) জনার্দন দাস (ঐ. ১২। ৬১)

(২৫৫) শ্রীহরিচরণ (ঐ. ১২। ৬৪)

(২৫৬) কমভট্ট (ঐ. ১০।১৪৯)

(২৫৭) নারায়ণ দাস (ঐ. ১২। ৬১)

(২৫৮) রাম সেন (ঐ. ১১। ৫১)

(২৫৯) দেবানন্দ দাস (পণ্ডিত? বৈ. ব. ৮৫, বৈ. অ, ২৯)

(২৬০) হরিহরানন্দ (চৈ. চ. আদি ১১। ৪৯)

(২৬১) শ্রীমান্ ঠক্কুর (বৈ. ব. ৪২, বৈ. অ. ১৬)

(২৬২) শ্রীনাথ চক্রবর্তী (চৈ. চ. আদি, ১২। ৮৩)

(২৬৩) শ্রী হোড় গোপাল

(২৬৪) নর্তক গোপাল (শ্যামানন্দ শিষ্য, প্রেমবিলাস-২০)

(২৬৫) বাণীনাথ পট্টনায়ক (চৈ. চ. মধ্য ১০। ৬১, বৈ. ব. ৭১)

(২৬৬) পুরুষোত্তম তীর্থ (গৌ. গ. ৯৮। ১০১)

(২৬৭) চিদানন্দ (গৌ. গ. ৯৮। ১০০)

(২৬৮) উপেন্দ্র আশ্রম (বৈ. ব. ১৪০; বৈ. অ. ৪৮)

(২৬৯) আনন্দপুরী

(২৭০) বদনানন্দ

(২৭১) ভাস্কর ঠাকুর (গৌ. গ. ১১৪, বৈ. ব. ১৩২)

(২৭২) গোবিন্দ পুজারী চৈতন্য-দাস, পুজারী গোঁসাই দাস। (একই ব্যক্তি চৈ. চ. আদি ৮। ৬৯)

(২৭৩) গোঁসাই গোবিন্দ (ঐ. ৮। ৬৬)

(২৭৪) মিতু (হালদার)

(২৭৫) চান্দ (হালদার)

(২৭৬) রঘুনাথ (গৌ. গ. ৯৬। ৯৭, চৈ. চ. আদি ১২। ৬৩, ৮৫)

(২৭৭) রত্নাকর (পণ্ডিত, গৌ. গ. ১০৩)

(২৭৮) সত্যানন্দ ভারতী (ঐ. ৯৮-১০০, বৈ. ব. ২০)

(২৭৯) শেখর দ্বিজরাজ

(২৮০) রঘুনাথ পুরী (চৈ. চ. আদি ১১। ৪২)
(২৮১) রামতীর্থ (গৌ. গ. ১০১। বৈ. ব. ১৩৯)
(২৮২) দামোদর পুরী (গৌ. গ. ৯৬। ৯৭)
(২৮৩) রাঘব পুরী (ঐ. ৯৬। ৯৭)
(২৮৪) নৃসিংহ পুরী
(২৮৫) বিপ্রদাস (উড়িয়া, বৈ. ব. ১১৪)
(২৮৬) নৃসিংহ চৈতন্যদাস (চৈ. চ. আদি ১১। ৫৩)
(২৮৭) লঘুকেশব
(২৮৮) ব্রহ্মানন্দ (নবদ্বীপ? বৈ. ব. ৫৬, পুরী? বৈ. ব. ৫৩ স্বরূপ? বৈ. অ. ২১)
(২৮৯) কবিরাজ মিশ্র (বৈ. ব. ১১০, বৈ. অ. ৩৩)
(২৯০) মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী (চৈ. চ. আদি, ৮। ৬৯)
(২৯১) মহানন্দ (চৈ. ম.—বিদ্যাভূষণ? জয়ানন্দের আত্মীয়, পুরোহিত? প্রেমবিলাস— ২৪। ২২৮ পৃঃ)
(২৯২) মুকুন্দ কবিরাজ (চৈ. চ. আদি, ১১। ৫১)
(২৯৩) রাজীব
(২৯৪) বড়ু জগন্নাথ
(২৯৫) ভাতুয়া গোপাল
(২৯৬) বাসুদেব বিপ্র (চৈ. চ. প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতা)
(২৯৭) ত্রিমল্ল (ভট্ট—চৈ. চ.)
(২৯৮) বেঙ্কট (ভট্ট—চৈ. চ.)
(২৯৯) পুরুষোত্তম (চৈ. চ. আদি ১০। ১১২)
(৩০০) গালিম (ঐ. ১০। ১১২)
(৩০১) নীলাম্বর (ঐ. ১০। ১৪৮)
(৩০২) বৈদ্যকৃষ্ণদাস (ঐ. ১০। ১০৯)
(৩০৩) রাঢ়দেশী কৃষ্ণদাস (চৈ. চ. ২। ১, ১৬)
(৩০৪) বিষ্ণুপুরী (চৈ. চ. আদি ৯। ১৪)
(৩০৫) কৃষ্ণানন্দ পুরী (গৌ. গ. ৯৬)
(৩০৬) জানকীনাথ বিপ্র (চৈ. চ. আদি। ১০। ১১৪)
(৩০৭) বৈদ্য রঘুনাথ (ঐ. ১০। ১২৬)
(৩০৮) ব্রহ্মানন্দ ভারতী (ঐ. ৯। ১৩)
(৩০৯) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ঐ. ১২। ৮৪)
(৩১০) পরমানন্দ উপাধ্যায় (ঐ. ১১। ৪৪)
(৩১১) হৃদয়ানন্দ (সেন—প্রেমবিলাস- ১৯)
(৩১২) নকুল ব্রহ্মচারী (চৈ. চ. অন্ত্য ২। ১৬-৮)
(৩১৩) সাদিপুরিয়া গোপাল (চৈ. চ. আদি ১২। ৮৪)
(৩১৪) নারায়ণ (চৈ. চ. আদি ১১। ৪৬)
(৩১৫) পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী (ঐ. ১২। ৬২)
(৩১৬) গোকুল (ঐ. ১২। ৪৯)
(৩১৭) পরমানন্দ অবধূত (ঐ. ১১। ৪৯)

(৩১৮) লোকনাথ পণ্ডিত (ঐ. ১২। ৬৪)
(৩১৯) হরিচন্দন (রসিকমঙ্গল পশ্চিমঃ ১৪। ১০৬, ১৩২, ১৪৪)
(৩২০) ভগবতাচার্য (চৈ. চ. আদি ১২। ৫৮)
(৩২১) কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ (ঐ. ১২। ৮৩)
(৩২২) বল্লভ ভট্ট (গৌ. গ. ১১০। চৈ. চ. মধ্য ১৯)
(৩২৩) নকড়ি দাস (কর্ণানন্দ-১)
(৩২৪) রামচন্দ্র পুরী (চৈ. চ. অন্ত্য ৮। ২৫)
(৩২৫) লক্ষ্মণাচার্য (বৈ. ব. ১২৭। বৈ. অ. ৪২)
(৩২৬) সনাতন দাস (বৈ. অ. ৪৯, চৈ. চ. ১১। ৫০)
(৩২৭) পরমেশ্বর দাস (বৈ. ব. ৯৩। বৈ. অ. ৩১)
(৩২৮) নন্দন ঠাকুর
(৩২৯) সদাশিব কবিরাজ (গৌ. গ. ১৫৩, বৈ. ব. ৭৮)
(৩৩০) মকরধ্বজ (গৌ. গ. ১৬৮, কর? বৈ. ব. ১০৮)
(৩৩১) যোগেশ্বর (পণ্ডিত—প্রেমবিলাস-৭)
(৩৩২) পরমানন্দ গুপ্ত (কবিকর্ণপুর, চৈ. চ. আদি)
(৩৩৩) শুভানন্দ বিপ্র (গৌ. গ. ১৪৯, ১৯৯, চৈ. চ. মধ্য ১৩। ১০৯-১০)
(৩৩৪) শ্রীচন্দনেশ্বর (চৈ. চ. মধ্য ৬। ৩৩)
(৩৩৫) বিশ্বেশ্বরাচার্য (গৌ. গ. ১১৩) (প্রেমবিলাস-২১)
(৩৩৬) বিদ্যাবাচস্পতি (রত্নাকর? গৌ. গ. ১৭০)
(৩৩৭) শিশুকৃষ্ণদাস (বৈ. ব. ১৪২)
(৩৩৮) কৃষ্ণদাস কবিরাজ
(৩৩৯) অনন্ত
(৩৪০) বিটঠলনাথ (চৈ. চ. মধ্য, ১৮।৪৭)
(৩৪১) গোবিন্দ (?—শ্রীনিবাস শিষ্য—কর্ণানন্দ-১, শ্যামানন্দ শিষ্য—প্রেমবিলাস-২০)
(৩৪২) রাঘব গোঁসাই (গৌ. গ. ১৬২)
(৩৪৩) শ্রীনিবাসাচার্য
(৩৪৪) নরোত্তম
(৩৪৫) শ্যামানন্দ
(৩৪৬) গদাধর ভট্ট (গৌ. গ. ১৬৫)
(৩৪৭) বিজুলি খান (চৈ. চ. মধ্য, ১৮। ২০৭)

নামহীনঃ (৩৪৮) শাঠির জননী (চৈ. মধ্য, ১৫। ২০০)
(৩৪৯) তৈর্থিক ব্রাহ্মণ
(৩৫০) মাধবেন্দ্র শিষ্য গৌরপ্রিয় দ্বিজবর
(৩৫১) গীতাপাঠী বিপ্র (চৈ. চ. মধ্য, ৯। ৯৩)
(৩৫২) গৌরপ্রিয় গোপ
(৩৫৩) শ্রীবাসের দ্বারবাসী দরজী
(৩৫৪) গোরক্ষক শিশু
(৩৫৫) নাবিক
(৩৫৬) মুকুন্দের মাতা (চৈ. চ. অন্ত্য ১২। ৫৮)
(৩৫৭) বঙ্গদেশী কবি (ঐ. ৫। ৯১-১০৮)
(৩৫৮) দরিদ্র ব্রাহ্মণ

এই দীর্ঘ তালিকাটি থেকে জানা যায় যে, (ক) নরহরির 'নামামৃতসমুদ্রে' উল্লিখিত ৩৫৮ জন বৈষ্ণবের মধ্যে ৩৩৬ জনের নাম অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', 'চৈতন্যচরিতামৃত', দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা' ও 'বৈষ্ণব অভিধান', 'প্রেমবিলাস', 'রসিকমঙ্গল', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতিতে এঁদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে।

(খ) 'নামামৃতসমুদ্রে' এমন ১১ জন বৈষ্ণবের সন্ধান মিলেছে, যাঁরা সমাজে স্ব-নামে পরিচিত নন, কোনো না কোনো বিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্যে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৩৪৮-৩৫৮ সংখ্যায় এঁদের নামগুলি প্রদত্ত হয়েছে। সমকালে এঁরা এই নামে এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, পরবর্তীকালের গ্রন্থকারও এঁদের প্রকৃত নাম জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এঁদের মধ্যে ৪ জনের প্রসঙ্গ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'-ও আছে।

(গ) উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের কৌলিক বা প্রাপ্ত উপাধির ব্যবহার হয় নি। যেমন—বল্লভ, সনাতন, অনন্ত, গোবিন্দ, মাধব, প্রভৃতি। বৈষ্ণব ইতিহাসে একই নামে এক থেকে দশ বারো জন ব্যক্তির সন্ধান মেলে। ফলতঃ এই সব উপাধিবিহীন নামগুলি থেকে সঠিক ব্যক্তিকে নির্ণয় করা যায় না।

(ঘ) 'নামামৃতসমুদ্রে' এমন ২২ জন বৈষ্ণবের নাম আছে, যাঁদের প্রসঙ্গ 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'বৈষ্ণব বন্দনা' ও 'বৈষ্ণব অভিধানে' নেই। এঁদের নাম— শ্রীবৎস (= শ্রীরত্ন) পণ্ডিত, বনমালী বিশ্বাস, রামানন্দ, রামানন্দ মঙ্গরাজ, জগন্নাথ পড়িছা, পরমানন্দ কর, কাশীনাথ মাহাতি, শ্রীহোড় গোপাল, আনন্দ-পুরী, বদনানন্দ, মিতু হালদার, চান্দ হালদার, শেখর দ্বিজরাজ, রাজীব, বড়ু জগন্নাথ, ভাতুয়া গোপাল, নন্দন ঠাকুর, 'তৈর্থিক ব্রাহ্মণ', 'মাধবেন্দ্রশিষ্য গৌরপ্রিয় দ্বিজবর', 'গৌরপ্রিয় গোপ', 'শ্রীবাসের দ্বারাবাসী দরজী' ও 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ'।

এঁদের মধ্যে কাশীনাথ মাহাতি সম্পর্কে হরিদাস দাস মহাশয় লিখেছেন যে, ইনি ছিলেন 'নীলাচলবাসী গৌরভক্ত'।[১৫৩] এছাড়া তাঁর সম্পর্কে অন্য কোনো সংবাদ মেলে নি। মিতু ও চান্দ হালদারের প্রসঙ্গ মাত্র আছে নরহরির 'নরোত্তমবিলাসে'র ৮ম বিলাসে। এঁরা দুজনেই খেতুরী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। "শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদার সকলে। নিবেদিতে নারে পড়ি কান্দয়ে ভূতলে।"[১৫৪]

(১৫৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১৯৫৭) পৃঃ ১১৭৩।

(১৫৪) নরোত্তমবিলাস (৮ম। ২৮৪-৫নং চরণ) বসুমতী ৩য় সং, পৃঃ, ৮৬।

হরিদাস দাস মহাশয়ের মতে শ্রীহট্টের সত্যভানু উপাধ্যায়ই তৈর্থিক বিপ্ররূপে সেকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য অনুগ্রহ করে এ'র পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন। এ'রই পুত্র সুখ্যাত পদকর্তা বলরামদাস।[১৫৫]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' তিন জন নন্দনকে পাওয়া যায়—নিত্যানন্দ শাখার নন্দন (আদি ১১। ৪৩), চৈতন্যশাখার নন্দন আচার্য (আদি ১০। ৩৯), এবং উড়িষ্যা-বাসী গৌরভক্ত নন্দন মাহাতি, যিনি জগন্নাথ দেবের সেবাকার্যে রত ছিলেন। এ ছাড়া নন্দন নামীয় জনৈক পদকর্তাও ছিলেন।[১৫৬] এ'দের কেউ 'ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না।

তেমনি 'মিশ্র', 'কাষ্ঠকাটা', 'মাহাতি', 'মহাসোয়ার', 'আচার্য', 'দাস', "তীর্থ' ও 'কর' প্রভৃতি উপাধিযুক্ত ৮ জন জগন্নাথ ছাড়াও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত এক উপাধিহীন জগন্নাথের (আদি ১১। ৪৮) সন্ধান মেলে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনার ৩২নং শ্লোকে এমনি এক উপাধিহীন জগন্নাথের বন্দনা আছে।[১৫৭] তাঁর বৈষ্ণব অভিধানের ১৩নং শ্লোকেও এক উপাধিহীন ভক্ত জগন্নাথের নাম পাওয়া যায়।[১৫৮] এ'দের কেউ 'বড়ু' জগন্নাথ বা জগন্নাথ 'পড়িছা' কিনা বলা কঠিন।

'নামামৃতসমুদ্রে' রঘু মিশ্র ও রঘুনাথ মিশ্র নামে দুটি পৃথক শ্লোক আছে। রঘু মিশ্রের উল্লেখ প্রায় অধিকাংশ চৈতন্যজীবনীতেই মেলে, কিন্তু রঘুনাথ মিশ্রের নাম পাওয়া যায় না। 'প্রেমবিলাসে' রঘু মিশ্র ছাড়াও উপাধি-হীন এক রঘুনাথকে পাওয়া যায়।[১৫৯] রঘু মিশ্র ও রঘুনাথ মিশ্র এক ব্যক্তি, না স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন তা জানা যায় না।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল স্কন্ধ শাখায় কৃষ্ণদাস বৈদ্যের সঙ্গে একজন শেখর পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাসে পাওয়া যায়, শেখর পণ্ডিত খেতুরী মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। এই শেখর পণ্ডিত 'দ্বিজরাজ' কি না বলা যায় না।

শ্রীবৎস, বনমালী বিশ্বাস প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিদেরও পরিচয় অনুরূপ-ভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন ॥

(১৫৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১৯৫৭) পৃঃ ১৩৯৫। (১৫৬) পদকল্পতরুতে নন্দন দাসের নামে দুটি পদ (১০৪৪। ১৭৪২) আছে।

(১৫৭) বৈষ্ণব বন্দনা—স. সুন্দরানন্দ দাস, (১৯৬১) পৃঃ ৫।

(১৫৮) বৈষ্ণব অভিধান—স. সুন্দরানন্দ দাস (১৯৬১) পৃঃ ২২।

(১৫৯) প্রেমবিলাস (১৩২০, স. যশোদানন্দন তালুকদার) পৃঃ ১৭৩।

(৮) পদ্ধতি প্রদীপ

নরহরি চক্রবর্তীর অপর একটি রচনার নাম 'পদ্ধতি প্রদীপ'। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে প্রথম সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লিখেছিলেন,—

"নরহরির (ঘনশ্যামদাস) চারিখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। প্রথমখানি পদ্ধতি প্রদীপ—এখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বৈষ্ণবদিগের নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।..................

পদ্ধতি প্রদীপ ক্ষুদ্রগ্রন্থ—কখন রচনা করিয়াছিলেন বুঝা যায় না।" [১৬০]

পরবর্তীকালে জগদ্বন্ধু ভদ্র, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা পদ্ধতি প্রদীপের নাম মাত্র উল্লেখ করেছেন। [১৬১] হরিদাস দাস মহাশয় পুঁথিটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন—

মঙ্গলাচরণ—

সর্বাভীষ্ট প্রদ শ্রীমদ্‌গুরুদেব দয়ানিধে।
নানাবিঘ্নভয়ান্নিত্যং পাহি মাং মঙ্গলালয় ॥ ১ ॥
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-বিভূষণ।
শ্রীমন্‌ শ্রীগৌর গোবিন্দ ভক্তপ্রিয় জয় প্রভো ॥ ২ ॥

উপসংহারে—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্যভজন ক্রমপদ্ধতিং।
সাধকানাং প্রমোদায় সংক্ষেপাদ্‌ গৃহ্যতে ময়া ॥
দীনে ময়ি ঘনশ্যামে কৃপামেতৎ কুরু প্রভো!
শ্রীপদ্ধতি প্রদীপস্তদ্‌ গ্রন্থো ভবতু জীবনম্‌ ॥ [১৬২]

পুঁথিটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"শ্রীমদ্‌ ঘনশ্যামদাস বিরচিত এই পদ্ধতিতে......গোপালগুরু পদ্ধতি ও শ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতিবৎ প্রণাম-স্মরণেই আধিক্য দেখা যায়। অধিকন্তু ইহাতে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের

(১৬০) সাহিত্য পত্রিকা (১২৯৯ আশ্বিন) 'ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধ—পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৬।
(১৬১) ভদ্র—গৌরপদতরঙ্গিণী (১ম সং) পৃঃ ৭৯।
সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ,) ২য় সং—পৃঃ ৩৯৪।
মুখোপাধ্যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (১ম সং) পৃঃ
বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য়, ১ম সং) পৃঃ ১০৭৯।
(১৬২) শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৩য়, ১৩৬৪) পৃঃ ১৬১৮।

সপরিকর প্রণামাদি বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। ভক্তিরত্নাকরে (১২। ৩৩৬৬ ১২। ৫৪) যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ও শ্রীনবদ্বীপের ধ্যানের উল্লেখ আছে, তাহা ইহাতেও স্থান পাইয়াছে।" "এই ঘনশ্যামদাসই ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্তী"।[১৬৩]

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ও হরিদাস দাস মহাশয়দ্বয়ের দৃষ্ট পুথিগুলির সন্ধান মেলে নি। পাঠবাড়ী, সাহিত্য পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, নবদ্বীপ এডওয়ার্ড লাইব্রেরী প্রভৃতি পুথিশালায় 'পদ্ধতি প্রদীপে'র কোনো পুথি নেই। এমতাবস্থায় গ্রন্থটি সম্পর্কে আর অগ্রসর হওয়া যায় না॥

(১৬৩) ঐ. পৃঃ ১৬১৮।

তৃতীয় অধ্যায়

নবাবিষ্কৃত পুথি

(১) গৌরপরিকরগণের সূচক

পুথি ঃ বরাহনগর পাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে নরহরি ভণিতা যুক্ত "গৌরপরিকরগণের সূচক" নামক একটি খণ্ডিত পুথি আছে। নং ২৬১২ (২৩৬)। পত্র ১-৯।[১] খণ্ডিত হওয়ায় পুথিটির অনুলিপিকাল জানা যায় নি। প্রাপ্ত পত্রগুলিতে কোথাও এর শিরোনাম নেই। বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থমন্দিরের কর্তৃপক্ষ পুথিটিকে উক্ত আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

খণ্ডিত পুথিতে মোট ১৬টি পদ আছে।[২] পদগুলি আকারে দীর্ঘ, ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ক্ষুদ্রতম পদ ১২ চরণের, বৃহত্তম পদ ৯৬ চরণের। ভণিতা 'নরহরি' বা 'নরহরি দাস'। পদগুলি হলো ঃ

(১) প্রেমময়ী শচীমাতা ত্রিজগত মধ্যে খ্যাতা জগন্নাথ মিশ্রের ঘরণী (পত্র ১খ)

(২) প্রেমময় গুণধাম বিদিত জগতে নাম জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর (২ক)

(৩) শ্রীগৌর অগ্রজ নাম বিশ্বরূপ গুণধাম করুণা সমুদ্র মহাধীর (২ক-২খ)

(৪) ধন্য ধন্য বলি মেন চারিযুগ মধ্য হেন কলির যুগের বলিহারি যাই (২খ)

(৫) ও মোর করুণাবান মাধবনন্দন প্রাণ গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই (২খ-৩ক)

(৬) ও মোর প্রেমের খনি গৌরীদাস গুণমণি জগত বেড়িয়া যশ যার (৩ক-৪ক)

(৭) ও মোর গোঁসাই কাশীশ্বর যার মূর্তি মনোহর মহাবলবান মহাশয় (৪ক-৪খ)

(১) পুথির আকার ১২" × ৫", ১খ ও ২-৯ পত্র উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৮-২০টি করে লাইন। লেখার ছাঁদে তারতম্য আছে। ১খ-৭ক পত্রের হরফ ক্ষুদ্র ও সুন্দর; ৭খ-৯খ পত্রে তদপেক্ষা বড় বড় অক্ষর; ৯খ পত্রের শেষ ৫ লাইনের অক্ষর কাঁচা হাতের।

(২) দ্র. পরিশিষ্ট—(ক) পদ নং ১-১৪।

(৮) গৌরপ্রিয় গুণমণি কেবল রসের খনি শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাশয় (৪খ-৫ক)

(৯) আরে মোর গুণমণি কেবল প্রেমের খনি বক্রেশ্বর ঠাকুর পণ্ডিত (৫ক)

(১০) গৌরপ্রিয় গুণমণি কেবল প্রেমের খনি লোকনাথ লোকের পরাণ (৫ক-৬খ)

(১১) ও মোর পরাণবন্ধু কেবল গুণের সিন্ধু হৃদয়চৈতন্য দয়াময় (৬ক-৬খ)

(১২) আরে মোর প্রেমালয় পরম করুণাময় শ্রীগোপাল ভট্ট ভূ-মাঝার (৬খ-৭ক)

(১৩) আরে মোর গুণমণি সে প্রেম ধনের ধনী গৌরপ্রিয় ভট্ট রঘুনাথ (৭ক)

(১৪) ও মোর প্রাণ রূপ গোঁসাই রসিক ভূপ গুণের সমুদ্র দয়াময় (৭ক-৮ক)

(১৫) গোঁসাই শ্রীসনাতন দ্বিজেন্দ্র দুঃখীর ধন শ্রীকুমারদেবের কুমার (৮ক-৯খ)

(১৬) ও মোর গোপালগুরু ভকতি কল্পতরু শ্রীমকরধ্বজ নাম যার (৯খ)।

পাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে ২৬০৯ (২৩খ) সংখ্যক পুঁথিতে উল্লিখিত গোপাল ভট্ট ও লোকনাথের সূচক দুটি (১২নং ও ১০নং) পাওয়া গেছে। এই পুঁথিতেও শিরোনাম ছিল না; গ্রন্থমন্দিরের কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছেন "গোপাল ভট্ট ও লোকনাথের সূচক"। পুঁথিটি ১-২ পত্রে সম্পূর্ণ ॥[৩]

পুঁথির প্রাপ্ত নরহরি সমস্যা

বর্তমান পুঁথিতে রচয়িতা নরহরি দাসের কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু ইনি যে 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী নিম্নোক্ত কারণে তা প্রমাণ করা যায়ঃ

(১) **প্রথমত ঃ** বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে দুজন নরহরির নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর। দ্বিতীয় ব্যক্তি, নরহরি চক্রবর্তী।

আলোচ্য পুঁথিতে গৌরাঙ্গের পিতা, মাতা ও অগ্রজ ছাড়াও গদাধর পণ্ডিত, গৌরীদাস, কাশীশ্বর, গোবিন্দঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও মকরধ্বজ-গোপাল গুরুর সূচক সংকলিত হয়েছে। নরহরি সরকার গৌরাঙ্গ ছাড়া আর কোনো

(৩) আকার ১৫" × ৪" ১ক ও ১খ পত্রে ১২টি করে লাইন, ২ক পত্রে ৫ লাইন, ২খ পত্র সাদা। ১নং গোপালভট্ট ও ২নং লোকনাথের সূচক।

বৈষ্ণবভক্ত সম্পর্কে পদ লিখেছেন বলে জানা যায় নি। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তী তাঁর স্বাক্ষরিতগ্রন্থে এঁদের প্রত্যেকের বিষয় পয়ারে লিপিবন্ধ করেছেন, কারো কারো সম্বন্ধে পদ রচনা করেছেন, এঁদের উপরে তাঁর বন্দনা পদ আছে গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে। সুতরাং পদগুলি তাঁরই রচনা হতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি সরকার দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। গৌরীদাস, কাশীশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রমুখ চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার সংগী ছিলেন। গোপালভট্ট ও লোকনাথ প্রমুখ ভক্তেরা আরো পরে চৈতন্যের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু নরহরি সরকারের জীবৎকালেই এঁরা সাধনার এমন স্তরে পৌঁছান নি, যাতে সরকার ঠাকুর এঁদের সম্বন্ধে পদ রচনায় উৎসাহিত হবেন। অন্যদিকে নরহরি চক্রবর্তীর সময়ে, দীর্ঘ দুশো বছর পরে এঁরা বৈষ্ণবসমাজে আচার্য রূপে প্রাতঃস্মরণীয়তার মহৎ মর্যাদালাভ করেছেন। সুতরাং পদগুলি চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

(৩) তৃতীয়তঃ, আলোচ্য পদগুলি আকারে দীর্ঘ, ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত। নরহরি সরকারের রচনারীতির[৪] সঙ্গে এগুলির আদৌ মিল নেই। অপরপক্ষে, নরহরি চক্রবর্তীর রচনারীতির সঙ্গে এগুলির রচনারীতি অভিন্ন। সুতরাং এগুলি চক্রবর্তীর রচনা হতে পারে।

(৪) চতুর্থতঃ, আলোচ্য পদগুলিকে বলা হয়েছে 'সূচক'—("অথ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সূচক লিখতে"[৫]) বা 'শোচক', অর্থাৎ 'তিরোভূত মহাজনের স্মারক পদাবলী'। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য রাধাবল্লভ দাস প্রথম এই ধরণের সূচক পদ লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর সনাতন-রূপ-রঘুনাথভট্ট-রঘুনাথদাস-শ্রীনিবাসের জীবনী অবলম্বনে রচিত ৭টি সূচক সংকলিত হয়েছে।[৬] সুতরাং নরহরি সরকারের সময় তিরোভূত মহাজনের স্মারক পদাবলী রচনার প্রশ্নই ওঠে না। পরন্তু নরহরি চক্রবর্তীর সময়ে প্রচুর সূচক লেখা হয়েছে। নরহরির সর্বমুখী কৌতূহল সূচক রচনাতেও দেখা গেছে (ভক্তিরত্নাকরের সূচকগুলি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আলোচ্য সূচকগুলি তিনি রচনা করতে পারেন।

(৪) দ্র. পরবর্তী 'পদসংগ্রহ' অধ্যায়ঃ নরহরি সরকারের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য,

(৫) পাঠবাড়ী পুথি ২৬০৯ (২৩খ), পত্র ১খ।

(৬) পদকল্পতরু (পরিষৎ সং) পদসংখ্যা—২৩৬১। ২৩৬২। ২৩৬৩। ২৩৬৮। ২৩৭০। ২৩৭৯। ২৩৮০।

(৫) পঞ্চমতঃ, প্রতিটি পদের ভণিতাংশ বা শেষ দু চরণ গ্রহণ করা যাক—১নং পদ—শচীমাতা সম্পর্কে—

কি কব মহিমা তার দীন হীন দুরাচার তরিল যাহার কৃপালেশে।
নরহরি পাপমতি না হৈল তাহার গতি নিশ্চয় জানিহ কর্মদোষে॥

২নং পদ জগন্নাথ মিশ্র সম্পর্কে

নরহরি দুষ্টমতি পাপে অনুরক্ত অতি সুজন সঙ্গেতে নাহি মন।
এবার করুণা করো মোর মনঃ দুঃখ হরো দেওহ কিঞ্চিৎ প্রেম ধন॥

৩নং পদ বিশ্বরূপ সম্পর্কে

এক মুখে কব কত অধম দুর্গতি যত যার গুণে হইল উদ্ধার।
আপন করম দোষে মজিল বিষয় ফাঁসে নরহরি বড় দুরাচার॥

৫নং পদ গদাধর পণ্ডিত সম্পর্কে

সত্য কহি বারে বারে গদাইর করুণা যারে সে গৌর নিতাই চান্দে পায়।
ও-পদ ভরসা করি জন্মে জন্মে নরহরি গদাইচান্দের গুণ গায়॥

৬নং পদ গৌরীদাস সম্পর্কে

পতিত করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু প্রেমদানে সভে কৈল সুখী।
পুরিল সভার আশ একা নরহরি দাস জগতের মাঝে রৈল দুখী॥

৭নং পদ কাশীশ্বর গোঁসাই সম্পর্কে

গোঁসাই আপন গুণে উদ্ধারে অধম জনে দান করে প্রেমরত্ন ধন।
দীন নরহরি দাসে বঞ্চিত করম দোষে পাপ পথে ভ্রমে অনুক্ষণ॥

৮নং পদ গোবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে

নরহরি দীনহীনে রাখ রাঙ্গা শ্রীচরণে শ্রীঘোষ ঠাকুর মহাশয়॥

৯নং পদ বক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্পর্কে

নরহরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন কৃপা কর মো হেন পামরে।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু ভক্তিমর্ম না বুঝিনু মজিলাঙ এ ভব সংসারে॥

১১নং পদ হৃদয়চৈতন্য সম্পর্কে

শ্রীশ্যামানন্দের নাথ সভে কৈলা আত্মসাথ ছাড়ি নরহরি দুরাচারে॥

দেখা যাচ্ছে, রচয়িতা নরহরি নিজেকে বারংবার 'পাপমতি', 'দুষ্টমতি', 'পাপাসক্ত, সুজন সঙ্গহীন', 'বিষয়পাশে আবদ্ধ', 'ভক্তিমর্মবোধহীন' ইত্যাদি ব'লে ক্ষেদ করেছেন। নরহরি সরকার কোথাও এরকম ক্ষেদ বা দৈন্য প্রকাশ করেন নি। অন্যদিকে অনুরূপ ক্ষেদোক্তি প্রকাশ নরহরি চক্রবর্তীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ

(১) মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন।[৭]

(৭) ভক্তিরত্নাকর (মিশন ২য় সং) পৃঃ ৬৫০.

(২) হেন জগন্নাথের নন্দন মুঞি ছার। না বুঝিলু ভক্তিমর্ম হৈলু কুলাঙ্গার॥
আজন্ম করিলু পাপ অপরাধ যত। এক মুখে তাহা আমি কহিব বা কত॥
মুঞি মহাদুরাচার জানে সর্বলোকে। মজিলু সংসার ঘোর বিষয় নরকে॥ [৮]

(৩) করুণার সিন্ধু কৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে। হইলু বিমুখ মুই গেলু ছারেখারে॥ [৯]

(৪) দীন নরহরি ভজনহীন সুমলিন দুর্মতি মন্দ আশয় কপট কুট কুটিল শিরোমণি।
শঠপ্রবর বর পাপ বিষয় সরিম্বিবর্তাহি মধ্য নিপতিত আর্ত বহু উদ্ধারি হে॥ [১০]

(৫) নিপট দুষ্টমতি মন্দ হীন পাপ পথ পথিক বিষয়ে বিভোর॥
কখন ন সুজন সঙ্গ অভিলাষ বিলাস কুজন সহ দুখ সুখ মানি। [১১] ইত্যাদি।

(৬) ষষ্ঠতঃ, গদাধর পণ্ডিতের 'পদভরসা', গোবিন্দঘোষের 'রাঙ্গা চরণে' শরণ গ্রহণ, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কাছে 'কৃপা'ভিক্ষা, গোপালভট্টের পায়ে 'মনপ্রাণ সমর্পণ', রঘুনাথ ভট্ট বিতরিত 'প্রেমস্পর্শলাভে'র আকাঙ্ক্ষা, রূপগোস্বামীর 'পদপঙ্কজ রজেঃ' 'সদা অভিষিক্ত হওয়া'র সাধ, সনাতন গোস্বামীর 'কটাক্ষমাত্রে উদ্ধার লাভে'র কামনা, গোপালগুরু মকরধ্বজের 'কৃপাপাত্র হতে চেষ্টা করা—যা এই পুথি রচয়িতার মনের বিশিষ্ট অভিলাষ সেগুলি নরহরি সরকারের পক্ষে খাটে না। কারণ তিনি এই সব ভক্তমণ্ডলীর সমান শ্রেণীর সাধকই নন, এঁদের অনেকেরই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁর সময়ে এঁরা বৈষ্ণবসমাজে আচার্যরূপে বন্দিতও হন নি। সরকার ঠাকুরের কাছেই এঁদের অনেকে বিশেষভাবে ঋণী। তাছাড়া ১১নং পদে 'শ্যামানন্দ' প্রসঙ্গটি আছে। শ্যামানন্দ সরকার ঠাকুরের জীবৎকালে বৈষ্ণবসমাজে আদৌ পরিচিত হন নি। এই সব কারণে বর্তমান পদগুলি নরহরি সরকারের রচনা হতেই পারে না।

অপরপক্ষে, উক্ত বৈষ্ণব সাধকদের অনেক পরবর্তী কবি নরহরি চক্রবর্তী। তিনি বৈষ্ণব বিনয়ের প্রতিমূর্তি। তিনি এঁদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উত্থাপন করেছেন, পাদবন্দনা করেছেন। তাঁর জন্মের পূর্বেই শ্যামানন্দ বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। কবি ভক্তিরত্নাকরে এঁর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। এই সব সাধকদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরক্তির পরিচয় আছে। সুতরাং এঁর পক্ষেই সম্ভব (এবং উচিতও) এই সব সাধকদের কৃপা,

(৮) নরোত্তমবিলাস পাঠবাড়ী পুথি, পত্র ৩৩খ.
(৯) ঐ. পত্র ৩১খ
(১০) গৌরচরিত্রচিন্তামণি (হরিদাস দাস) পৃঃ ১
(১১) ঐ. পৃঃ ১৭

করুণা, কটাক্ষ ও পদরজঃভিক্ষা করা। সুতরাং পদগুলি তাঁর রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

(৭) সপ্তমতঃ, নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' এই ধরণের কিছু সূচক পদ আছে [১২]—

(১) এ মোর জীবনপ্রাণ পরম করুণাবান আচার্য ঠাকুর শ্রীনিবাস (চরণ-২৮)।

(২) ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর দয়াময় নরোত্তম প্রেমের মূরতি (চরণ-২৪)।

(৩) ও মোর পরাণবন্ধু শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু সদাই বিহ্বল গোরাগুণে (চরণ-২৪)।

এই পদগুলির ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশরীতি আলোচ্য পুঁথির পদগুলির ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশরীতির সঙ্গে অভিন্ন।

(৮) অষ্টমতঃ, আলোচ্য পুঁথির সূচকগুলির বক্তব্য বিষয় ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত অনুরূপ বিষয়ক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোনো কোনো সূচকের সমস্ত ঘটনাগুলিই 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে। যেমন—১১নং হৃদয়চৈতন্যের সূচকটি। গদাধরের কাছে গৌরীদাসের হৃদয়কে চেয়ে নেওয়া, হৃদয়ের গুরু সেবা, উৎসব মুখে গুরুর অনুপস্থিতি, হৃদয়ের উৎসবের জন্যে ভক্তদের নিমন্ত্রণলিপি প্রেরণ, প্রত্যাগত গুরুর শিষ্যকে ভর্ৎসনা, শিষ্য হৃদয়ের গঙ্গা-তীরে গমন, উৎসবের জন্য ধন লাভ, সে ধনে গুরুর আপত্তি জেনেও উৎসবকরণ, উৎসবে গুরুর পূজিত গৌর নিতাই বিগ্রহের নৃত্য, হৃদয় সম্পর্কে গুরুর চৈতন্য লাভ—সূচকটির এই ঘটনাগুলি ভক্তিরত্নাকরের ৭ম তরঙ্গের ৩৮৯-৪৪৮নং শ্লোকে বিবৃত হয়েছে।

এই সমস্ত কারণে বর্তমান পুঁথির পদগুলি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে আমরা গ্রহণ করছি॥

পাঠান্তর

বর্তমান পুঁথির আর কোনো অনুলিপি মেলে নি। পাঠবাড়ীর ২৬০৯ (২৩খ) পুঁথিতে লোকনাথ ও গোপাল ভট্টের সূচক দুটি আছে। কিন্তু উভয় পুঁথির লেখায় কোনো রকম পাঠান্তর নেই। আবার এই দুটি পদই বৈষ্ণব-দাসের 'পদকল্পতরু'তে (২৩৭১ এবং ২৩৬৯ সংখ্যক) সংকলিত হয়েছে। পদকল্পতরুর পাঠেও কোনো গরমিল নেই। পুঁথির "ধন্য ধন্য বলি মেন চারি

(১২) ভক্তিরত্নাকর (মিশন ২য় সং) পৃঃ ৬৩৯। ৬৪০ এবং ৬৪৫

যুগ মধ্য হেন" ইত্যাদি ৪নং পদটি জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে (৬। ৩। ২নং) মুদ্রিত হয়েছে।[১৩] কিন্তু পাঠান্তর এত বেশি যে, উভয় গ্রন্থে লিখিত পদ অভিন্ন বলে মনে হয় না। যেমন—

চরণ	বর্তমান পুঁথির পাঠ	'গৌরপদতরঙ্গিণীর' পাঠ
১মে	কলির যুগের বলিহারি যাই	কলির ভাগ্যের সীমা নাই
২য়ে	কি কব সুখের সীমা নাই	কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই
৩য়ে	অতিশয় শুভক্ষণে জন্মিলা আনন্দ মনে	বৈশাখের কুহুদিনে জনমিলা শুভক্ষণে
৪র্থে	দেখিয়া পুত্রের মুখ দূরে গেল সব দুখ পিতা মাতা হরষ অন্তর।	শ্রীমাধব রত্নাবতী পুত্র মুখ দেখি অতি উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥
৫মে	তুলনা দিব বা কত শোভা অতি অদ্ভুত অঙ্গের বর্ণনি অনুপম	কিবা গদাধর শোভা সভার নয়নলোভা যেন কত আনন্দের ধাম।
৬ষ্ঠে	তপ্ত স্বর্ণ বুঝি এই আনন্দের ধাম	শুদ্ধ স্বর্ণ সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুপাম

৭ম-১২শ

শুনিয়া পুত্রের জন্ম তেজিয়া সকল কর্ম লোক সব আইসে ধাইয়া। ৭।	নদীয়ার যত লোক পাসরিয়া দুঃখশোক পরস্পর কহে কুতুহলে। ৭।
সভার আনন্দচিত নিজগৃহ বিস্মরিত কেহো যাইতে নারয়ে ফিরিয়া॥৮॥	মাধবের কিবা ভাগ্য হৈল যেন রত্ন লভ্য না জানি কতেক পুণ্যফলে॥ ৮॥
সবে মোর একমুখ কি কব আনন্দ সুখ সভাকার প্রসন্ন অন্তর। ৯।	বিপ্রপত্নীগণ আসি আনন্দ সাগরে ভাসি রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়া । ৯ ।
গদাধর সুপ্রকাশ পুরয়ে সভার আশ এ চরিত্র অন্য অগোচর ॥ ১০ ॥	দেখিয়া সোনার সুতে ধান দূর্বা দিয়া মাথে আশীর্বাদ করে হর্ষ হৈয়া ॥ ১০ ॥
নৃত্য গীত বাদ্য অতি কে বুঝে কাহার রীতি নারীগণ করে ধাওয়া ধাই	গদাধর প্রভাবেতে বিবিধ মঙ্গল যাতে বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। ॥ ১১॥
কহে নরহরি দাস মনে এই অভিলাষ জন্মে জন্মে যেন ইহা গাই॥ ১২॥	নরহরি কহে যেন জনমে জনমে হেন গদাইচান্দের গুণ গাই ॥ ১২॥

পুঁথির পাঠে পদটির ভাষা এবং বর্ণনা দুইই আন্তরিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল। পুঁথির বর্ণনা সরল, সহজ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র পাঠ কিঞ্চিৎ কারুকার্য খচিত॥

(১৩) গৌরপদতরঙ্গিণী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় সং) পৃঃ ২৯৯।

(বর্তমান পুঁথির পদগুলি সম্পর্কে 'পদাবলীর সাহিত্যমূল্য' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।)

(২) গীতচন্দ্রোদয়ঃ (মঙ্গলাচরণ)

পুঁথিঃ হরিদাস দাস মহাশয় 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র 'পূর্বরাগ' অংশ প্রকাশ করেছেন। 'পূর্বরাগ' ছাড়াও এই গ্রন্থের আরেক অংশ পাওয়া গেছে। পুঁথিটি বরাহনগর পাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত। নং বা. ২৫৩৪। ৩, পত্র ১-৪১, খণ্ডিত।[১৪] পুঁথিটি এ পর্যন্ত অনালোচিত ও অমুদ্রিত॥[১৫]

পুঁথির নামঃ পুঁথিটির প্রারম্ভে ৯নং সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন—"গীতচন্দ্রোদয়াখ্যোঽয়ং তাপান্ধহারকারকঃ। পরমানন্দো দো নিত্য নূতনঃ স প্রকাশ্যতে।"[১৬] ৮খ পত্রে ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬নং ৪টি পদে,[১৭] ২২ক পত্রে কবির নিবেদনে,[১৮] মঙ্গলাচরণের পুষ্পিকাবাক্যে (২২ক পত্র)[১৯] এবং 'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র শিরোনামে (২২ক পত্রে)[২০] মোট ৭ বার গ্রন্থ নাম লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৮খ পত্রের ৫৩নং পদটি উল্লেখযোগ্যঃ

> "পরম সাদর হৃদয় সাধুপদ ধ্যান ধরি রচব কছু করব সংগ্রহ ললিত গীত।
> গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থাখ্য শ্রবণ-মন-হারি গায়ক বিবর্দ্ধব অধিক প্রীত॥
> ক্ষেমি অপরাধ পরিসোধহ সুরসিকজন জানি বালক মূরুখ করহ মঝু হিত।
> দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ ভণ্ড সমহ মন সমুঝই কাব্যরীত॥"

(১৪) আকার ১৩" × ৫". প্রতি পৃষ্ঠায় ৫+৫+৫=১৫টি করে লাইন। লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এই পুঁথির অন্য একটি অনুলিপি ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা আগরতলা রাজমালা সংগ্রহে দেখেছিলেন। দ্রঃ প্রগতি (২৪।৭।৭৪) পৃঃ ৪০৫।

(১৫) পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত গীতচন্দ্রোদয়ের '৮ম পরিচ্ছেদ' নামাঙ্কিত অংশ এই পুঁথিতে মিলেছে (পত্র ১১খ-২০ক এর ৯ম লাইন পর্যন্ত)।

(১৬) পত্র ১খ.

(১৭) পুঁথিতে পদগুলির নম্বর আছে, যথাক্রমে—৫০, ৫১, ৫২, ৫৩। এই নং ঠিক নয়। পদগুলি হলো—(১) পরম সাদর হৃদয়, (২) গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ অনুপাম, (৩) শুন শুন শ্রোতাগণ, (৪) গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ রসধাম।

(১৮) 'জয় রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয়গণ' ইত্যাদি (৩৮ চরণের)।

(১৯) "ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে মঙ্গলাচরণং"।

(২০) "অথ শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে অষ্টামৃতে প্রথমতো গৌরকৃষ্ণরসামৃতঃ"

এই পত্রের ৫৫নং পদে এবং ২২ক পত্রের কবির নিবেদন অংশে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র প্রধান ৮টি বিভাগ ও উপবিভাগগুলির নাম প্রদত্ত হয়েছে। বিষয়টি পূর্বেই 'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ' অংশে আলোচিত হয়েছে।[২১]

সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু

প্রাপ্ত পুঁথিটির দুটি অংশ—(ক) মঙ্গলাচরণ, (খ) অষ্টামৃতের প্রথম বিভাগ 'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগলভা-অভিসারিকাদি প্রকরণ।

(ক) **মঙ্গলাচরণ (১খ-২২ক পত্রে):** পুথির প্রারম্ভে ১০টি সংস্কৃত শ্লোকে গুরু, গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব বন্দনা। গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ। এরপর বিভিন্ন কবির পদাবলী সন্নিবেশে গুরু, গৌরাঙ্গ, গৌরপরিকরবর্গ ও মহাজন বন্দনা— ১। গুরু বন্দনা (১-৪ নং পদে), ২। গৌরকৃষ্ণ বন্দনা (৫-৮, ২৫ নং পদে), ৩। নিত্যানন্দ বন্দনা (৯, ১০, ২৬ নং), ৪। অদ্বৈত বন্দনা (১১, ১২ নং), ৫। বলরাম বন্দনা (১৩, ১৬ নং), ৬। কৃষ্ণ বন্দনা (১৮, ২১, ২৬ নং), ৭। রাধিকা বন্দনা (২২-২৫ নং), ৮। গদাধর প্রমুখ পরিকর বন্দনা (২৯ নং), ৯। শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বন্দনা (৩০-৩২, ৩৩-৩৪, ৩৫-৩৬ নং পদে), ১০। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাস বন্দনা (৩৮-৪০, ৪১-৪৪, ৪৫-৪৭, ৫০ নং) এবং ১১। বিভিন্ন ভক্ত, সাধক ও মহাজন বন্দনা (৪৮, ৪৯, ৫১ নং পদে), ১২। গীতচন্দ্রোদয়ের পরিকল্পনা ও বিষয়-তালিকা (৫৩-৫৬)।

(১৩) **কবি, কাব্য, শ্রোতৃবর্গ ও কাব্যাস্বাদ বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র বচনের সাহায্যে নরহরির অভিলাষ জ্ঞাপন:** মঙ্গলাচরণের পর সংকলয়িতা গ্রন্থটি পরিশোধন করে গ্রহণ করতে বিনয় বচনে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নিজের সৃষ্টি বা রচনা স্বভাবতঃই নিজের কাছে প্রিয় হয়, এবং স্রষ্টার কাছে তার দোষ প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং তাঁর অনুরোধ তাঁর বিনয় নয়। তাছাড়া সুজনেরই দৈন্য সাজে, সাধারণের দৈন্য দৈন্য-ই। কবি বলেন, শাস্ত্রানুসারে কাব্য ভয়ের বিষয় নয়। ভয় খল ব্যক্তিকে। খলের চেষ্টায় কাব্যে দোষ বের হবেই। খল সর্বদা বর্জনীয়।

প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন যে, মত-পার্থক্য থাকলেও 'কবি বাঙ্‌নির্মিতি'ই কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। শব্দ ও অর্থ তার দেহ, ধ্বনি তার প্রাণ, রস তার আত্মা, মাধুর্য তার গুণ এবং উপমাদি অলংকার তার ভূষণ। প্রসঙ্গতঃ তিনি আচার্য বামনের শ্রেণীবিভাগের কথাও বলেছেন।

(২১) 'গ্রন্থপরিচিতি'—২য় অধ্যায়। এবং 'প্রাপ্ত পুঁথিটি গীতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ' অংশেও আলোচনা আছে পৃঃ ১৭৫।

কবির ফল প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যে যশ, অর্থ, ব্যবহার, জ্ঞান লাভ হয়। অমঙ্গল দূর হয়, আনন্দ লাভ হয়, কান্তাসম উপদেশে কাব্য উপভোগ্য। কাব্যদর্পণের উদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে যে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কাব্য থেকেই লাভ করা সম্ভব।

নরহরি বলেন, কৃষ্ণলীলা বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। অরসিককে কাব্য প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। সুকবির কাব্য পাঠের জন্যে উপযুক্ত লোক চাই। বর্তমানে তেমন রসিক ব্যক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েছে। চৈতন্যদেব ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কাব্য-ভোক্তা। তাঁর অদর্শনে কবি-কর্ণপুর ক্ষেদ প্রকাশ করেছেন। নরহরি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরও তো তাঁর বহু ভক্ত জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কি কেউ কাব্য পাঠের উপযুক্ত ছিলেন না? নরহরি তার উত্তরও বলেছেন, যে, সে সময় তাঁদের দেহ ধারণ করাই সমস্যা, তখন বৈদগ্ধাদির প্রশ্নই ওঠে না। তবে গৌরচন্দ্রের করুণা লাভ করলে সুকবির কাব্যাস্বাদ করা সম্ভব। কবিকে দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রই নিজ লীলা প্রকাশ করেন এবং পরিকরদের মাধ্যমে তা আস্বাদনও করেন।

এই প্রসঙ্গে নরহরি সংগীত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন—

[২২] গীতের উৎপত্তি, নাদ, নাদোৎপত্তি, শ্রুতি, ধাতু-মাতু, নিবন্ধ-অনিবন্ধগীত। গীত-অবয়ব,—উদগ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুব-অন্তরা-আভোগ—স্বরচিত ৪টি পদ উদ্ধৃত করে উদাহরণ। প্রবন্ধের ৬ অঙ্গ—ষড়ঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ-গীতের দুটি স্বরচিত পদে উদাহরণ। ক্ষুদ্র গীত—উদাহরণ। ধ্রুবের লক্ষণ ও উদাহরণ। ক্ষুদ্র গীতের ভেদ—চিত্রপদা-চিত্রকলা-ধ্রুবপদার সংজ্ঞা ও উদাহরণ, পাঞ্চালী গীত। দিব্য, মানুষ, দিব্য মানুষ গীত ও উদাহরণ। সম-অর্ধসম-বিষম গীতের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ ছন্দপ্রকরণ আলোচনা—লঘুগুরু বিচার, মাত্রা নিয়ম, গীতদোষ, গায়নরীতি, বাদ্যযন্ত্রাদির নাম, ইত্যাদি।[২২]

এরপর পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে আগমন। নরহরি বলেন যে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন প্রচার করে জগৎ ধন্য করেছেন। একদিন অদ্বৈত ভক্তদের নিয়ে গৌরকীর্তন আরম্ভ করেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই থেকে ভাগবত সম্প্রদায় গৌরগীতে মঙ্গলাচরণ করে রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করেন। এর পর পদসজ্জা—

১। গৌরগীতি (৮৪, ৮৫ নং পদ), ২। নিত্যানন্দগীতি (৮৬ নং), ৩। অদ্বৈতগীতি(৮৭ নং), ৪। ঘটস্থাপন বর্ণনা (৮৮ নং) এবং গৌরপরিকর গীতি (৮৯ নং পদ)।

(২২-২২) এই অংশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মুদ্রিত। 'রাগ ও রূপ', উত্তরভাগ পৃঃ ১৯৭-২২১।

(খ) গৌরকৃষ্ণরসামৃত (পত্র ২২ক-৪১খ) ঃ পদ সন্নিবেশের পূর্বেই নরহরি তাঁর গ্রন্থ পরিকল্পনাটি বিশদ করেছেন—প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ (মুগ্ধা-মধ্যা প্রগল্‌ভা অষ্ট অভিসারিকাদি) গীত, তারপর রাগানুরাগ—পূর্ব-রাগ-মান-প্রেমবৈচিত্ত্য-প্রবাস বিষয়কগীত। এগুলির সংক্ষিপ্ত সম্ভোগাদি ক্রমে পৃথক পৃথক পর্যায়ে গীত সন্নিবেশ।

(১) **প্রথমতো রূপামৃত গীতঃ** মুগ্ধাদি ক্রমে—গৌররূপ বর্ণনা (১-১২ নং পদে), কৃষ্ণরূপ বর্ণনা (১৩-২৫ নং), রাধারূপ বর্ণনা (২৬-৩০ নং পদে)।

(২) **প্রথমে সামান্য প্রকরণে প্রথম আস্বাদঃ** এখানে সংকলয়িতা বলেছেন যে, শ্রীগৌরঅন্তরে মুগ্ধাদি নায়িকারীতি বর্তমান। সেজন্যে তাঁর গীত অনুসারে রাধাকৃষ্ণ গীত গাওয়া হবে। প্রথমে, সামান্যরূপ, দ্বিতীয়ে বিশেষ তদ্ভাবাঢ্য, তৃতীয়ে নবদ্বীপাঙ্গনা-মত—এই তিন প্রকার শেষে রাধিকার মুগ্ধাদি ১১ প্রকার ও অভিসারিকাদি ৮ প্রকার গীত সন্নিবেশিত হবে।

গৌরাঙ্গের ঃ মুগ্ধা (১ নং পদ), মধ্যা (২ নং), প্রগল্‌ভা (৩ নং), অভিসারিকা (৪, ২৭ নং), বাসকসজ্জা (২৮, ২৯ নং). উৎকণ্ঠা (৩০, ৩১ নং). খণ্ডিতা (৩২, ৩৩ নং), বিপ্রলব্ধা (৩৪, ৩৫ নং) কলহান্তরিতা (৩৬, ৩৭ নং), প্রোষিত ভর্তৃকা (৩৮, ৩৯ নং), স্বাধীনভর্তৃকা (৪০, ৪১ নং). ও বিবিধ বিলাস (৪২, ৫০ নং) এবং রসোদ্‌গার (৫১, ৫৩ নং) গীত। গৌর ভজনার অনুরোধ বাণী (৫৪ নং)।

নিত্যানন্দের ঃ (৫৫, ৬৩ নং), **অদ্বৈতের ঃ** (৬৪, ৬৯ নং) **চৈতন্য-নিত্যানন্দের ঃ** (৭০, ৭২ নং) এবং **চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের** মিলিত গীত ঃ (৭৩, ৭৫ নং)।

(৩) **দ্বিতীয়ে তদ্ভাবাঢ্য প্রকরণে দ্বিতীয়ো আস্বাদঃ** এই অংশে রাধা-ভাবে বিভাবিত গৌরাঙ্গের মুগ্ধাদি ভেদ গীত। মুগ্ধা (১৩২ নং), মধ্যা (৩, ৪ নং), প্রগল্‌ভা (৫, ৬ নং) অভিসারিকা (৭, ৩৩ নং), বাসকসজ্জা (৩৪, ৩৫ নং), উৎকণ্ঠা (৩৬, ৩৭ নং), বিপ্রলব্ধা (৪০, ৪১ নং), কলহান্তরিতা (৪২, ৪৩ নং), প্রোষিতভর্তৃকা (৪৪, ৪৫ নং), স্বাধীন ভর্তৃকা (৪৬. ৪৭ নং), বিবিধবিলাস (৪৮, ৫২ নং) ও রসোদ্‌গার (৫৩, ৫৫ নং) বিষয়ক গীত। এরপর পুথি খণ্ডিত ॥

প্রাপ্ত পুঁথিতে মোট ২৫০টি পদ আছে।

ভণিতা	মঙ্গলাচরণ *	মুগ্ধাদিনায়িকাভেদ			মোট
		রূপামৃত	১ম আস্বাদ	২য় আস্বাদ	
নরহরি (নৃহরি)	৪৪+১=৪৫	১৪	৩৭	৪৭	১৪৩
ঘনশ্যাম	১৭	৬	৩	৭	৩৩
উভয় ভণিতা	১	০	০	০	১
অপরাপর কবি	২১	১০	৩৪	১	৬৬
ভণিতাহীন পদ	৬	০	১	০	৭
মোট	৯০	৩০	৭৫	৫৫	২৫০

দেখা যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত পুঁথির মোট ২৫০টি পদের মধ্যে সংকলক নরহরির স্বরচিত পদ ১৭৭টি, অপরাপর কবিদের ৬৬টি এবং ভণিতা নেই এমন পদ ৭টি। নরহরির পদগুলি সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।[২৩] এখানে, অপরাপর কবিদের ও ভণিতাহীন পদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

নরহরি ব্যতীত এই পুঁথিতে আর যাদের পদাবলী সংকলিত হয়েছে, তার একটি হিসেব গৃহীত হলো ঃ

সংখ্যা ভণিতা	মঙ্গলাচরণ	মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত			মোট	এগুলির মধ্যে অন্যান্য সংকলনে আছে।	অন্য সংকলনে নেই, এই পুঁথিতে আছে।
		রূপামৃত	প্রথম আস্বাদ	দ্বিতীয় আস্বাদ			
১। গোবিন্দদাস	১৪	৪	৪	০	২২	২০	২
২। মনোহর	১	০	০	০	১	১	০
৩। হরিবল্লভ	১	০	০	০	১	১	০
৪। রায় রামানন্দ	২	১	০	০	৩	২	১
৫। নয়নানন্দ	১	০	৩	০	৪	৪	০
৬। বৃন্দাবন	১	০	২	০	৩	২	১
৭। বলরাম	১	১	২	০	৪	৪	০

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত ২৫টি পদ এই মঙ্গলাচরণ অংশে আছে (পুঁথির ৫৮-৮২ নং)।

(২৩) পরবর্তী 'পদাবলীসংগ্রহ' ও 'পদাবলীর সাহিত্যমূল্য' নামক ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়।

৮। বাসুঘোষ	০	৩	৩	১	৭	৭	০
৯। যদু	০	১	২	০	৩	১	২
১০। যদুনন্দন	০	০	৯	০	৯	০	৯
১১। অনন্ত	০	০	২	০	২	১	১
১২। হরিদাস	০	০	১	০	১	০	১
১৩। পরসাদ	০	০	২	০	২	২	০
১৪। কবিশেখর	০	০	১	০	১	০	১
১৫। রায় শেখর	০	০	১	০	১	১	০
শেখর রায়	০	০	১	০	১	১	০
১৬। জ্ঞানদাস	০	০	১	০	১	০	১
১৬। মোট পদ	২১	১০	৩৪	১	৬৬	৪৭	১৯
মোট ভণিতা	৭টি	৫টি	১৩টি	১টি	১৬টি		
ভণিতাহীন পদ	৬	০	১	০	৭	২	৫
সর্বমোট	২৭	১০	৩৫	১	৭৩	৪৯	২৪

প্রদত্ত ছকে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত পুঁথিতে গোবিন্দদাসের ২২টি, যদুনন্দনের ৯টি, বাসু ঘোষের ৭টি, নয়নানন্দের ৪টি, বলরামের ৪টি, রায়রামানন্দ, বৃন্দাবন ও যদু—প্রত্যেকের ৩টি করে, অনন্ত ও প্রসাদ—প্রত্যেকের ২টি করে, মনোহর, হরিবল্লভ, হরিদাস, কবিশেখর, রায়শেখর, শেখর রায় এবং জ্ঞানদাস—প্রত্যেক ভণিতায় ১টি করে পদ সংকলিত হয়েছে।

গোবিন্দদাসের ২২টি পদের মধ্যে 'পদামৃতসমুদ্রে' ২টি,[২৪] 'সংকীর্তনামৃতে' ৫টি,[২৫] 'কীর্তনানন্দে' ১১টি[২৬] এবং 'পদকল্পতরু'তে ১৯টি[২৭] সংকলিত হয়েছে। এগুলির ৩টি পদ সংকলকের অপর গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকরে'ও[২৮] আছে। কিন্তু নিম্নোক্ত পদ দুটি এই সব প্রাচীন সংকলনে গৃহীত হয় নি—

---

(২৪) পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুর সং) স. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, পৃঃ ১৪৮। ১৫৬।

(২৫) সংকীর্তনামৃত, (পরিষৎ সং, ১৩৩৬), স. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পদসংখ্যা ২১। ২৯। ১৮১। ২২৬। ৪৩৪।

(২৬) কীর্তনানন্দ (বনওয়ারিলাল গোস্বামী), পৃঃ ১৮। ২২। ২৪। ২৪। ৩১। ৩৪। ৩৬। ৩৬। ৪৫। ৪৫। ৪৬।

(২৭) পদকল্পতরু, (সতীশচন্দ্র রায়), পদসংখ্যা ৫। ১০-১২। ১৯। ২৭। ১০৬৩। ২০৭৫। ২০৭৬। ২১১২। ২৩৩৫। ২৩৮৬। ২৪১২। ২৪২৩-২৬। ২৪২৮। ২৪৩২।

(২৮) ভক্তিরত্নাকর, (বহরমপুর, ১ম সং), পৃঃ ৩১। ৬৪০। ৮৮৯।

(১) শ্রী জয়দেব কবীশ্বর সুরতরু যছু পদপল্লব ছাহে (পত্র ৬ক)

(২) চণ্ডীদাস চরণ রজ চিন্তামণিগণ শিরে করি ভূষা (পত্র ৭খ)

পদ দুটি এ কালের সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। দুটিই জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'গৌরপদতরঙ্গিণী' (১৩১০) তে[২৮ক] এবং দ্বিতীয়টি দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদলহরী' (১৩১২) তে[২৮খ] মিলেছে। কিন্তু সম্পাদকদ্বয় তাঁদের সংগৃহীত পদের আকর পুঁথি নির্দেশ করেন নি।

এই সংকলনে ধৃত যদুনন্দনের ৯টি পদ-ই উল্লিখিত প্রাচীন পদসংকলন-গুলিতে নেই। পদগুলি হলো ঃ

(১) হরি হরি বলিতে ঝরএ নয়ানে আনন্দ ধারা (পত্র ২৮খ-২৯ক)

(২) নিরবধি অন্তরে প্রেম হিলোর (৩০ক)

(৩) ডগমগি কাঞ্চন দেহা (৩২ক)

(৪) তনু ঢর ঢর হেম কল্লোল (৩৩খ)

(৫) দেখত গোর মরম চোর (৩৪ক)

(৬) গোর করুণ পূরণ সিন্ধু (৩৪ক)

(৭) কি আজু পেখলু নদীয়া মাঝে (৩৪ক-৩৪খ)

(৮) তনু অচপল চপলাশীতল জিতল মোহন কাঁতি (৩৪খ)

(৯) কনয়া দেহ আনন্দ গেহ প্রেম মুরতি মস্ত (৩৪খ)।

বর্তমান পুঁথিতে বাসুঘোষের ৭টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১টি 'সংকীর্ত-নামৃতে'[৩০] এবং সে-টি সহ মোট ৬টি 'পদকল্পতরু'তে[৩১] সংকলিত হয়েছে। তাঁর নিম্নোক্ত পদটি প্রাচীন সংকলনগুলিতে নেই—

"দেখ দেখ গোরা দ্বিজমণিয়া" (পত্র ২৩ক)।

এই পদটি পাঠবাড়ীর ২১ক নং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৯৭ ও ৯৭১ নং এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ নং পুঁথিতে পাওয়া যায়।

এই সংকলনে নয়নানন্দের ৪টি পদ আছে। পদগুলি 'পদকল্পতরু'তেও মিলে।[৩২] সাহিত্যরত্ন মহাশয় এগুলি তাঁর 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থে সংকলন করে জানিয়েছেন যে, এই নয়নানন্দ মুর্শিদাবাদ-ভরতপুর নিবাসী। অপর দুজন নয়নানন্দেরও পদ পাওয়া গেছে। একজন মঙ্গলডিহির, অন্যজন

(২৮ক) ২য় সং, পৃঃ, ৩৬৯ (৮নং), ৩৭২ (১৯নং)।

(২৮খ) বৈষ্ণব পদলহরী, (১৩১২), পৃঃ ৬।

(৩০) পদসংখ্যা ৩৫৯।

(৩১) পদসংখ্যা ৩৪১। ৩৫৬। ২১০০। ২১৪৪। ২১৫২। ২১৫৫।

(৩২) পদসংখ্যা ২। ২০৭৩। ২১০৩। ২১০৬।

শ্রীখণ্ডের অধিবাসী।[৩৩] সংকলিত বলরামদাসের ৪টি পদও 'পদকল্পতরু'তে আছে।[৩৪] বৃন্দাবনের ৩টি পদের মধ্যে ২টি 'পদকল্পতরু'তে আছে,[৩৪ক] নিম্নোক্তটি নেই—

"আজানুলম্বিত বাহু যুগল কনক পুতলি দেহা" (পত্র ৩৬খ)

রায় রামানন্দের ৩টির মধ্যে ২টি পদ এবং যদু ভণিতার ৩টি পদের মধ্যে ১টি 'পদকল্পতরু'তেও[৩৫] সংকলিত। নিম্নোক্ত, রামানন্দের ১টি ও যদুর ২টি পদ প্রাচীন সংকলন গ্রন্থগুলিতে নেই।

রায় রামানন্দের পদ—"কলয়ে সখি ভুবি সারম। ত্বদুপগমাদিব" (পত্র ১৭ক)

যদুর দুটি পদ —হেম কলেবর পুলকে পুরল প্রেমে ঝর ঝর আঁখি (২৮খ)

—সুন্দর বদন অধর দরশন বচন অমিয়া ধারা (২৮খ)

তন্মধ্যে রামানন্দের পদটি তাঁর 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের (১।২৮ নং)।

সংগৃহীত প্রসাদের পদ ২টিই 'পদকল্পতরু'তে আছে।[৩৬] অনন্তের পদ ২টির মধ্যে ১টি 'সংকীর্তনামৃত' ও 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যাচ্ছে।[৩৭] অনন্তের অপর পদটি হলো—

"অদ্বৈতপিরিতে আইলা গোলোক ছাড়িয়া" (পত্র ৩০খ)

মনোহরদাস, রায়শেখর, ও শেখর রায় এঁদের প্রত্যেকের একটি করে পদ এই সংগ্রহে আছে। এগুলি 'পদকল্পতরু'তেও মেলে।[৩৮] হরিবল্লভের পদটি তাঁর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' থেকেই নরহরি সংকলন করেছেন।[৩৯] হরিদাস, কবিশেখর ও জ্ঞানদাসের নিম্নোক্ত ১টি করে পদ প্রাচীন সংকলনগুলিতে নেই।

(১) গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। সংকীর্তন মেঘে (পত্র ৩০খ, হরিদাস)

(২) কনয় কমল দল কোমলদেহ (৩২খ, কবিশেখর)

(৩) কাসিল কনক রুচির গোর অখিল ভুবন মরম চোর (৩৩খ, জ্ঞানদাস)

তন্মধ্যে কবিশেখরের পদটি কালিদাস নাথ মহাশয় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে

(৩৩) বৈষ্ণবপদাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮), পৃঃ ৪৮৬।

(৩৪) পদসংখ্যা ২০৬৬। ২১১১। ২৩৪৮। ২৪৬২।

(৩৪ক) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত গ্রন্থের পদ সংখ্যা ২২৯৬ এবং ২৩৪০।

(৩৫) রায় রামানন্দের পদ ২৪১০। ২৪১১ এবং যদুর পদ ২৪০৮।

(৩৬) প্রসাদের ২টি ২৭৮ (বা ২৩০৫)। ২০৮৫।

(৩৭) সং ৩২৫, তরু ৭৮৮ (ভণিতা গোবিন্দ দাস)।

(৩৮) পদসংখ্যা যথাক্রমে ৭। ২১৫৮। ২২৬৬—রায় শেখর ও শেখর রায় এক ব্যক্তি বলেই অনুমিত হয়।

(৩৯) ক্ষণদা ১নং পদ।

মুদ্রিত করেছিলেন।[৪০] জ্ঞানদাসের পদটি ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'তে সংকলিত হয়েছে।[৪১] কিন্তু উভয় স্থলেই পদের আকর পুঁথির উল্লেখ নেই।

প্রাপ্ত পুঁথিতে ভণিতাহীন পদের সংখ্যা ৭। পদগুলি হলো—

(১) বল্লবীকর পল্লবোদর মল্লিতাড়ন ধৃতদরে (পত্র ৩খ)

(২) মুষলায়ুধ বিধুধাদিবিধুনন ধুনীধারণ ধৃত সুখরে (৩খ)

(৩) অরবিন্দ বান্ধব নন্দিনীকুল কুঞ্জকেলি কলোৎসুকং (৪ক)

(৪) কৃষ্ণনন্দ গোপনন্দনা। জয় কৃষ্ণ মন্দ হাস-বদনা (১৮ক)

(৫) গৌর গোবিন্দ পরিকর অতি উদার (৬ক)

(৬) আগে রম্ভা আরোপন পূর্ণঘট সংস্থাপন (২১খ)

(৭) গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে (৩১ক)।

এগুলির মধ্যে ৬ এবং ৭ নং পদ দুটি পদকল্পতরুতে আছে।[৪২] ৬ নং পদে ভণিতা আছে বৃন্দাবনের। ৭ নং পদটি নরহরি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'ও[৪৩] গ্রহণ করেছেন। 'পদকল্পতরু'তে পদটির শেষচরণের পাঠ—"নদীয়ার সবলোক দেখিবারে ধায়" কিন্তু বর্তমান পুঁথি ও 'ভক্তিরত্নাকরে' এই পাঠ আছে—"অনন্ত নদীয়া লোক দেখিবারে ধায়।" অন্য ৫টি পদ অপর কোনো প্রাচীন পুঁথিতে মেলে নি।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নরহরির এই সংকলনে এমন ২৪টি পদ আছে, যা অপরাপর পদ সংকলনগুলিতে নেই॥

নরহরির এই গ্রন্থেও কিছু কিছু পাঠান্তর মেলে যেমন—

"তপন সুকাঞ্চন কান্তি কলেবর" পদটিতে নরহরির ধৃত ভণিতা 'অনন্ত-দাস', কিন্তু 'সংকীর্তনামৃত', 'পদকল্পতরু' ও 'পদরসসার'—এই তিনটি সংকলনে ভণিতায় আছে 'গোবিন্দদাস'।[৪৪] প্রথমটি নরহরির পূর্বকালে ও পরের দুটি তাঁর পরবর্তীকালের সংকলন। সুতরাং এই তিনটি পুঁথির সাক্ষ্যে পদটির ভণিতা 'গোবিন্দদাস' গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। আভ্যন্তরীণ বিচারেও পদটি গোবিন্দদাসের রচনা হওয়া স্বাভাবিক॥

(৪০) রায়শেখরের পদাবলী, পদসংখ্যা ১৩।

(৪১) জ্ঞানদাসের পদাবলী, (ক. বি., ১৩৬৩) পৃঃ ৬।

(৪২) যথাক্রমে পদসংখ্যা ২৫। ২০৭৪।

(৪৩) ভক্তিরত্নাকর, (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫৭২, ১২শ তরঙ্গ।

(৪৪) পদসংখ্যা সংকীর্তনামৃতের ৩২৫, পদকল্পতরুর ৭৮৮ এবং পদরস সারে ১২৭৮ নং।

প্রাপ্ত পুঁথিটি গীতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ

'গীতচন্দ্রোদয়ে'র বর্তমান পুঁথিটিতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কবির নিবেদনাত্মক ৫৫ নং পদে (পত্র ৮খ-৯ক) নরহরি তাঁর গ্রন্থ-পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মহাজনবৃন্দের মধুর পদাবলী আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি সেগুলি একত্রিত করে 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থ সংকলন করছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসরণে গীতগুলি সজ্জিত হবে। প্রথমে 'গৌর-কৃষ্ণরসামৃত' গাওয়া হবে। তারপর একে একে সাতটি বিভাগে, অর্থাৎ 'গৌর-কৃষ্ণভাবনামৃত', 'গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত', 'গৌরকৃষ্ণবিলাসামৃত', 'গৌরকৃষ্ণলীলা-মৃত', 'নিত্যসেবামৃত', 'নামামৃত', ও 'প্রার্থনামৃত'—বিষয়ে গীত সজ্জিত হবে।[৪৫]

উল্লিখিত ৮টি বিভাগের প্রথম বিভাগ—'গৌরকৃষ্ণরসামৃতে'র অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এর গীতক্রমে প্রথমেই মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে জানানো হবে। তারপর অষ্ট অভিসারিকা গাওয়া হবে। তারপর 'রাগানুরাগ' বিষয়টি প্রকাশিত হবে। এরপর পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস গীত হবে। এগুলি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ও সন্দর্শনাদিক্রমে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ পাবে।[৪৬]

বর্তমান পুঁথির পদসজ্জা নিম্নরূপঃ (ক) 'মঙ্গলাচরণ'—বন্দনা। (খ) 'গৌরকৃষ্ণরসামৃত'—মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগলভা-অভিসারিকা মিলিয়ে 'রূপামৃত' গীত—প্রথমে সামান্য প্রকরণে প্রথম আস্বাদ, দ্বিতীয়ে তদ্‌ভাবাঢ্য দ্বিতীয় আস্বাদ। এই দুটি আস্বাদ সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। তৃতীয় আস্বাদের প্রারম্ভেই পুঁথি খণ্ডিত।

সুতরাং প্রাপ্ত পুঁথিটি সমগ্র গীতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ।

হরিদাস দাস মহাশয় গীতচন্দ্রোদয় 'পূর্বরাগ' অংশ সম্পাদনা করেছেন। সেটি উল্লিখিত গ্রন্থ-পরিকল্পনানুসারে বর্তমান পুঁথির পরের অংশ, মাঝখানে ছিল 'রাগানুরাগ', যা আজও আবিষ্কৃত হয় নি॥

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ

গীতচন্দ্রোদয় 'মঙ্গলাচরণ' পুঁথির অনেকগুলি পদ অন্যত্র পাওয়া যায়,—'ভক্তিরত্নাকরে' ৩০টি, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে ১টি, 'গীতচন্দ্রোদয়'-পূর্বরাগে ১টি, পাঠবাড়ী ২০৩০। ১৪ নং পুঁথিতে ১টি, পদকল্পতরু ও পদরসসারে

---

(৪৫) গীতচন্দ্রোদয়, (পাঠবাড়ী, ২৫৩৪), পুঁথির পত্র ৮খ-৯ক।

(৪৬) ঐ, পত্র ২২ক-২২খ।

২টি, এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ৫টি (পদকল্পতরুর ২টি সহ)।

পূর্বেই 'ভক্তিরত্নাকর' প্রসঙ্গে উভয় পুঁথির পাঠান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৪৭]

বর্তমান পুঁথির ১ নং 'জয় জয় শ্রীগুরু পরম কৃপাময়' (পত্র ১খ) পদটি পাঠবাড়ীর ২০৩০। ১৪ নং পুঁথিরও ১ নং পদ। উভয় পুঁথির পাঠে যে গরমিল আছে, নিম্নে তা প্রদত্ত হলো—

চরণ	২৫৩৪। ৩—বর্তমান পুঁথির পাঠ	২০৩০। ১৪ নং পুঁথির পাঠ
২য়ে	রুচির চরিত্র অতি	রুচির চরিত্র চিত্র অতি
৫মে	দ্রাং দ্রাং দ্রাং দ্রাম তুগড় তিকট থো	অই অই অই অই তি অই অই অ আ
	ধো ধি গি ধি নি তগ ধি কট ধিন	তেন্না তেন্না তি অতি অই ই আ
৭মে	চরণ পঙ্কজ মধুপ নরহরি দাস	চরণ কিঙ্কর দাস নরহরি

'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত ২টি পদই 'পদরসসার' ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত হয়েছে। পদ দুটি হলো—১। 'জয় জয় জয়দেব দয়াময় পিরিতি রতনখনি' ২। জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে'। বর্তমান পুঁথির পাঠের সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ পাশাপাশি প্রদত্ত হলোঃ (তন্মধ্যে 'পদকল্পতরুর পাঠে কোনোরকম অমিল নেই)—

১নং পদ ('জয়দেব')

চরণ	বর্তমান পুঁথির পাঠ (পত্র ৬ক)	পদরসসারের পাঠ (পদ নং ১০)	গৌরপদতরঙ্গিণীর পাঠ (২য় সং, পৃঃ ৩৭১)
(১)	জয় জয় জয়দেব	জয় জয় জয়দেব	জয় জয়দেব
(৩)	বিদিত চরিত্র রীতি	বিচিন্ত বিজয় রীতি	বিদিত চরিত্র রীতি
(৫)	কবি ভূপ	কবিভূপ	কবিভূষণ
(৮)	সে রূপ অমিয়া	সে রূপ অমিয়া	সে রস অমিঞা
(১১)	যার বিরচিত... গ্রন্থ সুকৌশল	যার বিরচিত... গ্রন্থ সুকোমল	যাহার রচিত... গ্রন্থ সুকোমল
(১৩)	প্রেমে মাখি রাখিলেন যেন সব বর্ণ সুঅদ্ভুত ভাতি	প্রেমে আঁখি ভরি রাখিলেন সেই সুবর্ণ সুখদ ভাতি	প্রেমে মাখি রাখিলেন যেন সব এ সব অদ্ভুত ভাতি।

২নং **'জয় জয় চণ্ডীদাস'** পদটি বর্তমান পুঁথিতে (পত্র ৭খ) ২৬ চরণের। এটিকে ভেঙে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে দুটি পদ করা হয়েছে (১-১২ চরণ

(৪৭) বর্তমান নিবন্ধ পৃঃ ৬৪-৬৬।

২০৮

[illegible]
[illegible] (পদ নং ১৪) পদটি ১৬ চরণের। এই পুঁথির ৩-১২ নং চরণ [illegible]
চরণ উক্ত পুঁথিগুলোতে নেই। এই ১০ চরণ হলো

নাথের প্রাঙ্গণেতে নিশা সময়েতে বাসুলি প্রসন্ন হঞা। ৩
রাইকানু নব চরিত রচিতে কহ এ নিকটে গিয়া॥ ৪
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবিনি দরশে স্ফুরিবে বিবিধ মতে॥ ৬
ইহা শুনি নিশি প্রভাতে চলিল প্রণমি বাসুলি পায়। ৭
ধুবিনি দরশ রসে স্ফুরে সব কি দিব তুলনা তায়॥ ৮
চণ্ডীদাস হিয়া স্থাইল ধুবিনি প্রেমেতে পড়িল বান্ধা। ৯
রাইকানুগুণে স্ফুরে দিবানিশি ঘুচিল সকল ধান্ধা॥ ১০
ধুবিনি মহিমা সীমা জানাইল ধন্য সে বাসুলি দেবী। ১১
পাইল দুলহ প্রেম অনায়াসে চণ্ডীদাস মহা কবি॥ ১২

এই চারটি গ্রন্থে পদটিতে যে পাঠান্তর পাওয়া যায় নিম্নে তা উদ্ধৃত হলো

চরণ	বর্তমান পুঁথির পাঠ (পত্র ৭খ)	পদকল্পতরুর পাঠ (পদ ১৪)	পদরসসারের পাঠ (পদ ১৪)	গৌরপদতরঙ্গিণীর পাঠ (২য় সং, পৃঃ ৩৭৫। পদ ১০)
৪	নব চরিত রচিতে	—	—	দুহুঁ নওল চরিত
৯	ধুবিনি	—	—	ধুবেনী
১২	পাইল দুলহ প্রেম অনায়াসে চণ্ডী-দাস মহাকবি	—	—	নরহরি কহে পাইল দুলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি
১৩	যুগলপিরিতি দাতা	অতুল আনন্দ দাতা	অমল আনন্দ দাতা	যুগল পিরিতি দাতা
১৫	শতত ভকতি রসে ডগমগ	৫ম চরণ। সতত সে রসে ডগমগ নব	৫ম চরণ। সতত সে রসে ডগমগ নব	পৃথক্ পদ (১ চরণ) শতত ভকতি [illegible] ডগমগ
১৬	পিরিতের	৬ষ্ঠ। চরিতে	৬ষ্ঠ। চরিতে	৬ষ্ঠ। চরিতে
১৮	সুধীর ধার্মিক	৮ম। কবিবর চাদু	৮ম। কবিবর চাদু	৮ম। কবিবর [illegible]
১৯	জগ পিরিতিহীন জনে	১৬শ। পিরিতি বিহীন জনে	১৬শ। পিরিতি বিহীন জনে	১৬শ। পিরিতি বিহীন জনে

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত আর তিনটি পদে পাঠান্তর নেই। পদগুলি হলো

(১) জয় জয় বিদ্যাপতি কবিভূপ (পুঁথি ৬খ পত্র ॥ গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৬৮)।
(২) জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ (৭ক ॥ গৌ. প. ত—পৃঃ ৩৭০)।
(৩) জয় জয় চণ্ডীদাস গুণভূপ (৭ক-৭খ পত্র ॥ গৌ. প. ত—পৃঃ ৩৭০) ॥

(৩) নবদ্বীপ পরিক্রমা

পুঁথিঃ নরহরি ভণিতাযুক্ত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক একটি গ্রন্থের তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। দুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের—নং ১৫৩৩ ও ১৬৭০ এবং তৃতীয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—নং ৬৪৮০।

পুঁথিগুলি দেখে মনে হয়, তিনটিরই একটি আদর্শ পুঁথি ছিল। তিনটিরই ভাষা, বিষয়বস্তু ও চরণ সংখ্যা এক। তিনটি পুঁথিই সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে সাহিত্য পরিষদের ১৬৭০ নং ৪ পত্র বিশিষ্ট পুঁথিটিকে আমরা আদর্শরূপে গ্রহণ করছি।[৪৮] এটির ছত্র বিন্যাসে অভিনবত্ব আছে।

আরম্ভে তিনটি সংস্কৃত বাক্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন্য-পুরন্দর।
মামপাহি গৌর গোবিন্দ ভক্তপ্রাণপতে প্রভোজ॥

তারপর ভাষায় গৌরগোবিন্দ (১ম-৪র্থ চরণে), নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস প্রমুখে প্রভু পরিকরদের বন্দনা (যথাক্রমে ৫, ৬, ৭, ৮ম চরণে)। ১০ম-১৪শ চরণে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ ও গৌর অবতার প্রসঙ্গ। ১৮শ-২০শ চরণে কবির গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবে 'বৈষ্ণব আজ্ঞা' গ্রহণের সংবাদ। ২১-২৩৬ চরণে নবদ্বীপধামের পরিচয়। ২৩৭ থেকে শেষ পর্যন্ত কবির নিজস্ব বক্তব্য,—দক্ষিণে নিত্যানন্দ ও বামে গদাধর সহ মহাপ্রভুর বিলাস দর্শনের ও সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। তীর্থযাত্রীদের সাধ্যমত ৮ ক্রোশ, ১৬ ক্রোশ, ৫ যোজন, ১২ যোজন কিংবা ২০ যোজন নবদ্বীপ ভ্রমণের প্রসঙ্গ। পরিশেষে

---

(৪৮) নবদ্বীপ পরিক্রমা ১৬৭০ নং। পত্র ১-৪। সম্পূর্ণ। আকার ১১.৪" × ৫"। ১খ-৪খ পর্যন্ত লেখা। ১খ-৪ক পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫। ১৬টি করে লাইন। ৪খ পৃষ্ঠায় ৮টি লাইন। ৪নং পত্রের রং হলদে, অন্য ৩টি পত্র ফ্যাকাশে বা সাদা। লেখা স্পষ্ট ও পরিস্কার। অপর দুটি পুঁথির মত এই পুঁথিতে লিপিকাল, অনুলেখকের নাম নেই।

গৌরলীলায় অবিশ্বাসীদের প্রতি কবির তিরস্কার এবং প্রভুর চরণে নদীয়া ভ্রমণের জন্য সৌভাগ্যলাভের প্রার্থনা।

ভণিতা বা কবির নাম গ্রন্থশেষে একবার মাত্র আছে

নরহরি কহে বারবার।
সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার ॥

পুষ্পিকাবাক্য এইরূপ "ইতি শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্তা"। একমাত্র এই অংশেই পুঁথির নাম মেলে॥

পুঁথির প্রাপ্ত নরহরি সমস্যা

আলোচ্য পুঁথিতে গ্রন্থকার নরহরির কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু ইনি যে 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী, গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয়

প্রথমতঃ, পুঁথিটি শ্রীধাম নবদ্বীপের গৌরলীলার স্থান ও পথ নির্দেশিকা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অপর নরহরি, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক কিছু পদাবলী রচনা করেছেন। কিন্তু নবদ্বীপের স্থান নির্দেশক কোনো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিনা জানা যায় নি। তিনি শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার সঙ্গী। চৈতন্যদেব স্বয়ং প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থগুলি পরিদর্শনের জন্য ভক্তদের উৎসাহিত করতেন। কিন্তু তাঁর বা নরহরি সরকারের সময় নবদ্বীপ ততটা উল্লেখযোগ্য তীর্থে পরিণত হয় নি, যতটা তাঁদের পরবর্তীকালে বা নরহরি চক্রবর্তীর সময়ে হয়েছিল। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীই তীর্থপরিক্রমার সুবিধার্থে এই গ্রন্থ রচনা করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র সাক্ষ্যে বলা যায় যে, ইনিই একমাত্র কবি, যিনি তাঁর সময়কার দেশ কাল পাত্র সম্পর্কে অত্যন্ত বেশীমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর পক্ষেই এরূপ পথ-নির্দেশিকা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান পুঁথির বিষয়বস্তু বা নবদ্বীপের গৌরলীলাস্থলীর পুংখানুপুংখ বর্ণনা নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক দ্বাদশ তরঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন। এমন কি অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে মিলও আছে। যেমন

এক। **নবদ্বীপ পরিচিতি**

আলোচ্য পুঁথির পাঠ	ভক্তিরত্নাকরের পাঠ (মিশন ২য় সং)
(১) নটি দ্বীপঃ নবদ্বীপ	
নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।	অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥	পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥
(১ম পত্র)	(পৃঃ ৪৬০)

(২) দ্বীপাদির অবস্থান:

শ্রীসুরধনীর পূর্বতীরে।
অন্তর্দ্বীপাদি চতুষ্টয় শোভা করে॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে।
কোল দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥
(১ম পত্র)

গঙ্গার পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়॥
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোল দ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর॥
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
(পৃঃ ৪৬০)

(৩) নবদ্বীপ সম্পর্কে উক্তি:

নবদ্বীপে কেহো কিছু কয়।
যে যাহা কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়॥
গোলোক মথুরা কহে কেহো।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ কহে সত্যসেহো॥

এ সম্পর্কে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে:

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য মহিমা[৪১]॥ (পৃঃ ৪৬০)

(৪) আয়তন:

অষ্ট ক্রোশ নদীয়া প্রমাণ (৩য় পত্র)
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত।
কভু ত সংকীর্ণ কভু হয় বিস্তারিত॥
দূরে রহি কোনো কোনো ভক্ত।
প্রভুকে দেখিতে চলে চলিতে অশক্ত॥
সে সময়ে শ্রীধাম আনন্দে।
হয়েন সংকীর্ণ শীঘ্র দেখিতে গৌরচন্দ্রে॥
শ্রী সংকীর্তনাদি সময়েতে।
হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যায়াতে॥
সংকীর্ণ বিস্তার ঐছে হয়।
বুঝিব কি অন্যে অন্যে একরূপে নিরখয়॥

নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূরে নাহি স্ফুরে॥
আমায় * অসংখ্য লোক সংকীর্তন স্থানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাই জানে॥
(পৃঃ ৪৬৩)

(৪১) 'রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনেরা যাকে শ্বেতদ্বীপ বলেন, অন্যান্য সাধুগণ যাকে পরব্যোম বলে নির্দেশ করেন, তাই জগতে পরমাশ্চর্য মহিমা-যুক্ত নবদ্বীপ'। (অনুবাদ)

* 'আমায়—পরিমিত হয়'—গ্রন্থ পৃষ্ঠা, ৪৬৩, পাদটীকা।

শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব।
ধামের কৃপা হৈলে সে সকল হয়ে
লাভ ॥

৪ক পত্র)

(৫) মায়াপুর :

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর।	নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভুর ॥	যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
মায়াপুর যোগপীঠ স্থান।	যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
দেব মুনীন্দ্রাদি যাকে করে সদাধ্যান ॥	তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
(২ক পত্র)	মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
	মায়াপুর মহিমা কেবা নাহি গায় ॥
	(পৃঃ ৪৬৩)

(৬) নবদ্বীপ গ্রাম লুপ্ত সম্পর্কে :

নবদ্বীপ প্রদেশে যে গ্রাম।	সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ভিন্ন নহে নাম ॥	নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥
কলিতে যদ্যপি বিপর্যয়।	যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি কিঞ্চিত তাতে অনুভব হয় ॥	তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ ......
কথেক হইল লুপ্ত হয়।	তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত যত গ্রাম।
রহিল কতেক স্থান প্রভুর ইচ্ছায় ॥	প্রভু ভক্তলীলা মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥
(পত্র ২ক)	(পৃঃ ৪৬১)

দুই। পরিক্রমা পদ্ধতি বা দর্শনীয় স্থানাদি উভয় গ্রন্থে এক।
তিন। প্রতিটি স্থানের প্রদত্ত সংস্কৃত নামগুলিও এক।
চার। প্রতিটি স্থানের পৌরাণিক আখ্যানগুলিও এক। তবে পার্থক্য যে, 'ভক্তিরত্নাকরে' যা বহুভাবে বিস্তৃত, এই গ্রন্থে তা দু এক ছত্রে ব্যক্ত।

গ্রন্থটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র আগে না পরে লিখিত সে সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসার উপায় নেই। নরহরি প্রথম জীবনেও এই পুস্তিকাটি রচনা করতে পারেন। পরে 'ভক্তিরত্নাকর' রচনার সময় শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্রের নবদ্বীপভ্রমণ উপলক্ষে তাকেই বিস্তৃত ভাবে মূল 'ভক্তিরত্নাকরে'র সঙ্গে জুড়ে দিতে পারেন। স্মরণীয় যে, এর ১২শ তরঙ্গের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক পুথিও পাওয়া গেছে।[৫০] শ্রীনিবাসাদি নবদ্বীপ পরিভ্রমণ কালে

(৫০) দ্রঃ 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা।

সেখানের প্রতিটি দর্শনীয় স্থানই দর্শন করলেন—এই তথ্যকেই এখানে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

অপরদিকে, 'ভক্তিরত্নাকর' (১২শ তরঙ্গ) রচনার পর কবি লক্ষ্য করতে পারেন যে, এতবড় একখানি গ্রন্থ সাধারণ তীর্থযাত্রীদের পক্ষে 'গাইড' হিসেবে গ্রহণ বা বহন করে নবদ্বীপ দর্শনে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও তিনি মূল রচনাকে সংক্ষিপ্ত ও সূত্রাকারে প্রকাশার্থে এই পুস্তিকা রচনায় ব্রতী হতে পারেন॥

প্রধান বিষয়বস্তু :

(১) নবদ্বীপধামের ৯টি দ্বীপের নাম, অবস্থান।
(২) মায়াপুর পরিচিতি।
(৩) আতোপুর ইত্যাদি ৯টি দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য দর্শনীয় মোট ২১টি স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রতিটির প্রাচীন নাম, নামকরণের কারণ হিসেবে দু-চার চরণে একটি করে পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত দান।
(৪) নবদ্বীপের আয়তন প্রসঙ্গ।
(৫) তীর্থযাত্রীদের সাধ্যমত নবদ্বীপ ভ্রমণ, কবির সগণ গৌরাঙ্গের সেবা প্রার্থনা, এবং নবদ্বীপ দর্শনের সৌভাগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা॥

ভক্তিরত্নাকর ও বর্তমান পুথি :

'ভক্তিরত্নাকর' এক সুবৃহৎ গ্রন্থ, তার 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক সমগ্র ১২শ তরঙ্গে প্রায় ৮২০০ চরণ, তন্মধ্যে 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' অংশটিতেই প্রায় ১৬২২টি চরণ এবং ১৬টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। বর্তমান পুথিটি তার তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র, মাত্র ২৯৬টি চরণ। এ থেকেই এর সংক্ষিপ্ততার পরিচয় মেলে।

উভয় গ্রন্থেরই পরিক্রমা পদ্ধতি এক, তবু দু-এক স্থলে সামান্য একটু পার্থক্য আছে[৫১]—শ্রীনিবাসাদির পরিক্রমা পথে ৪ নং স্থান মাজিদা। 'ভক্তি-রত্নাকরে' এই সঙ্গে "সপ্তঋষিঘাট" দর্শনের কথা আছে (পৃঃ ৪৭০), কিন্তু বর্তমান পুস্তিকায় তার উল্লেখমাত্র নেই। তেমনি 'ভক্তিরত্নাকরে' বেলপোখেরা দর্শনের পর ভারুইডাঙ্গা বা ভরদ্বাজটিলা দর্শনের যে কথা আছে (পৃঃ ৪৮৫) বর্তমান পুথিতে তাও নেই। ভক্তিরত্নাকরোক্ত জাহ্নবীপের 'জান্নগর' এই প্রচলিত

(৫১) দ্রঃ বর্তমান নিবন্ধ—'ভূ-পরিক্রমা' অংশ।

নামটিও এই পুঁথিতে বলা হয় নি (পুঁথি পত্র ২খ)। অপর পক্ষে বর্তমান পুঁথিতে মায়াপুরে দর্শনের সময় "চিলাডাঙ্গা" ও 'পাটডাঙ্গা' (পত্র ৩ক) এবং জাহ্নবীতীরস্থ "বারকোণাঘাট" (৩খ পত্র)—এই তিনটি স্থান দর্শনের প্রসঙ্গ আছে; 'ভক্তিরত্নাকরে' তার উল্লেখ নেই। এই তিনটি স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে

নবদ্বীপ মধ্যে স্থিত যত।
একমুখে তাহা কেবা কহিবেক কত॥
তার মধ্যে কহিয়ে প্রধান।
চিলাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্য স্থান॥ (পত্র ৩ক, সর্বশেষ লাইনে)
... ...
জাহ্নবীর তট মনোরম।
বারকোণাঘাট তথি অতি অনুপম॥ (পত্র ৩খ।

উভয় গ্রন্থের ছন্দোরীতিরও কিছু পার্থক্য আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মূল বর্ণনা (পদ ছাড়া) সাধারণ ৮+৬ মাত্রার পয়ারে রচিত। কিন্তু বর্তমান পুঁথির পয়ারের পরপর দুটি চরণের মাত্রা সংখ্যা ৬+৪=১০ এবং ৮+৬=১৪।

প্রিয়গণ লৈয়া গৌর রায়।
বিলসয়ে পরম আনন্দে নদীয়ায়॥

চতুর্থ অধ্যায়

পদাবলী সংগ্রহ

এক

পদাবলী রচনার সংখ্যা গণনায় নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় নরহরির রচিত ১৪৪২টি পদের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে, দীনচণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোনো বৈষ্ণব কবি এত বেশী পদ লিখেছেন বলে জানা যায় না।[১]

কিন্তু মুসকিল হয়েছে এই যে, নরহরি চক্রবর্তী যে দুটি বিশেষ নামে তাঁর পদগুলিতে ভণিতা ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেই দুই নামে তাঁরা পূর্ববর্তী দুজন কবি পদাবলী রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

চক্রবর্তী মহাশয়ের পদে (ক) 'নরহরি' বা 'নরহরিদাস' এবং (খ) 'ঘনশ্যাম' বা 'ঘনশ্যাম দাস'—এই দুই নামে ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। কবি স্বয়ং তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে এই নাম দুটির উল্লেখ করেছেন।[২]

তাঁর পূর্ববর্তী দুজন প্রসিদ্ধ কবির মধ্যে প্রাচীনতর হলেন নরহরি সরকার বা সরকার ঠাকুর। তাঁর নামে প্রচলিত পদগুলিতে 'নরহরি' বা 'নরহরিদাস' ভণিতা দেখা যায়। পুণ্যভূমি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশোদ্ভূত নারায়ণদেব ও গোয়ীদেবীর তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ বাল্যাবধি কৃষ্ণানুরাগী ছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে শিশুপাঠ গ্রহণের সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নরহরি সরকারের পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের

(১) ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (১ম সং, ১৩৬৮), পৃঃ ১১।

(২) (ক) 'না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥' ভক্তিরত্নাকর পুঁথি, ১৫৪ক পত্র।

(খ) 'দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ'...গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুঁথি, ৮খ।

(গ) ...'বৈষ্ণব দত্ত নাম যুগ নরহরি-ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত'...গৌরচরিত্র-চিন্তামণি, পৃঃ ১৭।

নবদ্বীপলীলায় তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। মহাপ্রভু 'নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া' প্রায়শঃ মূর্ছিত হতেন। গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গেও নরহরির ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, শ্রীচৈতন্যের নাম-সংকীর্তন কালে তিনি নাচ ও গান করতেন। বৈষ্ণবভক্ত ও সাধকেরা তাঁকে ব্রজের মধুমতীর অবতার রূপে শ্রদ্ধা করেছেন।

এই নরহরির নামে 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকালিকা' নামক দুটি মূল্যবান সংস্কৃত পুস্তক আছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে ইনিই সর্বপ্রথম 'গৌর গদাধর পূজা' ও 'গৌর নাগর উপাসনা'র প্রবর্তন করে গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত নরহরি ভণিতার "গৌরলীলা দরশনে বড় ইচ্ছা হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব রাখি" ইত্যাদি পদটি গ্রহণ করা হয়।[৩] গৌরাঙ্গ বিষয়ক বেশ কিছু বাংলা ও ব্রজবুলি পদ এই নরহরির রচিত বলে স্থিরীকৃত হয়েছে।

সরকার ঠাকুর ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর জীবৎকালের ব্যবধান প্রায় দুশো বছর।

নরহরি চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কবি হলেন ঘনশ্যামদাস কবিরাজ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র। এঁর রচিত 'গোবিন্দরতি মঞ্জরী' বিখ্যাত গ্রন্থ।[৪] এই গ্রন্থে কবির স্বরচিত মোট ৪৬টি পদ (নিত্যানন্দ বন্দনার বাংলা পদটি সহ) রসশাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্যে সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর পদাবলী সংকলিত হয়েছে 'রসবিলাসবল্লী'[৫] নামক সংকলনে। এ গ্রন্থে ৬ জন কবির মোট ৫৭টি পদ আছে, তন্মধ্যে

(৩) গৌরপদতরঙ্গিণী, (২য় সং, ১৩৪০, স. মৃণালকান্তি ঘোষ), পৃঃ ৮, পদ নং ২৭।

(৪) গোবিন্দরতিমঞ্জরী: ৪৫৯ গৌরাব্দে হরিদাস দাস মুদ্রিত। এর ৬।৭টি পুথিও আছে—কলকাতা সাহিত্য পরিষৎ, নং ২৫৯৭, ২৯৬০; পাঠবাড়ী, নং ২৫৫৮।৫; আর ২টি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে, অন্য ২টি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত।

(৫) 'রসবিলাসবল্লী'র একটি মাত্র পুথি আছে, বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে কীর্তনীয়া হরিদাস গায়েনজীর নিকট। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শোভাবাজার স্ট্রীট থেকে অরুণোদয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, এর একটি কপি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পাটনাস্থিত বাড়ীতে আছে। ডঃ শ্রীশুকদেব সিংহ তাঁর 'শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্যে' (১ম সং, ১৯৬৭) কবিরাজের ৫০টি পদই মুদ্রিত করেছেন।

কবিরাজের ৫০টি। ইনি স্বরচিত পদগুলিতে 'ঘনশ্যাম' বা 'ঘনশ্যামদাস' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলি, বাংলা ও সংস্কৃতে পদ রচনায় এ'র দক্ষতার বিলক্ষণ পরিচয় মিলে।

ঘনশ্যামদাস কবিরাজ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর কালের ব্যবধান প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ॥

পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোনো একটি বিশেষ পদ কালে কালে বিভিন্ন হাতে সংকলিত হয়েছে। সেই সব বিভিন্ন সংকলনে যে-কোনো কারণেই হোক, পদটির কিছু কিছু স্থানে পাঠান্তর ঘটে গেছে। যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজের বহুখ্যাত "কণ্টকগাড়ি কমল সম পদতল" ইত্যাদি পদটির শেষ চার চরণ গ্রহণ করা যাক। পদটি 'পদকল্পতরু', 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকরে' সংকলিত।[৬] বিষয়টি পরিষ্কার করতে আমরা পাশাপাশি তিনটি গ্রন্থেই পাঠ উদ্ধৃত করছি

পদকল্পতরুর পাঠ	পদরসসার পুথির পাঠ	পদরত্নাকর পুথির পাঠ
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনি	করতলে...ভামিনি	করতলে...ভামিনি
তিমির পয়াণক আশে।	.........আশে।	...পয়াণগতি আশে।
করকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন	কর কঙ্কণ পণে...	... ...
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥	.........পাশে ॥	...পাশে ॥
গুরুজনবচন বধির সম মানই	...সম ভাষায়	...সম ভাসয়ে
আন শুনই কহ আন।	আন শুনত কহে আন।	আন শুনত কহ আন।
পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই	পরিজন হাসে মুগধি জনু হাসয়ে	পরিজন হাসে মুগধি জনু হাসয়ে
গোবিন্দদাস পরমান ॥	......পরমান ॥	...পরমান ॥

দ্বিতীয়তঃ, কোনো একটি বিশেষ পদ বিভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন কবির ভণিতায় উদ্ধৃত হতেও দেখা যায়। যেমন একটি সর্বজনপরিচিত পদ—'সই কত না সহিব ইহা আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া'। এই পদটি 'সংকীর্তনামৃতে' নরহরি ভণিতায়, 'কীর্তনানন্দে' চণ্ডীদাস ভণিতায় ও পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় সংকলিত হয়েছে।[৭]

---

(৬) পদসংখ্যা, পদকল্পতরু, ১০০১, পদরসসার ৪৬২, পদরত্নাকর ১০।২০

(৭) সংকীর্তনামৃত, (পরিষৎ সং), পদ ৩৯১; কীর্তনানন্দ, (বনওয়ারিলাল গোস্বামী সং), পৃঃ ৩০৩-৩০৪; পদকল্পতরুর পদ সংখ্যা ৯৬১।

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো একটি পদের একটি পুঁথিতে যতগুলি চরণ আছে, অন্য একটি পুঁথিতে তার থেকে কম বা বেশী চরণ সংকলিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে লিখিত একই পদ আরম্ভাংশ বা শেষাংশের গরমিল হেতু ভিন্ন ভিন্ন পদ বলে প্রথমে মনে হবে। যেমন, পূর্বোক্ত 'সই কত না সহিব ইহা' পদটি—'সংকীর্তনামৃতে' আরম্ভ হয়েছে 'সই কত না সহিব ইহা' ইত্যাদিরূপে। কিন্তু 'পদকল্পতরু'তে আরম্ভ হয়েছে 'বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়' ইত্যাদি দিয়ে এবং তারপর আরো তিন ছত্র আছে। ৫ নং ছত্র 'সই কত না সহিব ইহা'। এমনি অবস্থা অনেক পদের মধ্যাংশে বা শেষাংশে-ও দেখা যায়।

আসলে প্রাচীন-মধ্য-যুগে কবিতার বিশুদ্ধি রক্ষার কোনো নিয়ম ছিল না। গায়েন বা কীর্তনীয়া কোনো পদ গাইবার সময় পদটিকে স্থান কাল পাত্রোপযোগী করতে দ্বিধা করতেন না। তখনই পদের পাঠ ভিন্নতর হয়ে যেত এবং গায়েনের অসাবধানতাহেতু একজন কবির নামের স্থলে অন্য একজন কবির নাম বসে যেত। কীর্তনকালে প্রসিদ্ধ কবির সুমিষ্ট কবিতার কোনো অংশ ভুলে গেলে, তৎক্ষণাৎ সেই অংশে অন্য দু চার চরণ জুড়ে দিতে বা স্ব-সৃষ্ট পাদাংশ সেই বিখ্যাত কবির নামে চালিয়ে আসর জমাতে এই সব গায়েন কীর্তনীয়াদের কোনো বেগ পেতে হতো না।

পুঁথি লেখক কায়েতিদের দ্বারাই এই অঘটন বেশী ঘটেছে। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, অনেক অল্পশক্তি সম্পন্ন কবি বা অক্ষম লেখক তাঁদের স্বরচিত কিছু কিছু রচনা তাঁদের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ কবিদের নামে প্রচার করেছেন; এবং কীর্তনীয়াদের দ্বারা সেটা সফলতাও লাভ করেছে।

সর্বোপরি, ভাবের পৌনঃপৌনিক রোমন্থন, অলংকারের প্রথানুগত্য, ভাষা-ছন্দের নিঃসর্ত গতানুগতিকতা ও সংগীতের বিশিষ্ট রীতিনীতি পুরোনো বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বৈষ্ণব পদাবলীরও একটা বিশেষ দুর্বলতা। যার ফলে, একজন কবির পদ যেমন অন্য একজন কবির নামে আরোপিত হয়েছে, তেমনি অকৃত্রিম পাঠের হেরফেরও ঘটছে। মাত্রা গণনার দিক দিয়ে বা সংগীতের সুর সংযোজন ব্যাপারে 'চন্ডীদাসের' স্থলে 'জ্ঞানদাস', বা 'বিদ্যাপতি কহ' স্থলে 'কহ কবিবল্লভ' ইত্যাদি বসালেও পাঠক-শ্রোতার রসোপলব্ধিতে তা কিছুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি।

আবার একই নামের একাধিক কবিরও অভাব ছিল না। প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিই দীনতাবশতঃ আপন আপন কৌলিক পদবী পরিত্যাগ করে 'দাস' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্তী—এই তিন জনের পদেই "গোবিন্দদাস" ভণিতা

ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে একই নামের কবিদের রচনার মিলন-মিশ্রণ ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রাচীনযুগে এই ভণিতাবিভ্রাট বা রচনার অবিশুদ্ধিতা নিয়ে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু বর্তমানকালে এইগুলি সমস্যা হয়ে উঠেছে। যাতে কিছু কিছু পদের রচয়িতা কে বা কিছু কিছু পদের মূলপাঠ কেমন ছিল, তা আবিষ্কার করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্তীর পদাবলী পরবর্তীকালে যে নরহরি সরকার ও ঘনশ্যাম কবিরাজের পদাবলীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এক রকমের ভণিতা ব্যবহার এবং রচনারীতির সামঞ্জস্যের জন্যে এই মিশ্রণ আরো সহজ, আরো স্বাভাবিক হয়েছে। সরকার ঠাকুরের সমস্ত বাংলা পদ ও নরহরি চক্রবর্তীর বেশ কিছু বাংলা পদ একই ভাববস্তু নিয়ে রচিত এবং সেগুলির ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্করণ এক রকমের। আবার ঘনশ্যাম কবিরাজের অধিকাংশ ব্রজবুলি পদ ও ঘনশ্যাম-নরহরির অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ এক রকমের ভাববস্তু, ছন্দ ও আলংকারিক বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল। এই সমধর্মিতার জন্যে পদগুলির রচয়িতা আবিষ্কার করতে অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সেজন্যে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেলে কোন্ পদগুলি নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর আসল রচনা এবং সেই অকৃত্রিম রচনার সংখ্যা যথার্থই বা কত, তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। অবশ্য কবির স্বরচিত গ্রন্থগুলিতে বা তাঁর স্বকৃত সংকলন গ্রন্থগুলিতে তাঁর নামে লিখিত যে সব পদ আছে, সেগুলি যে তাঁরই রচনা হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যান্য সংকলনগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত 'নরহরি' এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলির যথার্থ রচয়িতা কে, প্রথমে আমাদের সেই দিকটি লক্ষ্য করতে হবে।

তাই আলোচনার প্রাক্কালে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, নরহরি-ঘনশ্যামের গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যা নরহরি সরকারের নামে প্রচলিত পদগুলি থেকে কিংবা ঘনশ্যাম দাস কবিরাজের গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলি থেকে আলোচ্য নরহরি-ঘনশ্যামের পদকে পৃথক করে নেওয়া যায়।

ব্রজবুলি কবিতার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আচার্য শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় তাঁর বিখ্যাত 'A History of Brajabuli Literature' গ্রন্থে এ সম্পর্কে যথার্থ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"The criterion, which can be safely adopted in some cases, to distinguish between the writings of the poets, is this :—
the earlier poet's theme was the life and character of

Caitanyadev and most of his poems were written in Bengali. Only a few poems seem to have written in Brajabuli. Narahari Sarkar's language is simple and direct; it does not contain vast amount of tat-sama words as that of later poet, Narahari Chakravorty on the other hand, wrote mostly in Brajabuli, and these poems are rather artificial, verbose and complex." ৮

এই সূত্রানুসারে আমরা নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তীর রচনারীতির পার্থক্য খুঁজে পাই

(এক) **বিষয়বস্তুঃ** নরহরি সরকারের অধিকাংশ পদ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কান্বিত। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে তাঁর খুব বেশী পদ নেই। ৮ক শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল—উভয় লীলার পরেই তাঁর পদ আছে। নবদ্বীপলীলার পদেও তিনি চৈতন্যকে রাধা স্বরূপে অংকন করেছেন। চৈতন্যের বাল্যলীলা ও সংসারাশ্রম বিষয়ে তাঁর কোনো পদ মেলে নি। রাধা ভাবিত চৈতন্যের 'পূর্বরাগ', 'খণ্ডিতা' ও 'বিরহ' বিষয়েই তাঁর পদগুলি সীমাবদ্ধ। 'সম্ভোগ' বিষয়ে তাঁর কোনো পদ নেই। 'গৌরনাগরী' ভাবাত্মক কিছু পদ তিনি রচনা করেছিলেন।

অপর পক্ষে, বৈষ্ণব সাধনার প্রায় সকল বিষয়েই নরহরি চক্রবর্তী পদ লিখেছেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরবৃন্দ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও বলরাম সম্পর্কে তাঁর পদ আছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্য, কৈশোর, বিবাহ, সংসারাশ্রম, পরিকরসহ নৃত্য ও রাধা বা কৃষ্ণভাব নিয়ে তিনি অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং বিভিন্ন মহান্ত, মহাজন ও ভক্ত বিষয়েও তাঁর পদ আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্ম, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও রাস এবং বলরামের রাস ও নৃত্য তাঁর পদে প্রকাশিত হয়েছে। 'গৌরনাগরী' বিষয়টির উপরেও তাঁর বহু পদ মিলেছে।

(দুই) **ভাষাঃ** নরহরি সরকারের অধিকাংশ পদের ভাষা বাংলা। ব্রজবুলিতে লেখা পদ খুব অল্প। ভাষা সহজ ও সরল। কঠিন সংস্কৃত, তৎসম, অপ্রচলিত ও আভিধানিক শব্দের মিশোল নেই। ভাষায় কৃত্রিমতার ছাপ নেই। কষ্টকল্পিত অলংকার ও ছন্দের খেলা নেই। পদগুলিতে স্বাভাবিকতা স্পষ্ট।

(৮) A History of Brajabuli Literature, (C. U., 1935), p. 32.

(৮ক) তবে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের ধারণা যে, তিনি ব্রজলীলার উপর বিস্তৃত ভাবে পদ লিখেছিলেন, সাধারণ কবিদের মতো টুকরা-টাকরাভাবে নয়। বিচিত্র সাহিত্য, ১ম, ১৯৫৬, পৃঃ ১১২।

অপর পক্ষে, নরহরি চক্রবর্তী বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট পদ লিখেছেন। তাঁর পদের এক তৃতীয়াংশ ব্রজবুলিতে লেখা। তাঁর ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরু গম্ভীর সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ, অপ্রচলিত ও আভিধানিক শব্দ, এবং বৃন্দাবনের আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তার উপর তিনি সর্বত্রই ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্য, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কিছু কিছু পদে আলংকারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও দেখা যায়। এ জন্যে তাঁর অনেক ব্রজবুলি পদ কৃত্রিমতাসর্বস্ব, আড়ষ্ট ও আড়ম্বরপূর্ণ। তাঁর অল্প সংখ্যক ব্রজবুলি ও বাংলা পদেই স্বাভাবিকতা বিদ্যমান।

(তিন) **আকার :** নরহরি সরকারের অধিকাংশ পদই আকারে ক্ষুদ্র— ১০। ১২ চরণে সম্পূর্ণ। তিনি কম কথায় অধিক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল মন ছিল।

অপর পক্ষে, নরহরি চক্রবর্তীর অধিকাংশ পদই দীর্ঘ। কোন কোন পদ ৯০। ৯৬ চরণের। দীর্ঘ পদগুলি কাহিনী সম্বলিত। ১০। ২০ চরণের পদেও তিনি অনেক সময়ই গূঢ় রহস্য অপেক্ষা তথ্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনেক বেশী কথায় অনেক কম বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

(চার) **রসবস্তু :** নরহরি সরকারের পদ তাঁর
অধিকাংশ পদেই তাঁর ভালোলাগা-বোধ প্রেরণারূপে ক
রচনায় কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। তাঁর পদে মনন অপে
পদ 'প্রসাদগুণে ভরা'। সহজেই তা পাঠকমন জয়
কোনো ধারাবাহিক পালা নেই। শাস্ত্রবিধির অনুশাস

অপরদিকে, নরহরি চক্রবর্তী সচেতন শিল্পী, যু
বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ—উভয় বি
ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' বা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুশাসন যথারীতি পালন করেছেন। উভয়লীলাকেই তিনি পালায় পালায় বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী। ফলে তাঁর পদে অনেক সময় রস অপেক্ষা চিন্তা, ভাব অপেক্ষা মননের প্রাধান্য। তাঁর যুগই ছিল অনুসরণসর্বস্বতা ও মৌলিকতাহীন 'স্থিতিস্থাপনে'র কাল। তিনি পদাবলীকে কীর্তনের সুরে ও মৃদঙ্গের তালে বোলে প্রয়োগ করতে উৎসাহী ছিলেন।

(পাঁচ) **রুচি :** উভয় কবিই 'গৌরনাগরী' বিষয়ে পদরচনা করেছেন। সরকার ঠাকুর কিন্তু এই বিষয়ক পদে কোথাও রুচির সীমা লংঘন করেন নি। তাঁর নাগরীর পদে অশ্লীলতার স্পর্শমাত্র নেই।

অপরদিকে, নরহরি চক্রবর্তী অনুরূপ বিষয়ক পদে অনেক সময়ই শীলতা ও সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ও 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র

নাগরীর পদগুলিই তার প্রমাণ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক তাঁর গ্রন্থে সংকলিত নরহরি ভণিতার নাগরীর পদগুলিকে সরকার ঠাকুরের রচনা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এগুলি চক্রবর্তী মহাশয়ের 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র পদ, সরকার ঠাকুরের রচনা নয়।

বলাবাহুল্য যে, নাগরী পদে নরহরি চক্রবর্তীর সৌজন্য ও সুরুচির অভাব হবার যথাযথ কারণও আছে। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার বশবর্তী হয়েই 'গৌরনাগর ভাব' প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর হাতে বা তাঁর কালে সে ভাবনা কলুষ-কালিমা লিপ্ত হতে পারে না। বরং তা ছিল আকাঙ্ক্ষার বিষয়, বিশুদ্ধ চৈতন্যভক্তির নামান্তর। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরই শিষ্য লোচনদাস এই ভাবনাকেই 'ধামালী'তে নামিয়ে আনেন। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সহজিয়া ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় তাকেই ব্যভিচারে পর্যবসিত করে। ফলে গৌরনাগর ভাবনা ক্রমশঃ কদর্য ও পংকিল হয়ে ওঠে। সেই কদর্যতার কিছুটা প্রক্ষেপ পড়েছিল নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলীতে।

মোটামুটি এই সূত্রানুসারে আমরা 'নরহরি' ভণিতার পদগুলিকে নরহরি সরকার বা নরহরি চক্রবর্তীর রচনারূপে নির্ণয় করতে অগ্রসর হবো॥

আবার ঘনশ্যাম কবিরাজের পদাবলীর সঙ্গে নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলীর বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন

(এক) **বিষয়বস্তু:** ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে ৪৬টি এবং 'রসবিলাসবল্লী'তে ৫০টি, মোট ৯৬টি পদ পাওয়া গেছে। পদগুলির প্রায় সবই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব ভক্ত বিষয়ে তাঁর একটির বেশী পদ মেলে নি। পরন্তু নরহরি-ঘনশ্যাম বিবিধ বিষয়ে পদ রচনা করেছেন, পূর্বেই সে কথা উল্লিখিত হয়েছে।

(দুই) **আঙ্গিক:** ঘনশ্যাম কবিরাজের উক্ত ৯৬টি পদের মধ্যে বাংলা পদ মাত্র ৩টি। মনে হয়, ব্রজবুলি পদের শব্দ, চিত্র ও ছন্দঝংকার তাঁকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, ব্রজবুলিতেই পদ রচনা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মহাজনদের মধ্যে তাঁর পিতামহ গোবিন্দদাসকেই সর্বদা ও সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দদাসের পদঝংকার, শব্দ চয়ন, ছন্দোরীতি ও অলংকার সৃষ্টির প্রখর প্রভাব তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট। অনেক সময় তিনি পিতামহের ব্যবহৃত বাক্য বা বাক্যাংশও আপন রচনায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচনায় গোবিন্দদাসের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, পরবর্তীকালের কবিরা

তাঁকে 'গোবিন্দদাস স্বরূপ' বা গোবিন্দদাসের 'সমানধর্মা কবি' রূপে অভিনন্দিত করেছেন।[১]

অপর পক্ষে, নরহরি-ঘনশ্যামও গোবিন্দদাসকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতি, যদুনন্দন, চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, লোচনদাস প্রমুখ বিভিন্ন কবির প্রভাব থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। অথচ কাউকেও তিনি একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

ঘনশ্যাম কবিরাজের পদে দুরূহ সংস্কৃত ও আভিধানিক শব্দ প্রায়শঃ মেলে না। তাঁর ছন্দ যেমন নিখুঁত, শব্দগুলিও তেমনি কোমল; অলংকারগুলিও কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত বেগকে অবদমিত করে নি। বরং সেগুলি পদাবলীর পুষ্টি সাধন করেছে।

কিন্তু ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর অনেক ব্রজবুলি পদেই ছন্দপতন ঘটেছে, অনর্থক অনুপ্রাস, একই শব্দ বা বাক্যাংশের পুনঃপুনঃ ব্যবহার ও ভাষার কাঠিন্য পাঠকমনে ক্ষোভ উদ্রিক্ত করেছে।

(তিন) **আকার ঃ** ঘনশ্যাম কবিরাজের পদগুলির আকার স্বাভাবিক। নরহরি-ঘনশ্যামের মতো দীর্ঘ পদ তাঁর নেই। ইতিহাসের তথ্য বা বৈষ্ণব-ভক্তের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে তিনি কোনো পদ লিখেছেন বলে জানা যায় না।

(চার) **রসবস্তু ঃ** রসবস্তুর বিচারে উভয় কবিই 'চিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশের' উপর গুরুত্ব দিতে পারেন নি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ধরণের মণ্ডনকলা, তথ্যবিবৃতি ও অনুকরণসর্বস্বতা নরহরির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়, ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনায় সেটা ততটা প্রকট নয়। বহিরঙ্গ প্রসাধনে নরহরির যে উৎসাহ ছিল, যা তাঁর অধিকাংশ পদের রসবস্তুকে ফিকে করে দিয়েছে, ঘনশ্যাম কবিরাজের পদে সেই উৎসাহ ততটা লক্ষ্যগোচর হয় না।

মোটামুটি এই সূত্রানুসারে আমরা 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলির রচয়িতা নির্ণয়ে যত্নবান হবো॥

(১) 'দাস-ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন গোবিন্দদাস স্বরূপ' (গৌরসুন্দর, কীর্তনানন্দ, পৃঃ ২৯)।

'শ্রী ঘনশ্যাম কবিরাজ রাজ-বর বর্ণন অদভুত বন্ধ' (গোপীকান্ত, ঐ, পৃঃ ২৮)।

'শ্রী ঘনশ্যাম দাস কবি শশধর গোবিন্দ কবি সম ভাষ' (কমলাকান্ত, পদরত্নাকর পুঁথি, পদকল্পতরু ৫ম, পৃঃ ৮৭-তে উদ্ধৃত)।

নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী সংগ্রহে নিম্নলিখিত উৎসগুলি অনুসন্ধান করা হয়েছে—

(ক) তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ,
(খ) প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থ,
(গ) বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির পাতড়া
(ঘ) একালের পদাবলী সংকলন গ্রন্থ,
(ঙ) সাময়িক পত্র পত্রিকা
(চ) আলোচনা গ্রন্থ।

(ক) নরহরি চক্রবর্তীর স্বরচিত গ্রন্থ

নরহরির গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', 'গীত-চন্দ্রোদয়' ও 'গৌরপরিকরগণের সূচকে' তাঁর স্বরচিত পদাবলী সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থগুলিতে পদগুলি কীভাবে সজ্জিত হয়েছে, নিচে তার একটি করে ছক প্রস্তুত করা হলো :

(১) ভক্তিরত্নাকর [১০]

তরঙ্গ	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			মোট পদ		সর্বমোট
	বাংলা	ব্রজবুলি	মোট	বাংলা	ব্রজবুলি	মোট	বাংলা	ব্রজবুলি	পদ
পুঁথির প্রারম্ভ	১ *	—	১	—	—	—	১	—	১
৫	২১	৫	২৬	৭	১০	১৭	২৮	১৫	৪৩
১২	১০৬ + ১ **	৫৩	১৬০	৯	১২	২১	১১৬	৬৫	১৮১
১৩	৩	০	৩	৩	০	৩	৬	০	৬
১৪	২	৩	৫	০	২	২	২	৫	৭
১৫	২	৩	৫	০	২	২	২	৫	৭
গ্রন্থানুবাদ	১	০	১	০	০	০	১	০	১
	১৩৭	৬৪	২০১	১৯	২৬	৪৫	১৫৬	৯০	২৪৬

(১০) পাঠবাড়ী পুঁথির সঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের (২য় সং) গ্রন্থটির পাঠ মিলিয়ে মিশনের গ্রন্থটি ব্যবহার করা হয়েছে।

* ভক্তিরত্নাকরের পাঠবাড়ী পুঁথিতে (২৩৪১। ২৪) প্রতিপাদ্য বিষয়ের পূর্বেই ১টি অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ আছে (পত্র ১ক)। দ্র. পরিশিষ্ট ক।

** "জয় জয় সীতাপতি পহুঁ মোর" (১২শ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৬০৩) ইত্যাদি ৬ চরণ বিশিষ্ট খণ্ডিত পদটি 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে (২য় সং. পৃঃ ২৯৩) ঘনশ্যাম ভণিতায় পাওয়া গেছে। গণনাকালে এটিও ধরা হয়েছে। নইলে ছাপা গ্রন্থে কবির নাম যুক্ত পদ ২৪৪টি।

(২) গৌরচরিত্রচিন্তামণি [১১]

কিরণ	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			ভণিতাহীন পদ [১২]			মোট পদ		সর্ব মোট
	বাংলা	ব্রজবুলি	মোট	বাংলা	ব্রজবুলি	মোট	বাংলা	ব্রজবুলি	মোট	বাংলা	ব্রজবুলি	
১	১	২৫	২৬	—	৯	৯	১	২৬	২৭	২	৬০	৬২
২	৭	১৫	২২	—	৪	৪	—	৭	৭	৭	২৬	৩৩
৩	৩	১০	১৩	—	—	—	—	—	—	৩	১০	১৩
৪	—	১৬	১৬	—	৫	৫	—	১	১	—	২২	২২
৫	৪	৫	৯	—	—	—	—	—	—	৪	৫	৯
৬	১৬	—	১৬	—	—	—	—	—	—	১৬	—	১৬
৭	৩০	১	৩১	—	—	—	—	—	—	৩০	১	৩১
৮	২০	—	—	—	—	—	১	—	১	২১	—	২১
৯	১৮	২	২০	—	১	১	—	২	৩	১৮	৫	২৩
১০	২২	২	২৪	—	—	—	৩	—	৩	২৫	২	২৭
১১	১৫	১	১৬	—	—	—	৩	—	৩	১৮	১	১৯
১২	—	৯	৯	—	—	—	—	২	২	—	১১	১১
১৩	—	৩	৩	—	২	২	—	১	১	—	৬	৬
১৪	৫	২	৭	—	—	—	—	১	১	৫	৩	৮
১৫	—	৫	৫	—	২	২	—	১	১	—	৮	৮
১৬	৫	২	৭	—	—	—	—	১	১	৫	৩	৮
১৭	৪৪	৪	৪৮	১১	—	১১	৩	—	৩	৫৮	৪	৬২
	১৯০	১০২	২৯২	১১	২৩	৩৪	১১	৪২	৫৩	২১২	১৬৭	৩৭৯

(১১) হরিদাস মুদ্রিত (১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৪৭)। (১২) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ভণিতাহীন পদগুলি অন্য কোনো প্রাচীন পুঁথি বা আধুনিক গ্রন্থে মেলে নি। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী ব্যতীত অন্য কারো ভণিতার পদ নেই। সুতরাং পদগুলি যে নরহরি চক্রবর্তীরই রচনা, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

(৩) ক। গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ)[১৩]

খণ্ড	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ[১৪]			উভয় ভণিতার পদ		
পূর্বরাগ	বাংলা	ব্রজবুলি	একত্রে	বাংলা	ব্রজবুলি	একত্রে	বাংলা	ব্রজবুলি	একত্রে
(১) গৌরাঙ্গের পৃঃ ১-৯৬	১০৮	৬৯	১৭৭	১	১৬	১৭	১০৯	৮৫	১৯৪
(২) রাধিকার পৃঃ ৯৭-২৮৫	১৪০	১১৭	২৫৭	১২	১০০	১১২	১৫২	২১৭	৩৬৯
(৩) কৃষ্ণের পৃঃ ২৮৬-৪২১	১০৪ .	৯০	১৯৪	৪	৫৮	৬২	১০৮	১৪৮	২৫৬
মোট	৩৫২	২৭৬	৬২৭	১৭	১৭৪	১৯১	৩৬৯	৪৫০	৮১৯

(৩) খ। 'গীতচন্দ্রোদয়'—'মঙ্গলাচরণ' পুথি (নবাবিষ্কৃত, খণ্ডিত)[১৫]

বিভাগ	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			বল্লভ ভণিতার	শুদ্ধ ব্রজবুলি	উভয় ভণিতার পদ		সর্বমোট
	বাংলা	ব্রজবুলি	একত্রে	বাংলা	ব্রজবুলি	একত্রে			বাংলা	ব্রজবুলি	
(ক) মঙ্গলাচরণ	১০	৩৫	৪৫	৩	১৪	১৭		১	১৩	৫০	৬৩
(খ) রূপামৃত	৫	৯	১৪	—	৬	৬		—	৫	১৫	২০
সামান্য প্রকরণে প্রথম আস্বাদ	২৫	১২	৩৭	১	২	৩		—	২৬	১৪	৪০
তদ্ভাবাঢ্য ২য় আস্বাদ	১২	৩৫	৪৭	—	৭	৭		—	১২	৪২	৫৪
	৫২	৯১	১৪৩	৪	২৯	৩৩		১	৫৬	১২১	১৭৭

(৪) 'গৌরপরিকরগণের সূচক' (খণ্ডিত)[১৬]

নরহরি ভণিতার মোট ১৬টি বাংলা পদ।

---

(১৩) হরিদাস দাস মুদ্রিত (১৯৪৮)।

(১৪) এই গ্রন্থের ঘনশ্যাম ভণিতার ৬টি পদ ঘনশ্যামদাস কবিরাজের 'গোবিন্দরতি-মঞ্জরী'তে আছে। গণনার সময় সেই ৬টি পদ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্র. পূর্বে আলোচনা, পৃঃ ১৩২।

(১৫) পাঠবাড়ী, পুথি নং ২৫৩৪। ৩।

(১৬) ঐ, পুথি নং ২৬১২। ২৩৬।

নরহরি ঘনশ্যামের যে সমস্ত পদ তাঁর একাধিক গ্রন্থে আছে বা একাধিক বার ধৃত হয়েছে :

নরহরির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'। তাঁর পদগণনার ক্ষেত্রে এটিকে প্রথম গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র নিম্নোক্ত ১৬টি পদ এই গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে। (পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র [১৭] পৃষ্ঠা, বন্ধনীস্থ পরেরটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র [১৮] পৃষ্ঠা) :

১। ওহে প্রাণসম সখি—১৭৫ (২৯৭), ২। কি কহিব ওগো—১৭৬ (২৯৭), ৩। জয় জয় শ্রীহরিরাম—১২ (৬৪৬), ৪। জয় জয় রামকৃষ্ণ—১৩ (৬৪৭), ৫। জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ—১৩ (৬৪৭), ৬। জয় জয় রসিক—১৩ (৬৪৫), ৭। জয়তু শুভ মণ্ডিত—১০ (৬৪১), ৮। নাগরবর বরজ ধৃতিহর—১৭৭ (১৫৯), ৯। নাগরবর বরজ শশী—১৭৮ (১৫৯), ১০। যুবতী যুথ মতি—১১৫ (৫০৯), ১১। রজনী প্রভাত—১১৫ (৫০৯), ১২। রাধা সুধামুখী—১৮৯ (২৯৪), ১৩। শচী জগত জননী—১১৬ (৫০৯), ১৪। সুন্দরী সখী সহ—১৮৭ (২৯৩), ১৫। শ্যাম সুনাগর বর সুখকারী—১৮২ (১৬০), এবং ১৬। শ্যাম সুনাগর রসের সাগর—১৮৩ (১৬১)। সুতরাং নরহরির পদাবলীর যথার্থ সংখ্যা নির্ণয়ে এই ১৬টি পুনরুক্ত পদ বাদ যাবে।

তেমনি 'গীতচন্দ্রোদয়'-পূর্বরাগের নিম্নোক্ত ৫টি পদ 'ভক্তিরত্নাকরে'ও আছে—(পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি 'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে'র পৃষ্ঠা এবং বন্ধনীস্থ পরেরটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র পৃষ্ঠা) :

১। গোরা প্রেমে গরগর—২৭ (৫৯৭), ২। জয় জয় পদ্মাবতী সুত—২৬ (৬০১), ৩। শান্তিপুর পতি—৩১ (৬০২), ৪। শ্রীমদ্বৈত মুদ—৩১ (৬০৩) এবং ৫। সীতানাথ মোর—৩২ (৬০৬)। এই গ্রন্থের নিম্নোক্ত ২টি পদ দুবার করে ধৃত হয়েছে—(ক) 'কি বলিব সখি মরম তোরে' (পৃঃ ১০৯ এবং ১১৮), (খ) 'মাধব বিরহে বিকল সুকুমারী' (পৃঃ ১১৮ এবং ২২৬)। সুতরাং পদাবলীর যথার্থ সংখ্যা নির্ণয়ে এই ৭টি পদও বাদ যাবে।

আবার 'গীতচন্দ্রোদয়' 'মঙ্গলাচরণ' পুথির ৩২টি পদ 'ভক্তিরত্নাকরে' এবং ১টি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত ৩২টি পদ হলো (পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি পুথিটির পত্র সংখ্যা, বন্ধনীস্থ পরেরটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র পৃষ্ঠা):

(১৭) হরিদাস দাস মুদ্রিত (১৯৪৮)।

(১৮) গৌড়ীয় মিশন, ২য় (১৯৬০) সং।

১। জয় জয় রেবতীরমণ—৩ক (১৭৬), ২। জয় জয় রোহিণীনন্দন—৩খ (১৭৩), ৩। জয় জয় কৃষ্ণ—৩খ (২৬০), ৪। জয় জগতবন্দিনী—৪ক (২৫৯), ৫। জয় জয় গুণমণি শ্রীনিবাস—৫ক (৬৩৫), ৬। জয় শ্রীনিবাস আচার্য—৫খ (৬৩৫), ৭। জয় শ্রীনরোত্তম—৫খ (৬৩৫), ৮। জয় জয় সুখময়—৬ক (৬৪৪), ৯। জয়শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস—৬ক (৬৪৬), ১০। জয় গোবিন্দ—৮খ (৬৩৪), ১১। নাচত শচী কুমার—২৯খ (৫৫৭), ১২। ভুবন পাবন গোরাচাঁদে—৩০ক (৫৫৮), ১৩। আজু সুরধনী তীরে—৩০ক (৫৫৮), ১৪। আজু খোল করতাল—৩০খ (৫৬৪), ১৫। বলি কলি দমন—৩০খ (৫৭২), ১৬। কলিমদমত্ত—৩১ক (৫৬২), ১৭। নাচত গৌরকিশোর—৩২ক (৫৬৮), ১৮। বিহরত সুরসরিৎ তীর—৩৩ক (১৫৫), ১৯। কৃষ্ণের অগ্রজ রাম—৩৪খ (৬১১), ২০। ভুবনপাবন নিতাই—৩৫ক (৫৯৯), ২১। নিতাই করুণানিধি—৩৫ক (৬০০), ২২। গোরা প্রেমে মাতিয়া—৩৫ক (৬০০), ২৩। আহা মরি কি—৩৫ক (৫৯৭), ২৪। কিবা নাচএ—৩৫ক (৫৯৮), ২৫। নিতাই গুণনিধি—৩৫ক (৫৯৯), ২৬। ভুবনে জয় জয়—৩৫খ (৬০০), ২৭। শ্রীগৌর অভিন্ন তনু—৩৫খ (৬০২), ২৮। নাচএ—অদ্বৈত—৩৫খ (৬০৩), ২৯। দেখ অদ্বৈত গুণের মণি—৩৬ক (৬০৪), ৩০। কি ভাবে অদ্বৈত চাঁদ—৩৬ক (৬০৪), ৩১। কি ভাবে বিভোর মোর—৩৬ক (৬০৩) এবং ৩২। অদ্বৈত গুণমণি—৩৬ক (৬০৪)।

আর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে উদ্ধৃত পদটি হলো—পশ্য পশ্য সুন্দরবর (পত্র ২৩ক)—'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' পৃঃ ৪১। সুতরাং পদের যথার্থ সংখ্যা নির্ণয়ে 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৩২টি এবং 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ১টি,—মোট ৩৩টি পুনরুক্ত পদও বাদ যাবে।

'গৌরপরিকরগণের সূচক' পুঁথিটির কোনো পদই কবির অন্য গ্রন্থে নেই।

উল্লিখিত পুনরুক্ত পদগুলি বাদ দিলে নরহরির স্বকৃত গ্রন্থে মোট পদ পাওয়া যায় ১৫৮১টিঃ

গ্রন্থনাম	সংকলিত পদের মোট সংখ্যা	পুনরুক্ত বা একাধিক গ্রন্থে উদ্ধৃত পদ (যা বাদ যাবে)।	যথার্থ পদ সংখ্যা
(১) ভক্তিরত্নাকর	২৪৪ + ২	—	২৪৬
(২) গৌরচরিত্রচিন্তামণি	৩৭৯	১৬	৩৬৩
(৩) গীতচন্দ্রোদয় (ক) পূর্বরাগ	৮১৯	৫ + ২ = ৭	৮১২
(৪) গীতচন্দ্রোদয় (খ) মঙ্গলাচরণ	১৭৭	৩৩	১৪৪
(৫) গৌরপরিকরগণের সূচক	১৬	—	১৬
	১৬৩৭	৫৬	১৫৮১

অর্থাৎ নরহরির স্বরচিত গ্রন্থে মোট পদ আছে ১৬৩৭টি, তন্মধ্যে ৫৬টি পদ দ্বার করে সংকলিত হয়েছে। তাঁর অকৃত্রিম পদের যথার্থ সংখ্যা = ১৫৮১ ॥

(খ) বিভিন্ন প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ সংকলন

(১) 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' [১৯]

বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের 'প্রথম বিশুদ্ধ চয়ণিকা' গ্রন্থ ভক্তকবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বা 'গীতচিন্তামণি' বা 'ক্ষণদা'। পণ্ডিতদের অনুমান গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে সংকলিত হয়েছিল।

এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতায় ২টি এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় ১টি পদ আছে। নরহরি ভণিতার পদগুলি হলো—

১। গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে (২৭ ক্ষণদা। ১নং পদ), ২। রাইর বিপতি শুনি (১৪। ৬), এবং ঘনশ্যাম ভণিতার পদটি—৩। ভকতি রতনখনি (৫। ২)।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র প্রাচীন সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী [২০] প্রথমোক্ত পদ দুটি সম্পর্কে লিখেছেন

> "গীতদ্বয় ইঁহার (নরহরি সরকার ঠাকুর) বিরচিত। নরোত্তম বিলাসের নরহরি কি অদ্বৈতবিলাসের নরহরি—এই গীতদ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা এই গ্রন্থকারের (—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর) পরবর্তী।" [২১]

এবং তৃতীয় পদটি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন—

> "গীতটি ইঁহার (ঘনশ্যাম দাস কবিরাজের) বিরচিত। ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্যাম দাস বটে, কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহকর্তার (বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর) পরবর্তী।" [২২]

কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীর এই অভিমত গ্রহণীয়। ক্ষণদার সংকলক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নরহরি চক্রবর্তীর পিতার গুরু। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে,[২৩] নরহরি তাঁর পিতৃগুরুকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করেন নি।

(১৯) 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বৃন্দাবন কেশীঘাট, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত (১৩১৫)।

(২০) গ্রন্থে সম্পাদকের নাম নেই। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করে এই নামটি জেনেছেন।

(২১) উক্ত গ্রন্থ, ২য় সূচীপত্র, পৃঃ প।

(২২) উক্ত গ্রন্থ, ২য় সূচীপত্র, পৃঃ ফ।

(২৩) জীবন প্রসঙ্গ অধ্যায়, পৃঃ ৩৮।

বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাঁর 'অতিবাল্যাবস্থ.' ছিল। তখন তাঁর পদরচনা সম্ভবই ছিল না। নইলে পিতৃগুরুর স্নেহ ও অনুগ্রহ থেকে নিশ্চয়ই তিনি বঞ্চিত হতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, পদগুলি যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতেই পারে না, তারও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে। ক্ষণদার নরহরি ভণিতার "গোরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে" পদটি নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে উদ্ধৃত করে পদটির সম্পর্কে লিখেছেন—

"শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদম্"[২৫]। পাছে পরবর্তীকালের পাঠকেরা পদটি তাঁর রচনা বলে ভুল করে বসেন, তাই এত সতর্কতা।

'রাইর বিপতি শুনি' ইত্যাদি নরহরি ভণিতার দ্বিতীয় পদটি রামগোপাল দাসের বিখ্যাত 'রসকল্পবল্লী'তে সংকলিত হয়েছে।[২৬] আচার্য শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে 'রসকল্পবল্লী' সপ্তদশ শতাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে সংকলিত হয়েছিল (খৃঃ ১৬০৩ অথবা ১৬৩০)।[২৬] সুতরাং পদটি অষ্টাদশ শতাব্দের কবি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতেই পারে না। এটিও সরকার ঠাকুরের রচনা।

"ভকতি রতনখনি উঘাড়িয়া প্রেমমণি" ইত্যাদি ক্ষণদায় সংকলিত ঘনশ্যাম ভণিতার একমাত্র পদটি গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজের স্বরচিত গ্রন্থ 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র প্রথম স্তবকে আছে।[২৭] সুতরাং এটি কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

অর্থাৎ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ সংকলিত হয় নি॥

(২) 'পদামৃতসমুদ্র'[২৮]

বৈষ্ণব গীতিকবিতার দ্বিতীয় পদকংকলন রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র'। গ্রন্থটি 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে' সংকলিত হয়েছিল। এই

(২৪) ভক্তিরত্নাকর, (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫৭৪।

(২৫) রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ (ক. বি., ১৯৬৩), মুখোপাধ্যায়-সেন-পাল-সম্পাদিত, পৃঃ ১১২, (প্রথম ২ চরণ মাত্র উদ্ধৃত)।

(২৬) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ২২-২৩। ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় এর রচনাকাল গ্রহণ করেছেন '১৫৮৫ শকাব্দ' বা ১৬৬৩ খৃঃ, রসকল্পবল্লী (ক. বি.), মুখবন্ধ।

(২৭) গোবিন্দমঞ্জরী পুঁথি, পরিষৎ নং ২৫৯৭, পত্র ২ক।

(২৮) পদামৃতসমুদ্র বহরমপুর ২য় সং, ১৩১৫, স. রামদেব মিশ্র—এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর ১ম সং (১২৮৫) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।

গ্রন্থে আছে নরহরি ভণিতায় একটি পদ—"কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি" [২৯] এবং ঘনশ্যাম ভণিতার একটি পদ "নয়নক লোর ওর নাহি ঢরকত ধারা পদতলে গেল"। [৩০]

'পদামৃতসমুদ্রে' নরহরি ভণিতার পদটি আচার্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮নং পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতায়, ঢাকা মিউজিয়ামের ৫নং পুথিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাসের' ভণিতায় এবং 'কীর্তনানন্দে' (পৃঃ ২৮৬) 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় পেয়েছেন। কিন্তু আচার্য শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় পদটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯৮২নং পুথিতে নরহরি ভণিতায় দেখতে পান। পরিষদের পুথিটিই প্রাচীনতর। বিশেষজ্ঞেরা প্রাচীনতর পুথির পাঠই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেন। সেজন্যে উক্ত পদটির 'নরহরি' ভণিতাই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও চণ্ডীদাসের নামে কোনো ব্রজবুলি পদ নেই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় এই পদটি সম্পর্কে লিখেছেন

"নীচের পদটি (কিনা হৈল সই মোনে কানুর পীরিতি) রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রে এবং অন্তত আর একটি পুথিতে নরহরি ভণিতায় আছে। পরবর্তী-কালের পুথিতে এবং গ্রন্থে ইহার ভণিতায় "চণ্ডীদাস" পাঠ আছে। পদামৃতসমুদ্রে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ থাকিবার কথা নয়। এবং নাই-ও। সুতরাং ইহা নরহরিদাস সরকারের রচনা।" [৩১]

পদটিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে ভাষা, ছন্দ ও ভাববস্তুতে। এক সময় চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদ যে মিশে গিয়েছিল এবং সেই মিশ্রণ থেকে চণ্ডীদাসের বা সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম পদাবলী নির্ণয় করা যে সহজ নয়, একথা স্বীকার্য। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছিলেন

"চণ্ডীদাসের কোনটি আসল পদ তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, নরহরি সরকার তাঁহার দ্বারা কিভাবে কতটা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে।" [৩২]

'পদামৃতসমুদ্রে'র ঘনশ্যাম ভণিতার "নয়নক লোর ওর নাহি ঢরকত" ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু'তেও সংকলিত দেখা যায় (সতীশচন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থের পদসংখ্যা ১৯২৭)। এই পদটি ঘনশ্যামদাস কবিরাজের 'গোবিন্দরতি-মঞ্জরী'র পঞ্চম কোরকে পাওয়া গেছে। (যদিও কিছু কিছু পাঠভেদ

---

(২৯) পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ৪১৪-৪১৫।

(৩০) ঐ, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪।

(৩১) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ। ৪র্থ সং. ১৯৬৩), পৃঃ ৪০০।

(৩২) 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' (১ম প্রকাশ, ১৯৬১) পৃঃ ২০২।

আছে)।[৩৩] সুতরাং পদটি যে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা তাতে কোনো আপত্তি ওঠে না।

এক কথায়, 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ সংকলিত হয় নি। অথচ নরহরির "গীতচন্দ্রোদয়" গ্রন্থে রাধামোহনের 'আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ' এবং 'কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন' ইত্যাদি দুটি পদ সংগৃহীত হয়েছে।[৩৪] মনে হয়, রাধামোহন যখন গৌড়ভূমিতে পদসংগ্রহ করছিলেন, তখন নরহরি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, বা সুদূর বৃন্দাবনে বাস করতেন, তখনো তাঁর কবিখ্যাতি বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়ে গৌড়দেশে এসে পৌঁছায় নি। নইলে নরহরির অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে দু-একটি পদ রাধামোহন গ্রহণ করতে পারতেন॥

(৩) 'সংকীর্তনামৃত'[৩৫]

দীনবন্ধুদাসের 'সংকীর্তনামৃত' নামক পদাবলী চয়নিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রস্তুত হয়েছিল। এই গ্রন্থে নরহরি ভণিতায় ৩টি এবং ঘনশ্যাম ভণিতায় ৮টি[৩৬] পদ আছে।

নরহরি ভণিতার পদ তিনটি হলো ১। উমত ঝুমত ডরত (পৃঃ ১২৮। পদ ৩৭৭), ২। তরুমূলে মেঘ বরণিয়া কে (পৃঃ ৭৫। পদ ২২৬) এবং ৩। সই কত না সহিব ইহা (পৃঃ ১৩৩। পদ ৩৯১)।
এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ৮টি পদ হলো ১। কানন কুঞ্জ কুসুম (পৃঃ ৪০। পদ ১৩৩), ২। কুল মরিযাদ জলধিজল (পৃঃ ১৫৭। পদ ৪৬১), ৩। দুহুঁ বচনামৃতে (পৃঃ ৪৩। পদ ১২৩), ৪। নিরমল কনক কষিল (পৃঃ ৪২। পদ ১২০), ৫। নিশি ঘনঘোর (পৃঃ ৪২। পদ ১১৮), ৬। উছুর হইল বেলা (পৃঃ ৩০। পদ ৮১), ৭। দন্ডবৎ করি মায় (৪ বার ধৃত—পদসংখ্যা ৮৭।১৩৪।১৭৭।২০৯), ৮। প্রভাতে সকল শিশু (পৃঃ ২৯। পদ ৭৬)।

(৩৩) 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী', হরিদাস দাস সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর) পৃঃ ৬৬।

(৩৪) প্রথমটি, গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ ৪০ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয়টি পাঠবাড়ীর ২০০০।১৪ নং গীতচন্দ্রোদয় পুঁথির ১১খ পত্রে (২৬ নং পদ) আছে।

(৩৫) 'সংকীর্তনামৃত' স. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৬)।

(৩৬) সঠিক গণনায় সংকীর্তনামৃতে ঘনশ্যাম ভণিতায় মোট ১১টি পদ আছে। তন্মধ্যে "দন্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়" ইত্যাদি পদটি ৪ বার লিখিত হয়েছে। আমরা ঐ ৪টি পদকে ১টি পদ ধরেই মোট ৮টি পদের উল্লেখ করতে চেয়েছি।

'সংকীর্তনামৃতে'র ৩৭৭ নং "উমত ঝুমত ডরত" ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু'তেও সংকলিত হয়েছে (৩৮২নং পদ)। আবার আধুনিক পদ সংগ্রহকর্তা দুর্গাদাস লাহিড়ীর "বৈষ্ণবপদ লহরী" গ্রন্থেও পদটি দেখা যায় (১৬নং পদ। নরহরি সরকার অংশে)।

'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদটিকে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন

"আমরা পদকল্পতরুর উক্ত ৩৬টি পদের রচয়িতাদ্বয়ের নাম ও পদসংখ্যা নিম্নে নির্দেশ করিলাম। যথা—নরহরি (সরকার ঠাকুর)—১০৩। ৩০৭।...২৯৯৪। নরহরি (চক্রবর্তী)—১৩। ১৪। ৩৮২। ১৫৫৯।...২৩৭১" [৩৭]।

অপর পক্ষে দুর্গাদাসবাবু পদটিকে নরহরি সরকারের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৩৮] তবে লক্ষণীয় যে, দুর্গাদাসবাবু তাঁর সংকলনে নরহরি ভণিতায় মোট ১৭টি পদ সংগৃহীত করে ঐ ১৭টিকেই সরকার ঠাকুরের রচনা বলে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৯] ঠিক তেমনি ঘনশ্যাম ভণিতায় মোট ১১টি পদ সংকলন করে সেই ১১টি পদকেই ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।[৪০] পদগুলি উদ্ধারের পূর্বে তিনি কবিদের সামান্য সামান্য পরিচয় দিয়েছেন। তা থেকে একথাই মনে হবে যে, দুর্গাদাসবাবু নরহরি ভণিতা মাত্রেই নরহরি সরকারের এবং ঘনশ্যাম ভণিতা মাত্রেই ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা মনে করতেন। নরহরি ভণিতার পদগুলির মধ্যে নরহরি চক্রবর্তী ঘনশ্যামের রচিত পদ যে থাকতে পারে কিংবা ঘনশ্যাম ভণিতার পদগুলির মধ্যে ঘনশ্যাম কবিরাজের পদ যে থাকবে, সে কথা তিনি একবারের জন্যেও স্মরণ করেন নি। আসলে তিনি নরহরি চক্রবর্তী ও ঘনশ্যাম কবিরাজের নিজ নিজ গ্রন্থোদ্ধৃত পদাবলীর সঙ্গে আপনার সংগৃহীত পদগুলিকে মিলিয়ে দেখেন নি। সে কাজটি সম্পন্ন হলে তিনি লক্ষ্য করতে পারতেন যে, তাঁর সংগৃহীত নরহরি ভণিতার ১৭টি পদের মধ্যে ৫টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ১১টি পদের ১১টিই ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে পাওয়া যায়। সে জন্যে দুর্গাদাসবাবুর মতামত গ্রহণে বাধা আছে।

যাই হোক, 'পদকল্পতরু'র সম্পাদকের মতে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর রচনারীতির সঙ্গে বর্তমান পদটির রচনারীতির কোনো

(৩৭) পদকল্পতরু, (৫ম খণ্ড, ভূমিকাংশ), পৃঃ ১৩০।

(৩৮) বৈষ্ণবপদলহরী, (বঙ্গবাসী, ২য় সং ১৩১২), পৃঃ ৫২৯-৫৩২।

(৩৯) ঐ, পৃঃ ৫২৯-৫৩২।

(৪০) ঐ, পৃঃ ৫৮৭-৫৯২।

সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। পদটি ব্রজবুলিতে লিখিত। কিন্তু ব্রজবুলির শব্দের কাঠিন্য, ভাষার কর্কশতা, অলংকারের প্রাচুর্য এ পদটিতে নেই। বরং এর ভাষা যেন সাধারণ বাংলা ভাষার মতোই, কেবল স্থানে স্থানে ব্রজবুলি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা ও ভাষার সাবলীলতায় খণ্ডিতা শ্রীরাধার মূর্তিটি অপরূপভাবে অংকিত হয়েছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য নরহরি চক্রবর্তীর নয়—নরহরি সরকারের। সেজন্যে এই পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা বলে আমরা মনে করি।

'সংকীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত নরহরি ভণিতার ২২৬ নং পদ "তরুমূলে মেঘ বরণিয়া কে" ইত্যাদি পদটি অন্য কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থে পদটি গ্রহণ করেছেন।[৪১] অর্থাৎ পদটি যে ষোড়শ শতাব্দীর কবি সরকার ঠাকুরের রচনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। পদটির রচনারীতি চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনারীতির অনুরূপ। অনলংকৃত ভাষায় স্বাভাবিক ত্রিপদী ছন্দে শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

নরহরি ভণিতার ৩৯১ নং 'সই কত না সহিব ইহা' পদটি বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন ভণিতায় মিলেছে। 'কীর্তনানন্দে' এবং 'পদকল্পতরু'তে ভণিতা আছে যথাক্রমে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস।[৪২] অবশ্য 'পদকল্পতরু'তে 'সংকীর্তনামৃতে'র পদ অপেক্ষা আরো প্রথম চার চরণ বেশী আছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞরাও এ পদটির রচয়িতার নাম নিয়ে একমত হতে পারেন নি।

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় পদটিকে নরহরি সরকারেরই রচনা বলে মনে করেন। তিনি নরহরি সরকারের ইতিবৃত্ত আলোচনাকালে লিখেছেন,

> "নীচের পদটি (—সই কত না সহিব ইহা) দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে আছে। এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ নাই, সুতরাং এইটিও সম্ভবত নরহরি দাসের (—সরকারের) লেখা। ইহাতেও চণ্ডীদাসি সুর অনুভূত।"[৪৩]

কিন্তু ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁর 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে পদটিকে জ্ঞানদাসের নামে কলিত করেছেন।[৪৪]

(৪১) 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' (১ম সং, ১৯৬১), পৃঃ ৩৭০। পদ নং ৫৫।

(৪২) কীর্তনানন্দ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪, তরু, ৯৬১ নং পদ।

(৪৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, ১৯৬৩), পৃঃ ৪০০।

(৪৪) বৈষ্ণবপদাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ১ম সং, ১৯৬১), "বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়" ইত্যাদি দিয়ে পদটি আরম্ভ হয়েছে।

আবার অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করে পদটিকে চণ্ডীদাসের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৪৫]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন যে, পদটি চণ্ডীদাসেরই রচনা। তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে একবার "চণ্ডীদাসের কবিত্ব" আলোচনাকালে পদটির দুই চরণ উদ্ধৃত করেছেন।[৪৬] আরেকবার নরহরি সরকার প্রসঙ্গে অন্য একটি বিখ্যাত পদের (কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি) সঙ্গে এই পদটির চার চরণ গ্রহণ করে তিনি লিখেছেন

> "এই পদ দুইটিতে চণ্ডীদাসের সুর ও রচনাবৈশিষ্ট্য অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, '২' সংখ্যক পদটি (সই কত না সহিব ইহা) আসলে নরহরির, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা চণ্ডীদাসের সুরের সঙ্গে নরহরির ভণিতাযুক্ত পংক্তিগুলির সুর মিলাইয়া দেখেন নাই, দেখিলে একথা বলিতে পারিতেন না। যেখানে নরহরি বলেন, 'কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব ভাঙিব আপন মাথা'—সেখানে চণ্ডীদাস বলেন, 'আমার অন্তর যেমন করিছে তেমতি হউক সে।' নরহরি চণ্ডীদাসের পদকে নকল করিয়াছিলেন, অথবা কেহ তাঁহার নামে এই সুপ্রসিদ্ধ পদটিকে একটু বদলাইয়া চালাইয়া দিয়াছিল।"[৪৭]

বর্তমান পদটি যে চণ্ডীদাসের রচনারীতির সার্থক অনুসরণে লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন্‌গুলি অকৃত্রিম রচনা, তার চূড়ান্ত বিচার আজো হয় নি। তবে বর্তমান পদটির অনুরূপ একটি পদ চণ্ডীদাসের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪৮] হয়তো রবীন্দ্র উল্লিখিত পদটিই মূলপদ। সেই পদটিকে গায়ক বা পুঁথিলেখকেরা বা অন্য কেউ কিছু কিছু অদল বদল করে নরহরির নামে চালিয়ে দিতেও পারেন, এবং সেটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

যাই হোক, পদটির রচনারীতির সঙ্গে নরহরি চক্রবর্তীর রচনারীতির কোনো মিল না থাকায়, পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা নয় বলেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।

এবার সংকীর্তনমৃতের ঘনশ্যাম ভণিতার পদগুলির প্রসঙ্গে আসা যাক।

---

(৪৫) চণ্ডীদাসের পদাবলী, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সং, ১৩৬৭, পৃঃ ৬৭-৭২।

(৪৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড, ১ম সং), পৃঃ ৬০৭।

(৪৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬২), পৃঃ ৬৫৩।

(৪৮) রবীন্দ্র রচনাবলী, (জন্মশতবার্ষিকী সং, ১৩৬৮), ১৩শ খণ্ড 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ। পৃঃ ৬২৯। পদটি হলো 'সই কত না সহিব ইহা'।

পূর্বোক্ত ৮টি পদের মধ্যে প্রথম ৫টি পদ ব্রজবুলিতে এবং শেষের ৩টি পদ বাংলা ভাষায় লিখিত। পদগুলি অন্য কোনো সংকলন গ্রন্থে নেই।

এই পাঁচটি ব্রজবুলি পদে গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রভাব লক্ষিত হয়। গোবিন্দদাসের ভাষা ও শব্দঝংকার, অলংকার ও বর্ণচয়ন এগুলির মধ্যে অনুভব করা যায়। এমন কি ঘনশ্যামের 'কানন কুঞ্জ কুসুম শর দারুণ শুকপিক পঞ্চমগান' ইত্যাদি পদটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের 'কানন কুঞ্জে কুসুম পরকাশ শারি শুক পিক মধুরিম ভাষ' পদটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। প্রতিটি পদ গোবিন্দদাসের অনুরূপ ভাববিশিষ্ট পদের অনুসরণ করেছে। সেজন্যে এই পদ ৫টি ঘনশ্যামদাস কবিরাজের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

বাকী ৩টি বাংলা পদ গোষ্ঠলীলাবিষয়ক। কিন্তু ঘনশ্যাম কবিরাজ বা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর গোষ্ঠলীলার কোনো পদ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। এবং পদগুলিতে চক্রবর্তীর রচনারীতির কোনো বৈশিষ্ট্যও নেই। 'পদকল্পতরু'তে ১১৪৫ সংখ্যক "কোলেতে করিয়া রানী" ইত্যাদি একটি বাৎসল্য রসের পদ পাওয়া যায়। কিন্তু 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক পদটিকে ঘনশ্যামের রচনা বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে পদটি ঘনরামের রচনা হওয়াই উচিত। তিনি লিখেছেন

> "১১৪৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা 'ঘনরাম' কিংবা 'ঘনশ্যাম'—তাহাতেও সন্দেহ আছে। ঘনশ্যামের বাৎসল্যরসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঘনরামের সমস্তই বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ। এই পদটির সহিত ঘনরামের পদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; সুতরাং এখন আমাদিগের মনে হইতেছে যে, 'খ' ও পদরসসার পুথির প্রমাণ অনুসারে এই পদটি ঘনরামের বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভালো হইত।" ৪৯

গোষ্ঠলীলার এই ৩টি পদের সম্পর্কে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে।

প্রথমতঃ, নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম কবিরাজের গোষ্ঠলীলার কোনো পদ আবিষ্কৃত হয় নি। নরহরি একমাত্র গৌরাঙ্গ সম্পর্কে বাৎসল্যলীলার কিছু পদ রচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পদগুলির রচনারীতির সঙ্গে এই দুই কবির রচনারীতির কোনো মিল নেই। এজন্য মনে হয়, পদগুলি চক্রবর্তী বা কবিরাজের রচনা নয়। হয় ভণিতা বিভ্রাট ঘটেছে, নয় তৃতীয় কোনো ঘনশ্যামের রচনা হওয়া সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে 'ঘনশ্যাম' নামীয় কবির অভাব নেই—ষোড়শ শতাব্দের অন্তিমে জয়গোপালদাসের এক শিষ্য ঘনশ্যাম ভাগবতের অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেছিলেন। ইনি গুরুদত্ত নাম "শ্রীকৃষ্ণকিংকর" নামেও ভণিতা দিয়েছেন॥ ৫০

(৪৯) পদকল্পতরু, ৫ম, সতীশচন্দ্র রায়, পৃঃ ৮৮।

(৫০) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম অপরার্ধ, ২য় সং পৃঃ ৬৩-৬৪।

(৪) **কীর্তনানন্দ** [৫০ক]

গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সংকলিত হয়।[৫১] এর একটি অনুলিপি বরাহনগর পাঠবাড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে আছে। মুর্শিদাবাদ-সৈদাবাদ থেকে বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় এর একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পুথির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থটির পদ সজ্জায় মিল নেই। এমন কি প্রাপ্ত মুদ্রিত গ্রন্থটির[৫২] কোথাও সংকলক হিসেবে গৌরসুন্দরের নাম নেই।

এই পুথিতে নরহরি ভণিতায় ৬টি[৫৩] ও ঘনশ্যাম ভণিতায় ৩৮টি পদ আছে। নরহরি ভণিতার ৬টি পদ হলো

১। সখি হে হের দেখসিয়া রঙ্গ (পত্র ৮৫খ), ২। শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
৩। বন্ধু কানাই...যতেক (১২৭ক-খ), (১০৭ক-খ),
২২৯খ), ৪। বিনোদিনী বেরি একু (১৭১খ)
৫। নিদারুণ দারুণ সংসার (১৮৪ক। ২২৯খ), ৬। রাইর বিপতি শুনি (২২০ক)।

মুদ্রিত গ্রন্থের প্রাপ্ত অংশে (১-৩২৪ পৃষ্ঠা) উক্ত ১, ২, ৩ নং পদ মাত্র আছে। ১ নং পদটিরও পূর্বে নরহরির ভণিতার নিম্নোক্ত পদটি আছে—'ধন্য যশোমতী কত পুণ্য কৈলা তুমি' (পৃঃ ৮)। এটি পুথিতে নেই।

উল্লিখিত ৬ নং 'রাইর বিপতি শুনি' ইত্যাদি পদটি 'রসকল্পবল্লী' ও 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে পাওয়া যায়। পূর্বেই এটি সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, পদটি নরহরি সরকারের রচনা, নরহরি চক্রবর্তীর নয়।[৫৪]

উল্লিখিত ১ নং "সখি হে হের দেখসিয়া রঙ্গ" পদটিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নবিলাস বর্ণিত। নরহরি সরকারের এ বিষয়ে কোনো পদ মেলে নি। অপর দিকে, নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে গৌরাঙ্গের এবং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নবিলাসের অনেকগুলি পদ আছে। এই পদগুলির ভাববস্তু ও

(৫০ক) পুথি পাঠবাড়ী নং ২৬৫৪। ৮, পত্র ১-২৩৩, অনুলিপিকাল ১২০৭ বঙ্গাব্দ, ১১১৯টি পদ, সম্পূর্ণ।

(৫১) এই পুথির শেষে (২৩৩খ পত্রে) গ্রন্থ সমাপ্তিকাল আছেঃ "শক চান্দ ষট বসু বসু মেলি মাহ বিরি সের পুহে। সনবিধু বিধু মুনি লোচন হি সমাধান হইয়াছে"। এ থেকে পাই—১৬৮৮ শকাব্দ বা ১১৭৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৬ খৃঃ।

(৫২) প্রকাশকাল নেই। গ্রন্থটি একমাত্র ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের সংগ্রহে পাওয়া গেছে। টাইটেল পেজেও সংকলকের নাম নেই। গ্রন্থটির শেষদিকে কিছু পাতা নেই। ১-৩২৪ পৃঃ, মোট ৬২৫টি পদ আছে।

(৫৩) নরহরি ভণিতার উক্ত ৫ নং "নিদারুণ দারুণ সংসার" পদটি দুবার উদ্ধৃত।

(৫৪) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

ভাব ভঙ্গির সঙ্গে আলোচ্য পদটির সাদৃশ্যও আছে। 'রাধাকৃষ্ণের স্থলে 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া' বসিয়ে দিলেও পদটির রসবোধে বিঘ্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পদটির ৪র্থ চরণে আছে—"নিন্দনি রাধিকা ও চন্দ্রবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা"। অনুরূপ ভাবকল্পনা সরকার ঠাকুরের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তখনো রাধাভাবের প্রসার হয় নি। এই হিসেবে পদটিকে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে।

উক্ত ২ নং "শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা" ইত্যাদি পদটি বিভিন্ন পুঁথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থে বিভিন্ন ভণিতায় পাওয়া গেছে। যেমন—

'নরহরি' ভণিতাঃ বর্তমান পুঁথি। মুদ্রিত গ্রন্থ—'বৈষ্ণবপদাবলী' (সাহিত্য অকাদেমী, ১ম সং, পৃঃ ১৭-১৮)।

'জ্ঞানদাস' ভণিতাঃ 'পদকল্পতরু' (পদ ৬৮৭), 'পদরসসার' (পদ ১১৬২)। মুদ্রিত গ্রন্থ— 'জ্ঞানদাস' (১৩০২, পৃঃ ৬৫—রমণীমোহন মল্লিক), 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' (ক. বি. ১৩৬৩, পৃঃ ১৮৭), 'বৈষ্ণবপদাবলী' (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮, পৃঃ ৪০০), 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী' (১৩৭২, পৃঃ ১৫৩ —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার), আলোচনাগ্রন্থ—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৭০৭—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'চণ্ডীদাস' ভণিতাঃ 'পদরত্নাকর' পুঁথি (১৪। ৩)। পুঁথির প্রাচীনত্বের দাবীতে পদটির 'নরহরি' ভণিতাই গ্রহণীয়। কিন্তু পরবর্তী দুটি পুঁথিতে 'জ্ঞানদাস' ও একটিতে 'চণ্ডীদাস' ভণিতা ব্যবহারও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পদটি রসোদ্গারের। এর মধ্যে যে রোমান্টিকতা, অধ্যাত্মচেতনা ও আবেগের উপযুক্ত বাণী চয়িত হয়েছে, তা জ্ঞানদাসের রচনাকেই [৫৫] স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ ভাব রস ও আঙ্গিক, কোনো দিক দিয়েই পদটি নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। পদটি তাঁর রচনা না-হওয়াই স্বাভাবিক।

উক্ত ৩ নং "বন্ধু কানাই পরাণ কেমন করে......পুরুবে যতেক করিলু স্তুতপ" ইত্যাদি পদটি [৫৬] চণ্ডীদাসের 'নিবেদন' পদের ভাব সম্পদ ও ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে সমতুল। ৫ম-১০ম নং চরণে চণ্ডীদাসের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। চণ্ডী-দাসের পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদের মিলই বেশি। নরহরি চক্রবর্তীর অনুরূপ ভাবের পদ নেই। পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা হওয়াই সম্ভব।

(৫৫) 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' (পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ২৪৬), "অলো মুই জানি না" (গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৩৯), 'মানস গঙ্গার জল' (তরু, ১৪১১). 'দেইখা আইলাম তারে' (ক. বি. গ্রন্থ, পৃঃ ৬২) ইত্যাদি।

(৫৬) বৈষ্ণবপদাবলী, (ক. বি. ৭ম সং, পৃঃ ৮৫), তে ধ্রুবা অংশ বাদ দিয়ে 'পুরুবে যতেক' থেকে মুদ্রিত।

উল্লিখিত ৪ নং "বিনোদিনী বেরি একু কর অবধান" পদটি 'পদকল্পতরু' (পদ নং ৫২২ এবং ২০৫৭), 'পদরসসার' (নং ৬৯৩) এবং 'পদরত্নাকরে' (২১। ৫৩ নং) 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় মিলেছে। পুথির প্রাচীনত্ব হেতু পদটির 'নরহরি' ভণিতাই গ্রহণীয়, আবার তিনটি পুথির সাক্ষ্যে এর 'ঘনশ্যাম' ভণিতাও অস্বীকার করা যায় না। পদটি মানভঞ্জনের। নরহরি সরকারের মানের কোনো পদ নেই। তাছাড়াও পদটির ভাষা ও রচনারীতি তাঁর ব্রজবুলি পদের মতো নয়। সেই হিসেবে পদটির 'ঘনশ্যাম' ভণিতাই গ্রহণ করা উচিত। নরহরি-ঘনশ্যামেরও মান-বিষয়ক কোনো পদ আবিষ্কৃত হয় নি। গীতচন্দ্রোদয়ে 'মানের' আরম্ভ মাত্র মিলেছে, কোনো পদ মেলে নি। সুতরাং তাঁর মানের পদের সঙ্গে বর্তমান পদটির কোনো যোগসূত্রও নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

অপর পক্ষে ঘনশ্যাম কবিরাজের মান বিষয়ক কিছু পদের সঙ্গে এর তুলনা চলে। তাঁর এবং তাঁর পিতামহ গোবিন্দদাসের সুর, ছন্দ, ভাববস্তু ও ভাষার সঙ্গে এই পদটি সমতা রক্ষা করে ঘনশ্যাম কবিরাজের 'রাইক চরিত বুঝিয়া বর নাগর' (পদকল্পতরু ৪২৬), 'কত পরকার কহল যব সহচরি' (তরু ২০৫৫) প্রভৃতি এবং গোবিন্দদাসের 'রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব' (তরু ৪৩০), 'রাই অনাদর হেরি রসিকবর' (সংকীর্তনামৃত ৩৮৭) ইত্যাদি পদের সঙ্গে আলোচ্য পদটি গভীর সম্পর্ক যুক্ত। এজন্যে পদটিকে কবিরাজের রচনা হিসেবেই আমরা গ্রহণ করতে চাই।

৫ নং "নিদারুণ দারুণ সংসার" ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু' (২৯৯৪), 'পদরসসার' (২৫০৩) এবং 'পদরত্নাকরে' (দু-বার—৪০। ৭, ৪৩। ৪) নরহরি ভণিতাতেই পাওয়া গেছে। পদটির সহজ ভাষা ও সরল ভাব—সরকার ঠাকুরের রচনারীতিকে স্মরণে আনে। সরাসরি চৈতন্য ভজনের নির্দেশ, তার সুফল ও ভজনহীনের দুর্গতির ইঙ্গিত আছে এই পদের মধ্যে। নরহরি চক্রবর্তী-সুলভ কোনো লক্ষণ এতে নেই। ফলে পদটি সরকার ঠাকুরের রচনারূপে গ্রহণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও পদটি এঁর রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন।[৫৭]

মুদ্রিত কীর্তনানন্দের "ধন্য যশোমতী কত পুণ্য কৈলা তুমি" (পৃঃ ৮) ইত্যাদি নন্দোৎসবের পদটির প্রাঞ্জল ভাষা, সরল ছন্দ ও জটিলতাহীন ভাব সম্পদ সরকার ঠাকুরের অনুবর্তী। ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বলেন

> "মনে হয়, সরকার ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে।"[৫৮]

(৫৭) পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ১৩৩—"নরহরি (সরকার ঠাকুর) ১৩৩...২৯৯৪।"
(৫৮) বিচিত্র সাহিত্য, ১ম, (১৯৫৬), পৃঃ ১১২।

সুতরাং ব্রজলীলার প্রারম্ভে এমন একটি পদ থাকার প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে নরহরি চক্রবর্তীর অনুরূপ ভাবের কোনো পদ নেই। পদটি রচনারীতি বিচারেও সরকার ঠাকুরের রচনা হওয়া সম্ভব॥

'কীর্তনানন্দ' পুথিতে ঘনশ্যাম ভণিতার ৩৮টি পদের ৩৫টি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে আছে। এগুলি হলোঃ (পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি পুথির পত্র, পরেরটি হরিদাস দাস সম্পাদিত 'গোবিন্দরতি-মঞ্জরী'র পৃষ্ঠা)

১। উজর হার উর—১২খ (১০), ২। আজু হাম যাইতে—১৯খ (৩৮), ৩। সহজই বিষম—২৫খ (১২), ৪। অলখিত গতি জিতি—২৫খ (১৩), ৫। দূর অবগাহ—২৬ক (১৫), ৬। সখিগণ সঞে নাহি—৩০ক (২১), ৭। তুয়া মুখ কমল—৩৯খ (২৪), ৮। শুন শুন শুন পুন—৪০ক (৯০), ৯। অনুখণ হেরিয়ে—৪০খ (১৬), ১০। কো কহু অপরূপ—৪৯খ-৫০ক (৪), ১১। ভকতি রতনখনি—৫৫ক (৫৬), ১২। সহজই মন্থর—৭২ক (২২), ১৩। কো ইহ পুন পুন—১৪৯খ (৩৭), ১৪। কুসুম শয়নে—১৫১খ (৪০), ১৫। আজুক মিলন সময়—১৫২ক (৪১), ১৬। কুসুম শেজ—১৫২খ (৪২), ১৭। গগনহি এক চাঁদ—১৫৯ক (৩০), ১৮। আজুক গমন—১৫৯ক (৪৪), ১৯। ঘোর তিমির—১৬৭ক (২৮), ২০। পরিহরি সো গিরি—১৮৩ক (৩৭), ২১। গুরুজন বচনে—১৮৮খ (৪৬), ২২। ঝাঁপল উৎপল -১৮৮খ (৪৮), ২৩। দেখ পাপি আঘন—১৯৬খ-১৯৭ক (৬৯), ২৪। নিজকুল গৌরব—১৯৮ক (৬৯), ২৫। একে বিরহানল সহজে—১৯৮ক (৭০), ২৬। পেখলু গোকুল বসতি—১৯৮খ-১৯৯ক (৫০), ২৭। লোচন লোর ওর—১৯৯ক (৬৬), ২৮। তুয়া উপচার—১৯৯ক (৬৮), ২৯। সোচির বিরহ জ্বর—২০০খ (৮৪), ৩০। কুল মরিযাদ হরল—২০১খ (৭১), ৩১। হিয় বিরহানল—২০৪খ (৭২), ৩২। শ্যামরগুণ গহ—২০৪খ (৮৩), ৩৩। আজু হাম সপনে—২০৫ক (৮২), ৩৪। অধর সুধারস—২০৫খ-২০৬ক (৮৫) এবং ৩৫। ঝাঁপল কনয় ধরাধর—২০৬ক (৮৭)। সুতরাং এই ৩৫টি নিশ্চিত কবিরাজেরই রচনা।

ঘনশ্যাম ভণিতার নিম্নোক্ত ২টি পদ নরহরি-ঘনশ্যামের 'গীতচন্দ্রোদয়' 'পূর্বরাগে' আছে (১) নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই—১৯ক পত্র। 'গীত-চন্দ্রোদয়' পৃঃ ১০০, (২) মাধবীলতার তলে বসি—৫৬খ পত্র। ঐ, পৃঃ ৭৭৮। পদগুলি অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং এ দুটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনারূপে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

বাকি ১টি পদ—"দেখ সখি কানুক রঙ্গ" (পত্র ৯৩খ-৯৪ক)[৫৯] অন্য কোনো প্রাচীন পুথিতে মেলে না। পদটির ভাববস্তু ও রচনারীতির সঙ্গে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদেরই মিল বেশি। তাছাড়া ৫ম চরণে—রাধার 'চরণ বিভূষণে

---

(৫৯) পরিশিষ্ট—খ, পদ—১৪৪।

মণিগণ 'উজর শ্যাম মুরতি পরতেক' ইত্যাদি কল্পনা মঞ্জরীভাব-উপাসক গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্রের পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ। এদিক থেকে পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

মুদ্রিত 'কীর্তনানন্দে' পুথির উল্লিখিত ১-১৪ নং পর্যন্ত ১৪টি এবং প্রারম্ভে অন্য একটি পদ আছে। পদটি হলো—"ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তিথি" (পৃঃ ১২। পদ ৩)। পুথিতে এটি নেই পদটি 'পদকল্পতরু'তে (নং ১১৩৮) এবং 'পদরসসারে'ও (নং ১৬৪৩) সংকলিত হয়েছে। 'পদ-কল্পতরু'র সম্পাদক পদটিকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> "শ্রীরাধার জন্মবিষয়ক পদটা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচিত হইলেও হইতে পারে; কেন না উহার রচনায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই, যাহা দ্বারা উহাকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু পদটা ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায় নাই; উহার মিলের জায়গায়ও 'ঘনশ্যাম' নাম প্রযুক্ত হয় নাই সুতরাং উহাতে ঘনশ্যাম কবিরাজের লক্ষণ না পাইলেও আমরা অগত্যা উহাকে তাঁহার রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি।" [৬০]

কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই বলেই যে তা চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হবে না, এমন হতে পারে না। পদটি তো কবিরাজের গ্রন্থেও নেই। এই বিতর্কে প্রবেশ না করে দেখা যাচ্ছে যে, পদটি সহজ বাংলায় রচিত, শ্রীরাধার জন্মোৎসব বর্ণনাযুক্ত। কবিরাজের এই রসের কোনো পদ নেই। এবং তাঁর বাংলা পদগুলির (মোট ৬টি) রচনারীতির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' রাধা ও কৃষ্ণের জন্মলীলা-উৎসব বিষয়ে কিছু পদ আছে। [৬১] বর্তমান পদে বর্ণিত ঘটনাগুলি তাঁর ঐ সব পদেও বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা, রচনারীতি ও ভাব প্রকাশের দিক থেকে এই পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হওয়াই সম্ভব।

ফলকথা, কীর্তনানন্দেই প্রথম নরহরি চক্রবর্তীর পদ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত পদের সংখ্যা—৪, যথা—১। সখি হে হের দেখসিয়া রঙ্গ, ২। নয়নক নীর স্থির নাহি বান্ধই, ৩। মাধবীলতার তলে বসি, ৪। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি (মুদ্রিত গ্রন্থে আছে)॥

(৬০) পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ৮৮।
(৬১) ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গে 'রাধিকার জন্মতিথি দিন', ইত্যাদি ৭টি পদ। ১২শ তরঙ্গে শ্রীগৌর জন্মোৎসব বিষয়ক কিছু পদ আছে।

(৫) পদকল্পতরু [৬২]

বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন চয়নিকা গ্রন্থ বৈষ্ণবদাস গোকুলানন্দ সেনের 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু'। গ্রন্থটি 'অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষদিকে' সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলনে নরহরি ভণিতার ৩৬টি [৬৩] এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ৪২টি পদ আছে।

নিম্ন সংখ্যক পদগুলি নরহরি ভণিতাযুক্ত—১৩। ১৪। ১০৩। ৩০৭। ৩১৬। ৩৮২। ৪০৮। ৪২৯। ৭৯৯। ৮২০। ৮৩২। ৮৩৩। ৮৪০। ৮৪৯। ৮৫৩। ১৫৫৯। ১৫৬০। ১৫৬৩। ১৫৬৪। ১৫৬৬। ১৬৪৩। ১৭০৭। ১৭২৯। ১৭৪৬ (বা ১৯১৭)। ১৯০২। ১৯০৮। ১৯৭০। ২০৯৭। ২১২২। ২২৪১। ২২৫৯। ২২৮৮। ২২৯৩। ২৩৬৯। ২৩৭১। ২৯৯৪।

তন্মধ্যে স্থূলাক্ষর ২৫টি পদ, গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে নরহরি সরকারের রচনা। বাকি ১১টি নরহরি চক্রবর্তী রচিত। [৬৪]

নরহরি সরকারের নামে উল্লিখিত ২৫টি পদের মধ্যে ৮৩৩ এবং ১৭৪৬ (বা ১৯১৭) সংখ্যক পদ দুটি ছাড়া বাকি ২৩টি পদকে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক [৬৫] সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তন্মধ্যে ১৬টিকে এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও ১৬টিকে এঁর রচনা বলে মনে করেছেন। নিম্নে এই তিন পদসংকলকের গৃহীত পদগুলি প্রদত্ত হলো

(৬২) পুথি ১টি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত। ১৮৬৬ খৃীঃ থেকে গ্রন্থটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্করণ হলো—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থটি। এর পাঁচ খণ্ড—১ম (১৩২২), ২য় (১৩২৫), ৩য় (১৩৩০), ৪র্থ (১৩৩৪), ৫ম—ভূমিকা (১৩৩৮)। বর্তমান আলোচনায় এই গ্রন্থটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬৩) সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর ৫ম খণ্ডে 'পদকর্তৃসূচী'তে (পৃঃ ৫১) 'নরহরি' ভণিতার পদসমষ্টি '৩৫' বলে উল্লেখ করেছেন। পরে 'পদসূচী' তৈরীর সময় জানান যে, এই ভণিতার ২১২২ নং ১টি পদ গণনাকালে ধরা হয় নি (পৃঃ ১৩২)। ১৭৪৬ ও ১৯১৭ সংখ্যক পদ দুটি অভিন্ন।

(৬৪) তরু ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩।

(৬৫) ১ম সং (১৩১০) স. জগবন্ধু ভদ্র ; ২য় সং (১৩৪০), স. মৃণালকান্তি ঘোষ।

'পদকল্পতরু'র পদ সংখ্যা	'গৌরপদ তরঙ্গিণী'র ২য় সং পৃষ্ঠা	ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণবপদাবলী' সরকার ঠাকুরের পদ সংখ্যা	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গ্রন্থত্রয় 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' পদ সংখ্যা	'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' (২য় সং) পৃষ্ঠা	'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' ২য় সং) পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪ক	৪খ	৪গ
৪০৮	—	১৮	১১৪	৫৭	১৪৬
৪২১	—	১১	১০৪	৫৭	—
৮২০	১৯২	২৯	১৩	৬০	৪৭
৮৩২	১৯২	১৫	১৫	৬০	৪৯
৮৪০	১৯৩	২৮	৭৯	৬১	১১৩
৮৪৯	১৯৩	২৩	১৩৫	—	১৬৬
৮৫৩	১৮৭	১৬	১৬	৫৮	৫০
১৯০৮	২০৪	২০	৩	—	৩৭
২২৫৯	৮	৫	১১	৬২	৪৫
১৯০২	—	২১	—	৫৮	—
৩০৭	—	২২	—	৫৬-৫৭	—
২২৯৩	—	৩	—	—	—
১০৩	১১৩	৯	—	—	—
১৭২৯	—	২৬	—	৫৮	—
৩১৬	—	—	২	৫৭	৩৬
৮৩৩	—	—	১১১	—	—
৭৯৯	১৯২	—	১২	৫৯	৪৬
২১২২	—	—	১	৫৫	৩৫
১৬৪৩	২০১	২৭	১৮৯	৬১	—
১৭৪৬ (বা ১৯১৭)	—	১৭	—	৫৮	—

দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত ২০টি পদ এই তিনজন পণ্ডিত কর্তৃক সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু কেউই পদগুলি গ্রহণের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি।

বস্তুতঃ এই পদগুলি সরল বাংলা ভাষায় রচিত। কোনো রকম আলংকারিক কারুকার্য নেই। ভাষায় ব্রজবুলি, তৎসম বা বৃন্দাবনের আঞ্চলিক শব্দ, আভিধানিক শব্দ পাওয়া যায় না। ছন্দ সাধারণ পয়ার ত্রিপদী। অনুপ্রাস, উপমা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলংকারে পদগুলি ভূষিত নয়। আকার স্বাভাবিক।

একটি পদও দীর্ঘ নয়। প্রতিপদের ভাববস্তুটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভাবের অকৃত্রিমতা ও জীবনোপলব্ধির গভীরতায় রাধা-বিভাবিত-গৌরসুন্দরের চিত্র এক একটি পদে অপরূপভাবে অংকিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই গুণ নরহরি চক্রবর্তীর নয়—সরকার ঠাকুরের। এ জন্যেই আমরাও এই পদগুলিকে নরহরি সরকারের রচনা হিসেবে গ্রহণ করছি।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক সরকার ঠাকুরের রচনারূপে নির্দেশিত বাকি ৫টি পদের মধ্যে ২৯৯৪ সংখ্যক "নিদারুণ দারুণ সংসার" পদটি 'কীর্তনানন্দে' [৬৬] সংকলিত হয়েছে। পূর্বেই এটির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, পদটি সরকার ঠাকুরেরই রচনা। [৬৭]

২২৪১ সংখ্যক 'ত্রিভুবন মনোহর' ইত্যাদি পদটিকে সতীশচন্দ্রের মতো ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। [৬৮] যদিও পদটির আঙ্গিকের সঙ্গে সরকার ঠাকুরের পদের মিল অধিক, তবুও আভ্যন্তরীণ কয়েকটি কারণে এটিকে আমরা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে করিঃ (এক) পদটি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালীন অবস্থা বিশেষের প্রকাশক। সরকার ঠাকুরের অনুরূপ বিষয়ের কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' এই বিষয়ের পদ আছে, সাধারণ পয়ারে বর্ণনাও আছে। [৬৯] আলোচ্য পদটির বক্তব্য চক্রবর্তীর এই সব রচনায় হুবহু মিলে যায়। (দুই) শ্রীচৈতন্যের চাঁচর কেশ মুণ্ডন, কেশ দেখে রতিপতির মোহ-গ্রস্ত অবস্থা বা পরাজয় স্বীকার,—চক্রবর্তীর কাব্যে একটি বহু লিখিত বিষয়। [৭০] সরকার ঠাকুরের কোনো পদে এই ধরণের বিষয় প্রকাশিত হয় নি। (তিন) এই পদে আছে, "কনক অঙ্গদ বালা মণি মুকুতার মালা তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ" নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু নিমাই-এর এই সব অলংকার পরিধানের কথায় ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। এমন কি নিমাই-এর অনুরূপ অলংকার পরবার স্বচ্ছল সাংসারিক অবস্থার কথাও ইতিহাসে নেই। সুতরাং তাঁরই নিত্যসহচর সরকার ঠাকুরের পক্ষে এতবড় অমূলক কথা লেখা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে নিমাই-এর রূপ বর্ণনায়

(৬৬) বরাহনগর পাঠবাড়ী পুঁথি ২৬৫৪। ৮, দুবার উদ্ধৃত, পত্র ১৮৮ক, ২২৯খ।

(৬৭) বর্তমান অধ্যায়, 'কীর্তনানন্দ' অংশ।

(৬৮) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (২য় সং), পৃঃ ৫৭। ৬১।

(৬৯) ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৫৯২-৫৯৫।

(৭০) নরোত্তমবিলাস ১ম বিলাস। ৭১-৭২ চরণ, ২য়। ২০১-২০২; ভক্তিরত্নাকর ২। ৩২-৩৬, ১২। ২৮০৫-২৮৩৬, ১২। ১১৮২-১১৮৩ ইত্যাদি।

অনুরূপ মণিমুক্তোর অলংকারের ছড়াছড়ি করেছেন।[৭১] নিমাই-এর দীর্ঘ দু শো বছর পরে তাঁর পক্ষে এরকম বক্তব্য রাখা কষ্টকর নয়। (চার) সরকার ঠাকুর চৈতন্যকে শ্রীরাধার সঙ্গে অভিন্ন রূপেই অংকন করেছেন। কিন্তু পদটিতে ভাব প্রকাশে 'জনু রাধা', 'রাধার পারা', 'রাধার পিরিতি জনু' এবং রাধার 'পিরিতে হৈল হেন' ইত্যাদি রাধিকার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্যবোধক শব্দ বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। সরকার ঠাকুরের কোনো পদে এমন ভাবটা নেই। পরন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের অনেক পদেই এ রকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (পাঁচ) এই পদের শেষ চরণে আছে—"এমন প্রেমের বন্যা জগত হইল ধন্য। বঞ্চিত হইলু মুই কেন" ইত্যাদি দুঃখ প্রকাশ ও আক্ষেপকরণ গৌরপ্রিয় পার্ষদ সরকার ঠাকুরের পক্ষে খাটে না। পরন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের অনেক পদেই এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং পদটি নরহরি চক্রবর্তীরই রচনা।

২২৮৮ সংখ্যক 'অনুপম গোরা অবতার' ইত্যাদি পদটির ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক নরহরি সরকারের রচনারীতির অনুবর্তী। পদটি গৌর-বন্দনা ও গৌর-ভজনা বিষয়ক। এতে সরাসরি গৌর-ভজনার নির্দেশ আছে, নাম-মহিমা প্রচারিত হয়েছে। শ্রীগৌর ছাড়া যে জীবের জন্য কোনো গতি নেই, তিনি যে জীবকুলের দুর্দশা মোচন করতেই অবতীর্ণ হয়েছেন, সে কথাই কবি পরম শ্রদ্ধাভরে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ পদটির ভাষা সহজ ও নিরলংকার। পাণ্ডিত্য বা তত্ত্ব প্রকাশ দ্বারা পদটি জটিল হয়ে ওঠে নি। ছন্দও স্বাভাবিক ত্রিপদী। গুরুগম্ভীর শব্দ বা ব্রজবুলি শব্দের মিশোল নেই। সর্বোপরি পদটির শেষ চরণে আছে—"কিছু না বুঝিয়া চিতে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে গুণ গায় নরহরি দাস"। নরহরি সরকার গৌর-উপাসনার পথ প্রদর্শক। তার পক্ষেই অনুরূপভাবে চৈতন্য-ভজনার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের গৌর-ভজনা নির্দেশক অপর একটি পদ (নিদারুণ দারুণ সংসার) পূর্বেই 'কীর্তনানন্দে' পাওয়া গেছে। পদটি 'পদকল্পতরু'তেও ২৯৯৪ সংখ্যক রূপে সংকলিত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীর এই বিষয়ের কোনো পদ নেই। রচনারীতিও তাঁর পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এজন্যেই গ্রন্থ সম্পাদকের মতো আমরাও পদটিকে সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করছি।

১৭০৭ এবং ১৯৭০ সংখ্যক পদ দুটি সতীশচন্দ্রের মতে নরহরি সরকারের রচনা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচারে পদ দুটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে হয়।

(৭১) ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ, গৌরচরিত্রচিন্তামণির ২য়, ৩য় কিরণ, এবং গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথির ২২ক-২৮ক পত্রে শ্রীগৌরের রূপ বর্ণনার পদগুলি দ্রষ্টব্য।

১৭০৭ সংখ্যক 'লোচনে ঝরঝর' ইত্যাদি পদটিতে স্বপ্নে গৌরকিশোর দর্শনের কথা লিখিত হয়েছে। স্বপ্নে দেখার পর জাগ্রতাবস্থায় তাঁর পুনর্দর্শন-অভাবহেতু কবি ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছেন। নরহরি সরকারের পক্ষে গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখা ও পুনর্দর্শনের অভাবে ক্রন্দন করার প্রশ্ন ওঠে না। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর বহু পদেই গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দর্শন করার কথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, 'স্বপ্নে দর্শন ও জাগ্রতাবস্থায় ক্রন্দন' নরহরি চক্রবর্তীর একটি বহু আলোচিত বিষয়। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে' এই প্রসঙ্গ বহুবার উত্থাপিত হয়েছে।[৭২] তৃতীয়তঃ, পদটিতে ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে—স্বপনহি পেখলু, রজনীক, আওল, বিহরয়ে, হেরলু ইত্যাদি। তাছাড়াও এই পদে বিদ্যাপতির 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' ইত্যাদি পদের (তরু ১৯৯৫) প্রভাব আছে। এই বৈশিষ্ট্য নরহরি চক্রবর্তীর।

১৯৭০ সংখ্যক 'আওব গৌর পুনহি নদীয়াপুর' ইত্যাদি পদটি গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে সরকার ঠাকুরের রচনার নমুনারূপে উদ্ধার করেছেন। পদটি উদ্ধারের পূর্বে তিনি লিখেছেন

> "যখন প্রভু সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিবার কথা ইঙ্গিতে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন, তখন নরহরিও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই কথা শুনিয়া নরহরির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রভুর চরণযুগল ধরিয়া বলিলেন, প্রভো! এ কার্য হইতে বিরত হউন। আপনার সন্ন্যাসরূপ আমরা দেখিতে পারিব না।' প্রভু বলিলেন, 'নরহরি আমি যে-রূপেই থাকি, তোমরা আমাকে সর্বদা এই ভাবে দেখিতে পাইবে।.........(সন্ন্যাস গ্রহনান্তর) প্রভু কণ্টকনগর গমন করিলে নরহরি, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত তৎক্ষণাৎ প্রভুর পশ্চাদনুগমন করেন নাই। তিনি পুত্রবিরহাকাতরা শ্রীশচীমাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সেই সময় নরহরি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—আওব গৌর পুনহি নদীয়াপুর.........হেরব গৌরকিশোর।"[৭৩]

কিন্তু এ ব্যাখ্যা নিতান্ত ভক্তের কল্পনামাত্র। নরহরি সরকার গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ে কোনো পদ লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। পদটি 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তেও[৭৪] সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সম্পাদক পদটির রচয়িতা হিসেবে সরকার বা চক্রবর্তী, কারো নামই উল্লেখ করেন নি।

পদটি ব্রজবুলিতে রচিত। ভাষা সুমিষ্ট নয়। ছন্দও সাবলীল নয়।

---

(৭২) ভক্তিরত্নাকর, (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৪৬। ৪৭। ৬৬। ৭৩। ৭৬-৭৭। ৮১। ৮২। ৮৩। ৩৫৮ ইত্যাদি।

(৭৩) শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, (২য় সং, ১৩৬১), পৃঃ ২৯-৩০।

(৭৪) গৌরপদতরঙ্গিণী, (২য় সং), পৃঃ ২০৭।

সরকার ঠাকুরের রচনারীতির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্যই নেই। বরং পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনাবৈশিষ্ট্য স্মরণে আনে। ভাববস্তুটি যেমন সরকার ঠাকুরের পক্ষে তেমনি নরহরি চক্রবর্তীর পক্ষেও প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু রচনারীতিটি সরকার ঠাকুরের নয়। এজন্যে আমরা পদটিকে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনারূপে গ্রহণ করতে চাই॥

পদকল্পতরুর 'নরহরি' ভণিতার বাকি ১১টি পদ, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে, নরহরি চক্রবর্তীর রচনা। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক এর মধ্যে দুটি পদকে (১৫৫৯। ১৫৬০) চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করেন।[৭৫] ক্ষীরোদচন্দ্র রায়[৭৬] এবং ডঃ শ্রীসুকুমার সেন[৭৭] মহাশয়দ্বয় প্রসঙ্গক্রমে ১৪ নং পদটিকে এঁর রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়[৭৮] এই ১৪ নং পদটিকেও চক্রবর্তীর রচনারূপে গ্রহণ করেন নি।

উল্লিখিত ১১টি পদের মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টি পদ আমরা নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাই

পদকল্পতরুর সংখ্যা। পদ	নরহরির গ্রন্থ
১৩—জয় জয় জয়দেব দয়াময়	গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুঁথি, পত্র ৬খ,
১৪—জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়	ঐ, পত্র ৭খ,
১৫৫৯—আজু রচিত নব রতন	ভক্তিরত্নাকর (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫৮১-৫৮২.
১৫৬০—ঝুলয়ে সুন্দর রসময়	ঐ, পৃঃ ৫৮২ পাঠান্তর আছে।
২৩৬৯—আরে মোর প্রেমালয়	গৌরপরিকরগণের সূচক পুঁথি, পত্র ৬খ-৭ক
২৩৭১—গৌরপ্রিয় গুণমণি	ঐ, পত্র ৫ক-৬ক,

সুতরাং এই ৬টি পদ যে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা তাতে কোনো আপত্তি থাকে না।

৩৮২ নং "উমত ঝুমত ডরত" ইত্যাদি পদটি 'সংকীর্তনামৃতে' পাওয়া গেছে। এটির সম্পর্কে পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা।[৭৯]

(৭৫) ঐ, পৃঃ ২০৮। ২০৯।

(৭৬) সাহিত্য, (১২৯৯, আশ্বিন), পৃঃ ৩৫৬।

(৭৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম, অপরার্ধ), ২য় সং, পৃঃ ৩৯৫।

(৭৮) পদামৃতমাধুরী, (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ২৫, পাদটীকা।

(৭৯) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২০১-২০৩।

১৫৬৩ নং "ঝুলত সুখময় শ্যামর গোরি", ১৫৬৪ নং 'আজু ললিত হিন্ডোর' এবং ১৫৬৬ নং 'আজু রাধাশ্যাম সঙ্গেতে ঝুলে' ইত্যাদি পদ তিনটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা বিষয়ক। নরহরি সরকারের এই বিষয়ে কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে, নরহরি চক্রবর্তীর ঝুলনের কিছু পদ আছে ভক্তিরত্নাকরে। যেমন—(১) আজু ঝুলত নাগর রাজ (পৃঃ ২৯২), (২) ঝুলত রসময় গোর-কিশোর (৫৮১), (৩) ঝুলত সুন্দর রসময় (পৃঃ ৫৮২), (৪) গোরা পহুঁ ঝোলে হিন্ডোলাতে (৫৮২), (৫) আজু রচিত নব (৫৮১-৫৮২) ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'র পদ তিনটির সঙ্গে এই পদগুলির কয়েকটি দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে—গভীর ভাবাবেগ বিবর্জিত, কৃত্রিম কাহিনী সৃষ্টির প্রচেষ্টা, ব্রজবুলিতে লেখা, বহু ব্যবহৃত বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার, মৃদঙ্গের তাল-বোলের প্রকাশ। এজন্যে এই পদ তিনটিকে আমরাও নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করছি।

'পদকল্পতরু'র ২০৯৭ সংখ্যক 'নাচে শচীসুত লীলা অদ্‌ভূত' ইত্যাদি পদটিও নানা কারণে আমরা চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা বলেই মনে করি। প্রথমতঃ আলোচ্য পদটির অনুরূপ ভাব ও আঙ্গিক যুক্ত কয়েকটি পদ কবির ভক্তিরত্নাকরে আছে। তন্মধ্যে 'ঘনশ্যাম' ভণিতার "নাচয়ে শচীসুত বিপুল পুলকিত" পদটির সঙ্গে আলোচ্য পদটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো

পদকল্পতরুর পদ	**ভক্তিরত্নাকরের পদ**
নাচে শচীসুত লীলা অদভুত	নাচয়ে শচীসুত বিপুল পুলকিত
চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া।	সরস বেশ সুশোহয়ে।
সঙ্গে কত কত ভকত গাওত	কনক জিনি যনু মদনময় তনু
মিলন গদাধর অঙ্গিয়া॥	জগত জনমন মোহয়ে॥
আজানু বাহু তুলি বোলয়ে হরি হরি	ললিত ভুজ তুলি গরজে হরি বুলি
আপনি নিজ রসে মাতিয়া।	পুরুব প্রেম রসে ভাসয়ে।
বদন মণ্ডল চাঁদ ঝলমল	কত না বারে বারে নিরখি গদাধরে
দশন মোতিম পাঁতিয়া॥	মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে॥

উভয় পদের সুর, ছন্দ, ভাব, ভাষা, চরণ সংখ্যা, কিছু কিছু বাক্যাংশ এক। পর পর পদ দুটি পাঠ করলে মনে হয়, একই কবি যেন অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি পদকেই একটু বদলিয়ে দুই নামে দুটি পদ সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, স-ভক্ত গৌরনৃত্য বিষয়ে সরকার ঠাকুরের কোনো পদ নেই। এই বিষয়ে নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ও 'গীত-চন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণে' অনেকগুলি পদ আছে। তৃতীয়তঃ কোনো কোনো দিক দিয়ে এই পদে গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'প্রেমভরে

'ঢর ঢর' (কীর্তনানন্দ পৃঃ ১৭৯), 'সবহ‍্ঁ গায়ত সবহ‍্ঁ নাচত সবহ‍্ঁ আনন্দে বাঁধিয়া' (তরু ২০৮০) ইত্যাদি পদগুলি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'পদকল্পতরু'তে নরহরি ভণিতার ৩৬টি পদের মধ্যে নিম্নোক্ত ১৩টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

১৩—জয় জয় জয়দেব (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০)
১৪—জয় জয় চণ্ডীদাস (১। পৃঃ ১১)
১৫৫৯—আজু রচিত নব (২। পৃঃ ৪৪৫)
১৫৬০—ঝুলয়ে সুন্দর (২। পৃঃ ৪৪৫)
১৫৬৩—ঝুলত সুখময় (২। পৃঃ ৪৪৭)
১৫৬৪—আজু ললিত হিণ্ডোর (২। পৃঃ ৪৪৮)
১৫৬৬—আজু রাধাশ্যাম (২। পৃঃ ৪৪৮)
১৭০৭—লোচনে ঝর ঝর (৩। পৃঃ ৬৩)
১৯৭০—আওব গৌর পুনহি (৩। পৃঃ ১৬৮)
২০৯৭—নাচে শচীসুত (৩। পৃঃ ২১৮)
২২৪১ ত্রিভুবন মনোহর (৩। পৃঃ ২৭১)
২৩৬৯—আরে মোর প্রেমালয় (৩। ৩১৮)
২৩৭১—গৌরপ্রিয় গুণমণি (৩। পৃঃ ৩২১)

এগুলির মধ্যে নতুন পদ ৭টি—১৫৬৩। ১৫৬৪। ১৫৬৬। ১৭০৭। ১৯৭০। ২০৯৭। ২২৪১॥

পদকল্পতরুতে ঘনশ্যাম ভণিতার মোট ৪২টি পদ আছে। পদগুলির সংখ্যা হলো—৩৬। ৫৫। ১৩৮। ১৫০।১৫১। ১৫৫। ২১৬। ৩৪৯। ৩৫০। ৩৫১। ৩৮৪। ৪২৬। ৪২৭। ৪৩৯। ৪৫৬। ৪৬৬। ৪৬৭। ৪৯১। ৫২২। ৫৩৭। ১১৩৮। ১১৪৫। ১৬০৭। ১৬৩৩। ১৬৯৪। ১৬৯৫। ১৬৯৬। ১৭২০। ১৮১৫। (১৮১৬-১৮২৬ পদাংশ সহ)। ১৯২৭। ১৯৭১। ২০১০। ২০২১। ২০৫৪। ২০৫৫। ২০৫৬। ২৩১০। ২৩৩৮। ২৪২১। ২৭২০। ২৭৩৯। ২৯১৪। পদগুলি সম্পর্কে সম্পাদক রায় মহাশয় লিখেছেন

> "নরহরি চক্রবর্তী ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের পদকর্তা, ও পদ রচনার সমান নিপুণ বলিয়া, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদাবলী হইতে উভয়ের পদ বাছিয়া পৃথক করা তত সহজ নহে। তথাপি বিশেষ মনোযোগ সহকারে উভয়ের পদাবলী অনুশীলন করিয়া আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্তীর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ৩টি পদ থাকার সম্ভাবনা থাকিলেও ঘনশ্যাম

ভণিতার আলোচ্য পদাবলীর সকলগুলি পদই আমাদিগের নিকট ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে।"[৮০]

তিনি আরো বিশদ করে জানিয়েছেন

"'ঘনশ্যাম' এবং 'নরহরি'—এই দুইটি নামের মধ্যে যে জন্যই হউক, বোধ হয়, তাঁহার 'নরহরি' নামটাই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাস প্রভৃতির অল্পসংখ্যক পদ সহ নিজের 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' উভয় ভণিতার ২৩৩টি বাংলা ও ব্রজবুলির পদ[৮১] উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা গণিয়া দেখিয়াছি, উহার মধ্যে মাত্র ৩৯টি ঘনশ্যাম ভণিতার পদ[৮২] আছে। তিনি বাংলা পদে মিলের অনুরোধে ও ব্রজবুলি পদে ছন্দের মাত্রার অনুরোধে 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ছাড়া তাঁহাকে এই 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। ২৩৩টি পদের মধ্যে ৩৯ বার 'ঘনশ্যাম' নাম পাওয়ায় ইঁহার প্রায় গড়ে প্রতি ৬টি পদের মধ্যে ১টি 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পদকল্পতরুতে 'নরহরি' ভণিতাযুক্ত মোট ৩৪টি পদ[৮৩] উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ পদ যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই ৩৪টি পদের মধ্যে আন্দাজ ১৮টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর রচিত মনে করিলে পূর্বোক্ত অনুপাতে পদকল্পতরুতে তাহার ঘনশ্যাম ভণিতার মাত্র ৩টি পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"[৮৪]

পরিশেষে তিনি ব্রজবুলি পদগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন

"ঘনশ্যামের আলোচ্য পদগুলির মধ্যে দুই চারিটা ছাড়া বাকি সব ব্রজবুলির পদ। ঘনশ্যাম (-কবিরাজ) তাঁহার পদে, বিশেষতঃ ব্রজবুলির পদে তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাসঝঙ্কার ও অলঙ্কার প্রাচুর্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর ব্রজবুলি পদে দুর্লভ। সুতরাং ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণযুক্ত ব্রজবুলির পদগুলির মধ্যে একটিও ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদ নাই,—ইহা একরূপ নিশ্চিন্তভাবেই বলা যাইতে পারে।"

এবং বাংলা পদগুলি সম্পর্কে লিখেছেন

"নরহরি চক্রবর্তী বাংলা পদে শুধু মিলের জায়গায় ক্বচিৎ 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিয়াছেন। পদকল্পতরুর বাংলা পদের ভণিতায় মিলের জায়গায় সর্বত্র 'ঘনশ্যামদাস'

(৮০) পদকল্পতরু (৫ম), পৃঃ ৮৬।

(৮১) আসলে পদ হবে ২৪৪টি।

(৮২) আসলে পদ হবে ৪৫টি।

(৮৩) সঠিক গণনায় ৩৬টি।

(৮৪) পদকল্পতরু (৫ম), পৃঃ ৮৬।

পাওয়া যায়; শুধু 'ঘনশ্যাম' কুত্রাপি নাই; সুতরাং সমাক্ষর বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ 'নরহরিদাস' নাম দ্বারা কার্য সিদ্ধ হওয়ায় অপ্রসিদ্ধ 'ঘনশ্যাম' নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়গুলি মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে, পদকল্পতরুর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদে নরহরি চক্রবর্তীর রচিত পদ না থাকা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে।"[৮৫]

অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় 'পদকল্পতরু'র ঘনশ্যাম ভণিতার পদগুলি ঘনশ্যামদাস কবিরাজের রচনা। কিন্তু তবুও তাঁর সংশয় দূর হয় নি। তিনি বাংলা পদগুলি আলোচনা করতে গিয়ে ১১৪৫ সংখ্যক পদটির সঙ্গে ঘনরামের পদাবলীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন; এবং এই পদটি তিনি 'ঘনশ্যামে'র স্থলে 'ঘনরামে'র রচনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৮৬]

অর্থাৎ গ্রন্থ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঘনশ্যাম ভণিতার ১টি মাত্র পদ ছাড়া ৪১টি পদকেই ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

'পদকল্পতরু'র নিম্নসংখ্যক ২৫টি পদ ঘনশ্যাম দাস কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে আছে—(পাশাপাশি দুটি সংখ্যার মধ্যে প্রথমটি 'পদকল্পতরু'র পদ সংখ্যা, ড্যাশ চিহ্নের পরের সংখ্যাটি হরিদাস দাস সম্পাদিত 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পৃষ্ঠা) ঃ

১। ৫৫-১৬, ২। ১৫০-১২, ৩। ১৬১-১৩, ৪। ১৫৫-২১, ৫। ৩৫০-৩৭, ৬। ৩৮৪-৩০, ৭। ৪৬৬-৩৩, ৮। ৪৬৭-৩২, ৯। ৪৯১-২৮, ১০। ৫৩৭-২৭, ১১। ১৬০৭-৪৬, ১২। ১৬৩৩-৫০, ১৩। ১৬৯৪-৮৪, ১৪। ১৬৯৫-৬৯, ১৫। ১৬৯৬-৭১, ১৬। ১৭২৩-৭০, ১৭। ১৮১৫ (বা ১৮২৬)-৮১, ১৮। ১৯৭১-৮১, ১৯। ২০১০-৮৭, ২০। ২০২১-৪৫, ২১। ২৩১০-৫৬, ২২। ২৪২১-১০, ২৩। ২৭২০-৪৫, ২৪। ২৭৩৯-৮৯, ২৫। ২৯১৪-৪

সুতরাং এই ২৫টি পদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে কবিরাজেরই রচনা।[৮৭]

আবার 'পদকল্পতরু'র ৩৬, ১৩৮ এবং ২১৬ নং তিনটি পদ নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগে' (পৃঃ যথাক্রমে—২৫০, ১০০ এবং ৩২৯)

(৮৫) পদকল্পতরু (৫ম), পৃঃ ৮৬।

(৮৬) পদকল্পতরু (৫ম) পৃষ্ঠা ৮৮।

(৮৭) এই পদগুলির মধ্যে ৫টি 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ও আছে—৫৫ (গী. পৃঃ ৩৮১), ১৫০ (২১৭), ১৫১ (২১৭), ১৫৫ (২১৮) এবং ২৪২১ (৭)। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পদ গণনাকালেই আমরা আলোচনা করেছি যে, গোবিন্দদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত, কবিরাজের রচনারীতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই পদগুলি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা নয় (বর্তমান অধ্যায়)।

আছে।[৮৮] কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' বা 'রসবিলাসবল্লী'তে পদগুলি নেই। সুতরাং এই তিনটি পদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

'পদকল্পতরু'র ১১৩৮ সংখ্যক 'ভাদ্রশুক্লাষ্টমী তিথি' ইত্যাদি পদটি মুদ্রিত 'কীর্তনানন্দে' (পৃঃ ১২। পদ-৩) পাওয়া গেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।[৮৯]

'পদকল্পতরু'র নিম্নোক্ত ১১টি পদ সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন—(প্রথম সংখ্যাটি পদকল্পতরুর পদসংখ্যা, বন্ধনীস্থ সংখ্যাটি সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের 'বৈষ্ণব-পদাবলী'র ঘনশ্যাম কবিরাজের পদসংখ্যা):—৩৪৯ (৩৬), ৩৫১ (৩৫), ৪২৬ (২২), ৪২৭ (২৪), ৪৩৯ (২৯), ৪৫৬ (২৮), ৫২২ (৩৪), ১৯২৭ (৪৬), ২০৫৪ (৩১), ২০৫৫ (৩২), ২০৫৬ (৩৩), ২৩৩৮ (৩)। কিন্তু পদগুলিকে কবিরাজের রচনার স্বপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি।

পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার (৩৪৯ নং), মিলন (৩৫১), শ্রীরাধার খণ্ডিতা (৪২৬), কলহান্তরিতা (৪২৭, ৪৩৯, ৪৫৬, ২০৫৪), মানভঞ্জন (৫২২ বা ২০৫৭, ২০৫৫, ২০৫৬) ও ভবনবিরহ (১৯২৭) অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ২৩৩৮ নং পদটি গৌরনিত্যানন্দ বন্দনার। শেষোক্ত পদটি ছাড়া উল্লিখিত অভিসারাদি বিষয় ৬টির উপর নরহরি চক্রবর্তীর কোনো ব্রজবুলি পদ নেই। দ্বিতীয়তঃ, পদগুলিতে গোবিন্দদাস কবিরাজের অনুরূপ ভাব-যুক্ত পদের প্রভাব স্পষ্ট। কয়েকটি পদের সুর মাধুর্য, ছন্দোরীতি এমন কি ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। যেমন—৩৪৯ সংখ্যক 'গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর' ইত্যাদি অভিসারের পদটি গোবিন্দদাসের 'মন্দির বাহির কঠিন কবাট' (তরু ৯৮৭), 'অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ' (তরু ৩৪২), 'গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি' (তরু ৯৯৪) ইত্যাদি পদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট। ৩৫১ সংখ্যক 'করে ধরি রাই মন্দির মাহা আনল' ইত্যাদি মিলনের পদটির সঙ্গে গোবিন্দ-দাসের এই বিষয়ের 'মাধব কি কহব দৈব বিপাক' (তরু ৯৭৯) পদের মিল প্রকট। এমন কি 'কিয়ে শুভ দরশনে' ইত্যাদি ও 'রাধামাধব কুঞ্জ পৈঠল' ইত্যাদি পদের কয়েকটি চরণের সঙ্গে এই পদের কয়েকটি চরণের ভাষাগত সাদৃশ্য

(৮৮) যদিও ১৩৮ সংখ্যক পদটিতে বহুল পাঠান্তর আছে। তবে 'পদরসসারে' (পদ—১২২) গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

(৮৯) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২১০।

আছে। তৃতীয়তঃ, কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' ও 'রসবিলাসবল্লী'তে উদ্ধৃত কয়েকটি পদের সঙ্গে এই পদগুলির মিল পাওয়া যায়। রচনারীতির বিচারে পদগুলি নরহরি-ঘনশ্যামের পদের সঙ্গে সমতুল নয়। এ জন্যে এই ১১টি পদকে আমরাও কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করছি।

বাকি ২৩৩৮ সংখ্যক গৌরনিত্যানন্দ বন্দনার পদটির অনুরূপ পদ ঘনশ্যাম কবিরাজের একটি মাত্র আছে ('ভকতি রতনখনি'—গোবিন্দরতি-মঞ্জরীতে)। সেটির ভাষা বাংলা। অপর পক্ষে নরহরি-ঘনশ্যামের এই বিষয়ে প্রচুর পদ পাওয়া যায়। কিন্তু রচনারীতির বিচারে পদটি নরহরি-ঘনশ্যামের পদের সঙ্গে মেলে না। পদটি নরহরি বা কবিরাজ, কারো গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় পদটি এঁদের কারো রচনা হিসেবে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা কঠিন। কেবলমাত্র রচনারীতির সঙ্গে মিল আছে বলেই আপাততঃ পদটি ঘনশ্যাম কবিরাজের উপরে আরোপ করা যায়।

সর্বশেষ ১১৪৫ সংখ্যক 'কোলেতে করিয়া রানী নিরখয়ে মুখ' ইত্যাদি বাৎসল্যরসের পদটি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'ঘনশ্যামে'র স্থলে 'ঘনরামে'র রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন

> "১১৪৫ সংখ্যক পদটীর রচয়িতা 'ঘনরাম' কিংবা 'ঘনশ্যাম', তাহাতেও সন্দেহ আছে। ঘনশ্যামের বাৎসল্যরসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঘনরামের সমস্তই বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ। এই পদটির সহিত ঘনরামের পদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট : সুতরাং এখন আমাদিগের মনে হইতেছে যে, 'খ' (= পদকল্পতরু 'খ' নং পুঁথি) ও 'পদরসসার' পুঁথির প্রমাণ অনুসারে এই পদটি ঘনরামের বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভালো হইত।"[১০]

ঘনশ্যাম কবিরাজ ও নরহরি চক্রবর্তী, উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কান্বিত বাৎসল্য রসের কোনো পদ নেই। দ্বিতীয়তঃ কারো রচনারীতির সঙ্গে বর্তমান পদটির রচনারীতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। এজন্যে পদটিকে এঁদের কারো রচনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। সতীশচন্দ্র পদটিকে ঘনরামের রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। 'পদকল্পতরু'তে ঘনরামের এই বিষয়ে ১৫টি পদ আছে। বর্তমান পদটির ভাব ও আঙ্গিক, এই পদগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। তাছাড়াও 'পদরসসার' পুঁথিতে (পদ ১৬৫২) এবং 'পদকল্প-তরু'র 'খ' নং পুঁথিতে তিনি পদটির 'ঘনরাম' ভণিতাই পেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। বাংলা সাহিত্যে ঘনশ্যাম নামীয় কবির অভাব নেই। জয়গোপাল-শিষ্য এক ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-

(১০) পদকল্পতরু, (৫ম), পৃঃ ৮৮।

বিলাস' নামক একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।[২১] যাই হোক বর্তমান পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা যে নয়, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, 'পদকল্পতরু'র ঘনশ্যাম ভণিতার ৪২টি পদের মধ্যে নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদ আছে ৪টি

৩৬—যে দেখেছি যমুনার তটে (১ম। ২৯ পৃঃ),
১৩৮—নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই (১ম। ৯৭ পৃঃ),
২১৬—মাধবীলতার তলে বসি (১ম। ১৪৪-৫ পৃঃ),
১১৩৮—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি (২য়। পৃঃ ২৬১)।

কিন্তু পদগুলি ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। প্রথম তিনটি 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ও ৪র্থটি 'কীর্তনানন্দে' আছে॥

(৬) **'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'**

('পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর')

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে "পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট" রূপে 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। তিনি জানিয়েছেন যে, নিমানন্দ দাসের 'পদরসার' এবং কমলাকান্তদাসের 'পদরত্নাকর' সংকলনের অধিকাংশ পদই 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও কিছু কিছু পদ এই সংকলন দুটিতে আছে, যেগুলি 'পদকল্পতরু'তে নেই। এমন পদগুলি এবং আরো কিছু নতুন পুঁথির অপ্রকাশিত-পদ একত্রিত করে তিনি বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।[২২] 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' এযাবৎ অমুদ্রিত। এগুলির পুঁথিও পাওয়া যাচ্ছে না।[২৩] ফলে এই পুঁথি দুটির মধ্য থেকে 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদ সংগ্রহের জন্যে আমরা অগত্যা সতীশচন্দ্রের 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র উপর নির্ভর করেছি।

এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতার ৯টি ও 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ১৮টি পদ সংকলিত হয়েছে। নরহরি ভণিতার পদগুলি হলো

(২১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ), ২য় সং, পৃঃ ৬৩-৬৪। শ্রীসুকুমার সেন। পরে 'বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি'র ঘনশ্যাম ভণিতার পদবিচার দ্রষ্টব্য (বর্তমান অধ্যায়)।

(২২) 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' ভূমিকা।

(২৩) 'পদরত্নাকর' ১৮০৬-৭ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে সংকলিত। 'পদরসসার' 'পদরত্নাকরে'র সমসাময়িক সংকলন। শ্রীসুকুমার সেন। বা-সা-ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ), ২য় সং, পৃঃ ৩৯৮।

১। ৪১৬ নং—কানু সে বিনোদ রায় (পৃঃ ১২৮),
২। ৪১৭ নং—আপন না চিনে (পৃঃ ১২৮),
৩। ৪১৮ নং—নয়ানের কাজর (পৃঃ ১২৮),
৪। ৪১৯ নং—বন্ধু কহ কহ রস কথা (পৃঃ ১২৯),
৫। ৪২০ নং—শ্রীমুখ শৃংগারে (পৃঃ ১২৯),
৬। ৪২১ নং—সখি হের দেখসিয়া রঙ্গ (পৃঃ ১৩০),
৭। ৪২২ নং—প্রাণনাথ পরাণ কেমন করে (পৃঃ ১৩০),
৮। ৪২৩ নং—শিরপর পানি (পৃঃ ১৩০),
৯। ৪২৪ নং—সহচরী সঙ্গে (পৃঃ ১৩১)।

এগুলির মধ্যে প্রথম পদটি 'গাঁড়াদহের পুথি' থেকে, ৪১৭-৪২০ নং ৪টি পদ 'পদরসসার' থেকে এবং ৪২১-৪২৪ নং ৪টি পদ 'পদরত্নাকর' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৪১৬ নং "কানু সে বিনোদ রায়" পদটি আমরা আর তিনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পুথিতেও পেয়েছি। অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নীলকণ্ঠের 'কলঙ্কভঞ্জন' পালার দুটি পুথি সংগ্রহ করেছেন—(ক) একটি ১৩০০ এবং (খ) অপরটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের অনুলিপি। এই দুই পুথিতেই কিছু কিছু শব্দগত পাঠান্তর সহ আলোচ্য পদটি 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় উদ্ধৃত হয়েছে।[৯৪] (গ) তৃতীয় পুথিটির নাম 'শ্রীপদামৃতসিন্ধু'। নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি ১২৭৯ বঙ্গাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সংকলন করেন।[৯৫] তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি মুদ্রিত করেন। এই মুদ্রিত গ্রন্থে (পৃঃ ১২১, পদ নং ৩৯৪) আলোচ্য পদটি "শ্যামানন্দ" ভণিতায় দেখা যায়।

ভণিতা বিচার করে অধ্যাপক দত্ত মহোদয় পদটিকে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' (১৯৭৫) গ্রন্থে তিনি সমগ্র পদটি উদ্ধার করে লিখেছেন

> "ঘনশ্যাম-ভণিতাযুক্ত উপরিলিখিত পদটি...'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' ছাড়া আর কোনো বৈষ্ণব পদ সংকলনে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে কিছু পাঠভেদ সহ নরহরি ভণিতায় দেখা যায়। এই নরহরি যে নরহরি চক্রবর্তী সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ আমরা নীলকণ্ঠের 'কলঙ্কভঞ্জন' এবং বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ক্ষেমতা গ্রামের অধিবাসী কুঞ্জবিহারী ঘোষের নাম

(৯৪) ডঃ দত্ত মহাশয়ের ৫ এবং ৬ নং পুথি।
(৯৫) শ্রীপদামৃতসিন্ধু (১৩২৯)—ভূমিকা, প্রকাশকের বক্তব্য।

লেখা 'কলঙ্কভঞ্জন' পালার পুঁথিতেও (৫ই ভাদ্র, ১৩২০) এই ঘনশ্যাম ভণিতায় পদটি পেয়েছি। আমরা যতদূর জানি, নীলকণ্ঠ তাঁর প্রথম জীবনেই 'কলঙ্কভঞ্জন' পালাটি রচনা করেছিলেন। ক্ষেমতা গ্রামের পুঁথিটিও কৃষ্ণযাত্রার পালা, এবং এই পুঁথিতে নীলকণ্ঠের ও গোবিন্দ অধিকারীর রচিত গান সংযোজিত হয়েছে।

ঘনশ্যামেরই অন্য নাম ছিল নরহরি চক্রবর্তী। সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহোদয় পদটি 'গাঁড়াদহের' পুঁথিতে নরহরি ভণিতায় পেয়েছিলেন। আমাদের প্রাপ্ত পদটির সঙ্গে রায় মহাশয়ের সংগৃহীত পদের সামান্য দুই চারিটি শব্দগত পাঠভেদ থাকলেও আর কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং পদটি যে একই কবির রচনা সে বিষয়ে কোনোরূপ সংশয় জাগ্রত হওয়ার কারণ নেই। (যতদূর স্মরণ হয় বহু-দিন পূর্বে পূর্ববঙ্গেও কলঙ্কভঞ্জন পালায় কীর্তনীয়ার * মুখে ঘনশ্যাম ভণিতায়ই আমরা এই পদটি শুনেছিলাম।)

......মনে হয় নরহরি চক্রবর্তী লোচন দাসের এই পদটির (তরু ১৫৩২। অনুসরণেই তাঁর 'কানু সে বিনোদ রায়' পদটি রচনা করেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর অন্য দুই চারিটি পদের মত এই পদটি নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলেই আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে পদটির সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক-ভাবে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করলাম।......... এ-পদ কোনোদিক দিয়েই ঘনশ্যাম কবিরাজের হতে পারে না।" [১৬]

কিন্তু আমাদের মতে, পদটির 'নরহরি' ভণিতাই গ্রহণীয়। প্রথমতঃ, আলোচ্য পদটি সতীশচন্দ্রের পুঁথিতে 'নরহরি' ভণিতায়, ডঃ দত্তের পুঁথিদ্বয়ে 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় এবং চন্দ্রনাথের সংকলনে 'শ্যামানন্দ' ভণিতায় মিলেছে। এগুলির মধ্যে সতীশচন্দ্রের পুঁথিটিই প্রাচীনতম। পুরোনো পুঁথির পাঠ নির্ণয়ে বা ভণিতা বিচারের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাচীন পুঁথির উপরই নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের পুঁথির পাঠ অনুসারে পদটির 'নরহরি' ভণিতাই আমরা গ্রহণ করবো।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পদটি 'রূপোল্লাস' বিষয়ের। শ্যামানন্দের এ বিষয়ে কোনো পদ মেলে নি। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর নামে যে তিনটি পদ আছে (১০২৪ = অভিসারোৎকণ্ঠা, ২৮৪৩ = অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, ৩০৮০ = প্রার্থনা), সেগুলির রচনারীতির সঙ্গেও বর্তমান পদের কোনো সাদৃশ্য নেই। [১৭] সুতরাং পুঁথির প্রাচীনত্ব, ভাব ও আঙ্গিক বিচারে পদটির 'শ্যামানন্দ' ভণিতা গ্রহণ করা যায় না।

---

(১৬) কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫), পৃঃ ২৩৬-২৩৭। *কীর্তনীয়ার নাম "বসন্ত ঘোষ"—(উক্ত গ্রন্থ, নিবেদন, পৃঃ ১৬)

(১৭) তরু, ১০২৪ নং পদই ক্ষণদায় (১৩। ৬) এবং কীর্তনানন্দে (পৃঃ ১৯৩) আছে। সংকীর্তনামৃতে তাঁর কোনো পদ নেই।

তৃতীয়তঃ, পদটির 'ঘনশ্যাম' ভণিতা গ্রহণ করার পক্ষেও অন্তরায় আছে। (ক) যে দুটি পুথিতে এই ভণিতা মিলেছে, সেগুলি থেকে সতীশচন্দ্রের 'নরহরি' ভণিতাযুক্ত পদের পুথিটিই প্রাচীন। (খ) পদটির রচনারীতির সঙ্গে ঘনশ্যাম কবিরাজের কোনো পদেরই যেমন মিল নেই, তেমনি চক্রবর্তীর 'ঘনশ্যাম' ভণিতায় অনুরূপ ভাব বিশিষ্ট কোন পদও নেই।

কিন্তু পদটির 'নরহরি' ভণিতা অনস্বীকার্য হলেও এই 'নরহরি' কে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে তা প্রমাণ করাও কঠিন। নরহরি সরকারের রচনারীতির সঙ্গে এ পদের যেমন মিল আছে, তেমনি একক শব্দকে নিয়ে অনুরূপ সৌন্দর্যও তাঁর কিছু পদে সৃষ্ট হয়েছে। আর আছে নরহরি সরকারের ভাব-গুরু চণ্ডীদাসের সুর। চণ্ডীদাস 'পিরিতি', 'রাধিকা', 'রস' প্রভৃতি এক একটি শব্দকে নিয়ে কবিতায় খেলা দেখিয়েছেন।[৯৮] সরকারও 'গোর', 'গোরাঙ্গ', 'কিশোরী' শব্দ নিয়ে বিচিত্র সুন্দর ব্যবহার করেছেন।[৯৯] এমন কি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য লোচন আলোচ্য পদের 'বিনোদ' শব্দটিকে নিয়েই অপর একটি পদ রচনা করেছেন—'বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা বিনোদ গলে দোলে'।[১০০] এজন্যে পদটি স্বাভাবিকভাবেই সরকার ঠাকুরের রচনা বলে মনে হবে।

অপর পক্ষে, আভ্যন্তরীণ কয়েকটি কারণে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতে বাধা নেই। প্রথমতঃ, পদটির শেষ চরণে আছে—'দেখিয়া বিনোদ কত বিনোদিনী কলসী ভাসায় জলে।' গৌরপদতরঙ্গিণীর (৩, ৭ নং) পদ আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, নাগরীদের কলসীতে জল আনা প্রসঙ্গটি নরহরি সরকারের সময় প্রচলিত হয় নি। এটি বৃন্দাবনের গোস্বামীদে...

---

(৯৮) 'পিরিতি নগরে বসতি করিব পিরিতে বাঁধিব ঘর' (বরাহনগর পুথি, ১০২৬, ৬ক),
'পিরিতি পিরিতি কি রীতি মূরতি' (তরু, ৮৭৫), 'পিরিতি মূরতি না হেরিব আর' (তরু, ৮৭১),
'উঠিতে রাধিকা বসিতে রাধিকা রাধিকা নয়ন তারা' (ক. বি. পুথি ২৮৯),
'রসের নগরে বসতি করিব রসেতে বাঁধিব ঘর' (ক. বি. পুথি ৬২০৪, পত্র ১৯০)।

(৯৯) 'শয়নে গোর স্বপনে গোর', 'শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী' (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, ২য় সং, পৃঃ ৫৪। ১৪)।
'জাগিতে গোরাঙ্গ ঘুমাতে গোরাঙ্গ', (বৈষ্ণব পদাবলী সংসদ, পৃঃ ১৪২-১৪৩)। তাছাড়া 'বিনোদ-নাগর' শব্দটি নরহরি সরকারই প্রথম ব্যবহার করেছেন (দ্রঃ পদামৃত মাধুরী, ১ম, পৃষ্ঠা ৪৬)।

(১০০) তরু, ১৫৩২, ২১৩২।

শাস্ত্ররীতি। এবং এই প্রসঙ্গ চক্রবর্তীর বহু পদে বিদ্যমান।[১০১] সুতরাং পদটি সরকারের না-হয়ে চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, লোচনের পদটি পদকল্পতরুতে দু দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। বর্তমান পদটি লোচনের গুরু নরহরি সরকারের রচনা হলে পদকল্পতরুর মনস্বী সম্পাদক বৈষ্ণবদাস অন্ততঃ একবার হলেও গ্রহণ করতেন। রচনাগুণে লোচনের পদটি অপেক্ষা আলোচ্য পদটি অনেক উন্নত। সুতরাং এমন উন্নততর পদটি বৈষ্ণবদাসের গ্রন্থে না-থাকা এবং অনেক অনুন্নত পদের দুবার ব্যবহার দেখে পদটি সরকারের রচনা নয় বলেই মনে করি।

তাছাড়া, পদটি সরকারের রচনা হলে লোচন সেটি অনুসরণ করে তাঁর পদটি লিখবেন, এমন অনুমান করা যায়। কিন্তু লোচনের পদটি অনুকৃত হলে তিনি গুরু অপেক্ষাও উন্নত পদ লিখতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা যখন হয় নি, তাই অনুমিত হয় নরহরি চক্রবর্তীই লোচনের পদটি অনুসরণ করে তদপেক্ষা এই উন্নত পদটি রচনা করেছেন।

এজন্যে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা রূপেই গৃহীত হলো।

নরহরি ভণিতার অন্যান্য ৬টি পদেও (৪১৭-৪২২ নং) চণ্ডীদাসী-সুর স্পষ্ট। এগুলিরও ভাব, ভাষা, ছন্দ বা রচনারীতির সঙ্গে সরকার ঠাকুরের পদের মিলই অধিক। এজন্যে পদগুলি সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

৪২৩ এবং ৪২৪ সংখ্যক পদ দুটি মাথুর পর্যায়ের। প্রথমটি সখী সংবাদ এবং দ্বিতীয়টি বিরহান্তে মিলন। নরহরি চক্রবর্তীর এই বিষয়ে কোনো পদ মেলে নি। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের ক্ষণদায় সংকলিত 'রাইর বিপতি শুনি' (১৪। ৬) ইত্যাদি পদটির সঙ্গে এই পদ দুটি যুক্ত করলে (তিনটি পদ মিলে) একটি কাহিনী সমগ্রতা লাভ করে। ৪২৩ নং পদে বিরহাতুরা রাই-র 'বিপতি'র কথা সখী শ্যামকে নিবেদন করেছে[১০২]; ৪২৪ নং পদে ব্যথিতচিত্তে শ্যাম তাই রাই-র নিকট গমন করেছেন ও উভয়ের মিলন ঘটেছে[১০৩]; এবং ক্ষণদার উক্ত পদেও বিরহান্তে উভয়ের মিলন বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি, ভাষা ও মিলবন্ধের দিক দিয়েও এই তিনটি পদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। এজন্যে আলোচ্য পদ দুটিকেও আমরা সরকার ঠাকুরের রচনা বলে মনে করি।

এই সংকলনে ঘনশ্যাম ভণিতার ১৮টি পদ (১৯৫-২১২ নং) আছে। তন্মধ্যে ১৯৫-২০১, ২০৩, ২০৬-২১২ নং মোট ১৫টি পদ "পদরত্নাকর"

(১০১) বর্তমান গ্রন্থঃ 'পদসংগ্রহ' অংশ; 'গৌরপদতরঙ্গিণী'।

(১০২) পদটি নীলজোড়ায় নারায়ণ কামিল্যার বাড়ীতেও পাই।

(১০৩) পদটি সেরগড়ীর শচীনন্দন গোস্বামীর সংগ্রহে আছে।

থেকে, ২০২ নং পদটি "পদরসসার" এবং ২০৪ ও ২০৫ নং পদ দুটি "গাঁড়াদহের পুথি" থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২০৪-২০৫ নং পদ দুটি ছাড়া অন্যান্য ১৬টি পদই ঘনশ্যাম কবিরাজের "গোবিন্দরতি-মঞ্জরী"তে আছে।[১০৪]

(প্রথম সংখ্যাটি 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র পদসংখ্যা, বন্ধনীস্থ সংখ্যাটি হরিদাস দাস সম্পাদিত 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পৃষ্ঠা)—১৯৫ (৩৮), ১৯৬ (১৫), ১৯৭ (২১), ১৯৮ (২২), ১৯৯ (২৪), ২০০ (৬০), ২০১ (৪০), ২০২ (৪১), ২০৩ (৪২), ২০৬ (৩৬), ২০৭ (৪৯), ২০৮ (৭৪), ২০৯ (৬৬), ২১০ (৬৪), ২১১ (৭২), ২১২ (৮৩ পৃঃ)। সুতরাং এগুলি নিঃসন্দেহে কবিরাজেরই রচনা।

২০৪ এবং ২০৫ সংখ্যক 'মানে'র পদ দুটি অন্যত্র মেলে নি। পদ দুটি একটি অপরটির পরিপূরক। ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর নামে মান-বিষয়ক কোনো পদ আবিষ্কৃত হয় নি। অপর পক্ষে এই বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কিছু পদ আছে। রচনারীতিতে পদ দুটি কবিরাজের পদের লক্ষণ প্রকাশ করে। গোবিন্দদাসের অনুরূপ বিষয়ক পদের প্রভাবও এই পদ দুটিতে লক্ষ্য করা যায়।[১০৫] এজন্যে এগুলিকে আমরা কবিরাজের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করছি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সংগ্রহে নরহরি-ঘনশ্যামের একটি মাত্র পদ সংকলিত হয়েছে॥

(৭) **পদমেরু**

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবনে 'পদমেরু' নামক একটি পদ-সংকলন আছে।[১০৬] গ্রন্থে সংকলকের নাম ও সংকলনের কাল নেই। পদগুলিতে সর্বত্র নম্বরও দেওয়া হয় নি। পুথি-বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় পদগুলিতে যে নম্বর দিয়েছেন, আমরা সেই নম্বরগুলিই উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থে নরহরি ভণিতার ২৮টি এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ১৮টি পদ আছে।

(১০৪) লক্ষণীয় যে, 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' (১৩২৭) প্রকাশকালে 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' (১৩৪৮) প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং সতীশচন্দ্রের পক্ষে পদ-গুলি মিলিয়ে দেখার উপায় ছিল না।

(১০৫) যেমন 'রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব' (তরু ৪৩০), 'রাই অনাদর হেরি রসিকবর' (তরু ৪৩১) ইত্যাদি।

(১০৬) পদমেরু (নং ৯৫০) অনুলিপিকাল ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৩৮১টি। পত্র ২৫৫। ১৬" × ৫১/২"।

নরহরি ভণিতার ২৮টি পদের মধ্যে ৫টি ভিন্ন ২৩টিই মুদ্রিত হয়েছে—২২টি 'পদকল্পতরু'তে, ১টি 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে। (প্রথম সংখ্যাটি 'পদমেরু'র ও বন্ধনীস্থ পরেরটি 'পদকল্পতরু'র পদসংখ্যা)ঃ

৩২৯ বা ৫৯০ (৮২০), ৩৭৫ (৩০৭), ৪০১ (৩৮২), ৪০৩ (৪০৮), ৪০৪ (৪২১), ৫৯৮ (৮৩২), ৫৯৯ (৮৩৩), ৬০৮ (৮৪০), ৬১৬ (৮৪৯), ৬২১ (৮৫৩), ৬৪৮ (৭৯৯), ৯১১ (১৫৬০), ৯১৮ (১৫৬৩), ৯১৯ (১৫৫৯), ৯২০ (১৫৬৪), ৯২৪ (১৫৬৬), ১০৪২ (১৬৪৩), ১১২৭ (১৭৪৬), ১১৬১ (১৭২৯), ১২৬৯ (১৯০২), ১২৭৩ (১৯০৮), এবং ১২৯৫ (১৯৭০)।

এ গ্রন্থের ৪১০ নং পদটি 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ৪১৭ নং (পৃঃ ১২৮) পদ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির মধ্যে মাত্র ৬টি (৯১১, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২৪ এবং ১২৯৫ পদমেরু) পদ নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

বাকি ৫টি পদ অন্যত্র মেলে নি—(১) ২৪০ উঠিয়া বিধুমুখী (পত্র ৪২খ), (২) ৫৭০ মাতল কীর্তন রসে (১০৩খ), (৩) ৬০৫—কেন বা বিষাদ এত (১০৯ক-খ), (৪) ৬৩৭ পুরুব স্মোরিত্র গোরা (১১৪ক), (৫) ৬৬৪—গদাধর গৌরাঙ্গ (১১৮খ)।

২৪০ নং পদটির ভাষা সহজ, ভাবটিও সরল, ছন্দ স্বাভাবিক। রচনা-রীতির দিক থেকে এটি সরকার ঠাকুরের রচনা বলেই মনে হয়। কিন্তু অনুরূপ-ভাবের তাঁর কোনো পদ নেই। অথচ গৌরাঙ্গকে জাগাচ্ছেন তাঁর ভক্তেরা—এই ভাববস্তু নিয়ে বেশ কিছু পদ চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে আছে।[১০৭] 'কীর্তনানন্দে' (৮৫খ পত্রে) 'সখী হে হের দেখসিয়া রঙ্গ' পদটি আমরা চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাতে নাগর-নাগরীর (=রাধাকৃষ্ণের) একত্রে শয়নবিলাস বর্ণিত। বর্তমান পদে রাধা কৃষ্ণকে জাগাচ্ছেন। এই জন্যে আমরা এই পদটিকেও নরহরি-ঘনশ্যামের রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।

৫৭০ নং পদটিতে কীর্তনরস-বিভোর গৌরাঙ্গের বাহ্যরহিত এক বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কীর্তন-সম্পর্কে সরকার ঠাকুরের কোনোও পদ মেলে নি। অপর পক্ষে চক্রবর্তী মহাশয়ের এ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্নাকর' ১২শ তরঙ্গে, ও 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ) পুঁথিতে অনেকগুলি পদ আছে। একারণে সম্ভবতঃ পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা।

(১০৭) দ্বিতীয় কিরণ, (হরিদাস দাস সং), পৃঃ ২৪-৪০।

৬০৫ নং পদটিতে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।[১০]

বর্তমান পদের অংশ	চৈতন্যচরিতামৃতের অংশে কৃষ্ণের উক্তি
যদি কৃষ্ণ অংগ গন্ধে জগত বেঁপিত।	যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
তোর অংগ পরিমলে কানু সে মোহিত॥	মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা অংগ গন্ধ॥
যদি বা বদনে তোর শ্যামনাম কয়।	মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধা নাম তার নিজমন্ত্র মুরলিতে গায়॥	রাধার বচন হরে আমার শ্রবণ॥
যদি বা তোমার মন শ্যামপানে ধায়।	যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
যে যোগী ধেয়ানে থাকে মাধবীতলায়॥	রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
কোটি চন্দ্র জিনি কৃষ্ণ অংগ নিরমল।	যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
তোর অংগ পরশনে হয় সে শীতল॥	রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
	রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
	আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
	পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
	মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিংগন॥

'চৈতন্যচরিতামৃত' সরকার ঠাকুরের পরবর্তীকালের রচনা। সুতরাং পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই সম্ভব।

৬৩৭ নং পদটিতে সহজ ভাব, সরল ভাষা, স্বাভাবিক ছন্দ এবং চণ্ডীদাসের 'পিরিতি' বিষয়ক পদের প্রভাব আছে। এ গুণ সরকার ঠাকুরের। তাছাড়া পূর্বকথা স্মরণ করে গৌরাংগের মানসিক অস্থিরতা ও শঠ সংগে 'পিরিতি' করার যন্ত্রণার প্রকাশ, তাঁর আর কিছু পদে[১০৯] লক্ষ্য করা যায়। পদটি তাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে।

৬৬৪ নং পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা বলেই অনুমিত হয়। পদটি ক্ষুদ্র, ভাব ভাষা ও ছন্দ সরল। দ্বিতীয়তঃ, নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে'[১১০] 'মহাপ্রভুর পাশাখেলা প্রকাশ' বিষয়টি রচনা করেছেনঃ "একদিন গদাধর সংগে গৌরহরি। এ পুষ্প বাটীতে বসি খেলে পাশা সারি"—এই দুই চরণ পয়ারের পর বাসুদেব ঘোষের "গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব পড়িল" ইত্যাদি পদটি

(১০৮) আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৮-৪৯)।

(১০৯) 'প্রেম করি কুলবতী সনে', 'কনক চম্পক গোরাচাঁদে', 'গোরা পহু বিরলে বসিয়া' বা 'আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়, আরে মোর গৌরকিশোর' (তরু পদ ৮৪৯, ৪২৯, ৪০৮, ৮৪০) ইত্যাদি।

(১১০) মিত্র ২য় সং, পৃঃ ৫৮০ (১২শ তরঙ্গ)।

উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেছেন। নিজের কোনো পদ দেন নি। বর্তমান পদটি তাঁর রচনা হলে, তিনি নিশ্চয়ই এটি এ ক্ষেত্রে সংযোজন করতেন।

'পদমেরু'র ঘনশ্যাম ভণিতার ১৮টি পদের মধ্যে ১৪টিই 'পদকল্পতরু' বা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে মিলে। সুতরাং পদগুলি ঘনশ্যাম কবিরাজেরই রচনা। এগুলি হলোঃ 'পদমেরু'র পদ ('পদকল্পতরু'র পদ)—৬৩ (৫৫), ১২১ (১৫৫), ৩৮০ (৩৪৯), ৩৮১ (৩৫০), ৩৮২ (৩৫১), ৪২৭ (৪৩৯), ৪৪৩ (৫২২), ৮২০ (২৭২০), ১১৪৮ (১৭২৩), ১২২৭ (১৮২৬), ১২৮৪ (১৯২৭), ১২৯৭ (১৯৭১), ১৩২৯ (২০১০) এবং ১৩৪১ (২০২১)।

ঘনশ্যাম ভণিতার ২৮ এবং ১০১ নং পদ দুটি আছে 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পৃঃ ৩৬ এবং ২১৬)। এ দুটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা। বাকি ২টি পদ হলোঃ

(ক) ৩২৮—পেখলু গৌরচন্দ্র অনুপাম (পত্র ৫৫খ),

(খ) ৬১৫—কাহে বিয়োগি ধনি রাই (১১১ক)।

৩২৮ নং গৌরবন্দনার পদটি 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে[১১১] আছে। পদটি ঘনশ্যাম কবিরাজের।

তেমনি ৬১৫ নং পদটির ভাষা ও আঙ্গিক 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র কিছু পদের কথা স্মরণে আনে।[১১২] সখীবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-ব্যাকুলা রাধার সঙ্গে মিলিত হলেন—এই ভাবটি ঘনশ্যাম কবিরাজের পদেও আছে। কিন্তু পদটির রচনা-রীতির সঙ্গে তাঁর পদের কোনো মিল নেই। এই রচনাগুণেই পদটি ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা হওয়া সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'পদমেরু'তে নরহরি-ঘনশ্যামের মোট ১২টি পদ আছে। তন্মধ্যে ২৪০, ৫৭০, ৬০৫, ৬১৫—এই ৪টি নতুন॥

(গ) বিভিন্ন প্রাচীন পুথির পাতড়া

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের—৫২১, ৫৩১, ২২১৭ এবং ২৯৮৭ নং পুথিতে নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার ৫টি নতুন পদ আছে।[১১৩] ২৮১, ৬৭২, ৭৫০, ১১১২, ১২৬৫ এবং ২২১৭ নং পুথিগুলিতে এই দুই ভণিতায়

(১১১) হরিদাস দাস সং, পৃঃ ৪ (কো কহু অপরূপ দিয়ে আরম্ভ)।

(১১২) হরিদাস দাস সং, পৃঃ ১৩৬-১৩৭ (পদ নং ৫। ৬), ১২৪ পৃঃ (পদ ৭১), ১২৭-১২৮, পৃঃ (পদ ৫। ৬)।

(১১৩) দ্রঃ পরিশিষ্ট খ, পদসংখ্যা ১৫২-১৫৬।

যে ৮টি পদ সংকলিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ৭টিই পূর্বে প্রকাশিত।[১১৪] ১১১২ নং পুঁথির আর ১টি ৪ চরণের পদ ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক বিচারে উল্লেখ করার মতো নয়। প্রথমোক্ত ৫টি 'নতুন পদ' হলো—

(১) **প্রেমের ভাই নিতাই আলি রে, তুমি মোরে দেহ ব্রজরস রে (পুঁথি ৫২১),**

(২) **যুগল পিরিতি কোথা উপজিল পিরিতি বলিব কারে (পুঁথি ৫৩১),**

(৩) **সখা রাধা নাম কে কহিলে আগে (পুঁথি ২২১৭),**

(৪) **দুহুঁ কর সরস রভস রস কন্দল শুনইতে রঙ্গন দেবী (পুঁথি ২৯৮৭),**

(৫) **দুহুঁ দুহুঁ ভুজযুগে দুহুঁ তনু বান্ধল হৃদ হৃদে মুখে মুখ মেলি (পুঁথি ২৯৮৭)।**

৫২১ নং পুঁথির 'নরহরি' ভণিতার পদটি সুদীর্ঘ, গৌর-নিতাই-এর কথোপকথনের ঢঙে রচিত, ঘটনা সম্বলিত এবং 'শোচক' বা 'সূচক' পদের গুণ বিশিষ্ট। নরহরি সরকার অনুরূপভাবে কোনো পদ লিখেছেন বলে যেমন জানা যায় নি, তেমনি নিত্যানন্দ সম্পর্কে তাঁর কোনো পদই নেই। এর রচনা-রীতির সঙ্গে নরহরি চক্রবর্তীরই বহু পদের সাদৃশ্য আছে। পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

৫৩১ নং পুঁথির 'নরহরি' ভণিতার পদটি চণ্ডীদাসের 'পিরিতি' বিষয়ক বা প্রহেলিকাত্মক পদের অনুসরণে রচিত। চক্রবর্তীর নামে এরূপ কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে নরহরি সরকার এই জাতীয় কিছু পদ রচনা করে-ছিলেন।[১১৫] ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক বিচারে পদটি সরকারের রচনা হওয়াই সম্ভব।

২২১৭ নং ঘনশ্যাম ভণিতার উক্ত পদটি নিতান্ত সহজ বাংলায় রচিত।

(১১৪) ২২১৭ নং পুঁথির 'ঘনশ্যাম' ভণিতার অপর পদটি—'অনুক্ষণ হেরিয়ে তোহে আনচিত' কবিরাজের গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে আছে (পৃঃ ১৬)।
২৮১ নং পুঁথির—'আসকের কথা শুনলো সই' (নরহরি)—সহজিয়া সাহিত্য, পৃঃ ৩৭।
৬৭২ নং 'যে দেখেছি যমুনার তটে' (ঘনশ্যাম)—গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ২৫০ এবং 'অনুখন হেরিয়ে তোহে আনচিত' (ঘনশ্যাম)—গোবিন্দরতিমঞ্জরী, পৃঃ ১৬।
৭৫০ নং 'বিনোদিনী বেরি একু কর অবধান' (নরহরি) কীর্তনানন্দ, ১৭১খ পত্র।
১১১২ নং 'পিরিতি প্রকৃতি একত্র' (নরহরি)—সহজিয়া সাহিত্য, পৃঃ ২৩।
১২৬৫ নং 'উমত ঝুমত চরত' সংকীর্তনামৃত, পৃঃ ১২৮।

(১১৫) ডঃ শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম, পৃঃ ১১৭ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৪০১)।

-এর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা থেকে এটিকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। ছোট বড়ো চরণ সৃষ্টি, মাঝে মাঝে ব্রজবুলি শব্দের প্রয়োগ, ভাবের অ-গভীরতা ইত্যাদি লক্ষণ এই পদে দেখা যায়। এই ধরণের কিছু বৈশিষ্ট্য নরহরি-ঘনশ্যামের রচনায় আছে। সেদিক দিয়ে পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের নামে আরোপ করা যেতে পারে।

২৯৮৭ নং পুথির পদ দুটিই ঘনশ্যাম ভণিতার। প্রথমটিতে (দুহুঁ কর সরস রভস) রাধিকার মানভঙ্গ, দ্বিতীয়টিতে (দুহুঁ দুহুঁ ভুজযুগে) কৃষ্ণ সঙ্গে তার মিলন ও সম্ভোগ বর্ণিত। অনুরূপ বিষয়ে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর কোনো পদ মেলে নি। অপর পক্ষে এই বিষয়ে কবিরাজের অনেকগুলি পদ আছে।[১১৬] দ্বিতীয়তঃ, পদ দুটিতে গোবিন্দ দাসের এই বিষয়ক পদের প্রভাব প্রকট।[১১৭] তৃতীয়তঃ, রচনারীতিও কবিরাজের কথা স্মরণে আনে। সর্বোপরি প্রথম পদটির শেষ চরণে কবি নিজেকে রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলার সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অনুরূপ সেবার ভাব ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদে মেলে না। এই সব বিচারে পদ দুটি ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।[১১৮]

১১১২ নং পুথির নরহরি ভণিতাযুক্ত ৪ চরণের পদটি ভাব, ভাষা, রচনারীতি সবদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্য বর্জিত। এতে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যদ্দ্বারা এটিকে নরহরি সরকার বা চক্রবর্তীর রচনারূপে মেনে নেওয়া যায়॥

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের—৬৩২ নং পুথিতে ৪টি এবং নম্বর-হীন ও চৌকো খাতার আকার বিশিষ্ট একটি পুথিতে ১টি, মোট ৫টি (এই দুই ভণিতার) নতুন পদ মিলেছে।[১১৯] ৪৬৫ নং এবং অপর একটি নম্বরহীন, এক পত্রের পুথিতে মোট ১১টি পদ আছে, এগুলি পূর্বপ্রকাশিত।[১২০] ৫৩৪

---

(১১৬) রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৪৭, ৭৬, ৯৩। গোবিন্দরতিমঞ্জরী, পৃঃ ৩৮, ৪০, ৪১, ৭১।

(১১৭) পদকল্পতরুর পদ, ২৭৫, ২৮৭, ৯৯২, ১৪৯৯ ইত্যাদি।

(১১৮) এই পদ দুটি নীলজোড়াবাসী সতীশচন্দ্র কামিলার তিনটি পুথির পাতড়ায় হুবহু মিলেছে।

(১১৯) দ্রঃ পরিশিষ্ট খ, পদ ১৪-১৯।

(১২০) বিষ্ণুপুর পুথি—৪৬৫ নং (১) 'সহজই বিষম', 'অনুখণ হেরিয়ে' (গোবিন্দরতিমঞ্জরী)। এক পত্রের পুথির ৯টি পদ—১. 'পেখলু গোকুলবসতি' ২. 'লোচন লোর ওর', ৩. 'তুয়া উপচার', ৪. 'নিজকুল গৌরব', ৫. 'একে বিরহানল' ৬. 'কুলমরিযাদ', ৭. 'হিয়ে বিরহানল', ৮. 'ডাকে ডাহুকি', ৯. 'দেখ পাপি আঘন'—পদগুলি গোবিন্দরতি-মঞ্জরীতে আছে।

নং পুথিতে নরহরি ভণিতার 'নাচত পহু মোর নিতাই রঙ্গিয়া' পদটি আছে। এই পদটিই নরহরি চক্রবর্তী স্বয়ং তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গে[১২১] পরসাদ দাসের নামে সংকলিত করেছেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরের এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথি দৃষ্টে পদটির 'নরহরি' ভণিতা গ্রহণ করা যায় না। নতুন পদ ৫টির ৪টি আছে ৬৩২ নং পুথিতে ৩ নং পত্রে—

(১) চতুর হইয়া করিব কাজ (পদ ৮), (২)...গ্রহ বলিয়া কহয়ে কথা (পদ ৯),

(৩) সে রূপে হেরয়ে রূপ সে ঠায়ে (পদ ১০) (৪)...মাঝারে ফুটিল ফুল (পদ ১১)।

পদগুলিতে ভণিতা আছে 'নরহরি'র। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে এমন পদ একটিও নেই। তিনি শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাভুক্ত। তাঁর পক্ষে অনুরূপ সহজ সাধন ঘটিত পদ রচনা অসম্ভব বলেই মনে করি। অপর দিকে, নরহরি সরকারের নামে এই জাতীয় কিছু পদ প্রচলিত আছে। ভাবে ভাষায় সহজিয়া চণ্ডীদাসের সুর যেমন স্পষ্ট, তেমনি সরকারের নামে আরোপিত পদগুলির সঙ্গে এগুলির নানাদিক দিয়ে সাদৃশ্যও আছে। পদগুলি তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এগুলি যে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা নয়, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নম্বরহীন চৌকো খাতার আকার বিশিষ্ট পুথিটির পদটি ঘনশ্যাম ভণিতার—"আজু বৃষভানুপুরে আনন্দ উদয়" (পত্র ১১খ)। পদটি রাধিকার জন্মলীলা বিষয়ক। এ বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কোনো পদ নেই। 'ভক্তি-রত্নাকরে'[১২২] এই বিষয়ে কিছু পদ আছে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে এগুলির সঙ্গে বর্তমান পদটির কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এদিক থেকে পদটি তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়॥

বরাহনগর পাঠবাড়ীর গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের—২৬৩০ (২৬ণ) এবং ২৬৩১ (২৬ত) নং পুথি দুটিতে এই দুই ভণিতায় যথাক্রমে ৩ এবং ৬টি পদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পুথিতে ১টি ও দ্বিতীয় পুথির ৬টি পদই অন্য কোনো প্রাচীন পদসংকলনে মেলে নি।[১২৩] পদ গুলি নরহরি ভণিতার:

২৬৩০ নং পুথির পদটি—কি হেরিলাম নিশির স্বপনে (পত্র ২ক-২খ)।

২৬৩১ নং পুথির পদগুলি হলো—১। সখি সঙ্গে করি ভানুর ঝিয়ারি (পত্র ৪ক), ২। শুনগো রাধিকে প্রাণের অধিকে (৪ক), ৩। কৃষ্ণ দুই অক্ষর প্রেমের অংকুর (৪খ), ৪। শুনহে রসিকমণি তোমারে কহিয়ে আমি (৪খ),

(১২১) গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৬০১।

(১২২) ঐ, পৃঃ ১৯২।

(১২৩) ২৬৩০ পুথির পূর্ব আলোচিত পদ ২টি হলো—'সহজই বিষম', 'অনুখণ হেরিয়ে' (গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে আছে)।

৫। বৃষভানু ঝিয়ারি রূপে গুণে আগরি (৪খ) এবং ৬। হেথা খেলাধুলো ভাঙ্গি ভানুর নন্দিনী (৫ক)।

২৬৩০ নং পুঁথির পদটি 'স্বপ্নে-দর্শন' বিষয়ক। ভাষা সহজ বাংলা, ছন্দও স্বাভাবিক, রচনারীতিটি সরকার ঠাকুরের অনুবর্তী। নরহরি চক্রবর্তীর এই বিষয়ে অনেক পদ আছে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে আলোচ্য পদটির কোনো দিক দিয়েই তুলনা বা সাদৃশ্য মেলে না। পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা হওয়াই সম্ভব।

২৬৩১ নং পুঁথির উল্লিখিত পদগুলির ৪ নংটি বাদে ৫টি পদ রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম 'পদামৃতসিন্ধুতে (১৩২৯) প্রকাশ করেন।[১২৪] এগুলির ১টি 'পদামৃতমাধুরী' (১ম খন্ড, ১৩৩৮)[১২৫] এবং ৪টি 'বিচিত্র সাহিত্য' (১ম খন্ড, ১৩৬৩) গ্রন্থেও[১২৬] মুদ্রিত। পদগুলিতে ধারাবাহিক রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে

"সখী সঙ্গে যুবতী রাধা ক্রীড়ামগ্ন। দেবী ভগবতী এসে তাঁকে কৃষ্ণ সঙ্গে 'পিরিতি' করার উপদেশ দিলেন (১)[১২৭]। বললেন, পিরিতিবিহীন ব্যক্তির জীবন বৃথা। পিরিতি জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ। তুমি গোকুলরায় সঙ্গে 'পিরিতি' কর (২)। কৃষ্ণ নামে রাধা বিহ্বল হলেন। দেবীর পুনরাগমনের জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে রইলেন (৩)। দেবী শ্যামের নিকটে এসে পিরিতি করবার নির্দেশ দিলেন (৪)। এজন্যে রাধার রূপগুণের বিস্তারিত বর্ণনা করে তাঁর সঙ্গেই 'পিরিতি' করতে বললেন (৫)। এদিকে রাধা খেলা সাঙ্গ করে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনকালে কৃষ্ণ নামে অস্থির হয়ে ভূমিতে ঢলে পড়লেন। সখীদের কাছে লজ্জা গোপন করতে কাঁটা, ফোটার প্রসঙ্গ পাড়লেন। সখীরা কিন্তু বিষয়টি ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেন (৬)।"

পদগুলির ভাষা প্রাঞ্জল, ছন্দ সরল, বিষয়টিও সহজবোধ্য, সরকার ঠাকুরের রচনারীতির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্তসুকুমার সেন মহাশয় এজন্যে পদগুলিকে সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন

"মনে হয়, সরকার ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন,

(১২৪) শ্রীপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৩৪-১৩৫ (এখানে পুঁথির ১। ২ নং ১টি এবং ৩। ৪ নং মিলে আর ১টি পদ)।

(১২৫) পদামৃতমাধুরী, (১ম), পৃঃ ৪০-৪২। (৬ নং টি মাত্র)।

(১২৬) বিচিত্র সাহিত্য, (১ম), পৃঃ ১১৪-১১৬, (১। ২। ৩ নং)।

(১২৭) বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি = এই পুঁথি থেকে প্রাপ্ত পদগুলিতে আমরা যে সংখ্যা দিয়েছি তা।

সাধারণ বৈষ্ণবদের মতো ট্যক্রা-টাক্রা ভাবে নহে।......সরকার ঠাকুরই বোধ হয়, 'পীরিতি' শব্দটি 'প্রেম' অর্থে সাহিত্যে সর্বপ্রথম চালাইয়া দেন।"[১২৮]

রচনারীতির বিচারে আমরাও পদগুলিকে সরকার ঠাকুরের লেখা বলেই মনে করি। ফলকথা বিভিন্ন পুঁথির পাতড়া থেকে নিম্নোক্ত ৩টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে

১। প্রেমের ভাই নিতাই আলি রে (বিশ্বভারতী, ৫২১ নং পুঁথির পদ)।

২। সখা রাধা নাম কে কহিলে আগে (ঐ, ২২১৭ নং পুঁথির পদ)।

৩। আজু বৃষভানুপুরে আনন্দ উদয় (বিষ্ণুপুর পরিষদের নম্বরহীন পুঁথির পদ)।।

(ঘ) এ কালের বিভিন্ন পদসংকলন, সাময়িক পত্রিকা ও আলোচনা গ্রন্থ

১। পদরত্নাবলী[১২৯]

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খৃঃ) 'পদ-রত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। এই পদসংকলনের 'নিবেদন' অংশে সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে, "মহাজন-পদাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি" এ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এতে 'নরহরি' ভণিতার ১টি মাত্র পদ পাওয়া যায়, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার কোনো পদ নেই। পদটি হলোঃ

"পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একদিন দেখিনু নয়নে" (পৃঃ ৭৪)।[১৩০] পদটি রাখালানন্দ ঠাকুর 'গৌরাঙ্গমাধুরী'তে নরহরি সরকারের নামে মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু এটি নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র পদ।[১৩১] সুতরাং এটি চক্রবর্তী মহাশয়েরই রচনা। এ গ্রন্থে কোনো অপ্রকাশিত বা নতুন পদ নেই।।

২। 'সাহিত্য' পত্রিকায়[১৩২] প্রকাশিত পদ

১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'ঘনশ্যামদাস'

(১২৮) বিচিত্র সাহিত্য, (১ম), পৃঃ ১১৪, শ্রীসুকুমার সেন।

(১২৯) ১ম সং, ১২৯২। পরে বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' গ্রন্থে এই সংকলন (অর্থাৎ সমস্ত পদ) মুদ্রিত করেছেন।

(১৩০) পদরত্নাবলীতে পদটি ৯ চরণ বিশিষ্ট—"অঙ্গ আছাড়য়ে বারে বারে। কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে পুনৰ্বতীগো কেহ স্থির হইতে না পারে" ।। ইত্যাদি ৫ম চরণের অর্ধাংশ ও ৬ষ্ঠ চরণের পাঠ এ গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি।

(১৩১) গৌরচরিত্রচিন্তামণি—স. হরিদাস দাস, পৃঃ ৬৩ (পদ ৬।৯)।

(১৩২) 'সাহিত্য' (১২৯৯, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৮৪) স. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

প্রবন্ধে নরহরি-ঘনশ্যামের কবিকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে 'নরহরি' ভণিতার একটি পদ মুদ্রিত করেন। পদটি হলো—"জয় জয় রাধা রাসবিহারিণী। খঞ্জন নয়নী" ইত্যাদি। পদটির সম্পর্কে তিনি জানান যেঃ "তাঁহার (নরহরি-ঘনশ্যামের) কৃতগ্রন্থের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। এইটি কোনো গ্রন্থে নাই। এই কবিতাটি রক্ষা হয়, এই অভিলাষে এখানে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।"[১৩৩]

পদটির প্রথম ৪ চরণ আমরা নরহরির গ্রন্থে বা অন্যত্র পাই নি। এই ৪ চরণ হলো

জয় জয় রাধা রাসবিহারিণী।
খঞ্জন নয়নী রমণীমণি মোহিনী গিরিবরধরধৃতি ভঞ্জনকারিণী॥ ধ্রু॥
চন্দ্রবদনী অভিরামিনী ভামিনী দামিনী তনুখন অম্বর ধারিণী।
বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্যামঘন মনহারিণী রসময়ী সুকুমারিণী॥ ১॥

কিন্তু এর পর ৫-১২ চরণ "আজু রজনী শেষ সময়ে" ইত্যাদি নরহরির 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' গ্রন্থে পাই।[১৩৪] ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এই গ্রন্থটির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু গ্রন্থটি পাঠকালে পদটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি এটিকে নতুন পদ বলে মনে করেছিলেন।

প্রথমোক্ত ৪ চরণও যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা তার প্রমাণ পাই তাঁর 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র 'মঙ্গলাচরণ' পুথির একটি পদ থেকে। পদটি হলো

জয় জয় রাসবিলাসিনী রাধা। মাধুরি নিরুপম চরিত অগাধা॥ ধ্রু
চন্দ্রবদনী ধনী নওল কিশোরী। মধুরিম হাসিনী ভুবন উজোরি॥
কঞ্জনয়নী মোহিনী সুকুমারি। ভূধর ধর ধৃতি ভঞ্জন কারী॥
রঙ্গিনী রমণী শিরোমণি ভোরি। নরহরি সুখী সুখবর্দ্ধিনী গোরি॥[১৩৫]

আলোচ্য ৪ চরণের অধিকাংশ শব্দ পর্যন্ত আছে এই পদে। তাছাড়া রচনা-রীতিটি চক্রবর্তীর অন্যান্য পদের মতো—(১) 'জয় জগতবন্দিনী নৃপনন্দিনী', (২) 'জয় জয় শ্রীবৃষভানু কিশোরী' ইত্যাদি।[১৩৬] সুতরাং এই ৪ চরণ যে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা, তাতে কোনো সন্দেহ উদ্রিক্ত হয় না। এই অংশকে একটি পদ হিসেবে গ্রহণ করা চলে। পদটি নরহরি পদাবলীতে একটি বিশিষ্ট সংযোজন॥

(১৩৩) 'সাহিত্য' (১২৯৯, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৮৪)।
(১৩৪) পৃঃ ৩৩-৩৪। পদ ২১ (ভুল করে '১৭' ছাপা হয়েছে)।
(১৩৫) গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি (পাঠবাড়ী নং ২৫৩৪। ৩), পত্র ৪খ, পদ নং ২৩।
(১৩৬) ঐ, পদ ২২ (পত্র ৪ক-খ), পদ ২৪ (পত্র ৪খ)।

৩। সংগীতসার সংগ্রহ ১৩০৬-১৩০৮

বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত "সংগীতসার সংগ্রহ" তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় খণ্ডটি আমরা লাভ করি। এতে নরহরি ভণিতায় ৪টি ও ঘনশ্যাম ভণিতায় ৫টি পদ আছে। নরহরি ভণিতার পদগুলি (পৃঃ ২৯-৩০) হলো—১। দেখ শচীনন্দন জগতজীবনধন, ২। ঝুলয়ে সুন্দর রসময় গোরা, ৩। ঝুলত সুখময়, ৪। আজু ললিত হিন্দোর মাঝে। এগুলির ২ নং পদটি কবির ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৫৮২), ৩-৪ নং পদকল্পতরুতে (১৫৬০, ১৫৬৩ নং) আছে। এবং পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এগুলি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা। প্রথম পদটি পরবর্তীকালে গৌরপদতরঙ্গিণীতে (২য় সং, পৃঃ ১৫৮) মুদ্রিত হয়েছিল। পদটির ভাষা বাংলা, কিন্তু লুঠত, করতহি প্রভৃতি প্রচুর ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে, যা চক্রবর্তীর পদেরই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, এঁর ভক্তিরত্নাকরে অনুরূপ ভাবের দুটি পদ আছে—'কিবা খোল করতাল বাজে' (পৃঃ ৫৬৪), 'গোরা প্রেমে গরগর' (পৃঃ ৫৯৯)। মূলতঃ পদটি গোবিন্দদাসের 'চম্পক শোন কুসুম' (তরু ৩) ও 'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে' (তরু ৬৭) ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকা পদ দুটির প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

এই গ্রন্থের 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলি হলো—১। সহজই বিষম, ২। অলখিত গতি, ৩। মানিনি অতয়ে করহ, ৪। কত পরকার, ৫। তুঁহু যদি মাধব। এগুলির ১, ২ নং পদ দুটি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে আছে (পৃঃ যথাক্রমে, ১২, ১৩)। ৩, ৪, ৫ নং পদ তিনটি পদকল্পতরুতেও মিলেছে (পদ ২০৫৪-২০৫৬)। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি কবিরাজেরই পদ।

সুতরাং এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর ১টি নতুন পদ বিদ্যমান॥

৪। গৌরপদতরঙ্গিণী [১০৭]

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ গৌরগীতি-পদাবলী সংকলন জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'। ভদ্র মহাশয় স্বয়ং ১৩১০ বঙ্গাব্দে এর প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থে 'নরহরি' ভণিতার ৩৮৩টি এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ৩৮টি পদ সংকলিত হয়েছে।

(১০৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা এর দুটি সংস্করণই প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে আমরা ২য় সংস্করণটি ব্যবহার করেছি।

মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় জানিয়েছেন যে, নরহরি ভণিতার ৩৮৩টি পদের মধ্যে ১০০টি পদ সরকার ঠাকুরের, ১৭১টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর এবং বাকি ১১২টি পদ কোনো 'নরহরি দাসে'র রচনা। সম্পাদকীয় বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন

> "শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী নামক একখানি মাসিক পত্র তিন বৎসর বাহির হয়। শ্রীখণ্ডের শ্রীল্ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাতে মোট যত পদ আছে, তাহার মধ্যে ১০৮টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইগুলি নরহরি সরকারের পদ বলিয়া লিখিত হইল।" (৪নং পাদটীকা)
> "ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরি ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তন্মধ্যে ১৬৯টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলি নরহরি চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া লিখিত হইল।
> উল্লিখিত পদাবলী ব্যতীত নরহরি ভণিতার আরও ১১২টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে। ইহার মধ্যে সরকার ঠাকুরের ও চক্রবর্তী মহাশয়ের পদও নিশ্চয় আছে। তবে কাহার রচিত পদ কোন্‌গুলি তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। ইহার মধ্যে অপর কোনো নরহরির পদ আছে কিনা তাহা কে বলিতে পারে?" (৫ নং পাদটীকা) [১০৮]

কিন্তু মৃণালকান্তির প্রদত্ত সূচীপত্র নির্ণয়ে পদ নির্বাচন ব্যাপারে পাঠককে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ, "পদকর্তৃগণের নাম ও পদসমষ্টি" শীর্ষক "দ্বিতীয় সূচী"টি আদৌ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। 'নরহরি' ভণিতার পদগুলির সূচীটি লক্ষ্য করা যাক। মৃণালকান্তি প্রদত্ত সূচী নিম্নরূপ: [১০৯]

পদকর্তৃগণের নাম	পদসমষ্টি	পৃষ্ঠা
নরহরি সরকার	১০০	৮, ৯, ১০৪,.........১৩২ (১২০শ, ১২১শ) ১৩৩, ...১৯২, ১৯৩, ২০১।
নরহরি চক্রবর্তী	১৭১	১৮, ৪২, ৪৩, ... ২২১, ... ২৩০, ২৩১. .... ৩২৯।
নরহরি দাস	১১২	২০, ৪৭, ৪৮, ...২২১, ২২২...... ২৩১, ২৩২, ২৩৩ ....৩৭১।

প্রতি কবির নামের পাশে পদগুলির যে পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখিত হয়েছে, ঠিক সেই পৃষ্ঠায় সেই কবির পদ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন অনেক পৃষ্ঠা

(১০৮) গৌ. প. ত. (২য় সং) ভূমিকা, দ্বিতীয় সূচীপত্র, পৃঃ ১৷৵.
(১০৯) ঐ, পৃঃ ১৷৵.-১৷৴.

সংখ্যাই লিখিত হয়েছে, যা অন্ততঃ দুজন কবির নামের পাশে দেখা যায়। যেমন

১৯২ পৃঃ, নরহরি সরকার ও নরহরি দাস।

২২১, ২৩১, ২৩২ পৃঃ, নরহরি চক্রবর্তী ও নরহরি দাস।

১৯২ পৃষ্ঠায় নরহরি ভণিতার পদ ৩টি—পদসংখ্যা ২৩, ২৪, ২৫। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ দুটি পদ 'সরকারে'র বা 'নরহরিদাসে'র? আবার ২৩১ পৃষ্ঠায় একটি মাত্র পদ (৪৭ নং) 'নরহরি' ভণিতার। অথচ পৃষ্ঠা সূচীতে 'চক্রবর্তী' ও 'নরহরি দাস' উভয়েরই নাম আছে। এটাই বা কেমন করে সম্ভব? ১৩২ পৃষ্ঠায় নরহরি ভণিতার পদ ৩টি (১১৯, ১২০, ১২১)। তন্মধ্যে ১২০, ১২১ নং পদ দুটিকে সম্পাদক নরহরি সরকারের রচনা বলে জানিয়েছেন। কিন্তু নরহরি দাসের স্থলে শুধু ১৩২ পৃঃ লেখা আছে। এখানেও সূচীটি পরিষ্কার করতে ১১৯ নং-টি উল্লেখ করা উচিৎ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সম্পাদকের ভাষায়, "গৌরাঙ্গমাধুরীতে মোট যত পদ আছে, তাহার মধ্যে ১০৮টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।" অথচ সূচীপত্রে তিনিই লিখেছেন, "নরহরি সরকার—পদসমষ্টি ১০০।" সুতরাং এই অতিরিক্ত ৮টি পদ কোথায় গেল, বা কার নামে সংকলিত হলো, জানানো দরকার ছিল। তেমনি চক্রবর্তী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, ভক্তিরত্নাকর থেকে "১৬৯টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।" অথচ সূচীতে তিনিই লিখেছেন—"নরহরি চক্রবর্তীর পদসমষ্টি ১৭১।" এখানেও তিনি অতিরিক্ত ২টি পদ কোথায় পেলেন জানালে ভালো হতো।

অবশ্য সূচীপত্রের এই ভুলত্রুটি ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়। "প্রায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত" হয়েছে।[১৪০] এজন্যে যে অনন্যসাধারণ শ্রম, অসাধারণ ধৈর্য ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়েছিল, তুলনায় এই ত্রুটি এমন কিছুই নয়।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে রাখালানন্দ ঠাকুর 'গৌরাঙ্গমাধুরী' পত্রিকায় 'নরহরি' ভণিতার ১০৮টি পদ প্রকাশ করেন। ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যায় (পৃঃ ১৮৯-১৯১) ১-১১ নং ১১টি, ৮ম সংখ্যায় (পৃঃ ২০৬-২১২) ১২-৩৭ নং ২৬টি, ৯ম সংখ্যায় (পৃঃ ২৪৫-২৪৯) ৩৮-৫০ নং ১৩টি এবং ১০ম সংখ্যায় (পৃঃ ২৬৬-২৮০) ৫১-১০৮ নং ৫৮টি পদ মুদ্রিত হয়। তখনো এদেশে পদাবলী প্রকাশ করলে তার আকর পুঁথির উল্লেখ করার রীতি চালু হয় নি। ফলে রাখালানন্দও

(১৪০) 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', জগদ্বন্ধু ভদ্র, (২য় সং, পৃঃ ৵.) সম্পাদকের কথা।

তাঁর প্রকাশিত পদগুলির আকর নির্দেশ করেন নি। তিনি নির্বিচারে ১০৮টি পদকেই নরহরি সরকারের রচনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এবং মৃণালকান্তিও কোনো রকম অনুসন্ধান না করেই গৌরপদতরঙ্গিণীর ১০০টি পদকে সরকার ঠাকুরের রচনা বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা বর্তমান গ্রন্থের পদগুলির সঙ্গে এই পত্রিকায় মুদ্রিত পদগুলি মিলিয়ে দেখতে পাই যে, পত্রিকায় মুদ্রিত নিম্নোক্ত ৬টি পদ [১৪১] 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে নেই

১। আজি সুরধনী জলে গিয়াছিনু কাঁকেতে কলসী করি (পদ নং ২)

২। মরমহি গোর গোরগুণ শ্রবণহি বদনহি গোর কি নাম (৩)

৩। সেই বা কেমন লোক গৌরাঙ্গ পাসরে (৬)

৪। কনক কুমুদ দেহের মাধুরী সকল রসের কূপ (৭)

৫। সুঘন চিক্কণ কিবা কেশের মাধুরী (৮)

৬। ও বোল বল না সই না বলিবি মোরে (৯)

অর্থাৎ গৌরাঙ্গমাধুরীর ১০২টি পদ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। [১৪২]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'গৌরাঙ্গমাধুরী', ২১ এবং ২২ নং পদ দুটি ('কি কব সজনি ননদের কথা'; 'কাঁখের কলস') 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ১টি পদরূপে

(১৪১) গৌরাঙ্গমাধুরী, (১৩৩৭, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা। এই ৬টি পদ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

(১৪২) গৌরাঙ্গমাধুরীর ১০২টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে: (প্রথম সংখ্যাটি গৌরাঙ্গমাধুরীর পদসংখ্যা, দ্বিতীয়টি গৌরপদতরঙ্গিণীর ২য় সং-এর পৃষ্ঠা) ১। ৪। ৫ = ১১৩, ১০। ১১ = ১০৮, ১২ = ১১৩, ১৩ = ১১৪, ১৪ = ১২৪, ১৫ = ১২৩, ১৬-১৯ = ১২৪, ২০-২২ = ১২৫, ২৩। ২৪ = ১২৬, ২৫ = ১২৭, ২৬-২৯ = ১২৮, ৩০-৩৫ = ১২৯, ৩৬-৩৯ = ১৩০, ৪০। ৪১ = ১৩২, ৫৬-৫৮ = ১৩৭, ৪২-৪৫ = ১৩৩, ৪৬। ৪৭ = ১৩৪, ৪৮-৫১ = ১৩৫, ৫২-৫৫ = ১৩৬, ৫৯-৬১ = ১৩৮, ৬২-৬৫ = ১৩৯, ৬৬-৬৮ = ১৪০, ৬৯-৭৩ = ১৪১, ৭৪-৭৮ = ১৪২, ৭৯-৮৪ = ১৪৩, ৮৫-৮৭ = ১৪৪, ৮৮-৯০ = ১৪৫, ৯১-৯৩ = ১৪৬, ৯৪-৯৭ = ১৪৭, ৯৮-৯৯ = ১৪৮, ১০০ = ১০৪, ১০১। ১০২ = ১০৫, ১০৩-১০৫ = ১৯২, ১০৬। ১০৭ = ১৯৩, ১০৮ = ১৮৭। এগুলির ৮৯টি 'ভক্তিরত্নাকরে', ১টি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে আছে। এই ৯০টির রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী। আবার এগুলির ১০৩-১০৮ নং ৬টি 'পদকল্পতরু'তে আছে।' বাকি ১২টি (১-৯, ১১, ১২, ৩৮ নং) একমাত্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেই পাওয়া যায়।

মুদ্রিত (৩। ২। ৯৩ নং, পৃঃ ১২৫) হয়েছে। বলা বাহুল্য দুটি পদ মিলে একটি পদ হওয়াই স্বাভাবিক। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তেও তাই আছে (পৃঃ ৭১-৭২)। পত্রিকার ২১ নং পদের শেষ চরণের পাঠ "হইল বিষম নরহরি তনু কাঁপয়ে মদনভরে", এই পাঠই আছে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে। কিন্তু শুদ্ধ পাঠ আছে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে "হইল বিষম থরহরি তনু কাঁপয়ে মদন ভরে"। গৌরাঙ্গকে দেখে জল আনতে যাওয়া ননদীই গৌররূপ-পানে 'মদনভরে' বিপন্ন হবেন, 'নরহরি তনু' 'মদন ভরে' কাঁপবে কেন?

অপর পক্ষে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সরকার ঠাকুরের নামে মুদ্রিত নিম্নোক্ত ৭টি পদ 'গৌরাঙ্গমাধুরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি—৮ পৃষ্ঠার ২৭ নং 'গৌরলীলা দরশনে বড় ইচ্ছা হয় মনে', ২৮ নং 'ব্রজভূমি করি শূন্য', ২৯ নং 'রসে তনু ঢর ঢর', ৩০ নং 'গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত'; ১১৪ পৃষ্ঠার ৪৫ নং 'কি হেরিলাম গোরারূপ'; ১৮৮ পৃষ্ঠার ৫২ নং 'কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর'; এবং ২০১ পৃষ্ঠার ৫ নং 'গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থ সম্পাদকের পদ বিচার অনুসারে এই সংকলনের 'নরহরি' ভণিতার পদগুলিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে কিছু বাধা আছে। এ বিষয়ে আমাদের স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়াই উচিৎ।

এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতার মোট পদ ৩৮৩। এগুলির মধ্যে ৩২৬টি আছে নরহরি চক্রবর্তীর স্বকৃত গ্রন্থগুলিতে (ক) 'ভক্তিরত্নাকরে' ১৬৭, (খ) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ১৫২, (গ) 'গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুথিতে ৬ এবং (ঘ) 'গৌরপরিকরগণের সূচক' পুথিতে ১টি।[১৪৩] পদগুলি অন্যত্র অন্য কারো ভণিতায় মেলে নি। সুতরাং পদগুলি নিঃসন্দেহে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

---

(১৪৩) (ক) 'ভক্তিরত্নাকরে' প্রাপ্ত ১৬৭টি পদঃ (প্রথমে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র তরঙ্গ। উচ্ছ্বাস। পদ নং = সমান চিহ্নের পর ভক্তিরত্নাকর মিশন, ২য় সংস্করণের পৃষ্ঠা, * তারকা চিহ্নিত পদ হলো গ্রন্থ সম্পাদক মৃণালকান্তির মতে নরহরি সরকারের রচনা। "* ১ম। ৩য়। ২ = ৫৯৬" অর্থে বুঝানো হয়েছে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ১ম তরঙ্গের ৩য় উচ্ছ্বাসের ২ নং পদ, এটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫৯৬ পৃষ্ঠায় আছে, মৃণালকান্তির মতে পদটি সরকার ঠাকুরের লেখা)

* ১ম। ৩য়। ২, = ৫৯৬ পৃঃ।

* ২য়। ১ম। ১৯-২২, ২৪, = পৃঃ ৪৮৯-৪৯১।

* ২য়। ২য়। ১০-১২, ২৯, ৪৩-৪৫ = পৃঃ ৪৯১-৪৯৫।

* ২য়। ৩য়। ১-৩, ৫, = পৃঃ ৪৯৯-৫০০।

২য়। ৩য়। ১০, = পৃঃ ৫০১।

* ২য়। ৩য়। ১১-২৭, = পৃঃ ৫০২-৫০৬।

* ২য়। ৪র্থ। ১-৩, ৫-১০, ১২-১৬, ১৮-৩৪ = ৫০৮-৫১২।

* ৩য়। ১ম। ৭০, ৭২, ৭৩, ১১৯ = পৃঃ ৫২৭, ৫৬৫, ৫৮১, ৫৫৮।

৩য়। ১ম। ২৮ = পৃঃ ৫৬৭।

* ৩য়। ২য়। ৪৬ = পৃঃ ৫৬৫।

৪র্থ। ১ম। ১৫ = পৃঃ ৫১২।

* ৪র্থ। ২য়। ৪৫-৪৬, ৪৯-৫০, ৫২, ৫৫-৬১, ৬৩, ৬৫-৭২ = পৃঃ ৫২৯-৫৩০, ৫৫২, ৫৬১-৫৬৪, ৫৬৮, ৫৭২, ৫৭৬, ৫৮৭-৫৮৯।

* ৫ম। ১ম। ১০-১৪, ১৬, ২০-২৩, ৪৩-৪৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬৩, ৬৭ = পৃঃ ৫৭৭-৫৭৯, ৫৮১-৫৮৫, ৫৫৮।

* ৫ম। ৩য়। ৭ = পৃঃ ৫৯৩।

* ৬ষ্ঠ। ২য়। ৯-১১, ১৫-১৮, ২০-২১, ২৪ = পৃঃ ৬০৩, ৬০৪, ৬০৬, ৫২৩।

৬ষ্ঠ। ৩য়। ৪২-৪৩, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬২, ৭১-৭২ = পৃঃ ৬৪৫-৬৪৬, ৬৩৫, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৭।

* ৪র্থ। ১ম। ১৪, ২১ = পৃঃ ৫৫৯, ৫৩০।

৪র্থ। ২য়। ৪৪, ৫৩, ৫৪ = পৃঃ ৫২৭, ৫৫৩, ৫৫৮।

* ৪র্থ। ৩য়। ২১, ২২ = পৃঃ ৫২২, ৫২৬।

* ৫ম। ২য়। ২৬-২৮, ৩৪-৩৯, ৪৭, ৪৯-৫১ = পৃঃ ৫৮৬, ৫৮১, ৫৪৫-৫৪৬, ৫৮৭, ৫৬৯, ৫৫৩, ৫৬৪।

* ৬ষ্ঠ। ১ম। ১০, ২৬, ৬৪-৬৯, ৭১-৭৭ = পৃঃ ৫২১, ৫৪৮, ৫৯৭, ৬১১-৬১২, ৫৯৭, ৫৮৯, ৫৯৮, ৬১০, ৫৯৯, ৬০০।

৬ষ্ঠ। ৩য়। ৬১, ৮৩ = পৃঃ ৬০৫, ৬৪৯।

(খ) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে প্রাপ্ত ১৫২টি পদঃ (প্রথমের সংখ্যা তিনটি = 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র তরঙ্গ। উচ্ছ্বাস। পদ নং, এবং সমান চিহ্নের পরের সংখ্যা 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'র পৃষ্ঠা। * চিহ্নিত পদ সম্পাদকের মতে সরকার ঠাকুরের রচনা)

২য়। ২য়। ১৫-২৮, ৩০-৩৪, ৩৬-৩৭, ৩৯-৪১ = পৃঃ ৫৭-৬৫।

* ৩য়। ১ম। ১২৯-১৩০ = পৃঃ ১২১।

৫ম। ২য়। ১-১০, ১৬, ১৯-২৩, ৪২-৪৩, ৪৮, ৫৫-৬৩ = পৃঃ ৩৮, ৪৪, ৪৭, ৩৪-৩৬, ৩২, ৩৯, ৪৫-৪৮, ২৫, ২৩, ৩২, ২৮, ৪২-৪৪, ২৪।

৬ষ্ঠ। ২য়। ৫-৭ = পৃঃ ৫১-৫২;

৬ষ্ঠ। ৪র্থ। ৩০ = পৃঃ ১২০; ১ম পরিশিষ্ট। ৭২ নং = পৃঃ ৪।

* ৩য়। ২য়। ৮৬-৯৯, ১০১-১০৮, ১১০, ১১৯-১৮০ = পৃঃ ৬৭-৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৯-৮৩, ৮৫-১০৭, ৩০।

বাকি ৫৭টি পদের মধ্যে 'পদকল্পতরু'তে আছে ২৫টি (তার একটি ক্ষণদাতেও মেলে) এগুলি হলোঃ ১ম তরঙ্গ। ২য় উচ্ছ্বাস। পদ নং ২৯ = 'পদকল্পতরু'র পদ নং ২২৫৯ ; ১ম। ৩য়। ৫, ৬, ৯ = ২২৮৮, ২২৯৩, ২৯৯৪ ; ৩য়। ২য়। ৪১ = ১০৩ ; ৪র্থ। ২য়। ২৬ = ২০৯৭ ; ৪র্থ। ৩য়। ৯, ৫১ = ২১২২, ৮৩৫ ; ৪র্থ। ৪র্থ। ২৩-২৭ = ৭৯৯, ৮২০, ৮৩২, ৮৪০, ৮৪৯ ; ৪র্থ। ৫ম। ২২, ২৭ = ৩০৭, ৩১৬ ; ৪র্থ। ৬ষ্ঠ। ৪, ৫, ১১ = ৪০৮, ৪২১, ১৯০২ ; ৪র্থ। ৭ম। ৫, ৮, ১৭ = ১৬৪৩। ১৭৪৬, ১৯০৮ ; ৫ম। ৪র্থ। ১০ = ১৭২৯ ; ৫ম। ৫ম। ৪, ২৫, ২৭ = ২২৪১, ১৭০৭, ১৯৭০—পূর্বেই[১৪৪] আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির তিনটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনাঃ (১) ২০৯৭—নাচে শচীসুত লীলা অদ্ভুত, (২) ২২৪১—ত্রিভুবন মনোহর, (৩) ১৯৭০—আওব গৌর পুনহি নদীয়াপুর। বাকি ৩২টি পদের মধ্যে "গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত" (পৃঃ ৮) ইত্যাদি পদটি 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র সম্পাদকের মতোই ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১৪৫] ও ডঃ শ্রীমতী সতী ঘোষ[১৪৬] নরহরি সরকারের রচনারূপেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এ বিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। আমরা এই পদটি 'সংকীর্তনামৃতে' (পদ নং ৪), 'পদকল্পতরু'তে (পদ নং ২৩৪৫) এবং 'পদ-রসসার' (পদ নং ২৪৪৯) "বাসু" ভণিতায় পেয়েছি। সুতরাং এই তিন প্রাচীন সংকলনের প্রমাণে পদটির ভণিতা 'নরহরি' গ্রহণ করা যায় না। পদটি বাসু ঘোষের রচনা রূপে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ।[১৪৭]

৬ষ্ঠ। ১ম। ৭৮, ৮০, ৮১ = পৃঃ ৪৯, ৫০।

৬ষ্ঠ। ৩য়। ৪, ৭, ৮, ৬৯, ৭৭ = পৃঃ ৫৩-৫৪, ১১, ৫৫।

(গ) 'গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুঁথিতে প্রাপ্ত ৬টি পদঃ ২য় পরিশিষ্ট। পদ নং ৩, ৪, ১০, ১১, ১২ = পুঁথির পত্র ৬খ-৭খ।

(ঘ) 'গৌরপরিকরগণের সূচকে' প্রাপ্ত ১টি পদ—৬ষ্ঠ। ৩য়। ২ (পৃঃ ২৯৯) = পত্র ২খ (পদ ৪) (যদিও পাঠান্তর এত অধিক যে উভয় গ্রন্থে লেখা পদ অভিন্ন বলে মনে হবে না, দ্রঃ পাঠান্তর ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৬৩)।

(১৪৪) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২১১-২১৮।

(১৪৫) 'বৈষ্ণবপদাবলী' (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮), পৃঃ ১৪০-১৪৬।

(১৪৬) 'প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে শ্রীচৈতন্য' (১৩৬১), পৃঃ ৮৮-৯৪।

(১৪৭) বাসু ঘোষ-পদাবলীর অন্যতম সম্পাদক সন্তোষকুমার কুণ্ডু ('বাসুদেব ঘোষের পদাবলী', ১৩৬৮, পৃঃ ২) ও অন্যতম সম্পাদিকা মালবিকা চাকীর গ্রন্থে ('বাসু ঘোষের পদাবলী', ব-সা-প, ১৩৬৮, পৃঃ ১৬০-১৬১) পদটি বাসু ঘোষের রচনা রূপেই সংকলিত হয়েছে।

বাকি ৩১টি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ছাড়া অন্যান্য পদ সংকলনে মেলে না। এগুলি হলো—১। গৌরলীলা দরশনে (পৃঃ ৮), ২। ব্রজভূমি করি শূন্য (৮), ৩। বেলা অবসানে (১১৩), ৪। শয়নে গৌর স্বপনে গৌর (১১৩), ৫। মরম কহিব কায় (১১৩), ৬। মজিলু গৌর পিরিতে (১১৩), ৭। কে আছে এমন (১১৩), ৮। কি হেরিলাম গোরা রূপ (১১৪) ৯। কি ভাবে গৌরাঙ্গ (১৮৮), ১০। প্রেম করি কুলবতী সনে (১১৮) ১১। পাসরা না যায় (২০), ১২। গোরা মোর শুধুই কাঁচা সোনা (২০), ১৩। একদিন নির্জনে (৫১), ১৪। একদিন নিমাই (৫২), ১৫। পরাণ নিমাই মোর খেলা ভালবাসে গো (৫৩), ১৬। আজি আঙ্গিনাপর (৫৪), ১৭। লক্ষ্মী প্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী (৬২), ১৮। একদিন আমি শাশুড়ী ননদী (১২৮), ১৯। রমণী রমণ ভুবন মোহন (১৩০), ২০। শ্রীশচীমায়েরে আগে করি (১৫২), ২১। দেখ শচীনন্দন (১৫৮), ২২। নাচত গৌরাঙ্গ চাঁদ (১৬৭), ২৩। রাধিকা জনম উৎসবে (২১১), ২৪। নগর ভ্রমণে বাহির হৈয়া (২৩০), ২৫। রতন মন্দির মধি শুতি (২৩৬), ২৬। জয় দেব দেব মহেশ্বর (২৯৩), ২৭। শ্রীবীরভূমেতে ধাম (৩১৩), ২৮। রামচন্দ্র কবিরাজ (৩২০), ২৯। গৌরাঙ্গ চাঁদ হের (৩২৮), ৩০। জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ (৩৬৯) ও ৩১। পালংক উপরে (১৯৬)।

এগুলির মধ্যে ১-১০ নং, প্রথম ১০টি পদকে সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১৪৮] কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নি। ডঃ সতী ঘোষের গ্রন্থেও এগুলি সরকার ঠাকুরের "অকৃত্রিম পদাবলী" রূপে মুদ্রিত হয়েছে।[১৪৯] তিনিও এ বিষয়ে কোনো যুক্তিতথ্য প্রদান করেন নি।

১ নং "গৌরলীলা দরশনে" (পৃঃ ৮) ইত্যাদি পদটি কোনো পুরোনো পুথিতে মেলে নি। পদটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' নরহরি সরকার প্রসঙ্গে সমগ্র পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধারের পূর্বে তিনি লিখেছেন

"নরহরি গৌরপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া নিশ্চিত ভাবে লইতে পারি এমন কোনো পদ নাই। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এই বিষয়ে নরহরির রচনা বলিয়া যে পদটি (আলোচ্য পদটি) উদ্ধৃত

(১৪৮) 'বৈষ্ণপদাবলী', নরহরি সরকারের পদ নং (যথাক্রমে) ১। ৪। ৭। ১২। ১৩। ১১। ৮। ৬। ১৪। ২৪।

(১৪৯) 'প্রত্যক্ষদর্শীর-কাব্যে শ্রীচৈতন্য', সরকারের পদ নং (যথাক্রমে), ১। ২। ৫। ৬। ৮। ১১। ১৪। ২৪।

করিয়াছেন তাহা খাঁটি বলিয়া লইতে বাধা আছে। প্রথমত ভাষার ছাঁদ আধুনিক। দ্বিতীয়ত কোথায় পদটি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনো নির্দেশ নাই॥"[১৫০]

অন্যত্রও তিনি এই সংশয়ই প্রকাশ করেছেন। "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" প্রবন্ধেও (পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪০) তিনি সমগ্র পদটি উদ্ধার করে পাদটীকায় জানিয়েছেন, "পদটি নরহরি সরকারের লেখা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।[১৫১]

যাই হোক, ভাববস্তু বিচারে পদটি নরহরি সরকারের রচনা হওয়া অসম্ভব না হলেও এটি যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হবে না, তার প্রমাণ, তিনি গৌরলীলা দর্শনের সৌভাগ্যই লাভ করেন নি। অথচ পদটিতে গৌরলীলা দর্শনে তাকে "ভাষাবন্ধ করবার ইচ্ছা" ব্যক্ত হয়েছে, যা চক্রবর্তী মহাশয়ের পক্ষে খাটে না।

২ নং 'ব্রজভূমি করি শূন্য' (পৃঃ ৮) পদটিতে গৌরাঙ্গকে চাক্ষুষ দর্শনের প্রসঙ্গ আছে। পদটির শেষ চরণের 'সেদিনের সেই কথা/বলিতে মরমে ব্যথা/ যে হইল উভয় মিলন' অর্থে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় "মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলন"[১৫২] প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সহজ ভাষা ও সরল ত্রিপদী ছন্দে গাঁথা এই পদে শ্রীকৃষ্ণের নব-অবতার-গৌরস্বরূপের ভাবটি স্পষ্ট। তৃতীয়তঃ, কবির দুঃখ যে, গৌরাঙ্গ স্বরূপে তাঁর মন ভুলে না, তিনি তাঁকে শিখি পুচ্ছ চূড়া, পীতধড়া, বাঁশরি ও বঙ্কিম নয়ন যুক্তই দেখতে ভালবাসেন। এই কথার মধ্যে গৌরাঙ্গকে 'নাগর'রূপে ভজনার সুরটি শোনা যায়। চক্রবর্তীর এরূপ ইঙ্গিতধর্মী কোনো পদ নেই। নরহরি সরকার এই রূপেরই প্রথম উপাসক। সর্বোপরি, পদটিতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুস্পষ্ট ছাপও আছে। এজন্যে পদটি তাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উল্লিখিত ৩-৭ নং ৪টি পদ 'গৌরনাগরী' বিষয়ক। নরহরি সরকার 'গৌর-গদাধর পূজা' ও 'নাগর-ভাব' উপাসনার প্রবর্তক হিসেবেও পরিচিত। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন, ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, কালিদাস রায়, এবং ডঃ শ্রীযুক্তঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত।[১৫৩] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫১) বিচিত্র সাহিত্য, ১ম, (১৯৫৬), পৃঃ ১১০।

(১৫০) বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম, প্রথমার্ধ), ৪র্থ সং, পৃঃ ৪০০-৪০১।

(১৫২) পদটির পাদটীকা, গৌরপদতরঙ্গিণী, (২য় সং), পৃঃ ৮।

(১৫৩) সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম (১৯৫৬), পৃষ্ঠা ১১১; মুখোপাধ্যায়-পদাবলী পরিচয় (১৩৫৯); দীনেশচন্দ্র, Chaitanya and His Companions (C. U. 1917), p. 12; মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান (ক. বি., ১৯৩৯), পৃঃ ২৬৭; বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,

মহাশয় তো 'নাগর ভাবের ইঙ্গিত'-কে নরহরি সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য রূপেই নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন

> "পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে নরহরি ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ আছে, তাহার কিছু কিছু পরবর্তীকালের নরহরি চক্রবর্তীর রচিত হইলেও, যে পদগুলিতে সরল বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহাতে চৈতন্যের নাগর-ভাবের ইঙ্গিত আছে, তাহা যে নরহরি সরকার রচিত, সে বিষয়ে বিশেষ কোন সংশয় নাই।...
>
> "নরহরির নামে প্রচারিত যে পদগুলি অধিকতর পরিচিত, সেগুলি চৈতন্যদেবের নাগর ভাবের পদ। চৈতন্যকে পরমতত্ত্বরূপে প্রচারের প্রধান দায়িত্ব মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন এবং নরহরি সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার নরহরি নাগর-ভাবের আমদানি করিয়াছিলেন...চৈতন্য বিষয়ক কিছু কিছু পদে তাঁহারা (শ্রীখন্ড গোষ্ঠী) চৈতন্যদেবকে নাগররূপে এবং নিজেদের নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া চটুল ধরণের আদি রসাত্মক পদ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় নরহরি ও শিবানন্দ সেন এই শ্রেণীর নাগরভাবের পদ প্রথম লিখিয়াছিলেন।"[১৫৪]

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি উল্লিখিত 'বেলা অবসানে' এবং 'শয়নে গৌর' ইত্যাদি পদ দুটি উদ্ধৃত করেছেন।

আলোচ্য পদগুলি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষা ও সরল ছন্দে রচিত। ভাববস্তুও সহজবোধ্য। রচনা রীতির বিচারে পদগুলি নরহরি সরকারের রচনা হতে বাধা নেই।

কিন্তু ৩, ৭ নং পদ দুটিতে নাগরীর জল আনতে গিয়ে কলসী ভাঙ্গার প্রসঙ্গ আছে। এই ধরণের প্রসঙ্গ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্র নির্দিষ্ট একটি রীতি। নরহরি সরকারের কালে (বা তাঁর ব্যক্তি জীবনে) গোস্বামী গ্রন্থের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না। শ্রীনিবাসই প্রথম গৌড়বঙ্গে গোস্বামীগ্রন্থ আনয়ন ও প্রচার করেছিলেন। সুতরাং নরহরি সরকারের পদে এই ধরণের শাস্ত্র নির্দেশ না থাকবারই কথা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সমসাময়িক বাসু ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু বা পরবর্তীকালের গোবিন্দ দাস (চক্রবর্তী), যদুনন্দন এমন কি লোচন প্রমুখ, যাঁরা গৌরনাগরী বিষয়ে পদ লিখেছেন, তাঁদের কারো পদেই অনুরূপ কলসীভঞ্জনের কথা নেই। সুতরাং সরকার ঠাকুরের পদে এই প্রসঙ্গ না থাকাই স্বাভাবিক। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র নাগরী বিষয়ের অনেকগুলি পদে এই কলসী

২য়, (১৯৬২), পৃঃ ৬৫৩-৬৫৫ ; রায়, প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য, (২য়, ১৩৫০), পৃঃ ১১০।

(১৫৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, (১৯৬২), পৃঃ ৬৫৩-৬৫৫।

ভঞ্জনের কাহিনী বা প্রসঙ্গ আছে।[১৫৫] তাছাড়া রচনারীতির বিচারেও পদগুলি তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

৩।২।৪৫ নং (পৃঃ ১১৪) 'কি হেরিলাম গোরারূপ' ইত্যাদি (উল্লিখিত ৮ নং) পদটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ (৬০১) নং পুঁথিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতায় পাওয়া গেছে। 'পদামৃতমাধুরী'তে পদটি (১। ৪৪৭) বাসুদেব ঘোষের নামেই সংকলিত হয়েছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক পদটির আকর নির্দেশ করেন নি। রচনারীতির দিক থেকে পদটি বাসু ঘোষের রচনা হতে কোনো অন্তরায় নেই। পুঁথিটির প্রমাণে আমরা এই পদটির 'নরহরি' ভণিতা গ্রহণ করতে পারি না।

উল্লিখিত ৯। ১০। ১১। ১২। ২২। ৩১ নং পদগুলির মধ্যে ৯। ১০ নং পদ দুটি সাহিত্যরত্ন মহাশয় সরকার ঠাকুরের রচনা রূপে সংকলন করেছেন।[১৫৬] কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। তবে এই পদ দুটি সহ উল্লিখিত অন্য ৪টি পদের রচনারীতির সঙ্গে নরহরি সরকারের রচনারীতিরই মিল অধিক। ভাববস্তুটিও চক্রবর্তীর এই বিষয়ক পদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভাবে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। পদগুলিতে গৌর-বন্দনা, গৌরভজনা ও তাঁর উপরই সর্বস্ব সমর্পণের কথা আছে। এগুলি সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

উল্লিখিত ১৩-১৬ নং পদ ৪টিতে শিশু নিমাই-এর বাল্যলীলার কাহিনী বর্ণিত। এগুলিতে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ১৩ নং 'একদিন নির্জনে' (পৃঃ ৫১) পদটিতে শিশু নিমাইর মধ্যে ভগবৎবত্তা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে 'ধ্বজবজাঙ্কুশ চিহ্ন' ভূমিতে অঙ্কিত হয়, মুখ থেকে 'বংশীরব' নির্গত হয়, হারলোভাতুর চোর তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ১৪ নং 'একদিন নিমাই' (পৃঃ ৫২) পদটিতে বালকের দৌরাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বালক নিমাই শচীমায়ের চাল ডাল নুন তেল মিশিয়ে এক করে দেন, মায়ের তাড়নায় উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপরে গিয়ে বসেন, মাকে তত্ত্বকথা শোনান। ১৫ নং 'পরাণ নিমাই মোর খেলা ভালবাসে গো' (পৃঃ ৫৩) পদটিতে দেখি, দুরন্ত নিমাই মাটিতে গড়াগড়ি দেন, কান্নায় ভেঙে পড়েন, হরিনাম শ্রবণে খুশী হয়ে ওঠেন। এই পদে দেখা যায়, বালকদের সঙ্গে নিমাই 'বিবিধ খেলনা' নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলেন। আনন্দচিত্ত মাতা তাঁকে মুখচুম্বন করে কোলে নেন। এই পদের ভাষায় 'খেলত', 'নখত', 'পদমক' ইত্যাদি ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ আছে। বলা বাহুল্য নরহরি সরকারের নামে নিমাই-এর বাল্যলীলার কোনো পদ নেই। নরহরি

---

(১৫৫) গৌরচরিত্রচিন্তামণি, পৃঃ ৭০-৭১। ৭২। ৭৮-৭৯।

(১৫৬) বৈষ্ণবপদাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮), পৃঃ ১৪০। ১৪৫।

চক্রবর্তীর অনুরূপ পদ 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে আছে ৯টি[১৫৭] এবং 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে ৬টি।[১৫৮] এই পদগুলির ভাব, ভাষা ও রচনাধর্মের সঙ্গে আলোচ্য পদ চারটির তুলনা চলে। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য পদগুলিতে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গে তা পয়ারে বিবৃত।[১৫৯] এমন কি, উক্ত ১৫ নং পদটির সঙ্গে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ৬৩ পৃষ্ঠাস্থ 'পরাণ নিমাই মোর বড় খেপা বটে গো' পদটির ৮টি চরণের হুবহু মিল আছে ঃ

আলোচ্য পদের চরণ—১। ২। ৩। ৪। ৫। ৭। ৮। ৯। ১০ = যথাক্রমে
গৌরচরিত্রচিন্তামণির পদের চরণ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৯। ১০। ১১। ১২।

এই জন্যেই এই ৪টি পদ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণীয়।

উক্ত ১৭ নং "লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী" (পৃঃ ৬২) পদটিও নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হওয়া সম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ, লক্ষ্মীদেবী বা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্পর্কে সরকার ঠাকুরের কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে এ বিষয়ে নরহরি চক্রবর্তীর অনেকগুলি পদ আছে।[১৬০] দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য পদের ভাববস্তুটি ভক্তিরত্নাকরের ১২শ তরঙ্গে বিবৃত হয়েছে। যেমন—

গৌরপদতরঙ্গিণীর পদ	ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা
লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মীঠাকুরাণী।	শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই।
শাশুড়ীর সেবা করে দিবস রজনী ॥	যার সেবাসুখে মগ্ন হইলেন আই ॥ ১৩৬১ ॥
পতি প্রতি অচলা ভকতি।	শ্রীলক্ষ্মীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
পতি সেবা করে দিবারাতি ॥	বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৬২ ॥
পাঠ দেয় নিমাই পণ্ডিত।	যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া নগরে।
পড়ুয়া অসংখ্য আসে হৈতে চারিভিত ॥	সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে ॥ ১৩৬৩ ॥
হেন শিক্ষা কোথাও না পায়।	নদীয়ার কেবা না প্রশংসে দেখি রীত।
বৃহস্পতি পাঠ যেন দেয় নদীয়ায় ॥	প্রভু সর্ব সম্মান করয়ে যথোচিত ॥ ১৩৬৪ ॥
গঙ্গাদাস শিষ্য বিশ্বম্ভর।	প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ বুঝে কোন্ জন।
সর্ববিদ্যাবিশারদ সে বিদ্যাসাগর ॥	বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৬৫ ॥
হেন ফাঁকি করেন নিমাই।	(এবং অনুরূপ বর্ণনা এই গ্রন্থের বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গে—)
যাহার উত্তর দিতে কারো সাধ্য নাই ॥	
সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ লৈঞা।	বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চেষ্টা কহিব বা কত।

(১৫৭) হরিদাস দাস প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২-৬৬।

(১৫৮) মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৪৯২-৪৯৫।

(১৫৯) ঐ, পৃঃ ৪৯৫ (শ্লোক ১০৫৭-১০৮৫)।

(১৬০) ভক্তিরত্নাকর, (মিশন, ২য় সং), ১২শ তরঙ্গ, বিবাহ প্রসঙ্গ প্রভৃতি। গৌরচরিত্রচিন্তামণি, (হরিদাস সং), খণ্ডিত ১৭শ কিরণ, পৃঃ ১৫৭-১৭৩।

গৌরপদতরঙ্গিণীর পদ	ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা
বিদ্যার বিলাস করে গঙ্গাতীরে যাইঞা ॥	বিষ্ণুসেবা শ্রীশচী সেবায় হৈল রত ॥
চারিদিকে নিমাইর যশ।	কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবায়।
নরহরি আনন্দেতে হইল অবশ ॥	দিবানিশি আই মহা আনন্দে গোঙায় ॥
	(৫১৮ পৃঃ)
	এবং
	ভুবনমোহন গোরা শচীর নন্দন।
	বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্যসঙ্গে অনুক্ষণ ॥
	(৫১৮ পৃঃ)

লক্ষণীয় যে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র এই উচ্ছ্বাসের (কর্ণভেদ ও বিবাহ) 'নরহরি' ভণিতার ২৩টি পদের মধ্যে কেবলমাত্র এই 'লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী' নামক একটি পদ ছাড়া বাকী ২২টি পদই নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে' "নিমাইর বিবাহ" (পৃঃ ৫০৫) প্রসঙ্গে কিংবা "নিমায়ের চূড়াকরণ ও যজ্ঞসূত্রধারণ" নামক অংশে "আজু কি আনন্দময়" (পৃঃ ৪৯৯) দিয়ে আরম্ভ এবং "বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর" (পৃঃ ৫০৭) দিয়ে শেষ, মাঝখানে ২০টি পদ। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তেও পদসংগ্রহ অনুরূপ—কেবল "বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর" (পৃঃ ৬২) পদের পরেই যেখানে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে "লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মীঠাকুরাণী" পদটি আছে, 'ভক্তিরত্নাকরে' ঠিক সেই স্থানে উক্ত কবিতাটির পরেই "শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই" ইত্যাদি লক্ষ্মীদেবীর প্রসঙ্গ পয়ারে পরিবেশিত হয়েছে।

আসলে আলোচ্য পদটিও পয়ারে রচিত। তাছাড়া উভয়ত্র বর্ণনার ভাব, ভাষা ও রচনারীতি সমতুল মনে হয়, গ্রন্থটি রচনার পরবর্তী কোনো সময়ে পদটি চক্রবর্তী মহাশয় রচনা করেন; কিংবা পূর্বেই পদটি রচিত হয়ে থাকলে, রচনাকালে এটির কথা তাঁর মনে ছিল না। যাই হোক পদটি যে তাঁরই রচনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লিখিত ১৮ ও ১৯ নং পদ দুটি গৌরনাগরী বিষয়ক। তন্মধ্যে ১৮ নং 'একদিন আমি শাশুড়ী ননদী' (পৃঃ ১২৮) পদটি রুচি বিকৃতির চূড়ান্ত উদাহরণ। যা সরকার ঠাকুর কেন, কোনো বৈষ্ণব সাধকের লেখা বলতেও দ্বিধা হয়। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র এই বিষয়ক কিছু পদে রুচির দোষ যে আছে, সে কথা স্বীকার্য। কিন্তু রুচির নিম্নগামিতার মাত্রা বোধহয় এই পদটিতে একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পদটিকে নরহরি সরকারের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"লোচনের গুরু নরহরি সরকার একটি পদে (গৌরপদতরঙ্গিণী পদ ১০০) অতি কদর্য চিত্র অংকন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নবদ্বীপের কোনো এক পরিবারের শাশুড়ী, ননদী ও বধূ রসাবেশে বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা শুধু কুরুচিপূর্ণ নহে, ইহাকে অতি জঘন্য 'বৈষ্ণবঅপরাধ' বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

"বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন এবং শ্রীখণ্ডের অন্যান্য ভক্তগণ চৈতন্য প্রসঙ্গে—সকলেই এই উদ্দাম, আপত্তিকর, আবিল আদিরস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন এবং ভক্ত সমাজে বিলাইয়াছেন। এই আদিরসের অশুচি উদ্দামস্রোত একশতাব্দী পরে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদে উৎকট তরঙ্গ ভঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল।" [১৬১]

কিন্তু পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা হতে পারে না বলেই আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণীয়

"নরহরি (সরকার) নাগরীভাবের কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে তাঁহার নামে যে সকল সুদীর্ঘ, ছন্দদুষ্ট ও অশ্লীল পদ আরোপিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার রচনা হইতে পারে না।

"গৌরপদতরঙ্গিণীতে সরকার ঠাকুরের নামে এত পদ চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ঐ সংকলনেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না, এরূপ পদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন।

"গৌরপদতরঙ্গিণীতে যেন ছাই দিয়া সোনা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে।" [১৬২]

প্রথমতঃ, পদটি পরিপূর্ণ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ। নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদ। তাঁর চৈতন্যভক্তির প্রকাশ গৌরলীলা এবং গৌর নাগরী বিষয়ক পদাবলী রচনায়। তিনি এ বিষয়ে প্রথম পথিকৃতের সম্মানও লাভ করেছেন। তাঁর নাগরীভাবের যথার্থ অর্থ ছিল এই যে 'নারীর আবেগ নিয়ে চৈতন্যকে ভজনা না করে প্রেমসাধন মার্গে অগ্রসর হবার উপায় নেই'। কিন্তু তাই বলে গৌরাঙ্গকে দেখে নবদ্বীপের কোনো একটি পরিবারের শাশুড়ী ননদী ও বধূ—তিন তিনটি নারী (যাদের সম্পর্ক ও বয়সেরও পার্থক্য আছে) ক্রমান্বয়ে (একই সঙ্গে) রভসকেলিকলার উত্তপ্ত আবেশে একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছে, এমন জঘন্য কল্পনা সরকার ঠাকুরের

(১৬১) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড), ১ম সং, পৃঃ ৬৫৩। বলা বাহুল্য যে, তিনি এ গ্রন্থের ৩। ২। ১০৫ নং 'দুখের কাহিনী কি কব সজনি' (পৃঃ ১২৯) পদটিকেও সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পদটি কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর, তাঁর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে আছে, পৃঃ ৮২ (পদ ৭। ২১)।

(১৬২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, (ক. বি., ২য় সং), পৃঃ ৫৩।

নামে কল্পনা করাও যায় না। তাঁর নাগরী বিষয়ে নিম্নোক্ত ৫টি পদ পাই— (১) কি হেরিলাম গোরারূপ, (২) মজিল গোর পিরিতে সজনি, (৩) মরম কহিব কায়, (৪) মো মেনে মলু গোরাচান্দেরে দেখিয়া, (৫) শয়নে গোর স্বপনে গোর ইত্যাদি[১৬৩]—কিন্তু এগুলির একটিও কোনোরকম অশ্লীলতা বা কদর্যতা দোষে দুষ্ট নয়। সুতরাং বর্তমান অশ্লীলতাযুক্ত পদটি তাঁর নামে আরোপ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ষোড়শ শতাব্দীর এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর যে সব কবিদের নাগরী বিষয়ক পদ আছে, যেমন—বাসু ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ (চক্রবর্তী), যদু, যদুনন্দন, প্রমুখ[১৬৪] এঁদের কারো পদেই অনুরূপ কল্পনা বিকৃতির পরিচয় নেই। সুতরাং তাদের সমকালীন অপর একজন কবি সরকার ঠাকুর এপদ লিখতেই পারেন না।

তৃতীয়তঃ, নরহরি চক্রবর্তীর কালে একজাতের তথাকথিত ভক্ত সেই বৈষ্ণবসাধনাকেই যৌনবিকৃতিতে পরিণত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সহজিয়া বৈষ্ণব ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় সমস্ত ধর্মরীতি ও সামাজিক নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ করে নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ মেলা মেশা চালিয়ে ধর্মকে আদি-রসাত্মক আবেগমত্ততায় পর্যবসিত করেছিল। বাংলা সহজিয়া সাহিত্যগুলির এক অংশই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান পদটি এই শতাব্দীর কোনো কবির রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ, নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে নাগরী ভাবের অনেক-গুলি পদই রুচির সীমা অতিক্রম করেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ গৃহীত হলো—৭২ পৃষ্ঠার ৭। ৯ নং পদে জনৈকা নাগরী গৌরাঙ্গকে দেখে বিবস্ত্রা হয়েছে—

> 'ওরূপ মাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে।
> হইল বিষম থরহরি তনু কাঁপয়ে মদন ভরে॥
> কাঁখের কলস ভূমেতে পড়িল আউলাইল মাথার কেশ।
> অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহিক লেশ॥'...ইত্যাদি।

৭৯ পৃষ্ঠার ৭। ১৪ নং পদে দেখি, জনৈকা নাগরী (ননদী) জল আনতে গিয়ে গমনরত গৌরাঙ্গের রূপে পাগল হয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলেছে, তার মা তার সেই অবস্থা দর্শনে তাকে তিরস্কার করেছে।

(১৬৩) পূর্বেই আলোচনা করে পদগুলিকে নরহরি সরকারের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬৪) এঁদের পদগুলি সংকলিত হয়েছে 'পদকল্পতরু', 'গৌরপদতরঙ্গিণী' 'বৈষ্ণবপদাবলী' ('সাহিত্য সংসদ') প্রভৃতিতে।

১০৯ পৃষ্ঠার ১০। ৬ নং পদে গৌরাঙ্গকে উত্তেজিত করবার কদর্য পরিকল্পনা—"খসিবে বসন বারে বারে", "গৌরাঙ্গচান্দেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব" ১১২ পৃষ্ঠার ১০। ১১ নং পদের নাগরীর অনুরূপ পরিকল্পনা আরো নিম্নগামী—"কোন্ ছলেতে বাম করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়", ১০। ১৩ নং পদে—"ইকি ইকি বুলি বুকের বসন ঘুচায়ে দেখায়া ডর।" এক কথায় চক্রবর্তীর নাগরী বিষয়ক কিছু পদ ভদ্ররুচির পরিপোষক নয়। এজন্যেই আলোচ্য পদটি তাঁর রচনা হওয়াও অসম্ভব নয়।

উল্লিখিত ১৯ নং 'রমণীরমণ ভুবনমোহন' ইত্যাদি পদটি সাধারণভাবে নরহরি সরকারের রচনা বলে মনে হয়। কিন্তু নিম্নোক্ত কয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে এটিও আমরা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলেই অনুমান করি।

আলোচ্য ১০ম উচ্ছ্বাসে নরহরি ভণিতার পদগুলি দুটি পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। ৩৯-৪৬ সংখ্যক মোট ৮টি প্রথম পর্যায়ে এবং ৮৬-১৮০ সংখ্যক মোট ৯৫টি দ্বিতীয় পর্যায়ের পদ। আলোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রথম পর্যায়ের ৮টি পদই নরহরি সরকারের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের ২টি (বর্তমান ১০৯ এবং ১০০ নং) পদ ছাড়া বাকি ৯৩টিই চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে আছে। আবার উপরের আলোচনায় উক্ত ১০০ নং (একদিন আমি শাশুড়ী ননদী) পদটিও চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পূর্বাপর পদগুলির সাক্ষ্যে, ভাববস্তু ও রচনারীতির বিচারে এটিও চক্রবর্তীর রনাচনা হওয়া সম্ভব।

উল্লিখিত ২০ নং 'শ্রীশচী মায়েরে আগে করি' (৪। ১। ১৬ নং, পৃঃ ১৫২) পদটিতে শ্রীবাসগৃহে গৌর-অভিষেক বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে নরহরি সরকারের কোনো পদ নেই। রচনারীতিটিও তাঁর পদের সঙ্গে মেলে না। অপর পক্ষে চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' এ বিষয়ে অনেকগুলি পদ আছে।[১৬৫] সেগুলির রচনাগুণের সঙ্গে আলোচ্যপদের সাদৃশ্যও আছে। সর্বোপরি 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত এই অভিষেক বর্ণনার পয়ারগুলির সঙ্গে[১৬৬] এই পদের ভাববস্তুরও মিল লক্ষ্য করবার মতো। তাছাড়া এই পদের কিছু কিছু বাক্যাংশও 'ভক্তিরত্নাকরে'র পদগুলিতে মেলে। এজন্যে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই সম্ভব।

আবার পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ২১ নং 'দেখ শচীনন্দন' (৪। ২। ৬, পৃঃ ১৫৮) ইত্যাদি পদটিও নরহরি চক্রবর্তীর রচনা।

২৩ নং (৫। ১। ২৫ নং) 'রাধিকা জনম উৎসব মাতিছে' (পৃঃ ২১১)

---

(১৬৫) মিশন, ২য় সং, ১২শ তরঙ্গ।

(১৬৬) ঐ, পৃঃ ৫৫৯-৫৬০, পয়ার নং ২৬৫৫-২৭০২।

পদটির রচনারীতি ও বিষয়বস্তু বিচারে সরকার ঠাকুরের হতে পারে না। এই পদে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যরবের উল্লেখ আছে। যেমন, মাদল—তাদ্‌ম তাদ্‌ম খোল—ধিক ধিন্না, ঝাঁঝরি—ঝন না, ঝনানা, করতাল—ঘোর রোল, খমক—গাব্‌গাব্‌ গাব্‌, রামশিঙ্গা—ভেঁউ ভেঁউ ভোঁ ভোঁ, গোপীযন্ত্র—ডিম ডিম ডিম, খঞ্জরি—তাক্‌তাধিন্‌, শংখরব, কাংস্যরব ইত্যাদি। 'রহি রহি রহি উঠে তিন গ্রামে সপ্ত সুর সঙ্গে মূর্ছনা মান'—ইত্যাদি। পদটিতে গ্রাম মূর্ছনা সুর প্রভৃতি সংগীত বিদ্যায় কবির পারদর্শিতার পরিচয় আছে। নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ। সংগীতবিদ্যার সকল বিষয় নিয়েই তিনি 'সংগীতসারসংগ্রহ' রচনা করেছেন। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ৫ম তরঙ্গ, ও 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থেও এ-বিষয়ে আলোচনা আছে।[১৬৭] তাছাড়া তাঁর বহু পদে বাদ্য ও বাদ্যরবের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া গেছে।[১৬৮] তাঁর অন্যান্য পদের মত এই পদের ভাষাতেও ব্রজবুলি শব্দের (সুঘড়, গায়ত ইত্যাদি) মিশ্রণ আছে। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫৭৭-৫৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত ৫টি পদের কিছু কিছু প্রতিধ্বনিও পাই এই পদে। সর্বোপরি 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গের (পৃঃ ৫৭৮-৫৭৯) মহাপ্রভুর আদেশে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহে 'রাধিকার জন্মোৎসবের আয়োজন' অংশের বর্ণনাটির সঙ্গে বর্তমান পদের বিষয়বস্তু হুবহু এক। তাঁর এই গ্রন্থের ১৩শ তরঙ্গে (পৃঃ ৬২৭-৬২৮) রাধিকার জন্মতিথির উৎসব বিষয়ে ১টি পদও ('রাধিকার জন্মতিথি দিন জানি') দেখা যায়। এই সব কারণে পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হওয়াই সম্ভব।

আবার উল্লিখিত ২৪ নং (৫। ২। ৪০) 'নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া' (পৃঃ ২৩০) পদটির ভণিতা বিচারে নরহরি চক্রবর্তীর অনুকূলে তথ্য আছে—

পদটি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র অন্যান্য পদের সঙ্গে (যেগুলি গৌর-পদতরঙ্গিণীতেও) সংকলিত হয়েছে—যেমন গৌ. প. ত. পদসংখ্যা—৩৪ (ভ. র. পৃঃ, ৫৪৫), ৩৫ (পৃঃ ৫৪৫), ৩৬ (পৃঃ ৫৪৫), ৩৭ (পৃঃ ৫৪৫), ৩৮ (পৃঃ ৫৪৬), ৩৯ (ভ. র. পৃঃ ৫৪৬) মিলিয়ে একটি কাহিনীর সম্পূর্ণতা বিধান করেছে। গৌরচন্দ্র নদীয়ার নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পূর্বোক্ত পদ ৬টিতে দেখি ভ্রমণরত গোরাচাঁদকে দর্শন করে অসংখ্য বৃদ্ধ পুরুষ (পদ ৩৪), সারিসারি বৃদ্ধানারী (পদ ৩৫), অন্ধগণ (পদ ৩৬), পঙ্গুলোকেরা (পদ ৩৭), নদীয়ার নাগরবৃন্দ (পদ ৩৮), এবং নদীয়ার যুবতীযুথ (পদ ৩৯)। নিজ নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করেছে। বর্তমান পদটিতে নদীয়ার ব্যবসায়িগণ আপনাপন

(১৬৭) দ্র. ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সংগীতালোচনা' অংশ।

(১৬৮) দ্র. নরহরির 'ধ্বন্যুক্তি' অলংকার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৬।

ভাব ব্যক্ত করে গৌরাঙ্গকে নানা দ্রব্যসামগ্রী দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরই ধন্য মনে করেছে।

পদটি 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে যুবতীদের গৌরাঙ্গ-দর্শনের পরই এই ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গ সম্বলিত পদটি কলিত হয়েছে, আর 'ভক্তিরত্নাকরে' যুবতীদের এই বর্ণনার পর গঙ্গাপুলিনে বিচরণরত গোধনের হাম্বারবের উল্লেখ শেষে কবি গৌরাঙ্গকে শ্রীবাসভবনে নিয়ে গিয়েছেন। তবে 'বিভিন্ন ব্যক্তির চোখে শ্রীগৌরাঙ্গ'—কাহিনীটিকে এই পদটি পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘত্রিপদীছন্দ, সুর লয় ও তাল, বাচনভঙ্গী লক্ষ্য করে পদটি চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে হয়েছে।

উল্লিখিত ২৫ নং (৫। ২। ৬৫) 'রতনমন্দির মধি' (পৃঃ ২৩৬) ইত্যাদি পদটি ব্রজবুলিতে লেখা। পদটির রচনারীতিটি সরকার ঠাকুরের পক্ষে নয়। শব্দগুলি সুমিষ্ট নয়, উপমাগুলিও সংস্কৃতানুগ ('বৈতালিক মাগধ ধরু তান'). চক্রবর্তীর বহু ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দও আছে। দ্বিতীয়তঃ, গৌরচরিত্র-চিন্তামণির ২য় কিরণ 'শয়নবিলাস' নামক অংশের মধ্যে আলোচ্য পদটির অনুরূপে ভাব বিশিষ্ট ৩৩টি পদ আছে (পৃঃ ২৪-৩৩)। এই অংশের ২ সংখ্যক পদটির সঙ্গে আলোচ্য পদটির মিল লক্ষ্য করবার মতো। এজন্যে পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

উল্লিখিত ২৬ নং (৬। ২। ১৩) 'জয় জয় মহেশ্বর রূপ' (পৃঃ ২৯৩) ইত্যাদি ক্ষুদ্র পদটিতে অদ্বৈত প্রভুর জন্মদিন ও পিতৃমাতৃ পরিচয়, তাঁর ঐকান্তিক সাধনা বলে শ্রীগৌরের আবির্ভাব প্রভৃতি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

অদ্বৈত প্রভুকে নিয়ে নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে ২টি, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ৪টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ৫টি মোট ১১টি পদ আছে; তন্মধ্যে অদ্বৈতের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ক ২টি এবং তাঁর সাধনা বলে গৌরাবির্ভাবের পদ ২টি। নরহরি সরকারের অদ্বৈতবিষয়ক কোনো পদ নেই।

বর্তমান পদটি ক্ষুদ্র—আট চরণ বিশিষ্ট, সাধারণ পয়ারে গ্রথিত। ভাষা সহজ সরল ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ নেই। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' লোচনদাসের ভণিতায় এমনি একটি সুন্দর পদ "জয় জয় অদ্বৈত আচার্য মহাশয়" (পৃঃ ৩১) আছে। বর্তমান পদটির ভাব ও রচনারীতির সঙ্গে এই পদটির বহুলাংশে মিল দেখা যায়। কখনো কখনো মনে হয়, বর্তমান পদটি লোচনদাসের উক্ত পদের অনুসরণে লেখা।

পদটি যে আবেগপ্রবণ কবি নরহরি সরকারের রচনা হতে পারে না, তা পদটি পাঠমাত্রেই বোঝা যায়। কবিত্ব বর্জিত, নিতান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ এমন অনেক পদ চক্রবর্তীই রচনা করেছেন।

এজন্যে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

উল্লিখিত ২৭ নং 'শ্রীবীরভূমেতে ধাম' (৬। ২। ৪৪, পৃঃ ৩১৩) এবং ২৮ নং 'রামচন্দ্র কবিরাজ' (৬। ২। ৬৮, পৃঃ ৩২০) পদ দুটি ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ। প্রথমটিতে জ্ঞানদাসের ও দ্বিতীয়টিতে রামচন্দ্র কবিরাজের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের গণ ও জাহ্নবাদেবীর অনুচর। রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য। তাঁদের বহু পূর্ববর্তী কবি গৌরপার্ষদ নরহরি সরকার। সুতরাং তাঁর পক্ষে এঁদের উপরে পদ রচনার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানদাসের সম্বন্ধীয় পদটিতে খেতুরী মহোৎসব, জ্ঞানদাস বন্ধু মদন মঙ্গল মনোহরের এবং জ্ঞানদাসের নামে "অদ্যাপি অনুষ্ঠিত" কাঁদড়া উৎসবের প্রসঙ্গ আছে। রামচন্দ্র সম্পর্কিত পদটিতে তিনি যে শ্রীনিবাসশিষ্য, তাঁর কনিষ্ঠ গোবিন্দদাস যে সুপ্রসিদ্ধ কবি এই সব বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। নরহরি সরকারের পক্ষে এই সব ঘটনা সম্বলিত পদ লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় না। সুতরাং পদ দুটি যে তাঁর রচনা নয় এ বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। নরহরি চক্রবর্তী জ্ঞানদাস রামচন্দ্র গোবিন্দের পরবর্তীকালের ব্যক্তি। তিনি 'ভক্তিরত্নাকরে' এঁদের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। 'অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে পূর্ণিমায় হয় মহামেলা',—খেতুরী উৎসবের প্রসঙ্গ তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব। রচনারীতিটির সঙ্গে তাঁর সূচক পদগুলির সাদৃশ্য আছে। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে পদ দুটি যে তাঁরই লেখা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নরহরির 'গৌরপরিকরগণের সূচক' (নামটি পাঠবাড়ী কর্তৃপক্ষে দেওয়া) নামক যে খণ্ডিত পুঁথিটি মিলেছে, মনে হয় পদগুলি এই পুঁথিরই পদ। পুঁথি খণ্ডিত হওয়ায় আমরা এগুলি সেখানে লাভ করতে পারি নি।

উল্লিখিত ২৯ নং (৬। ৪। ৩, পৃঃ ৩২৮) 'গৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়নের কোণে' পদটি ভক্তের দৈন্য ও প্রার্থনা বিষয়ক পদ। পদটির প্রথম ৪ চরণে গৌরাঙ্গের নিকট এবং পরের ৪ চরণে নিত্যানন্দের নিকট দীনহীন অনাশ্রয় কবির আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপিত। সরকার ঠাকুর গৌর বিষয়ক পদ রচনা করলেও নিত্যানন্দ সম্পর্কে কোনো পদ লিখেছেন বলে শোনাও যায় না। পদটিতে আছে

> পূর্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও। পাপিষ্ঠ উদ্ধার এবার জগতে দেখাও॥
> তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কাঁদিয়া। পুরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া॥
> সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে। শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে॥

এই 'পূর্বে', 'পুরবে', 'এবার', 'শুনিয়াছি' শব্দগুলি থেকে বোঝা যায় এই কবি চৈতন্য-নিত্যানন্দের পরবর্তী, এঁদের অদর্শনজাত দুঃখে তিনি ব্যথিত। ইনি যে চৈতন্যনিত্যানন্দের সমকালের লোক নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইনি নিঃসন্দেহে—নরহরি চক্রবর্তী। চৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দনা ও তাঁদের করুণাভিক্ষা বিষয়ে তিনি বহু পদ রচনা করেছেন। এজন্যে পদটি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণীয়।

৩০ নং "জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ" (পূর্ববর্তী কবিদের গুণানুবাদ অংশের ৫ নং পদ পৃঃ ৩৬৯) পদটি ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতি বন্দনা বিষয়ক। নরহরি সরকারের এ বিষয়ে কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর এ বিষয়ে দুটি পদ আছে তাঁর গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুঁথিতে—(ক) জয় জয় বিদ্যাপতি কবিভূপ (পত্র ৬খ), (খ) জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ (৭ক)। সেগুলির ভাব, ভাষা ও রচনারীতি আলোচ্য পদটিকে তাঁর রচনা বলেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ আলোচ্য পদটিও চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে নরহরি ভণিতার ৩৮৩টি পদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তীর মোট ৩৪৯টি পদ আছে, নরহরি সরকারের মাত্র ৩২টি এবং বাসুদেব ঘোষের ২টি। নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলির মধ্যে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে আছে ৩২৬টি এবং তাঁর রচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে (তরুতে ৩টি সহ) ২৩টি। তন্মধ্যে এ গ্রন্থে কবির নতুন পদ আছে—২০টি॥

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ঘনশ্যাম ভণিতার পদ

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ঘনশ্যাম ভণিতার মোট ৩৮টি পদ আছে। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এগুলির ২৬টিকে ঘনশ্যাম (নরহরি) চক্রবর্তীর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। বাকি ১২টি সম্পর্কে তিনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। তিনি লিখেছেন

> "গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'ঘনশ্যাম' ও 'ঘনশ্যামদাস' ভণিতাযুক্ত মোট ৩৮টি পদ আছে। ইহার মধ্যে ২৬টি পদ ভক্তিরত্নাকরে আছে। কাজেই সেই ২৬টি যে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাকি ১২টি যে কাহার, তাহা জানা যায় নাই বলিয়া সেগুলি 'ঘনশ্যাম' বা 'ঘনশ্যামদাস' বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।"[১৬৯]

ঘোষ মহাশয় নরহরি-ঘনশ্যামের নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলির 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র সূচীপত্রে যে সব পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। কিন্তু 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত নিঃসন্দিগ্ধ ২৬টি পদ চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' পাওয়া গেছে।[১৭০]

(১৬৯) 'গৌরপদতরঙ্গিণী', ২য় সং, 'পদকর্তৃগণের পরিচয়', পৃঃ ১৫৭। (দ্রঃ ২য় সূচী, ৩ নং পাদটীকা)।

(১৭০) 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র যে ২৬টি পদ 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে (পাশাপাশি উভয়

বাকি ১২টি পদের মধ্যে ২টি পদ (পৃঃ ৮৪, ২৭৬) ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে (পৃঃ ৪। ৫-৬) আছে। সুতরাং এদুটি কবিরাজেরই রচনা। আর ৬টি পদ (পৃঃ ২২৪। ২৩৩। ২৩৬। ২৯০। ২৯২। ৩০৩) আছে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে (পৃঃ যথাক্রমে, ২৬। ৩২। ৩৬। ৫০। ৫২। ৫৪)। সুতরাং এগুলি চক্রবর্তীরই রচনা। অপর ১টি পদ (পৃঃ ২৫) 'পদকল্পতরু'তে (পদ নং ২৩৩৮) পাওয়া যায়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পদটি কবিরাজের রচনা।[১৭১] বাকি ৩টি পদ অন্যত্র মেলেনি

(১) ৪৩ পৃঃ, পূর্ণিমা প্রতিপদ সন্ধি সময় পাই (২। ১। ২৫ নং),

(২) ২৩৩ পৃঃ, গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া (৫। ২। ৫২),

(৩) ৩২৪ পৃঃ, শ্রীচৈতন্য পরিকর সবে করুণা সাগর (৬। ৩। ৮২)।

প্রথম পদটিতে গৌরচন্দ্রের জন্মলীলা বর্ণিত। এই বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কোনো পদ নেই, অপর পক্ষে ঘনশ্যাম-নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' ৭টি পদ আছে।[১৭২] তন্মধ্যে "আজু পূণিম সাঁজ সময়ে রাহু শশী গরাসি" (পৃঃ ৪৯০) ও "পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌর গোকুল নাহ" (পৃঃ ৪৯০) পদ দুটির ভাববস্তু ও রচনারীতির সঙ্গে বর্তমান পদের সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করবার মতো। পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু "গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া" (পৃঃ ২৩৩) ইত্যাদি দ্বিতীয় পদটিকে নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম কবিরাজ, কারো মৌলিক রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা আছে। কারণ এই পদটির অধিকাংশ ছত্র অন্যান্য কবির পদের মধ্যে পাওয়া যায়। যাতে পদটিকে বিভিন্ন কবির রচনাংশ নিয়ে গঠিত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন পদ বলেই ধারণা জন্মে। নরহরি চক্রবর্তীর বহু পূর্ববর্তী কবি মুরারি গুপ্ত, চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ভণিতাযুক্ত একটি পদে এমন কয়েকটি ছত্র মেলে এবং নয়নানন্দের ভণিতায় প্রাপ্ত অন্য

গ্রন্থের পৃষ্ঠা)ঃ গৌ. প. ত. ৪৩ পৃঃ—ভ. ৪৯০। ৫৬-৫০০। ৬৫-৫০৯। ৬৭-৫১১। ৬৯-৫১৩। ৯২ (৬৮, ৬৯ নং)—৫২০ এবং ৫২৭ পৃঃ। ৯৩-৫৯৫। ১৬৭-৫২৯। ১৬৮-৫৫২। ১৭১ (৬২, ৬৪)—৫৬৪, ৫৬৮। ২৯৪-৬০৪। ২১১-৫৭৯। ২১৭-৫৮৪। ২৭৩-৬০১। ২৭৪-৫২২। ২৮৮-৬০৯। ২৯৩, (১২, ১৪ নং)—৬০৩. পৃঃ—এখানে পদটি খণ্ডিত, সম্পূর্ণ পদটি 'গীতচন্দ্রোদয়' পূর্বরাগ ৩০ পৃষ্ঠায় আছে। ২৯৫ (২২, ২৩)—৫৯০, ৫২৩। ৩১২-৬৪৪। ৩১৪-৬৪৫। ৩১৫-৬০৫। ৩১৯-৬৪১।

(১৭১) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২২১-২২২।

(১৭২) ১২শ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৪৮৯-৪৯২।

একটি পদে এমন কয়েকটি ছত্র আছে যা বর্তমান পদেও লক্ষিত হয়। এই তিনটি পদ উদ্ধৃত করি

'গৌরপদতরঙ্গিণী'র পদ (পৃঃ ২৩৩)

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া। (১)
গান **বৃন্দাবনগুণ আনন্দিত হৈয়া** ॥ (২)
অনন্ত অনঙ্গ হয় দেহের লাবণি। (৩)
মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥ (৪)
নাচয়ে গৌরাঙ্গ চাঁদ গদাধরের বাসে। (৫)
গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ (৬)
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ মত্ত মুখে হরের্নাম। (৭)
আনন্দে সঙ্গেতে নাচে **দাস ঘনশ্যাম** ॥ (৮)

মুরারি গুপ্তের ভণিতায় প্রাপ্ত 'পদকল্পতরু'র ২১২১ নং পদ যা 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫৭৩ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত ঃ

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ **হেলাইয়া।** ১
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ ২
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে বাহ্য নাহি জানে। ৩
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ ৪
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। ৫
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি ॥ ৬
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে। ৭
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥ ৮
(পদটি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র ৬ষ্ঠ ক্ষণদার ১ নং পদ)

নয়নানন্দের ভণিতায় প্রাপ্ত 'পদকল্পতরু'র ২০৬৯ (বা ২৩৫৬) সংখ্যক পদ, যা 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫৭৪ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত ঃ

দুহুঁ দুহুঁ পিরিতি আরতি নাহি টুটে। ১
পরশে পরম সুখ জানি কত উঠে ॥ ২
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে ॥ ৩
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ ৪
পুরুষ প্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম। ৫
রাধাকানু কেলি কিবা রতি দেবকাম ॥ ৬
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। ৭
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥ ৮
....
কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দ বিহার। ১৫
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ ১৬
(পদটি 'পদরসসারে'ও—২১৭৮ বা ২৪৬০ নং এই ভণিতায় সংকলিত)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদটির ১-২, ৩-৪ নং চরণ ৪টি মুরারি গুপ্তের পদের যথাক্রমে ১-২, ৫-৬ নং চরণ। আবার 'ঘনশ্যামে'র ৩-৪, ৫-৬ নং চরণ নয়নানন্দের পদের যথাক্রমে ৭-৮, ৩-৪ নং চরণ। অর্থাৎ ৮ চরণ বিশিষ্ট 'ঘনশ্যামে'র পদটির ১-৬টি চরণই অন্য দুজন প্রসিদ্ধ কবির পদেও আছে। মুরারি গুপ্ত ও নয়নানন্দের পদ দুটি ক্ষণদা, 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'পদকল্পতরু' প্রভৃতিতে থাকায়, পদগুলি তাঁদের নামে পরবর্তীকালে যে প্রক্ষিপ্ত হয় নি, তা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়।

আলোচ্য পদটি বাংলায় লেখা, চৈতন্য ভাবাবেশের। ঘনশ্যাম কবিরাজের বাংলা পদের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি তাঁর এই বিষয়ে কোনো পদ নেই। পদের রচনারীতিটিও তাঁর নয়। সুতরাং পদটি যে তাঁর লেখা নয়, তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ, নরহরি-ঘনশ্যাম 'ভক্তিরত্নাকরে' মুরারি গুপ্ত ও নয়নানন্দের পদ দুটি সংকলন করেছেন। সেই সময় এগুলির অনুসরণে আলোচ্য পদটি লিখে থাকতে পারেন। তাঁর সময়ে পদাবলীর অনুকরণ যেমন অত্যন্ত বেশী ছিল তেমনি সেটা দোষেরও ছিল না। কিন্তু নরহরি যদি উক্ত পদ দুটির প্রভাবে পড়েই এই পদটি লিখে থাকেন, তাহলে এই সঙ্গেই পদটি 'ভক্তি-রত্নাকরে' যুক্ত করলেন না কেন? এই প্রশ্ন থেকে যায়। পদটি তাঁর কোনো গ্রন্থে মেলে নি। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এটি কোথায় পেয়েছিলেন, তাও জানান নি। এজন্যে মনে হয়, পদটি কীর্তনীয়াদের কল্যাণেই সৃষ্ট হয়েছে। সেকালে কীর্তনীয়ারা উৎকৃষ্ট পদাবলীর দু চার চরণ মিশিয়ে নিয়ে নতুন পদ সৃষ্টি করতে বা একের রচনা অন্যের নামে চালিয়ে দিতে ওস্তাদ ছিলেন।

উল্লিখিত "শ্রীচৈতন্যপরিকর সবে করুণাসাগর" ইত্যাদি তৃতীয় পদটি সরল বাংলায় লেখা, বর্ণনাত্মক পদ, ভৌগোলিক-জ্ঞান সমৃদ্ধ। এ রকম বিষয় ও রচনারীতি সম্বলিত পদ ঘনশ্যাম কবিরাজের নয়। পরন্তু নরহরি-ঘনশ্যামের হওয়াই স্বাভাবিক—রচনারীতিটি তাঁর পদেরই সমতুল্য, তাঁর অন্যান্য পদের সঙ্গেও[১৭৩] পদটির ভাববস্তুর মিল আছে, বিশেষতঃ প্রার্থনা ও দৈন্যোক্তি বিষয়টি লক্ষণীয়। সুতরাং পদটি নরহরি-ঘনশ্যামেরই রচনা হওয়া সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ঘনশ্যাম ভণিতার ২৮টি পদের মধ্যে ৩টি মাত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের, ৩৫টিই ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তীর লেখা। এগুলির মধ্যে অন্যত্র প্রকাশিত হয় নি, এমন পদ ৩টি। সুতরাং 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে প্রাপ্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের নতুন পদ—২২টিঃ

নরহরি ভণিতা—১৯

(১) একদিন নির্জনে (পৃঃ ৫১)
(২) একদিন নিমাই (৫২)
(৩) পরাণ নিমাই মোর (৫৩)
(৪) আজি আঙ্গিনাপর (৫৪)
(৫) লক্ষ্মীপ্রায় লক্ষ্মীঠাকুরাণী (৬২)
(৬) বেলা অবসানে ননদিনী সনে (১১৩)
(৭) কে আছে এমন (১১৩)
(৮) একদিন আমি শাশুড়ী ননদী (১২৮)
(৯) রমণী রমণ ভুবনমোহন (১৩০)
(১০) শ্রীশচীমায়েরে আগে করি (১৫২)
(১১) নাচত গৌরাঙ্গ চাঁদ (১৬৭)
(১২) রাধিকাজনম উৎসবে (২১১)

(১৭৩) 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' মঙ্গলাচরণ পুথির পরিকর সংক্রান্ত পদাবলী দ্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩-১৩।

(১৩) নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া (২৩০) (১৪) রতন মন্দির মধি (২৩৬)

(১৫) জয় জয় দেব দেব (২৯৩) (১৬) শ্রীবীরভূমেতে ধাম (৩১৩)

(১৭) রামচন্দ্র কবিরাজ (৩২০) (১৮) গৌরাঙ্গ চাঁদ হের (৩২৮)

(১৯) জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি (৩৬৯)

ঘনশ্যাম ভণিতা—৩

(২০) পূর্ণিমা প্রতিপদ (৪৩ পৃঃ) (২১) শ্রীচৈতন্য পরিকর (৩২৪)

(২২) গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু (২৩৩)॥

(৫) 'বৈষ্ণবপদ লহরী' (১৩১২)

১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'বৈষ্ণব পদলহরী' সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতার ১৭টি (পৃঃ ৫২৯-৫৩২) এবং 'ঘনশ্যাম ভণিতার ২১টি (পৃঃ ৫৮৭-৫৯২) পদ আছে। নরহরি ভণিতার ১৬টি 'পদকল্পতরু'তে এবং ১টি 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে দেখা যায়—(গ্রন্থের পদগুলির ক্রমিক সংখ্যা। বন্ধনীতে 'পদকল্পতরু'র পদ সংখ্যা):

১। কি লাগি ধূলায় (১৯০২), ২। সোনার বরণ (১৯০৮), ৩। আরে মোর গৌর...নাহি জানে (১৭৪৬), ৪। দেখ শচীনন্দন ('গৌরপদতরঙ্গিণী' ৪। ২। ৬, পৃঃ ১৫৮), ৫। গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে (ক্ষণদা। তরু. ২১২২), ৬। গোরা পহুঁ ফিরলে (৪২১), ৭। নাচে শচীসুত (২০৯৭), ৮। আরে মোর......গৌরাঙ্গ রায় (৪০৮), ৯। রামানন্দ স্বরূপের সনে (৮২০), ১০। দেখি গোরা নীলাচলনাথ (৭৯৯), ১১। গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব (৮৩২), ১২। ধিক রহু (৮৩৩), ১৩। কনক চম্পক (৮৪৯), ১৪। ঝুলত সুখময় (১৫৬৩), ১৫। আজু ললিত হিন্দোর মাঝে (১৫৬৪), ১৬। উমত ঝুমত (৩৮২), এবং ১৭। আজু রাধাশ্যাম (১৫৬৬)।

গ্রন্থ সম্পাদক লাহিড়ী মহাশয় এই ১৭টি পদকেই নরহরি সরকারের রচনা বলে জানিয়েছিলেন।[১৭৪] এগুলির কিছু পদ যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতে পারে, সে কথা তিনি উৎথাপন পর্যন্ত করেন নি। পূর্বেই এই পদগুলি বিচারের সময় আমরা দেখিয়েছি যে, উল্লিখিত পদগুলির মধ্যে ৪। ৭। ১৪। ১৫। ১৭ নং মোট ৫টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর এবং বাকি ১২টি সরকার ঠাকুরের রচনা।[১৭৫] সুতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের মতামত গ্রহণীয় নয়।

(১৭৪) 'বৈষ্ণবপদলহরী' পৃঃ ৫২৯, কবি-পরিচিতি অংশ।

(১৭৫) বর্তমান নিবন্ধ পৃঃ ২৫৩, ২১৭, ২১৬।

এই গ্রন্থে সংকলিত ঘনশ্যাম ভণিতার ২১টি পদ। এগুলিকে গ্রন্থ-সম্পাদক ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা বলে জানিয়েছেন,[১৭৬] ঘনশ্যাম কবিরাজের প্রসঙ্গমাত্র উল্লেখ করেন নি। পদগুলি 'পদকল্পতরু'তে আছে। এগুলির ৩টি মাত্র ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়ে' মেলে। ১১টি মেলে ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে।

(গ্রন্থোক্ত ক্রমিক সংখ্যা। বন্ধনীতে 'পদকল্পতরু'র পদ সংখ্যা)— 'গীতচন্দ্রোদয়' বা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা)

১১। নয়নক নীর (১৩৮)—গী. চ. ১০০, ১৯। মাধবীলতার তলে (২১৬) —গী. চ. ৩২৯, ২১। যে দেখেছি যমুনার তটে (৩৬)—গী. চ. ২৫০,—এগুলি ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা। আবার:—১। গগনহি এক চাঁদ (৩৮৪)—গো. র. ম. পৃঃ ৩০, ২। সুচির বিরহে যব (১৬৯৪)—১২, ৩। নিজকুল গৌরব (১৬৯৫)—৬৯, ৪। কুলমরিযাদ হরল (১৬৯৬)—৭১, ৫। একে বিরহানল (১৭২৩)—৭০, ১০। তুয়া বিনে কান (৫৩৭)—২৭, ১২। সহজই বিষম (১৫০),—১২, ১৩। অলখিত গতি জিতি (১৫১)—১৩, ১৪। সখি-গণ সঙ্গে (১৫৫)—২১, ১৫। কো ইহ পুন পুন (৩৫০)—৩৭, ১৮। যুবতি নিকর (৪৬৭)—৩২, 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে প্রাপ্ত এই ১১টি পদ নিঃসন্দেহে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা।

বাকি ৭টি পদ 'পদকল্পতরু'তে আছে—৬। কত পরকার (তরু ২০৫৫), ৭। তুঁহু যদি মাধব (২০৫৬), ৮। রাইক চরিত (৪২৬), ৯। করে কর যোড় (৪২৭), ১৬। করে ধরি রাই (৩৫১), ১৭। পরিহরি সো গুণ (৪৬৬), ২০। সুন্দরী বেরি একু (৫২২)—'পদকল্পতরু'র পদ বিচারের সময়ই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা।[১৭৭] অর্থাৎ এ গ্রন্থে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর নামে আরোপিত পদগুলি ১০ + ৮ = ১৮টি পদই ঘনশ্যাম কবিরাজের এবং মাত্র ৩টি পদ ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা।

এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো নতুন পদ নেই॥

(৬) **'কীর্তনগীতরত্নাবলী' (৪র্থ সং, ১৩২৩)**

কালিদাস নাথ সম্পাদিত ও অক্ষয়কুমার দে প্রকাশিত 'কীর্তনগীত-রত্নাবলী' গ্রন্থে নরহরি ভণিতার ১১টি এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ১৩টি পদ আছে। নরহরি ভণিতার পদগুলির সংখ্যা—১৮৮। ১৯৭। ২০২। ৩৭৬।

---

(১৭৬) 'বৈষ্ণবপদলহরী', পৃঃ ৫৮৭, কবি-পরিচিতি অংশ।

(১৭৭) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২১৮-২২৩।

৩৮৭। ৩৯২। ৩৯৫। ৩৯৯। ৪০২। ৬৫০। ৭১৬। এগুলির মধ্যে ২০২ সংখ্যক পদটি 'পদরসসারে' (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃঃ ১২৮, পদ নং ৪১৮) এবং অন্য ১০টি পদ 'পদকল্পতরু'তে মিলেছে—যথাক্রমে নং ৪০৮। ৩৮২। ৭৯৯। ৮২০। ৮৩২। ৮৪০। ৮৪৯। ৮৫৩। ১৫৬৪। ১৬৪৩, পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির ১৫৬৪ নং পদটি নরহরি চক্রবর্তীর ও অন্য ১০টি পদ নরহরি সরকারের রচনা।[১৭৮]

ঘনশ্যাম ভণিতার ১৩টি পদ হলো—এ গ্রন্থের পদসংখ্যা: ১৯। ২৪। ৫৯। ১৩২। ২১৫। ২১৬। ২৫৫। ২৫৬। ২৮০। ৬৭৮। ৭০৪। ৭০৫। ৮৬৬। এগুলির ১৩২ এবং ৭০৪ সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য ১১টি পদই 'পদকল্পতরু'তে আছে—যথাক্রমে নং ৩৬। ১৫৫। ৫৫। ৪২৬। ৪২৭। ৪৬৬। ৪৬৭। ৫২২। ১৬০৭। ১৬৩৩। ২৪২১। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই ১১টি পদই ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা।[১৭৯] বাকি দুটি অন্যত্র মেলে না

১৩২। গরজে পুন পুন বরিখে ঘন ঘন বিজুরি বজর নিপাত (পৃঃ ৬০)

৭০৪। নিবান্ধব হৈল পুরী রাখিতে নারিলাম হরি কত না ভাবিব মনে দুখ (পৃঃ ৩২৩)

১৩২ নং পদটি অভিসারের। এই বিষয়ে নরহরি-ঘনশ্যামের কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে এ বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কিছু পদ আছে। পদটির রচনারীতিটিও তাঁর রচনারীতির সমতুল। তা ছাড়া ভাব ভাষা ও ছন্দে গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক পদগুলির প্রভাব অাছে। এ জন্যে পদটি ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

৭০৪ নং পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন জনিত শ্রীরাধার বিরহ বর্ণিত হয়েছে। পদটি বাংলা ভাষায় লেখা। ঘনশ্যাম কবিরাজের বাংলায় লেখা পদ মাত্র ৪টি। সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে বর্তমান পদের মিল আছে ভাষা ও ছন্দে। এই বিষয়ে তাঁর একটি ব্রজবুলি পদও আছে (নগর দিগরে অমঙ্গল ঘোষই ব্রজপতি পাইয়া দেখ'—'রসবিলাসবল্লী' পৃঃ ৮৯-৯০)। এই পদটির ভাববস্তুর সঙ্গে আলোচ্য পদের সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে, ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর এই বিষয়ে কোনো পদ নেই। এজন্যেই সম্ভবতঃ পদটির রচয়িতা ঘনশ্যাম কবিরাজ।

সুতরাং এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর ১টি মাত্র পদ (৬৫৪ নং তরু ১৫৬৪) আছে, পদটি পূর্ব প্রকাশিত॥

---

(১৭৮) ঐ, পৃঃ ২১১-২১৮।

(১৭৯) ঐ, পৃঃ ২০৯-২২৩।

(৭) 'পদামৃতসিন্ধু' (বা 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'?) ১৩২৯

নদীয়া-শান্তিপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত (১২৭৯ বঙ্গাব্দের নিকলবর্তী সময়ে[১৮০]) এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৩২৯ বঙ্গাব্দে) 'পদামৃতসিন্ধু' একটি উল্লেখযোগ্য পদাবলী সংকলন। এতে নরহরির ভণিতার ৮টি এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ২১টি পদ আছে। এগুলির মধ্যে উভয় ভণিতার ১৫টি পদ ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নি।

নরহরি ভণিতার পদ আটটি হলো—১। ব্রজের পূজিতা মুনির দুহিতা (পৃঃ ১৩৪), ২। সখীসঙ্গে করি ভানুর কুমারী (পৃঃ ১৩৪), ৩। কৃষ্ণ দুআঁখির প্রেমের অংকুর (১৩৫), ৪। বৃষভানু ঝিয়ারী রূপে গুণে আগুরি (১৩৫), ৫। শুনিয়া নাগর হিয়া জর জর (১৩৬), ৬। রাধা নাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে (১৩৬), ৭। গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব (৫৭), ৮। রাই (র) বিপদ শুনি (২৩১),। এগুলির ৭ নং পদটি 'পদকল্পতরু'তে (নং ৮৩২) এবং ৮ নং পদটি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে (১৪। ৬ নং) আছে। পদ দুটিই সরকার ঠাকুরের রচনা।[১৮১] ২, ৩, ৪ নং পদ তিনটি পাঠবাড়ীর "২৬৩১। ২৬৩" নং পুঁথিতে (পত্র ৪ক-খ) পাওয়া গিয়েছে। বাকি ১, ৫, ৬ নং পদ তিনটি ইতিপূর্বে অন্যত্র পাওয়া যায় নি। পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে (১৩৪০, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা) এগুলি মুদ্রিত করেছেন।[১৮২]

আলোচ্য পদগুলি যে চৈতন্যোত্তর যুগের নরহরি চক্রবর্তীর রচনা নয় এবং চৈতন্য সঙ্গী নরহরি সরকারের রচনা, সে বিষয়ে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে (এক) পদগুলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'প্রেমলীলার গোড়ার কথা' বা তাঁদের 'বাল্য-পূর্বরাগ' বর্ণিত হয়েছে। সব কটি পদ মিলে একটি ধারাবাহিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। পূর্বেই আমরা কাহিনীটি কেমন করে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করেছি (পৃঃ ২৭৯)। পৌর্ণমাসী স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কাছে গিয়ে পরস্পরের রূপগুণের কথা বলে তাঁদের মনে প্রণয় উৎপাদনের যথোচিত ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কথার উপর নির্ভর করেই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ও মিলন সম্ভব হয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের কোনো মহাজনের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় এরকম ভাবে পৌর্ণমাসীর সাহায্যে সংঘটিত হয় নি। তাঁদের রচনায় বৈষ্ণব আলংকারিক রীতিই অনুসৃত হয়েছে। বিশেষতঃ নরহরি চক্রবর্তীর

(১৮০) গ্রন্থের ভূমিকা দ্রঃ

(১৮১) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯, ২১৬।

(১৮২) প্রবন্ধটি পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে তাঁর 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' (রূপা ১৩৭৭) গ্রন্থে, পৃঃ ২০৪-২০৮।

শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নির্দিষ্ট রীতি ভিন্ন অন্যভাবে পদ রচনায় উৎসাহ দেখান নি। অপর পক্ষে, চৈতন্যপূর্ব বা চৈতন্য সমসাময়িক কবিরা, যাঁরা বৃন্দাবনের অলংকার শাস্ত্রের প্রভাব বর্জিত, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় উৎপাদনের মাধ্যম নিয়েছেন মদনিকা বা পৌর্ণমাসী, বড়াই বা বৃন্দাদেবীর। উদাহরণ স্বরূপ, মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা' নাটিকা, রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক', এমন কি শ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের নাম করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে অনুরূপ ব্যাপার লক্ষিত হয়। নরহরি সরকারের সময় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আলংকারিক রীতিনীতি চলিত হয় নি।

(দুই) পাপিয়া শেখর (শেখর রায়)-এর একটি পদে আছে

"রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবী যে সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস ॥
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি-সঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ॥"[১৮৩]

নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা ৭।৮ বছরের বেশি বড় ছিলেন না। সুতরাং 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে' পাঠ যথার্থ নয় বলেই মনে করি। শুদ্ধ পাঠ "গৌরাঙ্গ সঙ্গের আগে" হওয়াই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থগুলি দৃষ্টে মনে হয় যে, গৌরাঙ্গের শ্রীবাসগৃহে সংকীর্তনারম্ভের সময়েই নরহরি গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[১৮৪] সুতরাং 'গৌরাঙ্গ সঙ্গের আগে' তাঁর পক্ষে 'ব্রজরস-গান' করা অর্থাৎ ব্রজলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করা সম্ভব। আমাদের মনে হয়েছে, আলোচ্য পদগুলিই শেখর-উল্লিখিত সরকার ঠাকুরের সেই রচনা।

(তিন) পদগুলির রচনারীতিটি সরকার ঠাকুরের হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষা যেমন সহজ, ছন্দ তেমনি সরল, কোনো রকম দুর্বোধ্য, কঠিন বা ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ নেই। পদে পাণ্ডিত্যও প্রকাশিত হয় নি। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজলীলার উপরে লিখিত পদগুলির রচনারীতি এরূপ নয়।

(চার) পদগুলি যে চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা নয়, তার অন্য প্রমাণ, 'গীত-চন্দ্রোদয়'-'পূর্বরাগ' অংশ (যেখানে শ্রীরূপ নির্দিষ্ট পথে পদ সজ্জিত) ছাড়া 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে যেখানে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্রলীলা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে এই ধরণের কিছু কাহিনী সংযুক্ত করবার সুযোগ ছিল, কিন্তু মহাশয় সে সুযোগ নেন নি।

(১৮৩) গৌরপদতরঙ্গিণী, (২য় সং), পৃঃ ৩০২ (৬। ৩। ১৩ নং পদ)।
(১৮৪) চৈতন্যমঙ্গল, (লোচন); ভক্তিরত্নাকর (১২।২০২১, ২০৬৪) প্রভৃতি।

সুতরাং পদগুলি যে সরকার ঠাকুরের রচনা এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই গ্রন্থের ঘনশ্যাম ভণিতার ২১টি পদের মধ্যে নিম্নোক্ত ৯টি পদ 'পদকল্পতরু'তে আছে—১। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি (পৃঃ ৫) (তরু ১১৩৮), ২। কোলেতে করিয়া রাণী (১১) (তরু ১১৪৫), ৩। ফল লেহ (১৯) (তরু ১১৪৭), ৪। ও মোর সোনার চাঁদ (১৯) (তরু ১১৪৮), ৫। গোঠে আমি যাবো মাগো (২৭) (তরু ১২১৭), ৬। যে দেখেছি যমুনার তটে (১৪৭) (তরু ৩৬), ৭। মাধবীলতার তলে (১৮৭) (তরু ২১৬), ৮। গরজয়ে গগনে (২৩২) (তরু ৩৪৯), ৯। অনুক্ষণ হেরিয়ে (১৬৬) (তরু ৫৫)। এগুলির ১। ৬। ৭ নং পদ ৩টি নরহরি চক্রবর্তীর এবং ৮। ৯ নং পদ দুটি ঘনশ্যাম কবিরাজের গ্রন্থে মেলে। ২ নং পদটি পূর্বেই 'ঘনরামে'র রচনা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।[১৮৫] 'পদকল্পতরু'তে উল্লিখিত ৩, ৪ নং পদ দুটির 'ঘনরাম' এবং ৫ নং পদে 'বলরাম' ভণিতা আছে। 'পদরসসার' পুঁথিতেও ৪ নং ও ৫ নং পদে উক্ত ভণিতা মেলে (পদ নং ১৬৫৫, ১৭৫০)।[১৮৬] 'পদামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পদগুলিতে আকর পুঁথির উল্লেখ নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য 'পদকল্পতরু'র ভণিতা 'ঘনরাম' ও 'বলরাম'ই গ্রহণ করা উচিৎ।

বাকি ১২টি পদ অন্যত্র মেলে নি—১। পূর্ণিত নয়নজলে ব্রজ শিশুগণ (পৃঃ ৬০), ২। বসি দান ছলে কদম্বের তলে (৭৯), ৩। কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে সকলে (৮৪), ৪। পীতবাস পরিধান (৮৬-৭), ৫। হেদে হে সুন্দর নেয়ে মোরা তেমন নই মেয়ে (৮৭), ৬। রাই বলে কভু তুমি না বাও তরণী (৮৭), ৭। কানাই বলে বিনোদিনী নৌকা হৈল ভারী (৮৮), ৮। পার কর নবীন কাণ্ডারী (৮৮), ৯। তরী বেয়ে যায় কানাই যমুনার জলে (৮৯), ১০। পার হইয়া ব্রজবালা আনন্দিত মনে (৯০), ১১। বিকি-কিনি করি সভে ফিরিয়া আইল তবে (৯০-৯১), ১২। পার হইয়া যত গোপী গেল সব ঘর (৯১)।—এই ১২টি পদ মিলে রাধাকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। ১ নং পদে রাখালরাজা, ২ নং এ দানলীলা, ৩-১২ নং-এ নৌকাখণ্ড। ভাষা, ছন্দ, ভাববস্তু বা কাহিনী নির্মাণের বিচারে পদগুলি যে একই ঘনশ্যামের রচনা, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নিম্নোক্ত কারণে পদগুলি ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হতে পারে না—এক। পদগুলি সহজ সরল বাংলা ভাষায় রচিত। দান-খণ্ড, নৌকাখণ্ডের আখ্যান

(১৮৫) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২৬৪।

(১৮৬) পদকল্পতরুতে সতীশচন্দ্রের উল্লেখ, দ্রঃ ১১৪৭, ১১৪৮ নং পদের পাদটীকা।

সম্বলিত। কবিরাজ মহাশয়ের যেমন বাংলা পদের সংখ্যা নিতান্ত কম (৪টি), তেমনি এই বিষয়ে তাঁর একটিও পদ নেই। দুই। তাঁর রচনারীতির সঙ্গে পদগুলি একেবারেই মেলে না। তিন। আলোচ্য ঘনশ্যাম তাঁর পদে 'দ্বিজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (৪ বার; পৃঃ৮৭, ৮৮)। কবিরাজ দ্বিজ নন।

আবার পদগুলি যে নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা নয়, তার পক্ষেও যুক্তি আছে। (এক) দান ও নৌকা খণ্ড বিষয়ে চক্রবর্তীর কোনো পদ নেই। (দুই) তাঁর রচনারীতির সঙ্গে আলোচ্য পদগুলির আদৌ মিল নেই। (তিন) তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ ১৫৮১টি পদের মধ্যে একটিতেও কিংবা তাঁর ১১টি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও 'দ্বিজ' শব্দটির ব্যবহার নেই। (চার) 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে তিনি রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার উপর পদ সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে দান খণ্ড-নৌকা খণ্ডের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। অথচ সেই সব প্রসঙ্গ ইচ্ছা করলেই জুড়ে দেবার উপায় ছিল।

বাংলা দেশে বহুকাল (প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগ) থেকেই দান খণ্ড নৌকা খণ্ডের প্রচলন ছিল। (লোক সাহিত্যে তা পূর্বাপর প্রচলিত) কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য-গুলিই তার প্রমাণ। কৃষ্ণযাত্রাতে এই অংশগুলি যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, তা অবশ্য স্বীকার্য। আলোচ্য পদগুলির বর্ণনার ছাঁদ, ছন্দ ও ভাষা একান্তই যাত্রার উপযোগী। মনে হয়, এগুলি কোনো যাত্রায় পরিবেশিত হয়েছিল। কিংবা ১৮শ শতাব্দীর পর থেকে কৃষ্ণলীলার যে নিতান্ত লৌকিক রূপটি সাধারণের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ছিল, তারই অনুকূলে 'দ্বিজ ঘনশ্যাম' নামীয় জনৈক কবি এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। ভাষায় এবং ভাবে, এই পদগুলিকে ১৭শ শতাব্দীর জয়গোপাল শিষ্য দ্বিজ ঘনশ্যামের[১৮৭] রচনার সঙ্গেও তুলনা করা যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'পদামৃতসিন্ধু'তে নরহরি চক্রবর্তীর ৩টি পদ সংকলিত হয়েছে, পদ ৩টি 'পদকল্পতরু'তেও আছে॥

(৮) **বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি (১৩৩১)**

১৩৩১ বঙ্গাব্দে দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত ও পূর্ণচন্দ্রদাস প্রকাশিত 'বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি' (প্রথম স্তবক) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় স্তবক'-ও মুদ্রিত হয়েছিল। তার একটিমাত্র কপি আমাদের সংগ্রহে আছে। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে এর অন্য কোনো কপি সংরক্ষিত হয় নিই টাইটেল পেজ না থাকায় এটর মুদ্রণকাল জানা যায় না।

প্রথম স্তবকে (১৩০০ পদের মধ্যে) নরহরি ভণিতার একটি পদও নেই,

(১৮৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৬৩-৬৫।

ঘনশ্যাম ভণিতার পদ আছে ১২টি।[১৮৮] (পৃষ্ঠা। পদসংখ্যা—পদ): ১। পৃঃ ১। পদ ১—অনুখণ হেরিয়ে, ২। ৪৪। ১০০—সহজই বিষয়, ৩। ৪৮। ১১২—অলখিত গতি, ৪। ১১৫। ২৬৬—সখিগণ সঙ্গে, ৫। ৭৩। ১৭৪—উজর হার, ৬। ৩২৬। ৭৫৬—গরজয়ে গগনে, ৭। ৩২৬। ৭৫৭—কো ইহ পুর্ন পুন, ৮। ৩২৬। ৭৫৮—করে ধরি রাই—এই ৮টি পদ 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে আছে। পদগুলি ঘনশ্যাম কবিরাজের। ৯। ২৯৮ পৃঃ। পদ ৬৭৪—গরজে পুন পুন বরিখে ঘনঘন—পদটি 'পদামৃতসিন্ধু'তে পাওয়া গেছে এবং সে গ্রন্থের পদ-বিচারকালে দেখানো হয়েছে যে, পদটি কবিরাজ মহাশয়েরই রচনা।

বাকি ৩টি পদ—১০। ১৭ পৃঃ নয়নকনীর, ১১। ৬৪ পৃঃ। ১৪৩ নং—যে দেখেছি যমুনার তটে, এবং ১২। ১০০ পৃঃ। ২২৩ নং—মাধবীলতার তলে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' আছে, পদগুলি ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর।

'বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি'র দ্বিতীয় স্তবকের খণ্ডিত গ্রন্থটিতে (১-১৬৭১টি পদ) 'নরহরি' ভণিতার ১০টি এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ২৬টি পদ সংকলিত হয়েছে। নরহরি ভণিতার পদগুলি হলো—১। ব্রজের পূজিতা মুনির দুহিতা (পৃঃ ১৫৭), ২। আমাদের ছিল এক পণ তনুমন ধন (পৃঃ ১৯৮), ৩। ঝুলত সুখময় (২৭২), ৪। আজু ললিত হিডোঁর (২৭২), ৫। পালংক উপরে গৌরাঙ্গ (৩৯৩), ৬। আরে মোর......পুরুব প্রেম (৪১৭ এবং ৪৩৩), ৭। উমত ঝুমত (৪২২), ৮। গোরা পহু বিরলে (৪৩৬), ৯। শ্রীমুখ শিঙ্গারে (৪৪৯) এবং ১০। কিনা হৈল সই মোরে (৫৩৯)।—এগুলির মধ্যে ২ নং পদটি ছাড়া অন্য ৯টিই পূর্ব প্রকাশিত।[১৮৯] পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির ৩, ৪ নং পদ দুটি নরহরি চক্রবর্তীর লেখা। বাকি ৭টি পদ সরকার ঠাকুরের।[১৯০]

উল্লিখিত ২ নং পদটি সরল বাংলায় লেখা 'নৌকাবিলাস' বিষয়ক। পদটিতে গোপীদের যমুনা পারের জন্যে কাণ্ডারী কৃষ্ণের প্রতি সকাতর প্রার্থনা যেন একেবারেই গৌণ, ভক্ত কবি যেন ভব যমুনা পার হওয়ার জন্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচরণে এই প্রার্থনা করছেন। নরহরি চক্রবর্তীর এই বিষয়ে কোনো পদ নেই। অথচ 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র

(১৮৮) গ্রন্থ সম্পাদক ভুল করে পদসূচীতে 'সখী হে কহ দেখি কি করি উপায়' পদটিকে ঘনশ্যামের নামে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে পদটিতে কোনো ভণিতা নেই।

(১৮৯) (১) পদামৃতসিন্ধু পৃঃ ১০৪; (৩)-(৬) (৮) পদকল্পতরু. (৭) সংকীর্তনামৃত; (৯) অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী; (১০)পদামৃতসমুদ্র।

(১৯০) বর্তমান অধ্যায়।

লীলা বর্ণনার সময় এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করার সুযোগ ছিল। তাছাড়া আলোচ্য পদটির রচনারীতির সঙ্গে তাঁর পদের মিল নেই। অপর পক্ষে, যদিও এই বিষয়ে নরহরি সরকারের কোনো পদ মেলে নি, তবু সহজ ভাষা, সরল ভাব, সুকোমল শব্দ চয়ন, সর্বোপরি কৃষ্ণপ্রাণতা লক্ষ্য করে পদটি তাঁর রচনা বলেই মনে হয়।

এই সংকলনে (২য় স্তবকে) ঘনশ্যাম ভণিতার ২৬টি পদ ; পদগুলি পূর্বে প্রকাশিত। এগুলির ১৭টি 'পদকল্পতরু'তে এবং 'পদামৃতসিন্ধু'তে ৯টি আছে। প্রথমোক্ত ১৭টি পদ হলো—(প্রথমে 'বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি'র ২য় স্তবকের পৃষ্ঠা, বন্ধনীতে 'পদকল্পতরু'র পদসংখ্যা)—১৩ পৃঃ (১১৪৫), ১৪. (১১৪৭), ২১৪. (২০২৬), ৪৭৯. (৪৯১), ৪৯০. (২০৫৬), ৪৯০. সুন্দরী বেরী একু (৫২২), ৪৯৫. (৫৩৭), ৫৬০. (১৬০৭), ৩৯৩. বা ৪০৭ পৃঃ (৩৫১), ৪০৬. (৩৪৯), ৪০৭. (৩৫০), ৪২৪. (৩৮৪), ৪৩৭. (৪২৬), ৪৩৭. করে কর (৪২৭), ৪৫৪. (৪৩৯), ৪৬৪. (৪৫৬), ৪৬৭. ৪৬৬), ৪৬৭. যুবতী নিকর (৪৬৭)। পূর্বেই জানানো হয়েছে যে এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি ঘনরামের, অন্যান্য ১৫টি ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা।[১১১] 'পদামৃত-সিন্ধু'তে (বা পাঠবাড়ী ২৬৩১। ২৬ ত পুথিতে) মেলে যে ৯টি পদ—(প্রথমে বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা, বন্ধনীতে 'পদামৃতসিন্ধু'র পৃষ্ঠা): ১৯১. (৭৯), ২০২. (৮৪), ২০৩. (৮৭), ২০৪. (৮৮), ২০৬. (৮৬-৮৭) ২০৭. তরী বেয়ে (৮৯), ২০৭. কৃষ্ণগুণ (৮৭), ২০৯ (৯১)। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি কৃষ্ণযাত্রার লেখক 'দ্বিজ ঘনশ্যামে'র রচনা।[১১২]

অর্থাৎ এই স্তবকে নরহরি চক্রবর্তীর ২টি মাত্র পদ আছে। পদ দুটি 'পদকল্পতরু'তেই মিলেছে ॥

(৯) 'গৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকা (১৩৩৭)

পূর্বেই[১১৩] জানানো হয়েছে যে, শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত 'গৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকায় ১৩৩৭ সালে[১১৪] নরহরি ভণিতায় ১০৮টি পদ প্রকাশিত হয়েছিল (সম্পাদক পদগুলিকে নরহরি সরকারের রচনা বলে উল্লেখ করেছিলেন)। সেগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টি পদ পত্রিকাটিতে মুদ্রণের পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পদগুলি হলো

(১১১) বর্তমান অধ্যায়।

(১১২) ঐ, পৃঃ ৩১৩-৩১৪।

(১১৩) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২৮৪।

(১১৪) পত্রিকার পদ সংখ্যাগুলির উল্লেখ আছে, এই অধ্যায়ের ২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠায়।

(১) আজি সুরধনী জলে গিয়াছিনু কলসী কাঁকেতে করি (পৃঃ ১৮৯)
(২) মরমহি গোর গোরগুণ শ্রবণহি বদন হি গোর কি নাম (পৃঃ ১৮৯)
(৩) সেই বা কেমন লোক গোরাঙ্গ পাসরে (পৃঃ ১৯০)
(৪) কনক কুমুদ দেহের মাধুরী সকল রসের কূপ (পৃঃ ১৯০)
(৫) সুঘন চিক্কন কিবা কেশের মাধুরী (পৃঃ ১৯০)
(৬) ও বোল বল না সই না বলিবি মোরে (পৃঃ ১৯০)।

রাখালানন্দ পদগুলির আকর পুঁথির উল্লেখ করেন নি। পদগুলি গৌর-নাগরীবিষয়ক। প্রথম পদটিতে নাগরীর জল ('কলসী কাঁকে') আনবার প্রসঙ্গ আছে। পূর্বেই[১১৫] উল্লিখিত হয়েছে যে, এই ধরণের প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনীয় গোস্বামীদের প্রচারিত সাধন-রীতি। সুতরাং এই ভাব-সাধনা নরহরি সরকারের পদে থাকতে পারে না। তাঁর অন্য কোনো পদে এই ভাবটি নেই। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর বহুপদেই এই প্রসঙ্গটি আছে। এজন্যে পদটি চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা হওয়াই সম্ভব।

(২) নং পদটির ভাষা ব্রজবুলি মিশ্রিত। পদটির ধ্বনিই পরবর্তী-কালের। সরকার ঠাকুরের রচনারীতির সঙ্গে পদটির একেবারেই সাদৃশ্য নেই। ভাষা ও রচনারীতির বিচারে পদটির রচয়িতা হিসেবে নরহরি চক্রবর্তীর নাম করা যায়।

(৩)—(৬) নং পদ ৪টির মধ্যে সরকার ঠাকুরের রচনারীতির যেমন মিল আছে, তেমনি রিয়েল সিনসিয়ারিটি-ও আছে। তবে (৩) এবং (৬) নং পদে পরবর্তীকালের হস্তক্ষেপ আছে বলেও মনে হয়। (৬) নং পদে চণ্ডীদাসি সুর শোনা যায়। গৌরাঙ্গ সর্বস্বতার, গৌরাঙ্গ ভজনার অপূর্ব মনোবিশ্লেষণ ও আবেগ-ধর্মিতার জন্যেও পদগুলি সরকার ঠাকুরের রচনারূপে গ্রহণ করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'গৌরাঙ্গ মাধুরী'তে প্রাপ্ত নতুন ৬টি পদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায় এমন ২টি পদ আছে—১। আজি সুরধনী জলে, ২। মরমহি গোর॥

(১০) পদকল্পলতিকা (১৩৩৭)

কানাইলাল শীল সম্পাদিত এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণে ৪২ জন কবির মোট ২৯০টি পদ আছে। তন্মধ্যে নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার পদ যথাক্রমে ২ এবং ১ঃ পরাণ নিমাই মোর খেলা বড় বটে গো (পৃঃ ২), ঘুমক ঘোরে ভোর শচীনন্দন (পৃঃ ৮)-নরহরি এই পদ দুটি চক্রবর্তীর গৌরচরিত্রচিন্তার পদ (পৃঃ যথাক্রমে ৬৩, ৩০)। ঘনশ্যাম ভণিতার "গোঠে আমি যাবো মাগো" পদটি পূর্বেই দেখানো হয়েছে এটির 'ঘনশ্যাম' ভণিতাই গ্রহণীয় নয়।

(১১৫) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২৯১।

(১১) 'পদামৃতমাধুরী' (১৩৩৮-১৩৪৯)

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় 'পদামৃতমাধুরী' ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডে (১৩৩৮) 'নরহরি' ভণিতার ১৫টি এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ৮টি পদ সংকলিত হয়েছে। 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলির সবই আছে 'পদকল্পতরু'তে। এগুলির ৬টি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র ও ২টি ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পদ।[১১৬]

'নরহরি' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১টি (পৃঃ ৭৫-৭৬, রজনীস্বপন শুনগো সজনী) নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র পদ (পৃঃ ৯৭)। আর ১৪টি পদ মিলে 'শ্রীরাধিকার বাল্যপূর্বরাগ' কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। এগুলির ৪টি ('সখীসঙ্গে করি', 'শুনগো রাধিকে', 'কৃষ্ণ দুই অক্ষর', 'খেলাধুলা ভাঙ্গি') আছে পাঠবাড়ীর ২৬৩১। ২৬ ত নং পুঁথিতে[১১৭] আর ২টি ('শুনিয়া নাগর', 'জপিতে জপিতে রাইর নাম') আছে 'পদামৃতসিন্ধু'তে।[১১৮] নিম্নোক্ত ৮টি পদ ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায় নি

১। তবে হাতে ধরি ললিতা সুন্দরী চলিলা রাইয়েরে লয়ে (পৃঃ ৪২)
২। প্রভাতে উঠিয়া জটিলার ভয়ে করয়ে গৃহের কাজ (পৃঃ ৪৩),
৩। তৈখনে আসি দেবী পূর্ণমাসী বিন্দেরে ডাকিয়া কয় (পৃঃ ৪৪)
৪। বিনোদ নাগর জোড়ি দুইকর কহে বৃন্দাদেবী আগে (পৃঃ ৪৬)
৫। বৃন্দারে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সবে সমাদর কৈল (পৃঃ ৪৭)
৬। শুনি হেন বাণী ভানুর নন্দিনী হইল মদন জ্বালা (পৃঃ ৪৮)
৭। বৃন্দে কহে বাণী শুন বিনোদিনী আমার বচন ধর (পৃঃ ৪৯)
৮। বৃন্দাদেবী সনে শ্রীবৃন্দাবিপিনে প্রবেশ করয়ে বালা (পৃঃ ৫০)

এই ১৫টি পদের গুচ্ছটির মধ্যে প্রথমোক্ত ৬টি সম্পর্কে পূর্বেই (নিবন্ধ পৃঃ ২৭৮, ৩১১) আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি নরহরি সরকারের রচনা। সেই একই প্রমাণে উল্লিখিত পদ ৮টিও তাঁর রচনা বলেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।

---

(১১৬) (ক) পদামৃতমাধুরীর (১ম) পৃষ্ঠা গোবিন্দরতিমঞ্জরীর পৃষ্ঠা: ১৫১=১৩, ১৫৯-৬০=১২, ১৬২-৩=৩৭, ১৮৬-৭=২১, ২৪৪=১৬, ৪৬৪=১০, কবিরাজের। (খ) মাধুরীর পৃষ্ঠা গীতচন্দ্রোদয় পৃষ্ঠা ৬৪-৫=১০০, ৮৭=২৫০—চক্রবর্তীর।

(১১৭) পত্র, ৪ক-৫ক।

(১১৮) পৃঃ ১৩৬।

পদামৃতমাধুরীর ২য় খণ্ডে (১৩৪০) নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার যথাক্রমে ১৪ এবং ১০টি পদ আছে। পদগুলি পূর্বে প্রকাশিত।

নরহরি ভণিতার পদগুলি হলোঃ ১। উমত ঝুমত (পৃঃ ১৬২), ২। গোরা পহুঁ বিরলে (৩১৯। ৪৬৪। ৫২৯), ৩। আরে মোর......পুরুব প্রেমরসে (৩৩৮), ৪। নয়ানের কাজর (৩৪০), ৫। আপন না চিনে কেপে (৩৪২), ৬। আজি কি লাগি ধূলায় (৩৯৩), ৭। পালংক উপরে (৪২৭), ৮। প্রেম করি (৪৮৩), ৯। দেখি গোরা নীলচলনাথ (৬২৯), ১০। রামানন্দ স্বরূপের (৬৩৯), ১১। গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব (৬৫১), ১২। ধিক রহু (৬৫১), ১৩। আরে মোর......চলি যায় (৬৫৭), ১৪। গৌর সুন্দর মোর। কি লাগি একলে (৫৬৫)।

পদগুলি 'সংকীর্তনামৃত', 'পদকল্পতরু' ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে আছে। পূর্বেই জানানো হয়েছে যে এই ১৪টি পদই নরহরি সরকারের রচনা।[১৯৯]

ঘনশ্যাম ভণিতার পদগুলি হলোঃ ১। গগনহি এক চাঁদ (পৃঃ ১৭৪), ২। কৈছে চরণকর (২১৫), ৩। যুবতী নিকর মাঝ (২৬২), ৪। পরিহরি সো গুণ (২৬৩), ৫। শুন শুন মানিনি (২৬৯), ৬। সুন্দরী বেরি একু (২৮২। ৪১২), ৭। রাইক চরিত (৩১৮), ৮। করে কর জোড়ি (৩২৪), ৯। ঘোর তিমির অতি (৩৮৬), ১০। তুয়া বিনে কান (৪৮৪)। এই পদগুলিও উক্ত সংকলনগুলিতে আছে। এগুলিও ঘনশ্যাম কবিরাজেরই লেখা বলে পূর্বেই জানানো হয়েছে॥[২০০]

পদামৃতমাধুরীর ৪র্থ খণ্ডে (১৩৪৯) 'নরহরি' ভণিতার ৮টি এবং 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ১২টি পদ আছে। পদগুলি সবই 'পদকল্পতরু'তে সংকলিত হয়েছে। নরহরি ভণিতার পদগুলি হলো—(পদের পাশের বন্ধনীস্থ সংখ্যা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা, ড্যাসের পরের সংখ্যা 'পদকল্পতরু'র পদসংখ্যাঃ

১। আয়ব গৌর (১৮৫)—১৯৭০, ২। কি লাগি ধূলায় (২১৭)—১৯০২, ৩। সোনার বরণ (২২৪)—১৯০৮, ৪। আরে মোর গৌরকিশোর (২৩০। ৩১৪)—১৭৪৬ বা ১৯১৭, ৫। সোনা শতবান (৩০২)—১৭২৯, ৬। গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে (৪৪০)—২১২২ (ক্ষণদা ১৪। ৬), ৭। জয় জয় জয়দেব দয়াময় (৪৯৮)—১৩, ৮। জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় (৫০০)—১৪।[২০১]

(১৯৯) বর্তমান অধ্যায়।

(২০০) বর্তমান অধ্যায় 'পদকল্পতরু' অংশ।

(২০১) ৭-৮ নং পদ দুটি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণে আছে (পত্র ৬খ-৭খ)।

'পদকল্পতরু'র পদ বিচারের সময় আলোচিত হয়েছে যে, উল্লিখিত পদগুলির ১-৬ নং ৬টি নরহরি সরকারের ও ৭-৮ নং পদ দুটি নরহরি চক্রবর্তীর লেখা।[২০২]

ঘনশ্যাম ভণিতার ১২টি পদের মধ্যে ১১টিই ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পদ—১। গুরুজন মোহে (পৃঃ ৫),—'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পৃষ্ঠা ৪৬, ২। পেখলু গোকুল বসতি (৩৭)—৫০, ৩। সুচির বিরহজ্বর (১২৯)—৮৪, ৪। নিজকুল গৌরব (১৩০)—৬৯, ৫। আজুক স্বপনে (১৮৬)—৮২, ৬। নয়নকলোর ওর (২৪৭)—৬৬, ৭। একে বিরহানল (২৯৮)—৭০, ৮। দেখ পাপিআঘন (৩৫৪)—৮৯, ৯। হিয়ে বিরহানল (৩৭৪)—৭২, ১০। ঝাঁপল কনক (৪০০)—৮৭, ১১। ঝাঁপল বিরহ (৪০৯)—৪৫, ১২। 'কত পরকার' (পৃঃ ৪৩৪) পদটি পদকল্পতরু'র ২০৫৫ নং পদ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পদটি ঘনশ্যাম কবিরাজের লেখা।[২০৩]

সুতরাং 'পদামৃতমাধুরী'র ৪র্থ খণ্ডে নরহরি চক্রবর্তীর ২টি মাত্র পদ আছে। সে দুটি তাঁর গীতচন্দ্রোদয় (মঙ্গলাচরণ) পুঁথির পদ। এগুলি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে॥

(১২) কীর্তনপদাবলী (১৩৪৫)

১৩৪৫ সালে সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী 'কীর্তন পদাবলী' সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতার ২টি ও 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ৩টি পদ আছে। 'নরহরি' ভণিতার ২টি পদ হলো—(ক) আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া (পৃঃ ২১৪)—এটি নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র (পৃঃ ১৯২) পদ। (খ) উমত ঝুমত ঢরত (পৃঃ ২৪৭-৮)—এটি 'সংকীর্তনামৃতে'র (পৃঃ ১২৮) পদ, সুতরাং এর রচয়িতা নরহরি সরকার।

ঘনশ্যাম ভণিতার পদ ৩টি হলো—(ক) উজর হার উর (পৃঃ ৪৬), এটি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র পদ। (খ) কৈছে চরণ কর (পৃঃ ২৬৩), (গ) ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি (পৃঃ ২১০)—পদ দুটি 'পদকল্পতরু'তে আছে (১১৩৮ নং)—আলোচিত হয়েছে যে, প্রথমটি কবিরাজের ও দ্বিতীয়টি ঘনশ্যাম নরহরির রচনা।[২০৪]

সুতরাং এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর দুটি পদ আছে। পদগুলি পূর্ব-প্রকাশিত॥

---

(২০২) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২১১-২১৮।

(২০৩) ঐ, পৃঃ ২২১।

(২০৪) বর্তমান নিবন্ধ, 'পদকল্পতরু' অংশ।

(১৩) বৈষ্ণবপদাবলী (ক. বি. ৪র্থ সং, ১৩৫৯, ৬ষ্ঠ ১৩৬৬)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' সংকলনে নরহরি ভণিতার ১টি পদ আছে—'পুরুবে যতেক কইলুঁ সুতপ' (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৮৫)। পদটি 'কীর্তনানন্দ' (পত্র ১২৭ক-খ) পুঁথিতে আছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পদটি নরহরি সরকারের লেখা।[২০৫] এই সংকলনে 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদও ১টি—'সহজই বিষম অরুণ দিঠি' (পৃঃ ৩১)—এটি ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'র (পৃঃ ১২) পদ॥

(১৪) শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব (২য় সং, ১৩৬১)

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' (২য় সং) গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে নরহরি সরকারের নামে ২৩টি (২য় অধ্যায়ে ৪টি, ৭ম অধ্যায়ে ১৯টি) সম্পূর্ণ পদ সংকলন করেছেন। সেগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত ২টি পদ অন্যত্র পাওয়া যায় নি

১। শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী কিশোরী নয়ন তারা (১৪ পৃঃ)

২। তোরে কহি মরমক বাত। নিভৃত নিকেতনে হাম একাকিনী (পৃঃ ৫৮)

অন্য ২১টি 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'গৌরাঙ্গমাধুরী', 'বৈষ্ণবপদাবলী' (সাহিত্য সংসদ) প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৪ পৃষ্ঠার 'শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়নতারা' পদটির মধ্যে এমন ৬টি চরণ বেশি আছে, যা ঐসব গ্রন্থের পাঠে পাওয়া যায় নি। আমরা সমগ্র পদটিই উদ্ধৃত করছি—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা। ১
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা ॥ ২
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে বিরলে বসিয়া রব। ৩
মনের সুখেতে সে প্রাণ বঁধুরে নয়নে নয়নে থোব ॥ ৪
সখি কহ না গৌর কথা। ৫
গৌর নাম অমিয়ার ধাম পিরীতি মুরতি দাতা ॥ ৬

গৌর বিহনে না জীয়ে পরাণে গৌর করিলাম সার। ৭
গৌর বলিতে জনম যাউক কিছু না চাহিয়ে আর ॥ ৮
গৌর ভকতি গৌর মুকতি গৌর বেদের সার। ৯
গৌর ভজহ গৌর সাধহ গৌর করিবে পার ॥ ১০
গৌর গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি। ১১
গৌর বচন অমিয়া সিঞ্চন হৃদয়ে রহিল পশি ॥ ১২

(২০৫) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২০৭।

গৌর শরদ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে। ১৩
দাস নরহরি অনুগত তারি চরণে শরণ মাগে ॥ ১৪

উল্লিখিত ৭-১২ নং চরণ ৬টি এই গ্রন্থের পাঠে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই পদটি নরহরি সরকারের রচনা।[২০৬]

আলোচ্য "শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী" ইত্যাদি পদটি 'শয়নে গৌর স্বপনে গৌর' ইত্যাদি পদের মতো, চণ্ডীদাসের 'উঠিতে রাধিকা বসিতে রাধিকা' বা 'শয়নে রাধিকা স্বপনে রাধিকা' ইত্যাদি পদের প্রভাবজাত। ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি গুণে এই পদটিও সরকার ঠাকুরের রচনা।

'তোরে কহি মরমক বাত' ইত্যাদি পদটি কোনোক্রমেই নরহরি সরকারের রচনা হতে পারে না। প্রথমতঃ পদটিতে আছে যে; জনৈকা নাগরী একাকিনী তার ঘরে বেশবাস করছিল। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ অলক্ষিতে তার কাছে এলেন। আয়নায় গৌরাঙ্গকে দেখে নাগরী চমকে উঠল। গ্রীবা ফেরাতে গিয়ে উভয়ের মুখে মুখে স্পর্শ হলো। গৌরাঙ্গ বাহু প্রসারিত করে নাগরীকে নিয়ে কাম কেলিতে নিমগ্ন হলেন। অবশেষে প্রত্যাবর্তন করলেন—এই রকমের চিত্র নরহরি সরকার বা গৌরাঙ্গের কোনো সমসাময়িক ভক্ত অংকন করতেই পারেন না। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের নাগরীভাবের পদগুলি অশ্লীলতা দোষ বিমুক্ত। অপর পক্ষে 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে অনুরূপ রুচিহীন বহু পদ লিখেছেন নরহরি চক্রবর্তী। তাঁর পদে গৌরাঙ্গকে ঘিরে স্বপ্ন ও জাগ্রতাবস্থায় নাগরীদের অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, পদটি ব্রজবুলিতে লেখা। রচনারীতিটিও চক্রবর্তীর পদের কথা স্মরণে আনে। তাছাড়া নরহরি চক্রবর্তীই একমাত্র কবি যিনি ব্রজবুলিতে নাগরী-বিষয়ক বেশ কিছু পদ লিখেছেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, লোচন, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নয়নানন্দ, জ্ঞানদাস, শেখর, যদুনন্দন, যদু, মুরারি গুপ্ত, রাধাবল্লভ, দেবকীনন্দন, গোপালদাস প্রমুখ কবিদের নাগরীভাবের পদগুলি সহজ বাংলায় লেখা। কেবল নরহরি চক্রবর্তীর কালের কবি জগদানন্দের এই বিষয়ে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ আছে, তবে সেগুলিতে নাগরীভাব অপেক্ষা গৌররূপ বর্ণনারই প্রাধান্য ('গৌরপদ-তরঙ্গিণী' ২য় সং, পৃঃ ১১৬-১১৭)।

ভাব, রুচি ও রচনারীতির বিচারে পদটি নরহরি চক্রবর্তীর লেখা হওয়াই সম্ভব।

এই গ্রন্থে উৎকলিত আর ২০টি পদঃ ১। কে আছে এমন (পৃঃ ৫১), ২। অঙ্গ ঝলমল...বুক পরিসর··(পৃঃ ৫১-৫২), ৩। আজি সুরধনী জলে

(২০৬) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২৪৫-২৪৭।

(পৃঃ ৫২), ৪। মরমহি গৌর (৫৩), ৫। মরম কহিব কায় (৫৩), ৬। সেহ বা কেমন লোক (৫৫), ৭। ও বোল বল না সই (৫৫), ৮। কনক কুমুদ (৫৬), ৯। সুঘন চিক্কন (৫৭), ১০। রসের ভ্রমরা (৫৭), ১১। গৌরাঙ্গ চাঁদের গুণত সকলি (৫৮), ১২। দেখি গোরা (৫৯), ১৩। রামানন্দ স্বরূপের (৬০), ১৪। গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব (৬০), ১৫। আরে মোর গৌর কিশোর (৬০), ১৬। কনক চম্পক গোরা (৬০), ১৭। গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর (৬১), ১৮। ব্রজভূমি করি শূন্য (১৬), ১৯। রসে তনু ঢর ঢর (১৬), ২০। আওব গৌর (৩০)। পদগুলি পূর্বেই মিলেছে।[২০৭] এগুলির মধ্যে ১, ২, ৩ নং পদ তিনটি নরহরি চক্রবর্তীর ও বাকি ১৭টি সরকার ঠাকুরের রচনা॥[২০৮]

(১৫) প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে শ্রীচৈতন্য (১৩৬১) গ্রন্থে রচয়িতা ডঃ সতী ঘোষ মহাশয়া "নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলী" শিরোনামে (পৃঃ ৮৮-৯৪) যে ৩৩টি পদসংকলন করেছেন, তার ৫টি পদ সরকার ঠাকুরের রচনা নয়। এ গ্রন্থের ১২ নং (পৃঃ ৯০) ও ২৭ নং (পৃঃ ৯৩) পদদুটি নরহরি চক্রবর্তীর স্বকৃত গ্রন্থ যথাক্রমে ভক্তিরত্নাকর (পৃঃ ৫৬৫) এবং গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে (পৃঃ ২৫) বর্তমান। ৪ নং পদটি বাসুঘোষের ও ৫, ১০ নং পদদুটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা—পূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে॥

(১৬) বৈষ্ণবপদাবলী, (সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৬৪)

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় সম্পাদিত ও সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থে নরহরি সরকারের ২টি, ঘনশ্যাম কবিরাজের ১টি এবং নরহরি চক্রবর্তীর ১টি পদ সংকলিত হয়েছে। পদগুলি হলো

সরকার—১। শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে (পৃঃ ১৭-১৮, পদ ২৪), ২। কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি (পৃঃ ১৮ পদ ২৫); কবিরাজ—'কো ইহ পুন পুন করত হুংকার' (পৃঃ ৬৪, পদ ৮৮); চক্রবর্তী—'নাচত গৌর নিখিল নট পণ্ডিত' (পৃঃ ৬৮, পদ ৯৪) সরকারের প্রথম পদটি কীর্তনানন্দ ও ২য়টি পদামৃতসমুদ্র থেকে সংগৃহীত। কবিরাজের পদটি তাঁর গোবিন্দরতিমঞ্জরীর (পৃঃ ৬৪) ও চক্রবর্তীর পদটি তাঁর ভক্তিরত্নাকরের (পৃঃ ৫৫৩) পদ। এ গ্রন্থের পদগুলি পূর্বে প্রকাশিত॥

---

(২০৭) গৌ. প. ত.—১, ২ (৩। ২। ৪৪), ৫ (৩। ২। ৪২), ১১ (৩। ২। ১৫৯-১৬০), ১৮ (১। ১। ২৮) গৌরাঙ্গমাধুরী—৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯। গৌরচরিত্রচিন্তামণি—১০ (পৃঃ ১০৩)। পদকল্পতরু—১২-১৭, ১৯, ২০ (৭৯৯, ৮২০, ৮৩২, ৮৪০, ৮৪৯, ৮৫৩, ২২৫৯, ১৯৭০)।

(২০৮) বর্তমান অধ্যায়।

(১৭) বৈষ্ণব-পদাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৮)

বর্তমান যুগের সর্ববৃহৎ মহাজনপদাবলী সংকলন ডঃ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের 'বৈষ্ণবপদাবলী'। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে নরহরি সরকার ঘনশ্যাম কবিরাজ ও নরহরি চক্রবর্তী শীর্ষক তিনটি পৃথক পর্যায়ে এই তিন জনের পদাবলী সংকলিত হয়েছে। পদ আছে যথাক্রমে—২৯, ৫৯ এবং ৪৩টি। কিন্তু পদগুলির আকর পুথির উল্লেখাদি নেই। প্রতিটি পদই ইতিপূর্বে অন্যান্য সংকলনগুলিতে পাওয়া গেছে।

(ক) নরহরি সরকারের নামে সংকলিত ২৯টি পদ (পৃঃ ১৪০-১৪৬)। এগুলির ১৬টি আছে 'পদকল্পতরু'তে[২০৯]—প্রথম সংখ্যাটি সাহিত্যরত্ন প্রদত্ত সরকার ঠাকুরের পদের নং, পরেরটি 'পদকল্পতরু'র পদ সংখ্যা—৩ = ২২৯৩, ৫ = ২২৫৯, ৯ = ১০৩, ১৫ = ৮৩২, ১৬ = ৮৫৩, ১৭ = ১৯১৭, ১৮ = ৪০৮, ১৯ = ৪২১, ২০ = ১৯০৮, ২১ = ১৯০২, ২২ = ৩০৭, ২৩ = ৮৪৯, ২৬ = ১৭২৯, ২৭ = ১৬৪৩, ২৮ = ৮৪০, ২৯ = ৮২০,—পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে পদগুলি সরকার ঠাকুরেরই রচনা।[২১০]

সাহিত্যরত্ন মহাশয় সংকলিত নিম্ন সংখ্যক ১২টি পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে আছেঃ (প্রথম সংখ্যাটি এই অধ্যায়ের পদ সংখ্যা = পরেরটি 'গৌরপদতরঙ্গিণী' ২য় সংস্করণের পৃষ্ঠা)—১, ৪ নং = ৮ পৃঃ ; ৬ = ১১৪ পৃঃ; ৭, ৮, ১০, ১১. ১২ = ১১৩ পৃঃ; ১৪ = ১১৮ পৃঃ ; ২৪ = ১১৮ পৃঃ; ২৫ = ২৩০ পৃঃ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলিও সরকার ঠাকুরের রচনা।[২১১]

কিন্তু এই অধ্যায়ের ১৩ নং "তরুণী পরাণচোরা" (পৃঃ ১৪৩) পদটি 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে (মিশন ২য় সং, পৃঃ ৫৬৫)—টটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা। আবার এই অধ্যায়ের ২ নং "গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত" (পৃঃ ১৪০) 'সংকীর্তনামৃত' (পদ ৪), এবং 'পদকল্পতরু'তে (পদ ২৩৪৫) বাসু ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এই দুই প্রাচীন পুথির সাক্ষ্যে পদটির ভণিতা নরহরি গ্রহণ করা যায় না।

(খ) ঘনশ্যাম কবিরাজের নামে সংকলিত ৫৯টি পদ (পৃঃ ৭৮৫-৮০২)। এগুলির মধ্যে কবিরাজের গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে আছে ৪৪টি—(প্রথম সংখ্যাটি এই অধ্যায়ের পদ সংখ্যা = পরেরটি গোবিন্দরতিমঞ্জরীর পৃষ্ঠা সংখ্যা)

(২০৯) পদগুলি গৌরপদতরঙ্গিণী, গৌরাঙ্গমাধুরী প্রভৃতিতেও মুদ্রিত হয়েছিল।

(২১০) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২১১-২১৩।

(২১১) ঐ, পৃঃ ২৪৫-২৫৭।

১=৪ পৃঃ ২=৫, ৬=১০, ৭=১৫, ৮=১৩, ৯=১২, ১০=১৬, ১২=২১, ১৩=২২, ১৪=২৪, ১৫=১৯, ১৬=৩৮, ১৭=৪০, ১৮=৪১, ১৯=৪২, ২০=৩০, ২১=৪৪, ২৩=৩৩, ২৫=২৬, ২৬=২৭, ২৭=২৮, ৩০=৩২, ৩৭=৩৭, ৩৮, ৩৯=৪৫, ৪০=৩৬, ৪১=৪৬, ৪৩=৪৯, ৪৪=৬৭, ৪৫=৫০, ৪৬=৬৬, ৪৭=৬৮, ৪৮=৬৯, ৪৯=৭০, ৫০=৭১, ৫১=৭৪, ৫২=৭২, ৫৩=৮১, ৪৫=৮২, ৫৫=৮৩, ৫৬=৮৪, ৫৭=৮৫, ৫৮=৮৭, ৫৯=৮৯। এগুলি কবিরাজেরই লেখা।

কিন্তু এই অধ্যায়ের ৪। ৫। ১১ নং পদ তিনটি একমাত্র গীতচন্দ্রোদয়েই পাওয়া যায় (পৃঃ ১০০। ২৫০। ৩২৯)। সুতরাং এই তিনটি নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচনা।

বাকি ১১টি পদ পদকল্পতরুতে আছে—(প্রথম সংখ্যাটি এই অধ্যায়ের পদসংখ্যা=পরেরটি পদকল্পতরুর পদসংখ্যা)ঃ ৩=২৩৩৮, ২২=৪২৬, ২৪=৪২৭, ২৮=৪৫৬, ২৯=৪৩৯, ৩১=২০৫৪, ৩২=২০৫৫, ৩৩=২০৫৬, ৩৪=২০৫৭, ৩৫=৩৫১, ৩৬=৩৪৯। পদকল্পতরুর পদবিচারের সময় আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি ভাব, ভাষা ও রচনারীতির জন্যে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হওয়াই সম্ভব।

সর্বশেষ ৪২ নং 'বাধা না মানয়ে ঝরএ নয়ান' (পৃঃ ৭৯৭) পদটি সাহিত্যরত্ন মহাশয় কর্তৃক কবিরাজের নামে সংকলিত হলেও, পদটি তাঁর রচনা নয়। কিছু কিছু পাঠান্তর সহ এই পদটি পদামৃতসমুদ্রে (২৭৯ নং পদ) পদকল্পতরুতে (১৬০১ নং), এবং পদরসসারে (৮১০ নং পদ) "গোবিন্দদাস" ভণিতায় সংকলিত হয়েছে। তাছাড়াও সাহিত্যরত্ন মহাশয় স্বয়ং বামাপদ বসু অনুদিত 'অমরু শতক' (১৩৭২) গ্রন্থের 'আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য' অংশে এই পদটিকে গোবিন্দদাসের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন।[২১২] এই তিন প্রাচীন পুথির সাক্ষ্যে পদটি গোবিন্দদাসের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা উচিৎ।

(গ) নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর নামে সংকলিত ৪৩টি পদ। এগুলির ৪১টি নরহরি এবং ২টি ঘনশ্যাম ভণিতায় সংকলিত। পদগুলি চক্রবর্তী মহাশয়ের গ্রন্থেই পাওয়া যায়—'ভক্তিরত্নাকরে' ২টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ৪০টি এবং গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে ১টি (প্রথম সংখ্যাটি সাহিত্যরত্ন মহাশয় নির্দিষ্ট

(২১২) অমরুশতক, (১৩৭২), বামাপদ বসু অনুদিত, ৪৪, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৬।

এই অধ্যায়ের পদ সংখ্যা = পরেরটি নরহরি গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬ = ভক্তি-রত্নাকর পৃঃ ৫৯৭, ৪২ = ভক্তি, পৃঃ ২৫৭, ৪৩ = গৌরচরিত্রচিন্তামণি পৃঃ ১০। নিচের পদগুলি গীতচন্দ্রোদয়ে আছে ১=গী. চ. পৃঃ ৫, ২=৪, ৩=২৮৭, ৪=২৮৯, ৫=২৯১, ৭=২৯৭, ৮=৩০, ৯, ১৩=৯, ১০, ১১=১২, ১২=১১, ১৪=৯৯, ১৫=১০৮, ১৬, ১৭=১০৭, ১৮, ১৯=১১১, ২০=১০৪, ২১=১০৯ বা ১৯৮, ২২=৩৩৫, ২৩=১১৫, ২৪=১২১, ২৫=১১৪, ২৬=৩১৯, ২৭=১১৬, ২৮=১২৩, ২৯=৩২২, ৩০, ৩২=৩২৩, ৩১=৩২৪, ৩৩=৩২৯, ৩৪=৩২৫, ৩৫, ৩৮=৩৩৩, ৩৬=৩৩০, ৩৭=১২৩, ৩৯=১২৫, ৪০=১৩১, ৪১=৩৩১।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যরত্ন মহাশয় সংকলিত পদগুলির উদ্দেশ এই রূপ :

(ক) নরহরি সরকার—মোট পদ ২৯। সরকারের ২৭। নরহরি চক্রবর্তীর ১টি। বাসুর ১টি।

(খ) ঘনশ্যাম কবিরাজ—মোট পদ ৫৯। কবিরাজের ৫৫। নরহরি চক্রবর্তীর ৩টি। গোবিন্দদাসের ১টি।

(গ) নরহরি চক্রবর্তী—মোট পদ ৪৩। চক্রবর্তীর ৪৩।

অর্থাৎ এই সংকলনে চক্রবর্তী মহাশয়ের মোট পদ ৪৭টি। পদগুলি পূর্বে প্রকাশিত॥

(১৮-১৯) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পদ সংকলন গ্রন্থ

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৬৮ সালে বৈষ্ণবপদাবলীর দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়—(ক) 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' (আষাঢ় মাসে) (খ) পাঁচ শত বৎসরের পদাবলী (মাঘে)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে নরহরি চক্রবর্তীর পদ নেই। নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। এ গ্রন্থে নরহরি সরকারের পদ আছে ১৮টি। পদসংখ্যা—১-৩, ১১-১৬, ৫৫, ৭৯, ৮০, ১০৪, ১১১, ১১৪, ১৮৯, ১৯৯, এবং ১৩৫। পদগুলি প্রাচীন পুথি থেকেই সংকলিত।

'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'তে (১৩৮১ কার্তিক পুনর্মুদ্রণ) নরহরি সরকারের ১৬টি (সংখ্যা—৩৫-৩৭, ৪৫-৫০, ৯৮, ১১৩, ১১৪, ১৪৬, ১৬৬), ঘনশ্যাম কবিরাজের ৪টি (২৫২-২৫৪, ২৬০) এবং নরহরি চক্রবর্তীর ৩টি (২৮২-২৮৪) পদ সংকলিত হয়েছে। এখানেও পদগুলির আকর পুথির উল্লেখ আছে। এই দুই গ্রন্থেই কোনো অপ্রকাশিত পদ নেই॥

পরিশেষে নরহরি চক্রবর্তীর স্ব-রচিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র প্রাপ্ত পদাবলীর হিসাব গৃহীত হলোঃ

(ক) প্রাচীন পদাবলী সংকলন ও বিভিন্ন পুঁথির পাতড়াঃ

আকর	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			চক্রবর্তীর প	
	মোট	সরকার	চক্রবর্তী	মোট	কবিরাজ	চক্রবর্তী	মোট	নতুন প
১	২ক	২খ	২গ	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ
১। রসকল্পবল্লী	১	১	০	০	০	০	০	০
২। রসমঞ্জরী	০	০	০	১	১	০	০	০
৩। ক্ষণদা	২	২	০	১	১	০	০	০
৪। পদামৃতসমুদ্র	১	১	০	১	১	০	০	০
৫। সংকীর্তনামৃত	৩	৩	০	৯	৯	০	০	০
৬। কীর্তনানন্দ	৬	৫	১	৩৮	৩৫	৩	৪	২
৭। পদকল্পতরু	৩৬	২৩	১৩	৪২	৩৮	৪	১৭	৭
৮-১০। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী								
(ক) পদরসসার	৪	৪	০	০	০	০	০	০
(খ) পদরত্নাকর	৪	৪	০	০	০	০	০	০
(গ) গাঁড়াদহের পুঁথি	১	০	১	২	২	০	০	১
১১। পদমেরু	২৮	১৯	৯	১৮	১৫	৩	১২	৪
১২। বিভিন্ন পুঁথির পাতড়া	মোট পদ ১৩ + ১৭ + ৯ = ৩৯, পূর্বপ্রকাশিত ২৬,							৩

চক্রবর্তীর নতুন পদ—১৭

(খ) আধুনিক কালের পদসংকলন, পত্র পত্রিকা, আলোচনা গ্রন্থ :

আকর	নরহরির ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			চক্রবর্তীর পদ	
	মোট	সরকার	চক্রবর্তী	মোট	কবিরাজ	চক্রবর্তী	মোট	নতুন পদ
১	২ক	২খ	২গ	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ
১। পদরত্নাবলী (১২৯২)	১	০	১	০	০	০	১	০
২। সাহিত্য পত্রিকা (১২৯৯)	২	০	২	০	০	০	২	১
৩। সংগীতসার সংগ্রহ (১৩০৮)	৪	০	৪	৫	৫	০	৪	১
৪। গৌরপদতরঙ্গিণী (১৩১০)	৩৮৩	৩২	৩৪৯	৩৮	৩	৩৫	৩৮৪	২২
৫। বৈষ্ণবপদলহরী (১৩১২)	১৭	১২	৫	২১	১৮	৩	৮	০
৬। কীর্তনগীতরত্নাবলী (১৩২৩)	১১	১০	১	১৩	১৩	০	১	০
৭। পদামৃতসিন্ধু (১৩২৯)	৮	৮	০	২১	১৭	৩	০	০
৮। বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি (১৩৩১)	০+১০	০+১০	০	১২+২৬	৯+২৬	৩+০	৩	০
৯। গৌরাঙ্গ মাধুরী পত্রিকা (১৩৩৭) (নতুন)	৬	৪	২	০	০	০	২	২
১০। পদকল্পলতিকা (১৩৩৭)	২	০	২	১	০	০	২	০
১১। পদামৃত মাধুরী—								
১ম (১৩৩৮)	১৫	১৪	১	৮	৬	২	০	০
২য় (১৩৪০)	১৪	১৪	০	১০	১০	০	০	০
৪র্থ (১৩৪৯)	৮	৬	২	১২	১২	০	২	০
১২। কীর্তন পদাবলী (১৩৪৫)	২	১	১	৩	২	১	২	০
১৩। ক. বি. বৈষ্ণবপদাবলী ৪র্থ (১৩৫৯)	১	১	০	১	১	০	০	০

(খ) আধুনিক কালের পদসংকলন, পত্র পত্রিকা, আলোচনা গ্রন্থ :

আকর	নরহরি ভণিতার পদ			ঘনশ্যাম ভণিতার পদ			চক্রবর্তীর পদ	
	মোট	সরকার	চক্রবর্তী	মোট	কবিরাজ	চক্রবর্তী	মোট	নতুন পদ
১	২ক	২খ	২গ	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ
১৪। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২য় সং (১৩৬১)	২৩	২২	১	০	০	০	১	১
১৫। প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে শ্রীচৈতন্য (১৩৬৩)	৩৩	২৮	৪	০	০	০	৪	০
১৬। সুকুমার সেন। বৈষ্ণব পদাবলী (১৩৬৪)	২	১	১	১	১	০	১	০
১৭। সাহিত্যরত্ন। বৈষ্ণব পদাবলী (১৩৩৮)	(ক) সবকাব—২৯ (খ) কবিবাজ—৫৯ (গ) চক্রবর্তী—৪৩			স. ২৭+চ. ১+বাসু ১ ক. ৫৫+চ. ৩+গোবিন্দ ১			নতুন পদ নেই	
১৮। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (১৩৬৮)	সবকাব—১৮							
১৯। পাঁচশত বৎসবের পদাবলী (১৩৬৮)	সবকার—১৬ চক্রবর্তী—২+১৯৩ কবিবাজ—৪							

চক্রবর্তীর নতুন পদ—২৭

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নরহরি চক্রবর্তীর মোট পদ হয়—

(ক) স্বরচিত গ্রন্থে—১৫৮১
(খ) প্রাচীন পুঁথিতে— ১৭
(গ) আধুনিক গ্রন্থে— ২৭

১৬২৫

'নরহরি' 'ঘনশ্যাম' ভণিতার সহজিয়া বা প্রহেলিকাত্মক পদাবলী

'নরহরি' ভণিতায় ১৬টি সহজিয়া পদ পাওয়া গেছে। মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংকলিত 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে [২১৩] ৯টি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ নং পুঁথিতে ১টি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯৬৮ নং পুঁথিতে ১টি, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের ৬৩২ নং পুঁথিতে ৪টি, বিশ্বভারতী ২৮১ নং পুঁথিতে ১টি এবং ৫৩১ নং পুঁথিতে ১টি।

মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পদগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৮, ২৮৯, ২০৮০, ২০৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক সহজিয়া পুঁথিগুলি থেকে এই পদ ৯টি সংগ্রহ করেছিলেন। ১। পিরিতি প্রকৃতি একত্র করিয়া (পৃঃ ২৩), ২। মানুষ মানুষ সবাই কহে (৩৫), ৩। আসকের কথা শুনলো সই (৩৭), ৪। শুনিতে শুনে ভজন তত্ত্ব (৬১), ৫। স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয় (৬৫), ৬। নন্দের নন্দন করয়ে ভজন (৬৫), ৭। সহজের কথা শুনলো সই (৭৪), ৮। শুনহ রসিক ভকত জন (৯০), ৯। মরম কহিব কাহার আগে (৯০-৯১)।

অন্যান্য পুঁথির পদগুলি হলো—১। নাচে গাহে নাম লয় নাহি করে আন (৩০ চরণের পদ। ১-১৫ চরণ, ২৩-৩০ চরণ পয়ার, ১৬-২২ চরণ ত্রিপদী—ক. বি. পুঁথি ৩২৫)। ২। কি কব বিধির বিধানে নাঞি (পরিষৎ ৯৬৮), ৩-৬। চতুর হইয়া কবির কাজ,...বিগ্রহ বলিয়া কহয়ে কথা, সে রূপ হেরয়ে রূপ সে ঠায়ে,...মাঝারে ফুটিল ফুল (বিষ্ণুপুর ৬৩২ নং), ৭। যুগল পিরিতি কোথা উপজিল পিরিতি বলিব কারে (বিশ্বভারতী ৫৩১ নং,—২৮১ নং পুঁথির আসকের কথা শুনলো সই পদটি মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থেও আছে)।

'ঘনশ্যাম' ভণিতায় ১টি মাত্র সহজিয়া পদ মিলেছে—রসিকের সঙ্গ কর রসাশ্রয় হয়া (সহজিয়া সাহিত্য, পৃঃ ৮৯)।

উল্লিখিত পদগুলিতে সহজ সাধন তত্ত্ব আভাসে ইঙ্গিতে, রূপকে উপমায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোনো কোনো পদের কাব্যকলা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ এবং বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ পদ সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির মূল্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(২১৩) সহজিয়া সাহিত্য, পদাবলী শাখা (ক. বি. ১৯৩২)

কিন্তু নরহরি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ এবং নরহরি চক্রবর্তীর, এ'দের কেউ সহজিয়া পদ লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। বৈষ্ণবজীবনীগুলিতে নরহরি সরকারের যে জীবনী বিবৃত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় না যে, তিনি সহজ সাধনাকে অবলম্বন করে পদ লিখেছিলেন। আবার ঘনশ্যাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের পৌত্র, শ্রীনিবাস-আচার্যের পুত্র গোবিন্দগতির (বা গতি-গোবিন্দের) শিষ্য—শ্রীনিবাসাচার্যের শাখা সহজ সাধনার বিরোধী ছিলেন। নরহরি-ঘনশ্যাম চক্রবর্তীও শ্রীনিবাস শাখাভুক্ত। সুতরাং ঘনশ্যাম কবিরাজ ও নরহরি চক্রবর্তী সহজিয়া পদ লিখতেই পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ঘনশ্যাম কবিরাজ ও নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে সহজ ভাবনার কোনো রকম ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। তাঁদের পদগুলিতেও এই ভাবনা সম্বলিত পদ একটাও মেলে না।

অনুমিত হয় যে, পদগুলি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহজ সাধকেরা নিজেদের সাধনাকে জনপ্রিয় করবার জন্যে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ও কবিদের নামে পদ লিখেছিলেন। শ্রীরূপ সনাতন কৃষ্ণদাসকেও তাঁরা দলভুক্ত করতে বাদ দেন নি। নরহরি, ঘনশ্যাম প্রমুখ বহুমান্য বৈষ্ণব কবি ও সাধকদের নামে তাঁরা যে পদ চালিয়ে দিতে অপচেষ্টা করবেন না, তাই বা কে বলতে পারে?

নির্দেশিকা
